توضیح القرآن

آسان ترجمہ قرآن

آল কুরআনুল কারীম

সহজ তরজমা ও তাফসীর

তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন

দ্বিতীয় খণ্ড

সূরা ইউনুস - সূরা আনকাবুত



শাইখুল ইসলাম
মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম

আল কুরআনুল কারীম

সহজ তরজমা ও তাফসীর

তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন

দ্বিতীয় খণ্ড

সূরা ইউনুস, হূদ, ইউসুফ, রা'দ, ইবরাহীম, হিজর, নাহ্‌ল, বনী ইসরাঈল
কাহ্‌ফ, মারইয়াম, তোয়া-হা, আম্বিয়া, হাজ্জ, মুমিনূন, নূর
ফুরকান, শুআরা, নামল, কাসাস ও আনকাবুত

উর্দূ তরজমা ও তাফসীর

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম

অনুবাদ

মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
ইমাম ও খতীব: পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা
শাইখুল হাদীস: জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, তেজগাঁও, ঢাকা



মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net
ওয়েব সাইট: www.maktabatulashraf.net

তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন

দ্বিতীয় খণ্ড [সূরা ইউনুস হতে সূরা আনকাবুত]

উর্দূ তরজমা ও তাফসীর
শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

অনুবাদ
মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

প্রকাশকাল
জ্বিলক্বদ ১৪৩১ হিজরী
অক্টোবর ২০১০ ঈসায়ী

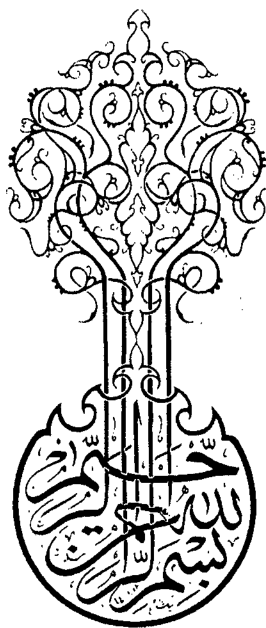
প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN: 978-984-8950-03-6

মূল্য ঃ পাঁচশত নব্বই টাকা মাত্র

TAFSIRE TAWZIHUL QURAN
2nd Part [Sura Younus - Sura AnKabut]
By: Shaikhul Islam Mufti Muhammad Taqi Usmany
Transleted by: Maulana Abul Bashar Muhammad Saiful Islam
Price: Tk. 590.00 - US$ 20.00 only


بسم الله الرحمن الرحيم

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی

اما بعد:

بندہ بنگلہ دیش کے سفر میں جناب مولانا حبیب الرحمن خان صاحب سے
متعارف ہوا، اور معلوم ہوا کہ انہوں نے مکتبۃ الاشرف کے نام سے
یہاں ایک باوقار اشاعتی ادارہ قائم کیا ہوا ہے جس سے وہ اکابر
علماء دیوبند کی اہم کتابوں کے بنگلہ تراجم شائع کرتے رہتے ہیں جن میں
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، مفتی اعظم حضرت
مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ
اور حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب قدس سرہم کی اہم تالیفات
شامل ہیں۔ نیز انہوں نے اس ناکارہ کی تالیفات میں سے
ذکر و فکر، جہانِ دیدہ، اصلاحی مجالس اور دوسری متعدد
اہم کتابوں کا معیاری بنگلہ ترجمہ بھی شائع فرمایا ہے۔ اور
اس مرتبہ یہاں حاضری کے وقت دیکھا کہ بندہ کے "آسان
ترجمۂ قرآن" کی پہلی جلد کا ترجمہ بھی جو مولانا ابو البشر
صاحب نے کیا ہے، نہایت دیدہ زیب طباعت کے ساتھ
شائع ہو گئی ہے اور باقی جلدیں زیر طبع ہیں۔

بندہ بنگلہ زبان سے نابلد ہے، لیکن مستند و معتمد علماء
کو ان تراجم کے بارے میں نہ صرف مطمئن بلکہ ترجمے
کو صحیح اور بامحاورہ ہونے پر رطب اللسان پایا۔ اور
یہ دیکھ کر مزید خوشی ہوئی کہ تمام کتابیں جدید ذوق کے مطابق
کتابت و طباعت اور ظاہری حسن کے اعتبار سے بھی ماشاء اللہ
اعلیٰ معیار پر ہیں۔

الحمد للہ، مکتبۃ الاشرف نے یہ بڑی عظیم خدمت انجام دی
اور مسلسل دے رہا ہے جس کی اہل علم و دانش کو پذیرائی کرنی
چاہئے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو اپنی
بارگاہ میں شرفِ قبول عطا فرما کر اسے خدمتِ دین کا
ذریعہ اور تمام متعلقین کیلئے ذخیرۂ آخرت بنائیں۔ آمین

بندہ
محمد تقی عثمانی عفی عنہ
نزیل حال ڈھاکہ

۲۴ رجمادی الاولیٰ ۱۴۳۱ھ
۹ مئی ۲۰۱۰ء

[শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর স্বহস্তে লিখিত অভিমত ও দুআ]

মাকতাবাতুল আশরাফ সম্পর্কে
শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম-এর
অভিমত ও দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

বাংলাদেশের বিভিন্ন সফরে জনাব মাওলানা হাবীবুর রহমান খান সাহেবের সাথে বান্দার পরিচয়। এ সূত্রেই জানতে পারলাম মাকতাবাতুল আশরাফ নামে তাঁর একটি অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আছে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি উলামায়ে দেওবন্দের গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর বাংলা তরজমা প্রকাশ করে থাকেন। ইতোমধ্যে হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., মুফতী আজম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ., হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. ও হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী রহ.-এর বেশকিছু মূল্যবান রচনার তরজমা তাঁর এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এই অকর্মন্যের যিকর ওয়া ফিকর, জাহানে দীদাহ, ইসলাহী মাজালিসসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনার মানসম্মত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। এবারের এই সফরে দেখতে পেলাম বান্দার আসান তরজমায়ে কুরআন-এর প্রথম খণ্ডও মাওলানা আবুল বাশার সাহেবের অনুবাদে অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন মুদ্রণে প্রকাশিত হয়েছে, বাকি দুই খণ্ডও মুদ্রণাধীন।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে বান্দা পরিচিত নয়। তবে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামকে দেখেছি তাঁরা এসব অনুবাদের প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল। তাঁদের মতে এগুলো বাংলা ভাষাশৈলী ও বিশুদ্ধতার মানে উত্তীর্ণও বটে। অধিকতর আনন্দের বিষয় হল, সবগুলো বইয়ের লিপি ও মুদ্রণ আধুনিক রুচিসম্মত এবং এগুলোর বাহ্যিক অলংকরণও মাশাআল্লাহ উৎকৃষ্ট মানের।

আলহামদুলিল্লাহ মাকতাবাতুল আশরাফ উম্মতের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে এবং নিরবচ্ছিন্ন দিয়ে যাচ্ছে। উলামায়ে কেরাম ও জ্ঞানী-গুণীজনের এ খেদমতের বিশেষ সমাদর করা উচিত। অন্তর থেকে দু'আ করি আল্লাহ তাআলা এসব মেহনত কবূল করে নিন এবং একে দ্বীনী খেদমতের মাধ্যম এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আখেরাতের সঞ্চয় বানিয়ে দিন।

বিনীত

(বান্দা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী)
ঢাকায় অবস্থানকালে

২৬ জুমাদাল উলা ১৪৩১ হিজরী
৯ মে ২০১০ ঈসায়ী

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ! শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম কর্তৃক সংকলিত 'তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন' (আসান তরজমায়ে কুরআন)-এর দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হলো। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হযরত বাংলাদেশ সফরে আসেন। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে পৌঁছার সামান্যক্ষণ পরই হযরতের হাতে যখন এর একটি কপি তুলে দেই হযরত মনোযোগ দিয়ে তা দেখতে থাকেন এবং এত অল্প সময়ে বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেন, দু'আ দেন এবং খুবই আনন্দিত হন। সে সময় হযরতকে বলি হযরতের মাধ্যমে অন্যদেরকে হাদীয়া দেয়ার জন্য দুইশত কপির ব্যবস্থা আছে, হযরত এতে আরো সন্তোষ প্রকাশ করেন। এরপর থেকে হযরতের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগত প্রায় সকলকেই এর কপি দেয়া হয়।

যাদের হাতে এ অনুবাদের কপি পৌঁছেছে তাদের অনেকেই সাক্ষাতে সরাসরি আবার অনেকে ফোনের মাধ্যমে এর ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। অনেকে পরবর্তি খণ্ডগুলো কখন প্রকাশিত হবে জানতে চেয়ে দ্রুত প্রকাশের অনুরোধ করেছেন।

এ তাফসীরের সফল অনুবাদক হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম ছাহেব (আ, ব, ম, সাইফুল ইসলাম) যখন হযরতের সাথে সাক্ষাত করেন পরিচিতি পর্বে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব অনুবাদের বিশুদ্ধতা উন্নত ভাষাশৈলির স্বার্থক প্রয়োগের কথা হযরতকে বললে হযরত খুবই আনন্দিত হন এবং অনুবাদককে যথেষ্ট সম্মান করেন ও অনেক দু'আ দেন।

কয়েকদিন পর একজন মুখলেস বন্ধুর পরামর্শে উত্তরবঙ্গের সফরে যাওয়ার পূর্বক্ষণে সুযোগ পেয়ে হযরতের নিকট মাকতাবাতুল আশরাফ ও তার কার্যক্রম সম্পর্কে হযরতের অভিমত ও দু'আ লিখে দেয়ার দরখাস্ত করলে হযরত সম্মত হয়ে বলেন, এখনইতো এয়ারপোর্ট যেতে হবে, আপনি আমার সাথে গাড়ীতে বসুন, গাড়ীতে বসে লিখে দিবো। বর্তমান খণ্ডের শুরুতে হযরতের যে অভিমত ও দু'আ ছাপা হয়েছে সেটি চলন্ত গাড়ীতে বসে লেখা হযরতের অভিব্যক্তি।

হযরতের নিকট দরসে নেজামীর নেসাবভুক্ত কোন কিতাব পড়ার সৌভাগ্য আমার না হলেও দারুল উলূম করাচীতে اسلام اور جدید معیشت وتجارت কোর্স করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কোর্স চলাকালীন ও কোর্স শেষে সনদ ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে হযরতের যে বিনয় ও এখলাস দেখেছি তা আমার মতো অনেকেরই সারা জীবনের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে থাকবে। এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা হযরতের নামের পূর্বে শাইখুল ইসলাম শব্দ যোগ করছিলেন, তখন হঠাৎ হযরত দাঁড়িয়ে মাইক হাতে নিয়ে বললেন, অনুগ্রহ পূর্বক আমার নামের সাথে শাইখুল ইসলাম শব্দ যোগ করে এ শব্দের এহানত করবেন না। আমার নামের সাথে এ শব্দ যোগ করলে এ শব্দের অবমাননা হবে। এরপর সালাফে সালেহীনের কয়েকজনের নাম নিয়ে বললেন, প্রকৃত শাইখুল ইসলাম তো এ সকল ব্যক্তিবর্গই ছিলেন। আমি তো কিছুই নই। এ কথা বলে হযরত বিনয়াবনত ভঙ্গিতে বসা মাত্রই হযরতের বড় ভাই হযরত মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম দাঁড়িয়ে বললেন, শাইখুল ইসলাম হিসেবে এইমাত্র যে সকল ব্যক্তিবর্গের নাম নেয়া হয়েছে তাঁরাও যদি এখন যিন্দা থাকতেন আর মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী سلمہ-এর বর্তমান দ্বীনী খেদমত প্রত্যক্ষ করতেন তাহলে আমার ধারনা হলো তাঁরাই এখন শাইখুল ইসলাম উপাধীতে মাওলানা মুহাম্মাদ

তাকী উসমানী سَلَّمَهٗ কে ভূষিত করতেন। কাজেই আমার মতে শাইখুল ইসলাম বলতে কোন দোষ নেই। এ কথায় হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম যেন মাটিতে মিশে গেলেন।

হযরতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো সময়কে খুব বেশি কাজে লাগানো। সফর কিংবা অবস্থান কোন অবস্থাতেই সময়কে বেকার চলে যেতে দেন না। সর্বদা পড়ালেখায় ব্যস্ত থাকেন। এমনকি উড়ন্ত বিমানে বসেও তিনি লেখালেখির কাজ চালিয়ে যান অব্যাহত ভাবে। এ তাফসীরের অধিকাংশ কাজই সফরে সম্পন্ন করেছেন। যেমনটি বিভিন্ন সূরার টিকার শেষে লেখা আছে।

আল্লাহপাক হযরতের এখলাস ও মেহনতের বদৌলতেই হয়তো তাঁর সকল রচনাকে অভাবনীয় পাঠকপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। যেকোন লেখা প্রকাশিত হওয়া মাত্রই দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ আরম্ভ হয়ে যায়। আল্লাহপাক হযরতকে সুস্থতার সাথে হায়াতে তাইয়্যেবা নসীব করুন। আমাদের উপর তাঁর ছায়াকে দীর্ঘায়িত করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন-এর প্রথম খণ্ড ছাপা হওয়ার পর বেশ কয়েকজন মুহাক্কেক আলেমে দ্বীন এর ভূয়সী প্রসংশা করেছেন, দু'আ দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, বাংলা ভাষায় আল কুরআনুল কারীমের নিকটতম কোন সহজ-সরল অনুবাদ ছিলো না, এ তরজমা এ শূণ্যতা পূরণ করবে ইনশাআল্লাহ।

আমার একজন আলেম মুরুব্বী, যিনি প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ও একটি জাতীয় পত্রিকার সহ-সম্পাদকও বটে, একবার এক জেলা শহরে সফরের প্রাক্কালে তাকে তাফসীরে তাওযীহুল কুরআনের প্রথম খণ্ডের (অনুবাদের) একটি কপি হাদিয়া দিলে তিনি গাড়ীতে বসেই তা উল্টিয়ে দেখতে থাকেন এবং أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى نِسَائِكُمْ এর তরজমা দেখে বললেন এ আয়াতের তরজমা মূল উর্দূর সাথে মিলেয়ে দেখবো। কিছুক্ষণ পর যখন আমরা মারকাযুদ দাওয়ায় পৌঁছলাম তিনি মূল উর্দূ কপি আনিয়ে মিলিয়ে দেখে বললেন, মাশাআল্লাহ অনুবাদ সুন্দর ও স্বার্থক হয়েছে। এখন লোকদেরকে এ অনুবাদটির কথা বলা যাবে।

আলহামদু লিল্লাহ! বিভিন্ন কওমী মাদরাসার কুরআন তরজমার শিক্ষকদের অনেকেই বলেছেন তরজমা শেখার জন্য ছাত্রদেরকে এ তরজমা রাহনুমায়ী করবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম খণ্ডের প্রকাশনায় আমাদের অলক্ষ্যে একটি বিষয় বাদ পড়েছে। আর তা হলো ফলিওতে সূরা ও পারার নাম লেখা হয়নি। আমরা যত্নের সাথে এ খণ্ডে তা যুক্ত করেছি। এছাড়া প্রতিটি সূরার শুরুতে তার নামের সাথে ক্রমিক নম্বরও যুক্ত করা হয়েছে।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো এ খণ্ডটিকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করেছি। তাসত্বেও এতে ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়াটা বিচিত্র নয়। সকলের নিকট একান্ত অনুরোধ কারো দৃষ্টিতে যদি কোন অসঙ্গতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে জানালে পরবর্তি সংস্করনে ইনশাআল্লাহ তা সংশোধন করা হবে।

আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে কুরআনে কারীম সহীহভাবে শেখার, নিয়মিত তেলাওয়াত করার এবং তার অর্থ জেনে সে অনুপাতে জীবন যাপন করে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি ও ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬ আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫
habib.bd78@yahoo.com

তারিখ: ৮ যিলক্বদ ১৪৩১ হিজরী
১৯ অক্টোবর ২০১০ ঈসায়ী

সূচিপত্র

১০

সূরা ইউনুস

সূরা ইউনুস পরিচিতি

এ সূরাটি মক্কা মুকাররমায় নাযিল হয়েছিল। তবে কোনও কোনও মুফাসসির এর তিনটি আয়াত (আয়াত নং ৪০, ৯৪ ও ৯৫) সম্পর্কে মনে করেন যে, তা মদীনা মুনাওয়ারায় নাযিল হয়েছিল। কিন্তু এর সপক্ষে বিশ্বস্ত কোনও প্রমাণ নেই। হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের নামে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। ৯৮ নং আয়াতে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা আছে। মক্কা মুকাররমায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করা। এ কারণেই অধিকাংশ মক্কী সূরায় তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ সূরারও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু এগুলোই। সেই সঙ্গে আরব মুশরিকদের পক্ষ থেকে ইসলামের উপর যেসব আপত্তি তোলা হত, এ সূরায় তার জবাবও দেওয়া হয়েছে এবং পাশাপাশি তাদের ভ্রান্ত কার্যাবলীরও নিন্দা করা হয়েছে। কেবল নিন্দা জানিয়েই শেষ করা হয়নি; বরং তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, তারা যদি জেদ ও হঠকারিতা পরিত্যাগ না করে, তবে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের উপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি আসতে পারে। এ প্রসঙ্গেই পূর্ববর্তী আম্বিয়া কেরামের মধ্য থেকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে অমান্য করার পরিণামে ফিরাউনের নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনা সবিস্তারে এবং হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ও হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব ঘটনার ভেতর কাফেরদের জন্য এই শিক্ষা রয়েছে যে, তারা যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করে চলছে তাতে তাদেরও একই পরিণতি ঘটতে পারে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদের জন্য রয়েছে এই সান্ত্বনা ও আশ্বাস বাণী যে, এতসব বিরোধিতা সত্ত্বেও শুভ পরিণাম ইনশাআল্লাহ তাদেরই পক্ষে যাবে।

১০ – সূরা ইউনুস – ৫১

سُوْرَةُ يُوْنُسَ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ১০৯; রুকূ ১১

اٰيَاتُهَا ١٠٩ رُكُوْعَاتُهَا ١١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ①

১. আলিফ-লাম-মীম-রা।[১] এসব হিকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؔ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ②

২. মানুষের জন্য কি এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আমি তাদেরই এক ব্যক্তির প্রতি ওহী নাযিল করেছি যে, মানুষকে (আল্লাহর হুকুম অমান্য করার পরিণাম সম্পর্কে) সতর্ক কর এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য আছে সত্যিকারের উচ্চমর্যাদা।[২] (কিন্তু সে যখন তাদেরকে এই বার্তা দিল, তখন) কাফেরগণ বলল, এতো এক সুস্পষ্ট যাদুকর।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ

৩. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে 'ইসতিওয়া'[৩] গ্রহণ করেন। তিনি সকল

---

১. সূরা বাকারার শুরুতে বলা হয়েছিল যে, বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে যে এ রকম বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ আছে, এগুলোকে 'আল-হুরূফুল মুকাত্তা'আত' বলে। এর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

২. قدم এর প্রকৃত অর্থ পদ (পা)। এখানে মর্যাদা বোঝানো উদ্দেশ্য।

৩. استواء। 'ইসতিওয়া'-এর শাব্দিক অর্থ সোজা হওয়া, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, সমাসীন হওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি-সদৃশ নন। কাজেই তাঁর 'ইসতিওয়া'ও সৃষ্টির ইস্তিওয়ার মত নয়। এর স্বরূপ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। এ কারণেই আমরা কোনও তরজমা না করে হুবহু শব্দটিকেই রেখে দিয়েছি। কেননা আমাদের জন্য এতটুকু বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা নিজ শান মোতাবেক আরশে 'ইসতিওয়া' গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে এর বেশি আলোচনা-পর্যালোচনার দরকার নেই। কেননা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা এর সবটা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

কিছু পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ (তাঁর কাছে) কারও পক্ষে সুপারিশ করার নেই। তিনিই আল্লাহ– তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁর ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা অনুধ্যান করবে না?

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

৪. তাঁরই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। এটা আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি। নিশ্চয়ই সমস্ত মাখলুক প্রথমবারও তিনিই সৃষ্টি করেন এবং পুনর্বারও তিনিই সৃষ্টি করবেন, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে ইনসাফের সাথে প্রতিদান দেওয়ার জন্য। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আছে উত্তপ্ত পানির পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, যেহেতু তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করত।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ

৫. তিনিই আল্লাহ, যিনি সূর্যকে রশ্মিময় ও চন্দ্রকে জ্যোর্তিপূর্ণ করেছেন এবং তাঁর (পরিভ্রমণের) জন্য বিভিন্ন 'মনযিল' নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা বছরের গণনা ও (মাসসমূহের) হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এসব যথার্থ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেননি।[৪] যে সকল

৪. কুরআন মাজীদ সৃষ্টি জগতের যে বস্তুরাজির প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করে, তা দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। **(এক)** মহা বিশ্বের যে মহা বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনার অধীনে চন্দ্র-সূর্য অত্যন্ত নিপুণ ও সূক্ষ্ম হিসাব অনুযায়ী আপন-আপন কাজ করে যাচ্ছে, তা আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরত ও অপার হিকমতের পরিচয় বহন করে। আরব মুশরিকরাও স্বীকার করত যে, এ সমস্ত কিছু আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। কুরআন মাজীদ বলছে, যেই মহান সত্তা এত বড়-বড় কাজে সক্ষম, তার জন্য কোনও রকম শরীকের কী প্রয়োজন থাকতে পারে? সুতরাং এই নিখিল বিশ্ব আল্লাহ তাআলার তাওহীদ ও তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। **(দুই)** বিশ্ব জগতকে নিরর্থক ও উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি করা হয়নি। ইহকালের পর আখিরাতের স্থায়ী জীবন না থাকলে বিশ্ব জগতের সৃজন নিরর্থক হয়ে যায়। কেননা মানুষের ভালো-মন্দ কর্মের ফলাফলের জন্য সে রকম এক জগত অপরিহার্য। সুতরাং এ

يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝٥

লোক জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে, তাদের জন্য তিনি এসব নিদর্শন সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন।

اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝٦

৬. নিশ্চয়ই দিন-রাতের একের পর এক আগমনে এবং আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে সেই সকল লোকের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝٧

৭. যারা (আখিরাতে) আমার সঙ্গে সাক্ষাত করার আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে উদাসীন–

اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٨

৮. নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তাদের ঠিকানা জাহান্নাম।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝٩

৯. (অপরদিকে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের ঈমানের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে এমন স্থানে পৌঁছাবেন যে, প্রাচুর্যময় উদ্যানরাজিতে তাদের তলদেশ দিয়ে নহর বহমান থাকবে।

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٠

১০. তাতে (প্রবেশকালে) তাদের ধ্বনি হবে এই যে, হে আল্লাহ! সকল দোষ-ত্রুটি থেকে তুমি পবিত্র এবং তারা সেখানে একে অন্যকে স্বাগত জানানোর জন্য যা বলবে, তা হবে সালাম। আর তাদের শেষ ধ্বনি হবে এই যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

সৃষ্টিজগত আল্লাহ তাআলার একত্ব প্রমাণের সাথে সাথে আখেরাতের অপরিহার্যতাকেও সপ্রমাণ করে।

[১]

১১. আল্লাহ যদি (ওই সকল কাফের) লোককে অনিষ্টের (অর্থাৎ শাস্তির) নিশানা বানাতে সেই রকম ত্বরা করতেন, যেমনটা ত্বরা কল্যাণ প্রার্থনার ক্ষেত্রে তারা করে থাকে, তবে তাদের অবকাশ খতম করে দেওয়া হত।[৫] (কিন্তু এরূপ তাড়াহুড়া আমার হিকমত-বিরুদ্ধ)। সুতরাং যারা (আখেরাতে) আমার সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে না তাদেরকে আমি তাদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দেই, যাতে তারা তাদের অবাধ্যতার ভেতর ইতস্তত ঘুরতে থাকে।

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ؕ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۱۱﴾

১২. মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে শুয়ে, বসে ও দাঁড়িয়ে (সর্বাবস্থায়) আমাকে ডাকে। তারপর আমি যখন তার কষ্ট দূর করে দেই, তখন সে এমনভাবে পথ চলে যেন সে কখনও তাকে স্পর্শ করা কোনও বিপদের জন্য আমাকে ডাকেইনি! যারা সীমালংঘন করে তাদের কাছে নিজেদের কৃতকর্ম এভাবেই মনোরম মনে হয়।

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲﴾

---

৫. এটা মূলত আরব কাফেরদের এক প্রশ্নের উত্তর। তাদেরকে যখন কুফরের পরিণামে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখানো হত, তখন তারা বলত, এটা সত্য হলে এখনই কেন সে শাস্তি আসছে না? আল্লাহ তাআলা বলছেন, তারা শাস্তি পাওয়ার জন্য এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, যেন তা কিছু ভালো জিনিস। আল্লাহ তাআলা তাদের ইচ্ছামত শাস্তি দান করলে তাদেরকে প্রদত্ত অবকাশ খতম করে দেওয়া হত। ফলে তাদের আর চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ থাকত না। আর তখন ঈমান আনলে তা গৃহীত হত না। আল্লাহ তাআলা যে তাদের দাবী পূরণ করছেন না তা তাঁর এই হিকমতের ভিত্তিতেই। বরং তিনি তাদেরকে আপন হালে ছেড়ে দিয়েছেন, যাতে অবাধ্যজনেরা তাদের বিভ্রান্তির মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে যায়, সেই সঙ্গে যারা চিন্তা-ভাবনার ইচ্ছা রাখে তারাও সঠিক পথে আসার সুযোগ পেয়ে যায়।

১৩. তোমার পূর্বে আমি বহু জাতিকে, যখন তারা জুলুমে লিপ্ত হয়েছে, ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল। অথচ তারা ঈমান আনেনি অপরাধী সম্প্রদায়কে আমি এভাবেই বদলা দিয়ে থাকি।

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۳﴾

১৪. অতঃপর পৃথিবীতে আমি তোমাদেরকে তাদের পর স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কিরূপ কাজ কর তা দেখার জন্য।

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৫. যারা (আখেরাতে) আমার সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে না, তাদের সামনে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, এটা নয়, অন্য কোনও কুরআন নিয়ে এসো অথবা এতে পরিবর্তন আন। (হে নবী!) তাদেরকে বলে দাও, আমার এ অধিকার নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন পরিবর্তন আনব। আমি তো অন্য কিছুর নয়; কেবল সেই ওহীরই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি নাযিল করা হয়। আমি যদি কখনও আমার প্রতিপালকের নাফরমানী করে বসি, তবে আমার এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় রয়েছে।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِىْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۵﴾

১৬. বলে দাও, আল্লাহ চাইলে আমি এ কুরআন তোমাদের সামনে পড়তাম না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এ সম্পর্কে অবগত করতেন না।[৬] আমি তো এর

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا

---

৬. অর্থাৎ, এ কুরআন আমার নিজের রচিত নয়; বরং আল্লাহ তাআলার প্রেরিত। তিনি ইচ্ছা না করলে এটা না আমি তোমাদের সামনে পড়তে পারতাম আর না তোমরা এ সম্পর্কে জানতে পারতে। আল্লাহ তাআলা এটা আমার প্রতি নাযিল করে তোমাদেরকে পড়ে শোনানোর আদেশ করেছেন। তাই পড়ে শোনাচ্ছি। কাজেই এতে কোনও রকমের রদবদলের প্রশ্নই আসে না।

تَعْقِلُوْنَ ⑯

আগেও একটা বয়স তোমাদের মধ্যে কাটিয়েছি। তারপরও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?[৭]

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ⑰

১৭. ওই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে? বিশ্বাস কর অপরাধীরা কৃতকার্য হয় না।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ⑱

১৮. তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর (অর্থাৎ মনগড়া উপাস্যদের) ইবাদত করে, যারা তাদের কোনও ক্ষতি করতে পারে না এবং তাদের কোন উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। (হে নবী! তাদেরকে) বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করছ, যার কোন অস্তিত্ব তাঁর জ্ঞানে নেই, না আকাশমণ্ডলীতে এবং না পৃথিবীতে? বস্তুত আল্লাহ তাদের মুশরিকী কথাবার্তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে।

وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ

১৯. (প্রথমে) সমস্ত মানুষ কেবল একই দ্বীনের অনুসারী ছিল। তারপর তারা পরস্পরে মতভেদে লিপ্ত হয়ে আলাদা-আলাদা হয়ে যায়। তোমার

---

৭. অর্থাৎ, তোমরা যে কুরআনকে বদলে দেওয়ার দাবী করছ, এটা প্রকারান্তরে আমার নবুওয়াতেরই অস্বীকৃতি এবং আমার প্রতি মিথ্যার অপবাদ। আমি তো আমার জীবনের একটা বড় অংশ তোমাদের মধ্যে কাটিয়েছি এবং আমার গোটা জীবন এক খোলা পুস্তকের মত তোমাদের সামনে বিদ্যমান। কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়ার আগে তোমরা সকলে আমাকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে স্বীকার করতে। চল্লিশ বছরের দীর্ঘ সময়ের ভেতর কেউ কখনও আমার সম্পর্কে এই অভিযোগ তুলতে পারেনি যে, আমি মিথ্যা বলি। সেই আমি নবুওয়াতের মত মহান এক বিষয়ে কি করে মিথ্যা বলতে পারি? এ রকম অভিযোগ আমার সম্পর্কে উত্থাপন করা হলে সেটা চরম নির্বুদ্ধিতা হবে না কি?

فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ⑲

প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্ব থেকেই একটা কথা স্থিরীকৃত না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করছে (দুনিয়াতেই) তার মীমাংসা করে দেওয়া হত।[৮]

وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ⑳

২০. তারা বলে, এ নবীর প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোনও নিদর্শন কেন অবতীর্ণ করা হল না? (হে নবী! উত্তরে) তুমি বলে দাও, অদৃশ্যের বিষয়সমূহ তো কেবল আল্লাহরই এখতিয়ারে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছি।[৯]

---

৮. অর্থাৎ শুরু শুরুতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন পৃথিবীতে আগমন করেন, তখন সমস্ত মানুষ তাওহীদ ও সত্য-সঠিক দ্বীনেরই অনুসরণ করত। পরবর্তীকালে কিছু লোক পরস্পর মতভেদে লিপ্ত হয়ে ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করে নেয়। আল্লাহ তাআলা এ দুনিয়াতেই তাদের মতভেদের মীমাংসা করে দিতে পারতেন, কিন্তু তা করেননি এ কারণে যে, তা দুনিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হত। আল্লাহ তাআলা জগত সৃষ্টির পূর্বেই স্থির করে রেখেছিলেন যে, দুনিয়া সৃষ্টি করা হবে মানুষকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। সে পরীক্ষাকে সকলের জন্য সহজ করার লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবী-রাসূল পাঠানো হবে। তারা মানুষকে দুনিয়ায় তাদের আগমনের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়ে দেবে এবং তারা অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা সত্য দ্বীনকে মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দেবে। তারপর তারা স্বেচ্ছায় যে পথ ইচ্ছা অবলম্বন করবে। কে সঠিক ও পুরস্কারযোগ্য পথ অবলম্বন করেছে এবং কে ভ্রান্ত ও শাস্তিযোগ্য পথ, তার মীমাংসা হবে আখেরাতে।

৯. এ আয়াতে নিদর্শন দ্বারা মুজিযা বোঝানো হয়েছে। এমনিতে তো আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বহু মুজিযা দিয়েছিলেন। উম্মী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পবিত্র মুখে কুরআন মাজীদ উচ্চারিত হওয়াই তো এক বিশাল মুজিযা ছিল। তারপরও মক্কার কাফেরগণ তাঁর কাছে নিত্য-নতুন মুজিযা দাবী করত, যার কিছু বিবরণ সূরা বনী ইসরাঈলে (১৭ : ৯৩) আসবে। বলাবাহুল্য, কাফেরদের সকল দাবী পূরণ ও যে-কারও ফরমায়েশ অনুযায়ী নিত্য-নতুন মুজিযা প্রদর্শন করা নবী-রাসূলগণের কাজ নয়, বিশেষত যদি জানা থাকে তাদের সে সব দাবীর উদ্দেশ্য কেবল কালক্ষেপণ করা এবং ঈমান না আনার জন্য ছল-ছুতার আশ্রয় নেওয়া। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের সে সব ফরমায়েশের এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে বলা হয়েছে যে, গায়েবী যাবতীয় বিষয়, মুজিযাও যার অন্তর্ভুক্ত, আমার এখতিয়ারাধীন নয়। তা কেবল আল্লাহ তাআলারই ইচ্ছাধীন। তিনি তোমাদের কোন দাবী পূরণ করেন ও কোনটা অপূর্ণ রাখেন তা দেখার জন্য তোমরাও অপেক্ষা কর এবং আমরাও অপেক্ষা করছি।

[২]

২১. মানুষের অবস্থা হল, তাদেরকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পরে আমি যখন রহমত আস্বাদন করাই, তখন সহসাই তারা আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে চালাকি শুরু করে দেয়।[১০] বলে দাও, আল্লাহ আরও দ্রুত কোনও চাল দেখাতে পারেন।[১১] নিশ্চয়ই আমার ফিরিশতাগণ তোমাদের সমস্ত চালাকি লিপিবদ্ধ করছে।

وَاِذَآ اَذَقۡنَا النَّاسَ رَحۡمَةً مِّنۡۢ بَعۡدِ ضَرَّآءَ مَسَّتۡهُمۡ اِذَا لَهُمۡ مَّكۡرٌ فِيۡۤ اٰيَاتِنَا ؕ قُلِ اللّٰهُ اَسۡرَعُ مَكۡرًا ؕ اِنَّ رُسُلَنَا يَكۡتُبُوۡنَ مَا تَمۡكُرُوۡنَ ﴿۲۱﴾

২২. তিনি তো আল্লাহই, যিনি তোমাদেরকে স্থলেও ভ্রমণ করান এবং সাগরেও। এভাবে তোমরা যখন নৌকায় সওয়ার হও আর নৌকাগুলো মানুষকে নিয়ে অনুকূল বাতাসে পানির উপর বয়ে চলে এবং তারা তাতে আনন্দ-মগ্ন হয়ে পড়ে, তখন হঠাৎ তাদের উপর দিয়ে তীব্র বায়ু প্রবাহিত হয় এবং সব দিক থেকে তাদের দিকে তরঙ্গ ছুটে আসে এবং তারা মনে করে সব দিক থেকে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা খাঁটি মনে কেবল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে শুধু তাঁকেই ডাকে (এবং বলে, হে আল্লাহ!) তুমি যদি এর (অর্থাৎ এই বিপদ) থেকে আমাদেরকে মুক্তি দাও, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।

هُوَ الَّذِيۡ يُسَيِّرُكُمۡ فِي الۡبَرِّ وَالۡبَحۡرِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا كُنۡتُمۡ فِي الۡفُلۡكِ ۚ وَجَرَيۡنَ بِهِمۡ بِرِيۡحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوۡا بِهَا جَآءَتۡهَا رِيۡحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الۡمَوۡجُ مِنۡ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوۡۤا اَنَّهُمۡ اُحِيۡطَ بِهِمۡ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخۡلِصِيۡنَ لَهُ الدِّيۡنَ ۚ لَئِنۡ اَنۡجَيۡتَنَا مِنۡ هٰذِهٖ لَنَكُوۡنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيۡنَ ﴿۲۲﴾

২৩. কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে মুক্তি দান করেন, তখন অবিলম্বেই তারা

فَلَمَّاۤ اَنۡجٰهُمۡ اِذَا هُمۡ يَبۡغُوۡنَ فِي الۡاَرۡضِ بِغَيۡرِ الۡحَقِّ ؕ

১০. যতক্ষণ পর্যন্ত বিপদের মধ্যে ছিল, ততক্ষণ তো কেবল আল্লাহ তাআলাকেই স্মরণ করত, কিন্তু যখনই তাঁর রহমতে বিপদ দূর হয়ে যায় ও সুসময় চলে আসে, অমনি তাঁর অবাধ্যতা করার জন্য ছল-চাতুরী শুরু করে দেয়। সামনে ২২ নং আয়াতে তার দৃষ্টান্ত আসছে।

১১. আল্লাহ তাআলার জন্য 'চাল' শব্দটি তাদের প্রতি ভর্ৎসনা স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য তাদের চালাকীর শাস্তি।

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَٰعَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

যমীনে অন্যায়ভাবে অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। হে মানুষ! প্রকৃতপক্ষে তোমাদের এ অবাধ্যতা খোদ তোমাদেরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সুতরাং তোমরা পার্থিব জীবনের মজা লুটে নাও। শেষ পর্যন্ত আমারই নিকট তোমাদের ফিরতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে তোমরা যা-কিছু করছ তা অবহিত করব।

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَٰمُ ؕ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَٰدِرُونَ عَلَيْهَآ ۙ أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَٰهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ؕ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো কিছুটা এ রকম, যেমন আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম, যদ্দরুণ ভূমিজ সেই সব উদ্ভিদ নিবিড় ঘন হয়ে জন্মাল, যা মানুষ ও গবাদি পশু খেয়ে থাকে। অবশেষে ভূমি যখন নিজ শোভা ধারণ করে ও সেজেগুজে নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে এবং তার মালিকগণ মনে করে এখন তা সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন, তখন কোনও এক দিনে বা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে (যে, তার উপর কোন দুর্যোগ আপতিত হোক) এবং আমি তাকে কর্তিত ফসলের এমন শূন্য ভূমিতে পরিণত করি, যেন গতকাল তার অস্তিত্বই ছিল না।[১২] যে সকল লোক বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগায় তাদের জন্য এভাবেই নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করি।

---

১২. দুনিয়ার অবস্থাও এ রকমই। এখন তো তাকে বড় সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর মনে হয়। কিন্তু এ সৌন্দর্যের কোনও স্থায়িত্ব নেই। কেননা প্রথমত কিয়ামতের আগেই আল্লাহ তাআলার কোন আযাবের কারণে যে-কোনও মুহূর্তে এর সমস্ত রূপ ও শোভা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এবং বাস্তবে বিভিন্ন সময় তা ঘটছেও। দ্বিতীয়ত যখন মানুষের মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হয়, তখনও তার চোখে গোটা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসে। যদি ঈমান ও আমলে সালেহার পুঁজি না থাকে তবে তখনই বুঝে আসে, এর সমস্ত চাকচিক্য বাস্তবিকপক্ষে আযাব ছাড়া কিছুই ছিল না। তারপর যখন কিয়ামত আসবে তখন তো সারা পৃথিবী থেকে এই আপাত সৌন্দর্যও সম্পূর্ণ খতম হয়ে যাবে।

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾

২৫. আল্লাহ মানুষকে শান্তির আবাসের দিকে ডাকেন এবং যাকে চান সরল-পথপ্রাপ্ত করেন।[১৩]

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ؕ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. যারা উৎকৃষ্ট কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে উৎকৃষ্ট অবস্থা এবং তার বেশি আরও কিছু।[১৪] তাদের মুখমণ্ডলকে কোনও কালিমা আচ্ছন্ন করবে না এবং লাঞ্ছনাও নয়। তারা হবে জান্নাতবাসী। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ

২৭. আর যারা মন্দ কাজ করেছে, (তাদের) মন্দ কাজের বদলা অনুরূপ মন্দই হবে।[১৫] লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন

---

১৩. 'শান্তির আবাস' দ্বারা জান্নাত বোঝানো হয়েছে। সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার সাধারণত দাওয়াত রয়েছে, তারা যেন 'ঈমান' ও 'আমলে সালেহা'র মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করে। কিন্তু সে পর্যন্ত পৌঁছার যে সরল পথ, তা কেবল সে-ই পায়, যার জন্য আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেন। তাঁর হিকমতের চাহিদা হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছাশক্তি ও হিম্মতকে কাজে লাগিয়ে জান্নাত লাভের অপরিহার্য শর্তাবলী পূর্ণ করবে, সরল পথ কেবল সেই পাবে।

১৪. এটা প্রতিশ্রুতির এক সূক্ষ্ম ও কৌতুহলোদ্দীপক ভঙ্গি যে, 'আরও কিছু' যে কী তা আল্লাহ তাআলা খুলে বলেননি। বরং তা পর্দার আড়ালে রেখে দিয়েছেন। ব্যাপার এই যে, জান্নাতে উৎকৃষ্ট সব নিয়ামতের অতিরিক্ত এমন কিছু নিয়ামতও থাকবে, যা আল্লাহ তাআলা ব্যাখ্যা করে বললেও তার আসল মজা ও আস্বাদ ইহজগতে বসে উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। কাজেই আপাতত মানুষের বোঝার জন্য যতটুকু দরকার আল্লাহ তাআলা ততটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁর শান মোতাবেক হবে- এমন কিছু আপেক্ষিক নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে দিয়েছেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন সমস্ত জান্নাতবাসী জান্নাতের নিয়ামতসমূহ পেয়ে আনন্দাপ্লুত হয়ে যাবে ও তাতে সম্পূর্ণ মাতোয়ারা হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তোমাদেরকে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এখন আমি তা পূরণ করতে চাই। জান্নাতবাসীগণ বলবে, আল্লাহ তাআলা তো আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাত দান করেছেন এবং এভাবে নিজের সব ওয়াদা পূরণ করে ফেলেছেন। এরপর আবার কোন ওয়াদা বাকি আছে? এ সময় আল্লাহ তাআলা পর্দা সরিয়ে নিজ দীদার ও দর্শন দান করবেন। তখন জান্নাতবাসীদের মনে হবে, এ পর্যন্ত তাদেরকে যত নেয়ামত দেওয়া হয়েছে এই নেয়ামতের মজা ও আনন্দ সে সব কিছুর উপরে (রূহুল মাআনী- সহীহ মুসলিম প্রভৃতির বরাতে)।

১৫. অর্থাৎ, সৎকর্মের সওয়াব তো কয়েক গুণ বেশি দেওয়া হবে, যার মধ্যে সদ্য বর্ণিত আল্লাহ তাআলার দীদার ও দর্শন লাভের নেয়ামতও রয়েছে, কিন্তু পাপ কর্মের শাস্তি দেওয়া হবে সমপরিমাণই, তার বেশি নয়।

كَاَنَّمَاۤ اُغۡشِيَتۡ وُجُوۡهُهُمۡ قِطَعًا مِّنَ الَّيۡلِ مُظۡلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۲۷﴾

করবে। আল্লাহ (-এর আযাব) হতে তাদের কোন রক্ষাকর্তা থাকবে না। মনে হবে যেন তাদের মুখমণ্ডল অন্ধকার রাতের টুকরা দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়েছে। তারা হবে জাহান্নামবাসী। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।

وَيَوۡمَ نَحۡشُرُهُمۡ جَمِيۡعًا ثُمَّ نَقُوۡلُ لِلَّذِيۡنَ اَشۡرَكُوۡا مَكَانَكُمۡ اَنۡتُمۡ وَشُرَكَآؤُكُمۡ ۚ فَزَيَّلۡنَا بَيۡنَهُمۡ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمۡ مَّا كُنۡتُمۡ اِيَّانَا تَعۡبُدُوۡنَ ﴿۲۸﴾

২৮. এবং (স্মরণ রেখ) যে দিন আমি তাদের সকলকে একত্র করব, তারপর যারা শিরক করেছিল তাদেরকে বলব, তোমরা নিজ-নিজ স্থানে অবস্থান কর– তোমরাও এবং তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক মেনেছিলে তারাও! অতঃপর তাদের মধ্যে (উপাসক ও উপাস্যের) যে সম্পর্ক ছিল, আমি তা ঘুচিয়ে দেব এবং তাদের শরীকগণ বলবে, তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না।[১৬]

فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيۡدًۢا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ اِنۡ كُنَّا عَنۡ عِبَادَتِكُمۡ لَغٰفِلِيۡنَ ﴿۲۹﴾

২৯. আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট (যে,) আমরা তোমাদের ইবাদত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম।

هُنَالِكَ تَبۡلُوۡا كُلُّ نَفۡسٍ مَّاۤ اَسۡلَفَتۡ وَرُدُّوۡۤا اِلَى اللّٰهِ مَوۡلٰىهُمُ الۡحَقِّ وَضَلَّ عَنۡهُمۡ مَّا كَانُوۡا يَفۡتَرُوۡنَ ﴿۳۰﴾

৩০. প্রত্যেকে অতীতে যা-কিছু করেছে, সেই সময়ে সে নিজেই তা যাচাই করে নেবে।[১৭] সকলকেই তাদের প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করেছিল, তার কোনও সন্ধান তারা পাবে না।

---

১৬. অর্থাৎ, তাদের পূজিত মূর্তিগুলো যেহেতু নিষ্প্রাণ ছিল তাই পূজারীদের পূজা সম্পর্কে তাদের কোনও খবরই ছিল না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা যখন তাদেরকে বাকশক্তি দান করবেন, তখন প্রথমে তারা পরিষ্কার ভাষায় তাদের ইবাদতের কথা অস্বীকার করবে। তারপর যখন তারা জানতে পারবে সত্যিই তাদের ইবাদত করা হত, তখন বলবে, তারা আমাদের ইবাদত-উপাসনা করলেও আমাদের তা জানা ছিল না।

১৭. অর্থাৎ, প্রতিটি কাজ বাস্তবে কেমন ছিল সে দিন তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

[৩]

৩১. (হে নবী! মুশরিকদেরকে) বলে দাও, কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক সরবরাহ করেন? অথবা কে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মালিক? এবং কে মৃত হতে জীবিতকে এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? এবং কে যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন? তারা বলবে, আল্লাহ![১৮] বল, তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না?

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۳۱﴾

৩২. হে মানুষ! তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের সত্যিকারের মালিক। সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী অবশিষ্ট থাকে? এতদসত্ত্বেও তোমাদেরকে উল্টো কে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?[১৯]

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿۳۲﴾

৩৩. এভাবেই যারা অবাধ্যতার নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহর এ বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না।[২০]

كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۳﴾

---

১৮. আরব মুশরিকগণ স্বীকার করত যে, সমগ্র সৃষ্টি জগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলাই। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ তাআলা তার অধিকাংশ এখতিয়ার তাদের দেব-দেবীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কাজেই তাদের দেব-দেবীগণ আল্লাহ তাআলার শরীক। তাদেরকে খুশী রাখতে হলে তাদের পূজা-অর্চনা করতে হবে। এ আয়াত বলছে, তোমরা নিজেরাই যখন স্বীকার করছ আল্লাহ তাআলাই এসব কাজ করেন, তখন অন্য কারও ইবাদত করা কেমন বুদ্ধির কাজ হল?

১৯. কুরআন মাজীদে যে কর্মবাচ্য ক্রিয়াপদ (مجهول) ব্যবহার করা হয়েছে ৩২ ও ৩৪ নং আয়াতের তরজমায় 'কে' শব্দ যোগ করে তার মর্ম স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটাই পরিষ্কার যে, কুরআন মাজীদে কর্মবাচ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ইশারা করা হয়েছে, তাদের খেয়াল-খুশী ও কুপ্রবৃত্তিই সেই জিনিস, যা তাদেরকে উল্টো দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

২০. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাদের তাকদীরে লিখে রেখেছিলেন যে, অহমিকা বশে তারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার করবে না এবং ঈমান আনবে না। আল্লাহর সে বাণীই এখন বাস্তবায়িত হয়েছে।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. বল, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত কর, তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে সৃষ্টিরাজিকে প্রথমবার অস্তিত্ব দান করে, অতঃপর (তাদের মৃত্যুর পর) তাদেরকে পুনরায় অস্তিত্ব দান করে? বল, আল্লাহই সৃষ্টিরাজিকে প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন অতঃপর (তাদের মৃত্যুর পর) তাদেরকে পুনরায় অস্তিত্ব দান করবেন। এতদসত্ত্বেও তোমাদেরকে উল্টো কে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. বল, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত কর, তাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে সত্যের পথ দেখায়? বল, আল্লাহই সত্যের পথ দেখান। বল, যিনি সত্যের পথ দেখান তিনিই কি এর বেশি হকদার যে, তাঁর আনুগত্য করা হবে, না সেই (বেশি হকদার) যে নিজে পথ পায় না, যতক্ষণ না অন্য কেউ তাকে পথ দেখায়? তা তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কি রকমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর?

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং (প্রকৃতপক্ষে) তাদের (অর্থাৎ মুশরিকদের) মধ্যে অধিকাংশ কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে থাকে, আর এটা তো নিশ্চিত যে, সত্যের বিপরীতে অনুমান কোনও কাজে আসে না। নিশ্চয়ই তারা যা-কিছু করে আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

৩৭. এ কুরআন এমন নয় যে, এটা কেউ নিজের পক্ষ থেকে রচনা করে দিয়েছে– আল্লাহ নাযিল করেননি। বরং এটা (ওহীর) সেই সব বিষয়ের সমর্থন

وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾

করে, যা এর পূর্বে নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ (লাওহে মাহফূজে) যেসব বিষয় লিখে রেখেছেন এটা তার ব্যাখ্যা করে।[২১] এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. তারপরও কি তারা বলে, রাসূল নিজের পক্ষ হতে এটা রচনা করেছে? বল, তবে তোমরা এর মত একটি সূরাই (রচনা করে) নিয়ে এসো এবং (এ কাজে সাহায্য গ্রহণের জন্য) আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পার ডেকে নাও– যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. আসল কথা হচ্ছে, তারা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারেনি, তাকে তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং এখনও তার পরিণাম তাদের সামনে আসেনি।[২২] তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও এভাবেই (তাদের নবীগণকে) অস্বীকার করেছিল। সুতরাং দেখ সে জালেমদের পরিণাম কী হয়েছে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. তাদের মধ্যে কতক তো এমন, যারা এর (অর্থাৎ কুরআনের) প্রতি ঈমান আনবে এবং কতক এমন, যারা এর প্রতি ঈমান আনবে না। তোমার প্রতিপালক অশান্তি বিস্তারকারীদেরকে ভালো করেই জানেন।

---

২১. বাক্যটিতে এই সত্য স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন মাজীদ কোনও মানব-মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভুত নয়; বরং এর উৎস হচ্ছে লাওহে মাহফূজ। আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফূজে সৃজন ও বিধানগত যাবতীয় বিষয় সেই অনাদি কালে লিখে রেখেছেন। তার মধ্যে মানুষের যা প্রয়োজন, কুরআন মাজীদ তার বিশদ ব্যাখ্যা দান করে।

২২. অর্থাৎ, তারা যে কুরআনকে অস্বীকার করছে-এর পরিণাম আল্লাহর আযাবরূপে একদিন অবশ্যই প্রকাশ পাবে। এখনও পর্যন্ত তা তাদের সামনে আসেনি বলে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়; বরং অতীত জাতিসমূহের পরিণাম থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

[৪]

وَاِنۡ كَذَّبُوۡكَ فَقُلۡ لِّىۡ عَمَلِىۡ وَلَـكُمۡ عَمَلُكُمۡ‌ۚ اَنۡتُمۡ بَرِيۡٓـئُوۡنَ مِمَّاۤ اَعۡمَلُ وَاَنَا بَرِىۡٓءٌ مِّمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۴۱﴾

৪১. (হে নবী!) তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে (তাদেরকে) বলে দাও, আমার কর্ম আমার জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমি যে কাজ করছি তার কোনও দায় তোমাদের উপর বর্তাবে না এবং তোমরা যে কাজ করছ, তার দায়ও আমার উপর বর্তাবে না।

وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّسۡتَمِعُوۡنَ اِلَيۡكَ‌ؕ اَفَاَنۡتَ تُسۡمِعُ الصُّمَّ وَلَوۡ كَانُوۡا لَا يَعۡقِلُوۡنَ ﴿۴۲﴾

৪২. তাদের মধ্যে কতিপয় এমনও আছে, যারা তোমার কথা (প্রকাশ্যে) কান পেতে শোনে, (কিন্তু অন্তরে সত্যের কোনও অনুসন্ধিৎসা নেই। সে কারণে প্রকৃতপক্ষে তারা বধির) তবে কি তুমি বধিরকে শোনাবে, যদিও তারা না বোঝে?

وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّنۡظُرُ اِلَيۡكَ‌ؕ اَفَاَنۡتَ تَهۡدِى الۡعُمۡىَ وَلَوۡ كَانُوۡا لَا يُبۡصِرُوۡنَ ﴿۴۳﴾

৪৩. তাদের মধ্যে কতক এমন, যারা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে (কিন্তু অন্তরে ন্যায়নিষ্ঠতা না থাকার কারণে তারা অন্ধতুল্য)। তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাবে- যদিও তারা কিছুই উপলব্ধি করে না?[২৩]

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظۡلِمُ النَّاسَ شَيۡـئًا وَّلٰـكِنَّ النَّاسَ اَنۡفُسَهُمۡ يَظۡلِمُوۡنَ ﴿۴۴﴾

৪৪. প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না। কিন্তু মানুষ নিজেই নিজের প্রতি জুলুম করে।

---

২৩. উম্মতের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মমতা ছিল অসাধারণ, যে কারণে কাফেরগণ ঈমান না আনায় তিনি অধিকাংশ সময় দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকতেন। এ আয়াত তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, আপনি তো সঠিক পথে আনতে পারবেন কেবল তাকেই, যার অন্তরে সত্য জানার আগ্রহ আছে। যাদের অন্তরে এ আগ্রহই নেই, তারা তো অন্ধ ও বধির তুল্য। আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন তাদেরকে কোন কথা শোনাতে পারবেন না এবং কোনও পথও দেখাতে পারবেন না। তাদের কোনও দায়-দায়িত্ব আপনার উপর নয়। তারা নিজেরাই নিজেদের জিম্মাদার এবং আল্লাহ তাআলা তাদের উপর কোনও জুলুম করেননি; বরং তারা জাহান্নামের পথ অবলম্বন করে নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ؕ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝

৪৫. যে দিন আল্লাহ তাদেরকে (হাশরের মাঠে) একত্র করবেন, সে দিন তাদের মনে হবে যে, যেন তারা (দুনিয়ায় বা কবরে) দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। (এ কারণেই) তারা পরস্পরে একে অন্যকে চিনতে পারবে।[২৪] বস্তুত যারা (আখেরাতে) আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়াকে অস্বীকার করেছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়নি, তারা অতি লোকসানের সওদা করেছে।

وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ۝

৪৬. (হে নবী!) আমি তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) যেসব বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করেছি, তার কোনও বিষয় আমি তোমাকে (তোমার জীবদ্দশায়) দেখিয়ে দেই অথবা (তার আগে) তোমার রূহ কবয করে নেই, সর্বাবস্থায়ই তো তাদেরকে শেষ পর্যন্ত আমার কাছেই ফিরতে হবে।[২৫] অতঃপর (এটা তো সুস্পষ্ট যে,) তারা যা-কিছু করছে, আল্লাহ তা সম্যক প্রত্যক্ষ করছেন (সুতরাং তখন তিনি এর শাস্তি দেবেন)।

---

২৪. অর্থাৎ, দুনিয়ার জীবন তাদের এতই কাছের মনে হবে যে, তাদের একজনকে অন্যজনের চিনতে কোনও কষ্ট হবে না, যেমনটা দীর্ঘদিন ব্যবধানে দেখার ক্ষেত্রে সাধারণত হয়ে থাকে।

২৫. এটা এই খটকার জবাব যে, আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে শাস্তি দানের ধমকি তো দিয়ে রেখেছেন, অথচ তাদের পক্ষ থেকে এতসব অবাধ্যতা ও মুসলিমদের সাথে তাদের ক্রমবর্ধমান শত্রুতা সত্ত্বেও তাদের উপর তো কোনও আযাব আসতে দেখা যাচ্ছে না!
এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আল্লাহ তাআলার হিকমত অনুযায়ী সময় মতই তাদের উপর শাস্তি আসবে। সে আযাব এমনও হতে পারে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় দুনিয়াতেই তারা পেয়ে যাবে আবার এমনও হতে পারে যে, দুনিয়ায় তাঁর জীবদ্দশায় তাদের উপর কোনও আযাব আসবে না, কিন্তু আখেরাতের শাস্তি তো অবধারিত। তারা যখন আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যাবে তখন অনন্তকালীন শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ
بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭. প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রাসূল পাঠানো হয়েছে। যখন তাদের রাসূল এসে গেছে তখন ন্যায়বিচারের সাথে তাদের মীমাংসা করা হয়েছে। তাদের উপর কোনও জুলুম করা হয়নি।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

৪৮. তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ মুসলিমদেরকে উপহাস করার জন্য) বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে (আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি দানের) প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ করা হবে?

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ
اللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا
يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯. (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাও, আমি তো আমার নিজেরও কোনও উপকার করার এখতিয়ার রাখি না এবং কোনও অপকার করারও না, তবে আল্লাহ যতটুকু চান তা ভিন্ন। প্রত্যেক উম্মতের এক নির্দিষ্ট সময় আছে, যখন তাদের সে সময় আসে, তখন তারা তা থেকে এক মুহূর্ত পেছনেও যেতে পারে না এবং এক মুহূর্ত আগেও না।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا
مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾

৫০. তাদেরকে বল, তোমরা আমাকে একটু বল তো, আল্লাহর আযাব যদি তোমাদের উপর রাতের বেলা এসে পড়ে কিংবা দিনের বেলা, তবে তার মধ্যে এমন কি (আকাঙ্ক্ষাযোগ্য) বস্তু আছে, যাকে এ অপরাধীরা ত্বরান্বিত করতে চায়?

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ ۚ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُم
بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾

৫১. যখন সে শাস্তি এসেই পড়বে তখন কি তোমরা তা বিশ্বাস করবে? (তখন তো তোমাদেরকে বলা হবে যে,) এখন বিশ্বাস করছ? অথচ তোমরাই এটা (অবিশ্বাস করে) তাড়াতাড়ি চাচ্ছিলে।

৫২. অতঃপর জালেমদেরকে বলা হবে, এবার স্থায়ী শাস্তির মজা ভোগ কর। তোমাদেরকে অন্য কিছুর নয়; বরং তোমরা যা-কিছু (পাপাচার) করতে তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে।

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ
هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩. তারা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করে, এটা (অর্থাৎ আখেরাতের আযাব) কি বাস্তবিক সত্য? বলে দাও, আমার প্রতিপালকের শপথ! এটা বিলকুল সত্য এবং তোমরা (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না।

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ
وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾

[৫]

৫৪. যে ব্যক্তিই জুলুমে লিপ্ত হয়েছে, তার যদি পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই হয়ে যায়, তবে সে নিজ মুক্তির বিনিময়ে তা দিয়ে দেবে এবং সে যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন নিজ অনুতাপ লুকাতে চাবে। ন্যায়বিচারের সাথে তাদের মীমাংসা হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ
بِهِ ۗ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۚ
وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫. স্মরণ রেখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহরই। স্মরণ রেখ, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ
وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬. তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তাঁরই কাছে তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭. হে মানুষ! তোমাদের কাছে এমন এক জিনিস এসেছে, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক উপদেশ, অন্তরের রোগ-ব্যাধির উপশম এবং মুমিনদের পক্ষে হিদায়াত ও রহমত।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۵۸﴾

৫৮. (হে নবী!) বল, এসব আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতেই হয়েছে। সুতরাং এতে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তারা যা-কিছু সম্পদ পুঞ্জীভূত করে, তা অপেক্ষা এটা কতই না শ্রেয়!

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ﴿۵۹﴾

৫৯. বল, চিন্তা করে দেখ তো, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযিক নাযিল করেছিলেন, তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম সাব্যস্ত করেছ![২৬] তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, আল্লাহই কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ?

وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۶۰﴾

৬০. যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয় কিয়ামত দিবস সম্পর্কে তাদের ধারণা কী? এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ মানুষের সঙ্গে সদয় আচরণকারী। কিন্তু তাদের অধিকাংশেই কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।

[৬]

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ

৬১. (হে নবী!) তুমি যে-অবস্থায়ই থাক এবং কুরআনের যে-অংশই তিলাওয়াত কর এবং (হে মানুষ!) তোমরা যে-কাজই কর, তোমরা যখন তাতে লিপ্ত থাক, তখন আমি তোমাদের দেখতে থাকি। তোমার প্রতিপালকের কাছে অণু-পরিমাণ জিনিসও গোপন থাকে না– না পৃথিবীতে, না আকাশে এবং তার চেয়ে ছোট এবং তার চেয়ে

---

২৬. আরবের মুশরিকগণ বিভিন্ন পশুকে তাদের মূর্তির নামে উৎসর্গ করে সেগুলোকে অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করেছিল। সূরা আনআমে (৫ ঃ ১৩৮, ১৩৯) বিস্তারিত গত হয়েছে। এ আয়াতে তাদের সেই দুষ্কর্মের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে।

كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦١﴾

বড় এমন কিছু নেই, যা এক স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।[২৭]

اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. স্মরণ রেখ, যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[২৮]

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. তারা সেই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে।

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٤﴾

৬৪. তাদের দুনিয়ার জীবনেও সুসংবাদ আছে এবং আখেরাতেও। আল্লাহর কথায় কোনও পরিবর্তন হয় না। এটাই মহাসাফল্য।

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ؕ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٥﴾

৬৫. (হে নবী!) তাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চয়ই সমস্ত শক্তিই আল্লাহর। তিনি সব কথার শ্রোতা ও সব কিছুর জ্ঞাতা।

اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

৬৬. স্মরণ রেখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে, সব আল্লাহরই মালিকানাধীন। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে, তারা আল্লাহর (প্রকৃত)

---

২৭. আরবের মুশরিকগণ কিয়ামতে মানুষের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার বিষয়কে অসম্ভব মনে করত। তাদের কথা ছিল, কোটি কোটি মানুষ মৃত্যুর পর যখন মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যায়, তখন তাদের সেই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশসমূহকে একত্র করে পুনরায় তাতে জীবন দান করা কি করে সম্ভব? মাটির কোন্ কণা কোন্ ব্যক্তির দেহাংশ তা কিভাবে জানা যাবে? এ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ তাআলার শক্তি ও জ্ঞানকে নিজেদের সঙ্গে তুলনা করো না। আল্লাহ তাআলার জ্ঞান এত ব্যাপক যে, কোনও জিনিসই তার অগোচরে নয়।

২৮. কারা আল্লাহ তাআলার বন্ধু পরের আয়াতে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যারা ঈমান ও তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত, তারাই আল্লাহ তাআলার বন্ধু। তাদের সম্পর্কে জানানো হয়েছে যে, ভবিষ্যতের ব্যাপারে তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং অতীতের কোনও বিষয়ে কোন দুঃখও থাকবে না। কথাটি বলতে তো খুব সংক্ষিপ্ত, কিন্তু লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, এটা কত বড় নেয়ামত, দুনিয়ায় তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কেননা এখানে যে যত বড় সুখীই হোক না কেন ভবিষ্যতের কোনও না কোনও ভয় এবং অতীতের কোনও না কোনও দুঃখ সর্বদাই তাকে পেরেশান রাখছে। সব রকমের ভয় ও দুঃখমুক্ত শান্তিময় জীবন কেবল জান্নাতেই লাভ হবে।

شُرَكَآءَ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٦٦﴾

কোনও শরীকের অনুসরণ করে না। তারা অন্য কিছুর নয়, কেবল ধারণারই অনুসরণ করে। আর তাদের কাজ কেবল আনুমানিক কথা বলা।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পার। আর দিনকে তোমাদের দেখার উপযোগী করে বানিয়েছেন। নিশ্চয়ই এতে সেই সব লোকের জন্য বহু নিদর্শন আছে, যারা লক্ষ্য করে শোনে।

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِيُّ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۭ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. (কিছু লোকে) বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তাঁর সত্তা পবিত্র! তিনি কোনও কিছুর মুখাপেক্ষী নন।[২৯] আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা তাঁরই। তোমাদের কাছে এর সপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ, যার কোনও জ্ঞান তোমাদের নেই?

قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾ ؕ

৬৯. বলে দাও, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তারা কৃতকার্য হবে না।

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. (তাদের জন্য) দুনিয়ায় সামান্য কিছু আনন্দ-উপভোগ আছে। তারপর আমারই কাছে তাদেরকে ফিরে আসতে হবে। তারপর তারা যে কুফুরী কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিল, তার বিনিময়ে আমি তাদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব।

---

২৯. অর্থাৎ সন্তানের প্রয়োজন হয় কোনও না কোনও মুখাপেক্ষিতার কারণে। অর্থাৎ, সন্তান দুনিয়ার কাজ-কর্মে পিতার সাহায্য করবে কিংবা অন্ততপক্ষে তার দ্বারা পিতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। আল্লাহ তাআলার এ দু'টো বিষয়ের কোনওটিরই প্রয়োজন নেই। কাজেই তিনি সন্তান দিয়ে কী করবেন?

[৭]

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ
اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْۤا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ
ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْۤا اِلَيَّ
وَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٧١﴾

৭১. (হে নবী!) তাদের সামনে নূহের ঘটনা পড়ে শোনাও, যখন সে নিজ কওমকে বলেছিল, হে আমার কওমের লোক সকল! তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্ক করাটা যদি তোমাদের পক্ষে দুঃসহ হয়, তবে আমি তো আল্লাহরই উপর ভরসা করেছি। সুতরাং তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে সঙ্গে নিয়ে (আমার বিরুদ্ধে) তোমাদের কৌশল পাকাপোক্ত করে নাও, তারপর তোমরা যে কৌশল অবলম্বন করবে তা যেন তোমাদের অন্তরে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণ না হয়; বরং তোমরা আমার বিরুদ্ধে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা (আনন্দচিত্তে) কার্যকর করে ফেল এবং আমাকে একদম সময় দিও না।

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ اَجْرِيَ
اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. তথাপি তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে এর (অর্থাৎ এই প্রচার কার্যের) বিনিময়ে আমি তো তোমাদের কাছে কোনও পারিশ্রমিক চাইনি।[৩০] আমার পারিশ্রমিক অন্য কেউ নয়; কেবল আল্লাহই নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। আর আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, আমি যেন অনুগত লোকদের মধ্যে শামিল থাকি।

فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ

৭৩. অতঃপর এই ঘটল যে, লোকে নূহকে মিথ্যাবাদী বলল এবং পরিণামে আমি নূহকে ও যারা নৌকায় তার সঙ্গে ছিল

---

৩০. অর্থাৎ, তাবলীগের বিনিময়ে যদি তোমাদের থেকে কোনও পারিশ্রমিক নিতে হত, তবে তোমাদের প্রত্যাখ্যান দ্বারা আমার ক্ষতি হতে পারত। অর্থাৎ, আশঙ্কা থাকত যে, আমার পারিশ্রমিক আটকে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি তো পারিশ্রমিক চাইই না। কাজেই তোমরা প্রত্যাখ্যান করলে তাতে আমার ব্যক্তিগত কোনও ক্ষতি নেই।

خَلّٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٣﴾

তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং তাদেরকে কাফেরদের স্থলাভিষিক্ত করলাম আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে (প্লাবনের ভেতর) নিমজ্জিত করলাম। সুতরাং দেখ, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে।[৩১]

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. তারপরে আমি বিভিন্ন নবীকে তাদের স্ব-স্ব জাতির কাছে প্রেরণ করেছি। তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা প্রথমবার যা প্রত্যাখ্যান করেছিল তা আর মানতেই প্রস্তুত হল না। যারা সীমালংঘন করে তাদের অন্তরে আমি এভাবে মোহর করে দেই।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. অতঃপর আমি তাদের পর মূসা ও হারূনকে ফিরাউন ও তার অমাত্যদের কাছে আমার নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করি। কিন্তু তারা অহমিকা প্রদর্শন করল এবং তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٦﴾

৭৬. যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ হতে সত্যের বাণী আসল, তখন তারা বলতে লাগল, নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট যাদু।

قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. মূসা বলল, সত্য যখন তোমাদের কাছে আসল তখন তোমরা তার সম্পর্কে এরূপ কথা বলছ? এটা কি যাদু? যাদুকরগণ তো কখনও সফলকাম হয় না!

---

৩১. হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা আরও বিস্তারিতভাবে সামনে সূরা হূদে (১১ ঃ ২৫-৪৯) আসছে।

৭৮. তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যই এসেছ যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যে রীতি-নীতির উপর পেয়েছি, তুমি আমাদেরকে তা থেকে বিচ্যুত করবে এবং যাতে এ দেশে তোমাদের দু'জনের প্রতিপত্তি কায়েম হয়ে যায় সে জন্য? আমরা তো তোমাদের কথা মানবার নই!

• قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِي الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

৭৯. ফিরাউন (তার কর্মচারীদেরকে) বলল, যত দক্ষ যাদুকর আছে, তাদের সকলকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ۝

৮০. সুতরাং যখন যাদুকরগণ এসে গেল। মূসা তাদেরকে বলল, তোমাদের যা-কিছু নিক্ষেপ করবার তা নিক্ষেপ কর।[৩২]

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ۝

৮১. তারপর তারা যখন (তাদের লাঠি ও রশি) নিক্ষেপ করল (এবং সেগুলোকে সাপের মত ছোটাছুটি করতে দেখা গেল) তখন মূসা বলল, তোমরা এই যা-কিছু প্রদর্শন করলে তা যাদু। আল্লাহ এখনই তা নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছেন। আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ সফল হতে দেন না।

فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

৮২. আল্লাহ নিজ হুকুমে সত্যকে সত্য করে দেখান, যদিও অপরাধীগণ তা অপসন্দ করে।

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

---

৩২. এমনিতে যাদু তো বিভিন্ন রকমের আছে, কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যে মুজিযা দেখিয়েছিলেন তাতে তিনি নিজ লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং তা সাপ হয়ে গিয়েছিল। এ হিসেবে তাকে মুকাবিলা করার জন্য যে যাদুকরদেরকে ডাকা হয়েছিল তাদের ব্যাপারে দৃশ্যত ধারণা ছিল যে, তারা এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কোনও যাদু দেখাবে। অর্থাৎ, তারা কোনও জিনিস নিক্ষেপ করে সাপ বানিয়ে দেবে, যাতে মানুষকে বোঝানো যায় যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মুজিযাও এ রকমই কোন যাদু।

[৮]

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. অতঃপর এই ঘটল যে, মূসার প্রতি অন্য কেউ তো নয়, তার সম্প্রদায়েরই কতিপয় যুবক ফিরাউন ও তার নেতৃবর্গ নির্যাতন করতে পারে এ আশঙ্কা সত্ত্বেও ঈমান আনল।[৩৩] নিশ্চয়ই দেশে ফিরাউন অতি পরাক্রমশালী ছিল এবং সে ছিল সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. মূসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা সত্যিই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাকলে, কেবল তাঁরই উপর নির্ভর কর, যদি তোমরা অনুগত হয়ে থাক।

فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۙ﴿٨٥﴾

৮৫. এ কথায় তারা বলল, আমরা আল্লাহরই উপর নির্ভর করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ওই জালেম সম্প্রদায়ের হাতে পরীক্ষায় ফেল না।

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. এবং নিজ রহমতে আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায় হতে নাজাত দাও।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি ওহী পাঠালাম যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়কে মিসরের ঘর-বাড়িতেই থাকতে দাও এবং তোমাদের ঘর-সমূহকে নামাযের স্থান বানাও[৩৪] এবং (এভাবে) নামায কায়েম কর ও ঈমান আনয়নকারীদেরকে সুসংবাদ দাও।

---

৩৩. হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি সর্বপ্রথম বনী ইসরাঈলেরই কতিপয় যুবক ঈমান এনেছিল এবং তাও ফিরাউন ও তার অমাত্যদের ভয়ে-ভয়ে। ফিরাউনের অমাত্যগণকে সে যুবকদের নেতা বলা হয়েছে এ কারণে যে, কার্যত তারা তাদের শাসক ছিল। বনী ইসরাঈল তাদের অধীনস্থ প্রজারূপেই জীবন যাপন করত।

৩৪. এ আয়াতে বনী ইসরাঈলকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তারা যেন এখনই হিজরত না করে; বরং নিজেদের বাড়িতেই বাস করে। অন্য দিকে বনী ইসরাঈলের জন্য মসজিদে নামায পড়াই ছিল মূল বিধান। সাধারণ অবস্থায় ঘরে নামায পড়া তাদের জন্য জায়েয ছিল না, কিন্তু সে সময় যেহেতু ফিরাউনের পক্ষ হতে তাদের ব্যাপক ধরপাকড় চলছিল তাই এই বিশেষ অপারগ অবস্থায় তাদেরকে ঘরে নামায আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয়।

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿۸۸﴾

৮৮. মূসা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি ফিরাউন ও তার অমাত্যদেরকে পার্থিব জীবনে বিপুল শোভা ও ধন-দৌলত দান করেছেন। হে আমাদের প্রতিপালক! তার ফল হচ্ছে এই যে, তারা মানুষকে আপনার পথ থেকে বিচ্যুত করছে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের ধন-দৌলত ধ্বংস করে দিন এবং তাদের অন্তর এমন শক্ত করে দিন, যাতে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে।[৩৫]

قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۸۹﴾

৮৯. আল্লাহ বললেন, তোমাদের দুআ কবুল করা হল। সুতরাং তোমরা দৃঢ়পদ থাক এবং যারা সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ কিছুতেই তাদের অনুসরণ করো না।

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۹۰﴾

৯০. আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম। তখন ফিরাউন ও তার বাহিনী জুলুম ও সীমালংঘনের উদ্দেশ্যে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। পরিশেষে যখন সে ডুবে মরার সম্মুখীন হল, তখন বলতে লাগল, আমি স্বীকার করলাম, বনী ইসরাঈল যেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া কোনও মাবুদ নেই এবং আমিও অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।

آٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۹۱﴾

৯১. (উত্তর দেওয়া হল) এখন ঈমান আনছ? অথচ এর আগে অবাধ্যতা করেছ এবং ক্রমাগত অশান্তি সৃষ্টি করতে থেকেছ।

---

৩৫. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ফিরাউনী সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকাল দাওয়াতী কার্যক্রম চালাতে থাকেন। কিন্তু তাদের উপর্যুপরি অস্বীকৃতি ও ক্রমবর্ধমান শত্রুতার কারণে এক সময় তাদের ঈমান আনা সম্পর্কে তিনি আশাহত হয়ে পড়েন। ফিরাউন ঈমান না এনেই তো ক্ষান্ত থাকেনি; বরং সে এমন পাশবিক জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছিল যে, তাকে বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেওয়া হোক, এটা কোনও ন্যায়নিষ্ঠ লোকের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সম্ভবত তিনি ওহী মারফতও জানতে পেরেছিলেন যে, ফিরাউনের ভাগ্যে ঈমান নেই। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি এই বদদু'আ করেন।

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ﴿۹۲﴾

৯২. সুতরাং আজ আমি তোমার (কেবল) দেহটি বাঁচাব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তী কালের মানুষের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক।[৩৬] (কেননা) আমার নিদর্শন সম্পর্কে বহু লোক গাফেল হয়ে আছে।

[৯]

وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۹۳﴾

৯৩. আমি বনী ইসরাঈলকে যথার্থভাবে বসবাসের উপযুক্ত এক স্থানে বসবাস করালাম এবং তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করলাম। অতঃপর তারা (সত্য দ্বীন সম্পর্কে) ততক্ষণ পর্যন্ত মতভেদ সৃষ্টি করেনি, যতক্ষণ না তাদের কাছে জ্ঞান এসে পৌঁছেছে।[৩৭] নিশ্চিত জেন, তারা যেসব বিষয়ে মতভেদ করত কিয়ামতের দিন তোমার প্রতিপালক তার মীমাংসা করে দিবেন।

---

৩৬. আল্লাহ তাআলার নীতি হল, যখন তাঁর আযাব কারও মাথার উপর এসে যায় এবং সে তা নিজ চোখে দেখতে পায় কিংবা কারও যখন মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়, তখন তাওবার দুয়ার বন্ধ করে দেওয়া হয়। সে সময় ঈমান আনলে তা গৃহীত হয় না। কাজেই ফিরাউনের জন্য এখন আর শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার লাশটি রক্ষা করলেন। তার লাশ সাগরের তলদেশে না গিয়ে পানির উপর ভাসতে থাকল, যাতে সকলে তাকে দেখতে পায়। এতটুকু বিষয় তো এ আয়াতে পরিষ্কার। আধুনিক কালের ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধান ও গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের আমলে যে ফিরাউন ছিল তার নাম ছিল মিনিফতাহ এবং তার লাশটিও নিখুঁতভাবে উদ্ধার করা হয়েছে। কায়রোর যাদুঘরে এখনও পর্যন্ত সে লাশ সংরক্ষিত আছে এবং তা মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্য এক বিরাট নিদর্শন হয়ে আছে। এ গবেষণা সঠিক হলে এটা কুরআন মাজীদের সত্যতার যেন এক সবাক প্রমাণ। কেননা এ আয়াত যখন নাযিল হয়েছে তখন কারও জানা ছিল না যে, ফিরাউনের লাশ এখনও সংরক্ষিত আছে। বৈজ্ঞানিকভাবে এটা উদঘাটিত হয়েছে তার বহুকাল পরে।

৩৭. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের আকীদা-বিশ্বাস একটা কাল পর্যন্ত সত্য দ্বীন মোতাবেকই ছিল। তাওরাত ও ইনজীলে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, সে অনুযায়ী তাঁরাও তার আগমনে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু আসমানী কিতাবসমূহে বর্ণিত নিদর্শনাবলী দ্বারা যখন জানা গেল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সেই নবী, তখন তারা সত্য দ্বীনের বিরোধিতা শুরু করে দিল।

فَإِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ فَسْئَلِ
الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ
الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪. (হে নবী!) আমি তোমার প্রতি যে বাণী নাযিল করেছি সে সম্বন্ধে তোমার যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে (যদিও তা থাকা কখনও সম্ভব নয়), তবে তোমার পূর্বের (আসমানী) কিতাব যারা পাঠ করে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। নিশ্চিত জেন, তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্যই এসেছে। সুতরাং তুমি কখনও সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[৩৮]

وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ
اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. এবং তুমি সেই সকল লোকেরও অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে, অন্যথায় তুমি লোকসানগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. নিশ্চয়ই যাদের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের বাণী সাব্যস্ত হয়ে গেছে। তারা ঈমান আনবে না।'

وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ
الْاَلِيْمَ ﴿٩٧﴾

৯৭. যদিও তাদের সামনে সর্ব প্রকার নিদর্শন এসে যায়, যাবৎ না তারা যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ
اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ۭ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ

৯৮. তবে কোন জনপদ এমন কেন হল না যে, তারা এমন এক সময় ঈমান আনত, যখন ঈমান তাদের উপকার করতে পারত? অবশ্য কেবল ইউনুসের কওম এ রকম ছিল।[৩৯] তারা যখন

---

৩৮. এ আয়াতে বাহ্যত যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এটা তো সুস্পষ্ট যে, কুরআন মাজীদের সত্যতা সম্পর্কে তাঁর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা অন্যদেরকে বলা উদ্দেশ্য যে, তাঁকেই যখন সতর্ক করা হচ্ছে, তখন অন্যদের তো অনেক বেশি সতর্ক হওয়া উচিত।

৩৯. পূর্বের আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, কারও ঈমান কেবল তখনই উপকারে আসে, যখন সে মৃত্যুর আগে আল্লাহর আযাব প্রত্যক্ষ করার পূর্বেই ঈমান আনে। আযাব এসে যাওয়ার পর ঈমান আনলে তা কাজে আসে না। এ মূলনীতি অনুসারে আল্লাহ তাআলা বলছেন, পূর্বে যত জাতির উপর আযাব এসেছে, তারা কেউ আযাব আসার আগে ঈমান আনেনি,

الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٩٨﴾

ঈমান আনল তখন পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাকর শাস্তি তাদের থেকে তুলে নিলাম এবং তাদেরকে কিছুকাল পর্যন্ত জীবন ভোগ করতে দিলাম।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯. আল্লাহ ইচ্ছা করলে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী সকলেই ঈমান আনত।[৪০] তবে কি তুমি মানুষের উপর চাপ প্রয়োগ করবে, যাতে তারা সকলে মুমিন হয়ে যায়?

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০. এটা কারও পক্ষেই সম্ভব নয় যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে মুমিন হয়ে যাবে। যারা তাদের বুদ্ধি কাজে লাগায় না আল্লাহ তাদের উপর কলুষ চাপিয়ে দেন।[৪১]

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا

১০১. (হে নবী!) তাদেরকে বল, একটু লক্ষ্য করে দেখ আকাশমণ্ডলী ও

যে কারণে তারা আযাবের শিকার হয়েছে। অবশ্য ইউনুস আলাইহিস সালামের কওম ছিল এর ব্যতিক্রম। তারা আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বক্ষণে ঈমান এনেছিল। তাই তাদের ঈমান কবুল হয় এবং সে কারণে আসন্ন শাস্তি তাদের থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা ছিল এ রকম যে, তিনি নিজ সম্প্রদায়কে শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে জনপদ থেকে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর সম্প্রদায়ের লোক এমন কিছু আলামত দেখতে পেল যদ্দরুণ তাদের বিশ্বাস হয়ে যায় যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম যে ব্যাপারে সাবধান করেছিলেন তা সত্য। সুতরাং আযাব আসার আগেই তারা সকলে ঈমান এনে ফেলে। ইনশাআল্লাহ তাআলা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা সাফফাতে আসবে (৩৭ ঃ ১৩৯)। তাছাড়া সূরা আম্বিয়া (২১ ঃ ৮৭) ও সূরা কলামে (৬৮ ঃ ৪৮) তাঁর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হবে।

৪০. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা জবরদস্তিমূলক সকলকে মুমিন বানাতে পারতেন। কিন্তু দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষার স্থান এবং সে হিসেবে প্রত্যেকের ব্যাপারে কাম্য সে স্বেচ্ছায়, স্বাধীনভাবে ঈমান আনয়ন করুক, তাই কাউকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলিম বানানো আল্লাহ তাআলার নীতি নয় এবং অন্য কারও জন্যও এটা জায়েয নয়।

৪১. আল্লাহ তাআলার হুকুম ছাড়া বিশ্ব জগতের কোথাও কিছু হতে পারে না। সুতরাং তার হুকুম ছাড়া কারও পক্ষে ঈমান আনাও সম্ভব নয়। তবে আল্লাহ তাআলা ঈমান আনার তাওফীক তাকেই দেন, যে নিজ বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে ঈমান আনতে চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগায় না তার উপর কুফুরের কলুষ চাপিয়ে দেওয়া হয়।

تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾

পৃথিবীতে কি কি জিনিস আছে?[৪২] কিন্তু যে সব লোক ঈমান আনার নয়, (আসমান ও যমীনে বিরাজমান) নিদর্শনাবলী ও সতর্ককারী (নবী)গণ তাদের কোনও কাজে আসে না।

فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ قُلْ فَانْتَظِرُوْۤا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২. আচ্ছা বল তো (ঈমান আনার জন্য) তারা এছাড়া আর কোন জিনিসের অপেক্ষা করছে যে, তাদের পূর্বের লোকে যে রকম দিন প্রত্যক্ষ করেছিল, সে রকম দিন তারাও দেখবে? বলে দাও, তাহলে তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষারত আছি।

ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. অতঃপর (যখন আযাব আসে) আমি আমার রাসূলগণকে এবং যারা ঈমান আনে তাদেরকে রক্ষা করি। এভাবেই আমি এ বিষয়টা আমার দায়িত্বে রেখেছি যে, আমি (অপরাপর) মুমিনগণকে রক্ষা করব।

[১০]

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَاۤ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

১০৪. (হে নবী!) তাদেরকে বল, হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দ্বীন সম্পর্কে কোনও সন্দেহে থাক, তবে (শুনে রাখ) তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত

---

৪২. সৃষ্টি জগতের যে-কোনও বস্তুর উপর ন্যায়নিষ্ঠতার সাথে দৃষ্টিপাত করলে তার ভেতর আল্লাহ তাআলার কুদরত ও হিকমতের পরিচয় পাওয়া যাবে। তা সাক্ষ্য দেবে, এই মহা বিস্ময়কর কারখানা আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি; বরং আল্লাহ তাআলাই তাকে সৃষ্টি করেছেন। কেবল কি এতটুকু? বরং এর দ্বারা আরও বুঝে আসে যে, যেই সত্তা এত বড় জগত সৃষ্টি করতে সক্ষম তাঁর কোনও রকম শরীক ও সাহায্যকারীর কোনও প্রয়োজন নেই। সুতরাং আল্লাহ আছেন এবং তিনি এক– তাঁর কোনও শরীক নেই।

اس آئنہ خانے میں سبھی عکس ہے تیرے

اس آئنہ خانے میں تو یکتاھی رہے گا

'এই আয়নাঘরে সবই তোমার প্রতিচ্ছবি। এ আয়নাঘরে তুমি একাই থাকবে চিরকাল।'

وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۚۖ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾

কর আমি তাদের ইবাদত করি না; বরং আমি সেই আল্লাহর ইবাদত করি, যিনি তোমাদের প্রাণ সংহার করেন। আর আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, আমি যেন মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত থাকি।

وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. এবং (আমাকে) এই (বলা হয়েছে) যে, তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজ চেহারাকে এই দ্বীনের দিকেই কায়েম রাখবে এবং কিছুতেই নিজেকে সেই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত করবে না। যারা আল্লাহ সঙ্গে কাউকে শরীক মানে।

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. আল্লাহ তাআলাকে ছেড়ে এমন কাউকে (অর্থাৎ মনগড়া মাবুদকে) ডাকবে না, যা তোমার কোনও উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। তারপরও যদি তুমি এরূপ কর (যদিও তোমার পক্ষে তা করা অসম্ভব), তবে তুমি জালেমদের মধ্যে গণ্য হবে।

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٧﴾

১০৭. আল্লাহ যদি তোমাকে কোনও কষ্ট দান করেন, তবে তিনি ছাড়া এমন কেউ নেই, যে তা দূর করবে এবং তিনি যদি তোমার কোনও মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তবে এমন কেউ নেই, যে তার অনুগ্রহ রদ করবে। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করবে। তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ

১০৮. (হে নবী!) বলে দাও, হে লোক সকল! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য এসে

لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ
وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝١٠٨

গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথ অবলম্বন করবে, সে তা অবলম্বন করবে নিজেরই মঙ্গলের জন্য আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করবে, তার পথভ্রষ্টতার ক্ষতি তার নিজেরই ভোগ করতে হবে। আমি তোমাদের কার্যাবলীর যিম্মাদার নই।[৪৩]

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ
اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝١٠٩

১০৯. তোমার কাছে যে ওহী পাঠানো হচ্ছে, তুমি তার অনুসরণ করো এবং ধৈর্যধারণ করো, যে পর্যন্ত না আল্লাহ মীমাংসা করে দেন[৪৪] এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

---

৪৩. অর্থাৎ, আমার কাজ দাওয়াত ও প্রচারকার্য। মানা-না মানা তোমাদের কাজ। তোমাদের কুফর ও দুষ্কর্মের জন্য আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

৪৪. মক্কী জীবনে নির্দেশ ছিল কাফেরদের পক্ষ হতে যতই কষ্ট দেওয়া হোক তাতে সবর করতে হবে। তখন প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি ছিল না। এ আয়াতে সেই হুকুমই দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, কাফেরদের ফায়সালা আল্লাহ তাআলার উপর ছেড়ে দাও। তিনি তাদের ব্যাপারে উপযুক্ত ফায়সালা করবেন। চাইলে তিনি দুনিয়াই তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং চাইলে আখেরাতে শাস্তি দেবেন। এমনও হতে পারে যে, তিনি জিহাদের অনুমতি দিয়ে দিবেন, যাতে মুসলিমগণ নিজ হাতে তাদের জুলূমের প্রতিশোধ নিতে পারে।

আল-হামদুলিল্লাহ আজ জুমাদাল উলা ১৪২৬ হিজরী-এর প্রথম রাত মোতাবেক ৩০ মে ২০০৬ খৃ. দুবাইতে বসে সূরা ইউনুসের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল (অনুবাদ শেষ হয়েছে আজ ১৯ সফর ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০ খৃ.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতকে নিজ ফযল ও করমে কবুল করে নিন এবং বাকী সূরাসমূহের কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন! ছুম্মা আমীন!

১১
সূরা হূদ

সূরা পরিচিতি

এটিও একটি মক্কী সূরা। এর বিষয়বস্তুও অনেকটা এর আগের সূরার অনুরূপ। অবশ্য সূরা ইউনুসে যে সকল নবীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছিল, এ সূরায় তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষত হযরত নূহ, হযরত হুদ, হযরত সালেহ, হযরত শুআইব ও হযরত লুত আলাইহিমুস সালামের ঘটনা এ সূরায় বেশ খুলেই বলা হয়েছে এবং এসব ঘটনার বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও আবেগ-সঞ্চারক। জানানো উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করার কারণে বহু শক্তিশালী জাতিও ধ্বংস হয়ে গেছে। মানুষ যখন নাফরমানীর কারণে আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও আযাবের উপযুক্ত হয়ে যায়, তখন সে আযাব থেকে এমন কি বড় কোনও নবীর আত্মীয়তাও তাকে রক্ষা করতে পারে না, যেমন হযরত নূহ আলাইহিস সালামের পুত্র এবং হযরত লুত আলাইহিস সালামের স্ত্রী রক্ষা পায়নি। এ সূরায় আল্লাহর আযাবের ঘটনাবলী এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং দ্বীনের উপর অবিচল থাকার নির্দেশ এমন গুরুত্বের সাথে দেওয়া হয়েছে যে, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন সূরা হুদ ও এর মত সূরাসমূহ আমাকে বুড়ো করে ফেলেছে। এ সূরার সতর্কবাণীর কারণে নিজ উম্মত সম্পর্কেও তাঁর ভয় ছিল, পাছে নাফরমানীর কারণে তারাও আল্লাহ তাআলার আযাবে পতিত না হয়।

১১ – সূরা হূদ – ৫২

سُوۡرَةُ هُوۡدٍ مَّكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ১২৩; রুকূ ১০

اٰيَاتُهَا ١٢٣ رُكُوۡعَاتُهَا ١٠

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اُحۡكِمَتۡ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِنۡ لَّدُنۡ حَكِيۡمٍ خَبِيۡرٍ ①

১. আলিফ-লাফ-মীম-রা।[১] এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহকে (দলীল-প্রমাণ দ্বারা) সুদৃঢ় করা হয়েছে।[২] অতঃপর এমন এক সত্তার পক্ষ হতে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি হিকমতের মালিক এবং সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।

اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيۡ لَكُمۡ مِّنۡهُ نَذِيۡرٌ وَّبَشِيۡرٌ ②

২. (এ কিতাব নবীকে নির্দেশ দেয়, যেন তিনি মানুষকে বলেন,) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না। আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা।

وَّاَنِ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوۡبُوۡۤا اِلَيۡهِ يُمَتِّعۡكُمۡ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤۡتِ كُلَّ ذِيۡ فَضۡلٍ فَضۡلَهٗ ؕ وَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَاِنِّيۡۤ اَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ كَبِيۡرٍ ③

৩. এবং এই (পথনির্দেশ দেয়) যে, তোমাদের প্রতিপালকের কাছে গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর অভিমুখী হও।[৩] তিনি তোমাদেরকে এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত উত্তম জীবন উপভোগ করতে দিবেন এবং যে-কেউ বেশি আমল করবে তাকে নিজের পক্ষ থেকে বেশি প্রতিদান দিবেন। আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তোমাদের জন্য এক মহা দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি।

---

১. পূর্বের সূরায় বলা হয়েছে যে, এসব হরফকে 'আল-হুরূফুল মুকাত্তাআত' বলে এবং এর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না।

২. সুদৃঢ় করার অর্থ এতে যে সব বিষয় বর্ণিত হয়েছে, দলীল-প্রমাণ দ্বারা তা পরিপূর্ণ। তাতে কোনও রকমের ত্রুটি নেই।

৩. এস্থলে অভিমুখী হওয়ার অর্থ এই যে, কেবল ক্ষমা চাওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং ভবিষ্যতে গুনাহ না করা ও আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করার সংকল্প করাও অবশ্য কর্তব্য।

إِلَى اللّٰهِ مَرۡجِعُكُمۡ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ④

৪. আল্লাহরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

اَلَاۤ اِنَّهُمۡ يَثۡنُوۡنَ صُدُوۡرَهُمۡ لِيَسۡتَخۡفُوۡا مِنۡهُ ؕ اَلَا حِيۡنَ يَسۡتَغۡشُوۡنَ ثِيَابَهُمۡ ۙ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّوۡنَ وَمَا يُعۡلِنُوۡنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيۡمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوۡرِ ⑤

৫. দেখ, তারা (কাফেরগণ) তাঁর থেকে লুকানোর জন্য নিজেদের বুক দু'ভাঁজ করে রাখে। স্মরণ রেখ, তারা যখন নিজেদের গায়ে কাপড় জড়ায়, তখন তারা যেসব কথা গোপন করে তাও আল্লাহ জানেন এবং তারা যা প্রকাশ্যে করে তাও।[৪] নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরে লুকানো কথাসমূহ (-ও) পরিপূর্ণভাবে জানেন।

[১২ পারা]

وَمَا مِنۡ دَآبَّةٍ فِى الۡاَرۡضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِىۡ كِتٰبٍ مُّبِيۡنٍ ⑥

৬. ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোনও প্রাণী নেই, যার রিযিক আল্লাহ নিজ দায়িত্বে রাখেননি। তিনি তাদের স্থায়ী ঠিকানাও জানেন এবং সাময়িক ঠিকানাও। সব কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

وَهُوَ الَّذِىۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ فِىۡ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرۡشُهٗ عَلَى الۡمَآءِ لِيَبۡلُوَكُمۡ اَيُّكُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ؕ وَلَئِنۡ قُلۡتَ اِنَّكُمۡ مَّبۡعُوۡثُوۡنَ مِنۡۢ

৭. তিনিই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, যখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর,[৫] তোমাদের মধ্যে কাজে কে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য।[৬] তুমি

---

৪. বহু মুশরিক এমন ছিল, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এড়িয়ে চলত, যাতে তাঁর কোনও কথা তাদের কানে না পড়ে। সুতরাং তাঁকে কখনও দেখলেই তারা নিজেদের বুক দু'ভাঁজ করে ফেলত এবং কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়ত। এমনিভাবে কোনও কোনও নির্বোধ কোনও গুনাহের কাজ করলে তখনও নিজেকে লুকানোর জন্য বুক দু'ভাঁজ করে ফেলত ও কাপড় দ্বারা নিজেকে ঢেকে নিত। তারা মনে করত এভাবে তারা আল্লাহর থেকে নিজেদের গোপন করতে সক্ষম হয়েছে। আয়াতে এই উভয় প্রকার লোকের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

৫. এর দ্বারা জানা গেল, আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার আগেই আরশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। মুফাসসিরগণ বলেন, আকাশমণ্ডল দ্বারা উর্ধ্ব জগতের সব কিছুই বোঝানো হয়েছে এবং যমীন দ্বারা নিচের সমস্ত জিনিস। সূরা হা-মীম সাজদায় (আয়াত ১০, ১১) এ সৃজনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

৬. এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এ জগত সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য মানুষকে পরীক্ষা করা। পরীক্ষার বিষয় হল কে ভাল কাজ করে তা দেখা। কে বেশি কাজ করে তা নয়। এর দ্বারা বোঝা গেল নফল কাজের সংখ্যা-বৃদ্ধির চেয়ে আমলে ইখলাস ও বিনয়-নম্রতা কত বেশি হচ্ছে সেই চিন্তাই বেশি করা উচিত।

بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا
سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧

যদি (মানুষকে) বল যে, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে ফের জীবিত করা হবে, তবে যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা বলবে, এটা সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়।[৭]

وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰٓى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ
لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ
مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ
يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٨

৮. আমি কিছু কালের জন্য যদি তাদের শাস্তি স্থগিত রাখি, তবে তারা নিশ্চয়ই বলবে, কোন জিনিস তা (অর্থাৎ সেই শাস্তি) আটকে রেখেছে?[৮] সাবধান! যে দিন সে শাস্তি এসে যাবে সে দিন তা তাদের থেকে টলানো যাবে না। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা করছে তা তাদেরকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলবে।

[১]

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا
مِنْهُ ۚ اِنَّهٗ لَيَـُٔوْسٌ كَفُوْرٌ ۝٩

৯. যখন আমি মানুষকে আমার নিকট হতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই ও পরে তার থেকে তা প্রত্যাহার করে নেই তখন সে হতাশ (ও) অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়।

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ
ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ ؕ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ۝١٠

১০. আবার যখন কোনও দুঃখ-কষ্ট তাকে স্পর্শ করার পর তাকে নেয়ামতরাজি আস্বাদন করাই, তখন সে বলে, আমার সব অমঙ্গল কেটে গেছে। (আর তখন) সে উৎফুল্ল হয়ে অহমিকা প্রদর্শন করতে থাকে।

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ
لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝١١

১১. তবে যারা ধৈর্য ধারণ করে ও সৎকর্ম করে, তারা এ রকম নয়। তারা মাগফিরাত ও মহা প্রতিদান লাভ করবে।

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ

১২. (হে নবী!) তবে কি তোমার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হচ্ছে তার কিছু অংশ ছেড়ে দিবে?[৯] এবং তারা যে বলে, তার

---

৭. অর্থাৎ, পরকালীন জীবনের সংবাদ পরিবেশনকারী এ কুরআন যাদু ছাড়া কিছু নয় (নাউযুবিল্লাহ)।

৮. এ কথা বলে তারা মূলত আখেরাত ও আযাবকে উপহাস করত।

৯. মুশরিকগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলত, আপনি আমাদের মূর্তিদের সমালোচনা ত্যাগ করুন। তা হলে আপনার সাথে আমাদের কোন বিবাদ থাকবে না, এরই

بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ؕ ﴿۱۲﴾

(অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) প্রতি কোনও ধন-ভাণ্ডার অবতীর্ণ হল না কেন কিংবা তার সাথে কোনও ফেরেশতা আসল না কেন? এ কারণে সম্ভবত তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হচ্ছে। তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র! আল্লাহ তাআলাই প্রতিটি বিষয়ে পরিপূর্ণ এখতিয়ার রাখেন।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. তবে কি তারা বলে, সে (নবী) নিজের পক্ষ থেকে এই ওহী রচনা করেছে? (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাও, তাহলে তোমরাও এর মত দশটি স্বরচিত সূরা এনে উপস্থিত কর[১০] এবং (এ কাজে সাহায্যের জন্য) আল্লাহ ছাড়া যাকে ডাকতে পার ডেকে নাও- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

উত্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হচ্ছে, আপনার পক্ষে তো এটা সম্ভব নয় যে, তাদেরকে খুশী করার জন্য আপনার প্রতি নাযিলকৃত ওহীর অংশবিশেষ ছেড়ে দিবেন। সুতরাং তাদের এ জাতীয় কথায় আপনি মন খারাপ করবেন না। কেননা আপনার কাজ তো কেবল তাদেরকে সত্য সম্পর্কে অবহিত করা। অতঃপর তারা মানবে কি মানবে না সেটা আপনার বিষয় নয়। সে দায়-দায়িত্ব তাদের নিজেদের। আর তারা যে আপনার প্রতি কোনও ধন-ভাণ্ডার নাযিল হওয়ার ফরমায়েশ করছে, এ ব্যাপারে কথা হল- ধন-ভাণ্ডারের সাথে নবুওয়াতের সম্পর্ক কী? যাবতীয় বিষয়ের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও এখতিয়ার তো কেবল আল্লাহ তাআলার। কোন ফরমায়েশ পূরণ করা হবে এবং কোনটা নয় এ ব্যাপারে তিনি নিজ হিকমত অনুসারে ফায়সালা করে থাকেন। প্রকাশ থাকে যে, এ তরজমা করা হয়েছে মুফাসসিরদের এই মতের ভিত্তিতে যে, 'এ স্থলে لعل শব্দটি সম্ভাবনাব্যঞ্জক নয়; বরং অসম্ভাব্যতাবোধক। আবার কেউ বলেছেন এটা অস্বীকৃতিমূলক প্রশ্নের অর্থে ব্যবহৃত (রূহুল মাআনী; ১২ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৭, ৭০৬)।

১০. প্রথম দিকে তাদেরকে কুরআনের মত দশটি সূরা রচনা করার চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এ চ্যালেঞ্জ আরও সহজ করে দেওয়া হয়। সূরা বাকারা (২ ঃ ২৩) ও সূরা ইউনুসে (১০ ঃ ৩৮) কেবল একটি সূরা তৈরি করে আনতে বলা হয়েছে। কিন্তু আরব মুশরিকগণ, যারা নিজেদের সাহিত্যালংকার নিয়ে গর্ব করত, এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি।

فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ⑭

১৪. এরপরও যদি তারা তোমার কথা গ্রহণ না করে তবে (হে মানুষ!) নিশ্চিত জেন, এ ওহী কেবল আল্লাহর ইলম হতে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হবে?

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ⑮

১৫. যারা (কেবল) পার্থিব জীবন ও তার ঠাটবাট চায়, আমি তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ ফল এ দুনিয়ায়ই ভোগ করতে দেব এবং এখানে তাদের প্রাপ্য কিছু কম দেওয়া হবে না।[১১]

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑯

১৬. এরাই তারা, যাদের জন্য আখেরাতে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নেই এবং যা-কিছু কাজকর্ম তারা করেছিল, আখেরাতে তা নিষ্ফল হয়ে যাবে আর তারা যে আমল করছে (আখেরাতের হিসেবে) তা না করারই মত।

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ

১৭. আচ্ছা বল তো, সেই ব্যক্তি (তাদের মত কী করে হতে পারে) যে নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত উজ্জ্বল হিদায়াত (অর্থাৎ কুরআন)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, যার সত্যতার এক প্রমাণ খোদ তার মধ্যেই তার অনুগামী

---

১১. যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না এবং যা-কিছু করে তা এ দুনিয়ার জন্যই করে, সেই কাফেরদেরকে তাদের দান-খয়রাত ইত্যাদি সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়। আখেরাতে তারা এর বিনিময়ে কিছু পাবে না। কেননা ঈমান ছাড়া আখেরাতে কোনও সৎকর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপ কোনও মুসলিমও যদি পার্থিব সুনাম-সুখ্যাতি, অর্থ-সম্পদ বা ক্ষমতা ইত্যাদি লাভের উদ্দেশ্যে কোনও সৎকাজ করে, তবে দুনিয়ায় তার এসব লাভ হতে পারে, কিন্তু আখেরাতে সে এর কোনও সওয়াব পাবে না। বরং ওয়াজিব ও ফরয ইবাদতসমূহে ইখলাস ও বিশুদ্ধ নিয়ত না থাকলে উল্টো গুনাহ হয়। আখেরাতে সেই সৎকর্মই গ্রহণযোগ্য, যা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে করা হয়।

مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۗ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑰

হয়েছে[১২] এবং তার পূর্বে মূসার কিতাবও (তার সত্যতার প্রমাণ বহন করে), যা মানুষের জন্য অনুসরণীয় ও রহমতস্বরূপ ছিল। এরূপ লোক এর (অর্থাৎ কুরআনের) প্রতি ঈমান রাখে। আর ওইসব দলের মধ্যে যে ব্যক্তি একে অস্বীকার করে, জাহান্নামই তার নির্ধারিত স্থান। সুতরাং এর (অর্থাৎ কুরআনের) ব্যাপারে কোনও সন্দেহে পতিত হয়ো না। নিশ্চিত জেন, এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্য। কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۙ⑱

১৮. সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়? এরূপ লোকদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত করা হবে এবং সাক্ষ্যদাতাগণ বলবে, এরাই তারা, যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করত।[১৩] সকলে শুনে নিক, ওই জালেমদের উপর আল্লাহর লানত–

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ⑲

১৯. যারা আল্লাহর পথ থেকে অন্যদেরকে নিবৃত্ত রাখত ও তাতে বক্রতা তালাশ করত[১৪] আর আখেরাতকে তারা বিলকুল অস্বীকার করত।

---

১২. অর্থাৎ, কুরআন মাজীদের সত্যতার এক প্রমাণ তো খোদ কুরআনের ই'জায ও অলৌকিকত্ব। পূর্বে ১৩ নং আয়াতে সে ই'জাযের প্রকাশ এভাবে করা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বকে এর মত বাণী রচনা করে দেখানোর চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কেউ সামনে আসার হিম্মত করেনি। দ্বিতীয় প্রমাণ তাওরাত, যা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। তাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এবং তাঁর আলামত ও নিদর্শনসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল।

১৩. সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে রয়েছেন মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাগণ এবং সেই সকল নবী-রাসূল, যারা নিজ-নিজ উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবেন।

১৪. অর্থাৎ, সত্য দ্বীন সম্পর্কে নানা রকম কূট প্রশ্ন তুলে তাকে বাঁকা সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা চালায়।

أُولَٰٓئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ۘ يُضَٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾

২০. এরূপ লোক পৃথিবীতে কোথাও আল্লাহ হতে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনও বন্ধু ও সাহায্যকারী লাভ হতে পারে না। তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে।[১৫] তারা (ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণে সত্য কথা) শুনতে পারত না এবং তারা (সত্য) দেখতেও পারত না।

أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾

২১. তারাই সেই সব লোক, যারা নিজেদের জন্য লোকসানের সওদা করেছিল এবং তারা যে মাবুদ গড়ে নিয়েছিল, তাদের কোনও পাত্তাই তারা পাবে না।

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾

২২. নিশ্চয়ই আখেরাতে তারা সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. (অন্য দিকে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং নিজেদের প্রতিপালকের সামনে আনত হয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. এ দল দু'টির উপমা এ রকম, যেমন একজন অন্ধ ও বধির এবং একজন চোখেও দেখে ও কানেও শোনে। এরা উভয়ে কি সমান অবস্থার হতে পারে? তথাপি কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

[২]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾

২৫. আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে এই বার্তা দিয়ে পাঠালাম যে, আমি তোমাদের জন্য এ বিষয়ের সুস্পষ্ট সতর্ককারী–

১৫. এক শাস্তি তো তাদের নিজেদের কুফরের কারণে এবং আরেক শাস্তি অন্যদেরকে সত্যের পথে বাধা দেওয়ার কারণে।

أَن لَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ۖ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾

২৬. যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ব্যাপারে এক মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির ভয় করি।

فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلرَّأْىِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَٰذِبِينَ ﴿٢٧﴾

২৭. তার সম্প্রদায়ের যারা কুফর অবলম্বন করেছিল, তারা বলতে লাগল, আমরা তো তোমাকে আমাদের মতই মানুষ দেখছি, এর বেশি কিছু নয়। আমরা আরও দেখছি তোমার অনুসরণ করছে কেবল সেই সব লোক, যারা আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বহীন এবং তাও ভাসা-ভাসা চিন্তার ভিত্তিতে এবং আমরা তোমার ভেতর এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না, যার কারণে আমাদের উপর তোমার কিছু শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে; বরং আমাদের ধারণা তোমরা সকলে মিথ্যাবাদী।

قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَءَاتَىٰنِى رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِۦ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَٰرِهُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. নূহ বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমাকে একটু বল তো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত এক উজ্জ্বল হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি বিশেষভাবে নিজের পক্ষ থেকে এক রহমত (অর্থাৎ নবুওয়াত) দান করেন কিন্তু তোমাদের তা উপলব্ধিতে না আসে, তবে কি আমি তোমাদের উপর তা জবরদস্তি-মূলকভাবে চাপিয়ে দেব, যখন তোমরা তা অপসন্দ কর?

وَيَٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّىٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٩﴾

২৯. এবং হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর (অর্থাৎ এই তাবলীগের) বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনও সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিকের দায়িত্ব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপর নয়। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না। নিশ্চয়ই তারা

তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত করবে। কিন্তু আমি তো দেখছি তোমরা অজ্ঞতাসুলভ কথা বলছ।

৩০. এবং হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই, তবে আমাকে আল্লাহর (ধরা) থেকে কে রক্ষা করবে? তবুও কি তোমরা অনুধ্যান করবে না?

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১. আমি তোমাদেরকে বলছি না যে, আমার হাতে আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার আছে এবং আমি অদৃশ্যলোকের যাবতীয় বিষয় জানি না এবং আমি তোমাদেরকে একথাও বলছি না যে, আমি কোনও ফেরেশতা।[১৬] তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয়, তাদের সম্পর্কে আমি একথা বলতে পারি না যে, আল্লাহ তাদেরকে কোনও মঙ্গল দান করবেন না। তাদের অন্তরে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহই

وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَاۤ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْۤ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ ۚۖ اِنِّيْۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

১৬. কাফেরদের ধারণা ছিল, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নবী বা সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বান্দা হবে, তার হাতে সব রকম ক্ষমতা থাকা, অদৃশ্য জগতের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তার জানা থাকা এবং তার মানুষ না হয়ে ফেরেশতা হওয়া অপরিহার্য। এ আয়াতে তাদের সে মূর্খতাসুলভ ধারণাকে রদ করা হয়েছে। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের মধ্যে দুনিয়ার ধন-সম্পদ বিতরণ করা কিংবা অদৃশ্য জগতের সবকিছু সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা কোনও নবী বা ওলীর কাজ নয়। তাঁর উদ্দেশ্য তো কেবল মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, কাজ-কর্ম ও আখলাক-চরিত্র সংশোধন করা। তার শিক্ষামালা এই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। সুতরাং তার কাছে ওই সকল বিষয়ের আশা করা সম্পূর্ণ মূর্খতার পরিচায়ক।

যারা বুযুর্গানে দ্বীনের কাছে পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে যাতায়াত করে, তাদেরকে পার্থিব ও সৃষ্টিগত বিষয়াবলী তথা হায়াত, মওত, রিযিক, সুখ-দুঃখ ইত্যাদিতে নিজেদের সংকট মোচনকারী মনে করে এবং আশা করে তারা তাদেরকে ভবিষ্যত সম্পর্কিত সবকিছু জানিয়ে দেবেন, তাদের জন্য এ আয়াতে সুস্পষ্ট হিদায়াত রয়েছে। আল্লাহ তাআলার এত বড় নবী যখন এসব বিষয়কে নিজ এখতিয়ার বহির্ভূত বলে ঘোষণা করেছেন, তখন এমন কে আছে, যে এগুলোতে নিজের এখতিয়ার দাবী করতে পারে?

হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সঙ্গীদের সম্পর্কে কাফেরগণ বলেছিল, তারা নিম্ন শ্রেণীর লোক এবং তারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি। নূহ আলাইহিস সালাম তার উত্তরে বলেন, আমি একথা বলতে পারব না যে, তারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কোন কল্যাণ তথা তাদের আমলের সওয়াব দান করবেন না।

সর্বাপেক্ষা বেশি জানেন। আমি তাদের সম্পর্কে এরূপ কথা বললে নিশ্চয়ই আমি জালিমদের মধ্যে গণ্য হব।

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۳۲﴾

৩২. তারা বলল, হে নুহ! তুমি আমাদের সাথে হুজ্জত করেছ এবং আমাদের সাথে বড় বেশি হুজ্জত করেছ। এখন তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে তুমি আমাদেরকে যার (অর্থাৎ যে শাস্তির) হুমকি দিচ্ছ, তা হাজির কর।

قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۳۳﴾

৩৩. নুহ বলল, তা তো আল্লাহই হাজির করবেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন। আর তোমরা তাকে অক্ষম করতে পারবে না।

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۳۴﴾

৩৪. আমি তোমাদের কল্যাণ কামনা করতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের কোনও কাজে আসতে পারে না, যদি (তোমাদের জেদ ও হঠকারিতার কারণে) আল্লাহই তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৫. আচ্ছা তারা (অর্থাৎ আরবের এসব কাফের) বলে না কি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কুরআন নিজের পক্ষ থেকে রচনা করেছে? (হে নবী!) বলে দাও, আমি এটা রচনা করে থাকলে আমার অপরাধের দায় আমার নিজের উপরই বর্তাবে। আর তোমরা যে অপরাধ করছ আমি সে জন্য দায়ী নই।[১৭]

১৭. হযরত নুহ আলাইহিস সালামের ঘটনার মাঝখানে একটি অন্তবর্তী বাক্য হিসেবে এ আয়াতটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। বলা হচ্ছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত নুহ আলাইহিস সালামের ঘটনা যে এমন

[৩]

وَ اُوۡحِیَ اِلٰی نُوۡحٍ اَنَّهٗ لَنۡ یُّؤۡمِنَ مِنۡ قَوۡمِكَ اِلَّا مَنۡ قَدۡ اٰمَنَ فَلَا تَبۡتَئِسۡ بِمَا كَانُوۡا یَفۡعَلُوۡنَ ۚ﴿ۖ۳۶﴾

৩৬. এবং নুহের কাছে ওহী পাঠানো হল যে, এ পর্যন্ত তোমার সম্প্রদায়ের যে সকল লোক ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না। সুতরাং তারা যা-কিছু করছে সে জন্য তুমি দুঃখ করো না।

وَ اصۡنَعِ الۡفُلۡكَ بِاَعۡیُنِنَا وَ وَحۡیِنَا وَ لَا تُخَاطِبۡنِیۡ فِی الَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡا ۚ اِنَّهُمۡ مُّغۡرَقُوۡنَ ﴿۳۷﴾

৩৭. এবং আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহীর সাহায্যে তুমি নৌকা তৈরি কর।[১৮] আর যারা জালেম হয়ে গেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমার সঙ্গে কোন কথা বলো না। এবার তারা অবশ্যই নিমজ্জিত হবে।

وَ یَصۡنَعُ الۡفُلۡكَ ۟ وَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَیۡهِ مَلَاٌ مِّنۡ قَوۡمِهٖ سَخِرُوۡا مِنۡهُ ؕ قَالَ اِنۡ تَسۡخَرُوۡا مِنَّا فَاِنَّا نَسۡخَرُ

৩৮. সুতরাং তিনি নৌকা বানাতে শুরু করলেন। যখনই তার সম্প্রদায়ের কতক সর্দার তাঁর কাছ দিয়ে যেত, তখন তারা তাকে নিয়ে উপহাস করত।[১৯] নুহ বলল, তোমরা যদি আমাকে নিয়ে উপহাস

বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন, তা তিনি এসব জানলেন কোথা থেকে? বলাবাহুল্য, এ জ্ঞান লাভের জন্য তাঁর ওহী ছাড়া অন্য কোনও মাধ্যম নেই এবং বর্ণনার যে শৈলী ও ভঙ্গিতে তিনি এটা উপস্থাপন করেছেন তাও তার মনগড়া হতে পারে না। এটা এ বিষয়ের এক সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, এ কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। এতদসত্ত্বেও আরবের কাফেরগণ যে এটা অস্বীকার করছে এর কারণ তাদের জেদী মানসিকতা ছাড়া কিছুই নয়।

১৮. হযরত নুহ আলাইহিস সালাম প্রায় এক হাজার বছর আয়ু লাভ করেছিলেন। এই দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি নিজ সম্প্রদায়কে পরম দরদের সাথে দ্বীনের পথে ডাকতে থাকেন এবং এর বিনিময়ে তাদের পক্ষ হতে উপর্যুপরি উৎপীড়ন ভোগ করতে থাকেন। তা সত্ত্বেও তারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি। জনা কতক লোক ছাড়া বাকি সকলেই তাদের কুফর ও দুষ্কর্মে অটল থাকে। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁকে জানান যে, এসব লোক ঈমান আনার নয়। সুতরাং তাদের উপর মহাপ্লাবনের শাস্তি এসে পড়বে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে একটি নৌকা বানাতে আদেশ করলেন, যাতে সে নৌকায় চড়ে তিনি ও তাঁর অনুসারী মুমিনগণ আত্মরক্ষা করতে পারেন। কোনও কোনও মুফাসসির বলেন, সর্বপ্রথম নৌকা তৈরির কাজ হযরত নুহ আলাইহিস সালামই করেছিলেন এবং তিনি তা করেছিলেন ওহীর নির্দেশনায়। তাঁর তৈরি নৌকাটি ছিল তিন তলা বিশিষ্ট।

১৯. তারা এই বলে উপহাস করত যে, দেখ, ইনি এখন অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে নৌকা বানানো শুরু করে দিয়েছেন, অথচ দূর-দূরান্তে কোথাও পানির চিহ্ন নেই।

مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ۞

কর, তবে তোমরা যেমন উপহাস করছ, তেমনি আমরাও তোমাদের নিয়ে উপহাস করছি।[২০]

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۞

৩৯. এবং শীঘ্রই তোমরা টের পাবে কার উপর এমন শাস্তি আপতিত হয়, যা তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে এবং কার উপর এমন শাস্তি অবতীর্ণ হয়, যা কখনও টলবার নয়।

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ؕ وَمَاۤ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلٌ ۞

৪০. পরিশেষে যখন আমার হুকুম এসে গেল এবং তান্নুর[২১] উথলে উঠল, তখন আমি (নুহকে) বললাম, ওই নৌকায় প্রত্যেক প্রকার প্রাণী হতে দু'টি করে যুগল তুলে লও[২২] এবং তোমার পরিবারবর্গের মধ্যে যাদের সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে (যে, তারা কুফরীর কারণে নিমজ্জিত হবে) তারা ব্যতীত অন্যদেরকেও (তুলে নাও)। বস্তুত অল্প সংখ্যক লোকই তার সঙ্গে ঈমান এনেছিল।

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

৪১. নুহ (তাদের সকলকে) বলল, তোমরা এ নৌকায় আরোহন কর। এর চলাও আল্লাহর নামে এবং নোঙ্গর করাও। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

২০. অর্থাৎ, তোমাদের প্রতি আমাদেরও এ কারণে হাসি আসছে যে, তোমাদের মাথার উপর আযাব এসে পড়েছে অথচ তোমরা এখনও হাসি-তামাশায় লিপ্ত রয়েছ।

২১. আরবী ভাষায় 'তান্নুর' ভূ-পৃষ্ঠকেও বলে এবং রুটি তৈরির চুলাকেও। কোনও কোনও বর্ণনায় আছে, হযরত নুহ আলাইহিস সালামের আমলে যে মহাপ্লাবন দেখা দিয়েছিল তার সূচনা হয়েছিল এভাবে যে, একটি তান্নুর ফুঁড়ে সবেগে পানি বের হতে লাগল তারপর আর তা কিছুতেই বন্ধ হল না। অনেক তাফসীরবিদ তান্নুরের অপর অর্থ গ্রহণ করেছেন। তারা এর ব্যাখ্যা করেন যে, ভূ-পৃষ্ঠ ফেটে পানি উত্থিত হতে শুরু করল এবং অতি দ্রুত তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে উপর থেকে মুলষধারায় বৃষ্টিপাত হতে থাকল।

২২. যেসব প্রাণী মানুষের প্রয়োজন তা যাতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে না যায় তাই আদেশ দেওয়া হল, সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রাণী থেকে এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নাও, যাতে তাদের বংশ রক্ষা পায় এবং বন্যার পর তাদেরকে কাজে লাগানো যায়।

وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۚ وَنَادٰى نُوْحُ ابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. সে নৌকা পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গরাশির মধ্যে তাদের নিয়ে বয়ে চলছিল। নুহ তার যে পুত্র সকলের থেকে পৃথক ছিল, তাকে ডেকে বলল, বাছা! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সাথে থেক না।[২৩]

قَالَ سَاٰوِيْۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. সে বলল, আমি এখনই এমন এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। নূহ বলল, আজ আল্লাহর হুকুম থেকে কাউকে রক্ষা করার কেউ নেই, কেবল সেই ছাড়া যার প্রতি আল্লাহ দয়া করবেন। অতঃপর ঢেউ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং সেও নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হল।

وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. এবং হুকুম দেওয়া হল, হে ভূমি! তুমি নিজ পানি গ্রাস করে নাও এবং হে আকাশ! তুমি ক্ষান্ত হও। সুতরাং পানি নেমে গেল এবং বিষয়টি চুকিয়ে দেওয়া হল।[২৪] আর নৌকা জুদী পাহাড়ে এসে

---

২৩. হযরত নূহ আলাইহিস সালামের অন্যান্য পুত্রগণ তো নৌকায় সওয়ার হয়েছিল, কিন্তু তাঁর 'কিনআন' নামক পুত্র সওয়ার হয়নি। সে ছিল কাফের এবং কাফেরদের সাথেই ওঠাবসা করত। সম্ভবত তার কাফের হওয়ার বিষয়টা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের জানা ছিল না; তাঁর ধারণা ছিল, কেবল সঙ্গদোষই তাঁর সমস্যা। অথবা তিনি জানতেন সে কাফের, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন সে মুসলিম হয়ে যাক। তাই প্রথমে তাকে নৌকায় চড়ার জন্য ডাকেন তারপর তার জন্য দু'আ করেন, যেমন সামনে ৪৫ নং আয়াতে আসছে, যাতে সেও নৌকায় চড়ার অনুমতি লাভ করে, অর্থাৎ, কাফের হয়ে থাকলে যেন ঈমানের তাওফীক লাভ করে। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা ছিল হযরত নূহ আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের মধ্যে যারা মুমিন তারা সকলেই আযাব থেকে রক্ষা পাবে। তাই হযরত নূহ আলাইহিস সালাম সে ওয়াদার কথাও উল্লেখ করলেন। আল্লাহ তাআলা উত্তরে জানালেন, সে কাফের এবং তার ভাগ্যে ঈমান নেই। আর এ কারণে বাস্তবিকপক্ষে সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। তোমার জানা ছিল না যে, তার ভাগ্যে ঈমান নেই আর সে কারণেই তুমি তার নাজাত বা ঈমানের জন্য দু'আ করেছ। এ কথাই সামনের আয়াতে বোঝানো হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, তুমি আমার কাছে এমন জিনিস চেও না, যে সম্পর্কে তোমার জানা নেই।

২৪. অর্থাৎ, সেই মহাপ্লাবনে সম্প্রদায়ের সমস্ত লোককে ডুবিয়ে ধ্বংস করা হল।

থেমে গেল[২৫] এবং বলে দেওয়া হল, ধ্বংস সেই সম্প্রদায়ের জন্য, যারা জালিম!

৪৫. নূহ তার প্রতিপালককে ডাক দিয়ে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র তো আমার পরিবারেরই একজন! এবং নিশ্চয়ই তোমার ওয়াদা সত্য এবং তুমি সকল বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক![২৬]

وَنَادٰی نُوۡحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابۡنِیۡ مِنۡ اَهۡلِیۡ وَ اِنَّ وَعۡدَكَ الۡحَقُّ وَ اَنۡتَ اَحۡكَمُ الۡحٰكِمِیۡنَ ﴿۴۵﴾

৪৬. আল্লাহ বললেন, হে নূহ! তুমি নিশ্চিত জেনে রেখ, সে তোমার পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে তো অপবিত্র কর্মে কলুষিত। সুতরাং তুমি আমার কাছে এমন জিনিস চেও না, যে সম্পর্কে তোমার কোনও জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

قَالَ یٰنُوۡحُ اِنَّهٗ لَیۡسَ مِنۡ اَهۡلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَیۡرُ صَالِحٍ ٭ۖ فَلَا تَسۡـَٔلۡنِ مَا لَیۡسَ لَكَ بِهٖ عِلۡمٌ ؕ اِنِّیۡۤ اَعِظُكَ اَنۡ تَكُوۡنَ مِنَ الۡجٰهِلِیۡنَ ﴿۴۶﴾

৪৭. নূহ বলল, হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, ভবিষ্যতে আপনার কাছে তা চাওয়া হতে আমি আপনার আশ্রয় চাই। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন ও আমার প্রতি দয়া না করেন, তবে আমিও সেই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব, যারা বরবাদ হয়ে গেছে।

قَالَ رَبِّ اِنِّیۡۤ اَعُوۡذُ بِكَ اَنۡ اَسۡـَٔلَكَ مَا لَیۡسَ لِیۡ بِهٖ عِلۡمٌ ؕ وَ اِلَّا تَغۡفِرۡ لِیۡ وَ تَرۡحَمۡنِیۡۤ اَكُنۡ مِّنَ الۡخٰسِرِیۡنَ ﴿۴۷﴾

৪৮. বলা হল, হে নূহ! এবার (নৌকা থেকে) নেমে যাও- আমার পক্ষ হতে সেই শান্তি ও বরকতসহ, যা তোমার জন্যও এবং

قِیۡلَ یٰنُوۡحُ اهۡبِطۡ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَ بَرَكٰتٍ عَلَیۡكَ وَ عَلٰۤی

---

২৫. এটা উত্তর ইরাকে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম। পাহাড়টি কুর্দিস্তান থেকে আর্মেনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ এক পর্বতশ্রেণীর অংশ। বাইবেলে এ পাহাড়ের নাম বলা হয়েছে 'আরারাত'।

২৬. অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ে তোমার পরিপূর্ণ ক্ষমতা আছে। তুমি ইচ্ছা করলে তাকে ঈমান আনার তাওফীক দিতে পার। আর এভাবে সে যদি ঈমান আনে, তবে ঈমানদারদের অনুকূলে তোমার যে ওয়াদা আছে, তা তার ব্যাপারেও পূরণ হতে পারে।

أُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾

তোমার সঙ্গে যে 'সম্প্রদায়সমূহ' আছে তাদের জন্যও। আর কিছু সম্প্রদায় এমন রয়েছে, যাদেরকে আমি (দুনিয়ায়) জীবন উপভোগ করতে দেব, তারপর আমার পক্ষ হতে তাদেরকে এক যন্ত্রণাময় শাস্তি স্পর্শ করবে।[২৭]

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۛ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

৪৯. (হে নবী!) এগুলো গায়েবের কিছু বৃত্তান্ত, যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমাকে জানাচ্ছি। এসব বৃত্তান্ত তুমিও ইতঃপূর্বে জানতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও না। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর। শেষ পরিণাম মুত্তাকীদেরই অনুকূলে থাকবে।[২৮]

[৪]

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ

৫০. আর আদ জাতির কাছে আমি তাদের ভাই হূদকে নবী বানিয়ে পাঠালাম।[২৯]

---

২৭. হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সঙ্গীদের জন্য শান্তি ও বরকতের যে ওয়াদা করা হয়েছে, তাতে 'সম্প্রদায়সমূহ' শব্দ ব্যবহার করে ইশারা করা হয়েছে যে, এখন যদিও তারা অল্পসংখ্যক, কিন্তু তাদের বংশে বহু সম্প্রদায় জন্ম নেবে এবং তারা সত্য দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাই শান্তি ও বরকতে তারাও অংশীদার থাকবে। তবে শেষে বলা হয়েছে, তাদের বংশে এমন কিছু সম্প্রদায়ও জন্ম নেবে, যারা সত্য দ্বীনের উপর কায়েম থাকবে না। ফলে দুনিয়ায় তো তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগের সুযোগ দেওয়া হবে, কিন্তু কুফরের কারণে তাদের শেষ পরিণাম শুভ হবে না। হয়ত দুনিয়াতেও এবং আখেরাতে তো অবশ্যই তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

২৮. হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করার পর এ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে দু'টি সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। (এক) এ ঘটনা কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই নয়; বরং কুরাইশ এবং অকিতাবীদের মধ্যে কেউ এর আগে জানত না। আর কিতাবীদের থেকে তাঁর এসব শেখারও কোনও সুযোগ ছিল না। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, কেবল ওহীর মাধ্যমেই তিনি এটা জানতে পেরেছেন। এর দ্বারা তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাত সপ্রমাণ হয়। (দুই) নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে অবিশ্বাস ও উৎপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সে ব্যাপারে এ ঘটনার মাধ্যমে তাকে প্রথমত সবরের উপদেশ দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, শুরুর দিকে হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে কঠিন-কঠিন পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হলেও শেষ পরিণাম যেমন তাঁরই অনুকূলে থেকেছে, তেমনি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই বিজয় অর্জিত হবে।

২৯. ইতঃপূর্বে সূরা আরাফে (৭ ঃ ৬৫) আদ জাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় গত হয়েছে।

مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ۝٥٠

সে বলল, হে আমার কওম! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোনও মাবুদ নেই। প্রকৃতপক্ষে তোমরা এ ছাড়া আর কিছুই নও যে, তোমরা অনেক কিছু মিথ্যার রচনাকারী।

يٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى الَّذِىْ فَطَرَنِىْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝٥١

৫১. হে আমার কওম! আমি এর (অর্থাৎ এই প্রচার কার্যের) বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনও পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিতোষিক তো অন্য কেউ নয়; বরং সেই সত্তাই নিজ দায়িত্বে রেখেছেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপরও কি তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে না?

وَ يٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّ يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ۝٥٢

৫২. হে আমার কওম! নিজেদের প্রতিপালকের কাছে গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তারই দিকে রুজু হও। তিনি তোমাদের প্রতি আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন[৩০] এবং তোমাদের বর্তমান শক্তির সাথে বাড়তি আরও শক্তি যোগাবেন। সুতরাং তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِىْۤ

৫৩. তারা বলল, হে হুদ! তুমি আমাদের কাছে কোনও উজ্জ্বল নিদর্শন নিয়ে আসনি[৩১] এবং আমরা কেবল তোমার

---

৩০. শুরুতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত করেছিলেন, যাতে তারা ঔদাসিন্য ত্যাগ করে কিছুটা সচেতন হয়। এ সময় হযরত হুদ আলাইহিস সালাম তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এক কষাঘাত স্বরূপ। এখনও সময় আছে। তোমরা যদি মূর্তিপূজা ত্যাগ করে আল্লাহ তাআলার অভিমুখী হও, তবে তোমরা এ খরা ও দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পেতে পার এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারেন।

৩১. উজ্জ্বল নিদর্শন দ্বারা তারা তাদের ফরমায়েশী মুজিযার কথা বোঝাচ্ছিল। হযরত হুদ আলাইহিস সালাম তাদের সামনে বহু যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছিলেন, যা তাদের সত্য

ﺍٰﻟِﻬَﺘِﻨَﺎ ﻋَﻦْ ﻗَﻮْﻟِﻚَ ﻭَﻣَﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﻟَﻚَ ﺑِﻤُﺆْﻣِﻨِﻴْﻦَ ﴿٥٣﴾

কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করবার নই এবং আমরা তোমার কথায় ঈমানও আনতে পারি না।

اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّیْۤ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْۤا اَنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. আমরা তো এ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না যে, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাকে অমঙ্গলে আক্রান্ত করেছে।[৩২] হুদ বলল, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই-

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِیْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٥٥﴾

৫৫. আল্লাহ ছাড়া। সুতরাং তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁট এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিও না।

اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّیْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٦﴾

৫৬. আমি তো আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। ভূমিতে বিচরণকারী এমন কোনও প্রাণী নেই, যার ঝুঁটি তাঁর মুঠোয় নয়। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সরল পথে রয়েছেন।[৩৩]

বোঝার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তারা তাতে ভ্রুক্ষেপ না করে একই কথা বলে যাচ্ছিল। তাদের কথা ছিল, আমরা তোমাকে যে মুজিযা ও নিদর্শন দেখাতে বলছি, তাই দেখাও। বলাবাহুল্য, নবীগণ নিজেদেরকে মানুষের ইচ্ছামত কারিশমা দেখানোর কাজে উৎসর্গ করতে পারেন না। এ কারণে তাদের ফরমায়েশ পূরণ করা হয়নি। আর তা পূরণ না হওয়ায় তারা এক কথায় সব মুজিযা অস্বীকার করে বলে দিয়েছে, তুমি আমাদের সামনে কোনও উজ্জ্বল নিদর্শন পেশই করনি।

৩২. অর্থাৎ, তুমি যে আমাদের মূর্তিদের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করছ, এ কারণে তারা তোমার প্রতি নারাজ হয়ে গেছে। তাই তাদের কেউ তোমার উপর ভূত-প্রেত ভর করিয়ে দিয়েছে ফলে তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে (নাউযুবিল্লাহ্)।

৩৩. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দাদের জন্য সরল-সোজা পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে পথে চললেই আল্লাহ তাআলাকে পাওয়া যায়।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّاۤ اُرْسِلْتُ بِهٖۤ اِلَيْكُمْ ؕ
وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا ؕ
اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿۵۷﴾

৫৭. তথাপি যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমাকে যে বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছিল আমি তো তা পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আর আমার প্রতিপালক (তোমাদের কুফরের কারণে) তোমাদের স্থানে অন্য কোনও সম্প্রদায়কে স্থাপিত করবেন। তখন তোমরা তার কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সবকিছু রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ
غَلِيْظٍ ﴿۵۸﴾

৫৮. (পরিশেষে) যখন আমার হুকুম এসে গেল,[৩৪] তখন আমি নিজ রহমতে হুদকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে ক্ষমা করলাম আর তাদেরকে রক্ষা করলাম এক কঠিন শাস্তি হতে।

وَتِلْكَ عَادٌ ۟ۙ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ
وَاتَّبَعُوْۤا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿۵۹﴾

৫৯. এই ছিল আদ জাতি, যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল, তাঁর রাসূলগণের অবাধ্যতা করেছিল এবং এমন সব ব্যক্তির আনুগত্য করেছিল, যারা ছিল চরম স্পর্ধিত ও সত্যের ঘোর দুশমন।

وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ
اَلَاۤ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ
هُوْدٍ ﴿۶۰﴾

৬০. আর (এর ফল হল এই যে,) এ দুনিয়ায়ও অভিসম্পাতকে তাদের অনুগামী করে দেওয়া হল এবং কিয়ামত দিবসেও। স্মরণ রেখ, আদ জাতি নিজ প্রতিপালকের সঙ্গে কুফরীর আচরণ করেছিল। স্মরণ রেখ, আদ জাতিই ধ্বংস হয়েছে, যা ছিল হুদের সম্প্রদায়।

---

৩৪. এখানে 'হুকুম' দ্বারা আল্লাহ তাআলার প্রেরিত শাস্তি বোঝানো হয়েছে, যেমন সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের উপর প্রলয়ঙ্করী ঝড়-তুফান ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এ জাতির লোকজন অসাধারণ রকমের বিশাল বপুর অধিকারী ছিল। অমিত ছিল তাদের শক্তি। কিন্তু তা দিয়ে তারা শাস্তি হতে আত্মরক্ষা করতে পারল না। গোটা সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল।

[৫]

৬১. এবং ছামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহকে নবী করে পাঠালাম।[৩৫] সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তিনিই তোমাদেরকে ভূমি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন। সুতরাং তাঁর কাছে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তারপর তাঁর অভিমুখী হও। নিশ্চিত জেন আমার প্রতিপালক (তোমাদের) নিকটবর্তী ও দু'আ কবুলকারীও।

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿٦١﴾

৬২. তারা বলল, হে সালিহ! ইতঃপূর্বে তুমি আমাদের মধ্যে এমন ছিলে যে, তোমাকে নিয়ে অনেক আশা ছিল।[৩৬] আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের (অর্থাৎ যে সকল প্রতিমার) উপাসনা করত, তুমি আমাদেরকে তাদের উপাসনা করতে নিষেধ করছ? তুমি যে বিষয়ের দিকে ডাকছ, তাতে আমাদের এতটা সন্দেহ রয়েছে যে, তা আমাদেরকে অস্থিরতার ভেতর ফেলে দিয়েছি।

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰىنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ﴿٦٢﴾

৬৩. সালিহ বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল তো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত এক উজ্জ্বল হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি বিশেষভাবে তাঁর নিজের কাছ থেকে আমাকে এক রহমত (অর্থাৎ নবুওয়াত) দান করে থাকেন,

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ

---

৩৫. ছামুদ জাতির পরিচয় ও তাদের ঘটনা পূর্বে সূরা আরাফ (৭ ঃ ৭৩)-এর টীকায় সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

৩৬. এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নবুওয়াতের ঘোষণা দেওয়ার আগে হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে তাঁর গোটা জাতি অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখত। কোনও কোনও বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, তাঁর সম্প্রদায় তাকে নিজেদের নেতা বানানোর ইচ্ছা করে রেখেছিল।

اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾

আর তারপরও আমি তার নাফরমানী করি, তবে এমন কে আছে, যে আমাকে তাঁর (শাস্তি) থেকে রক্ষা করবে? সুতরাং তোমরা (আমার কর্তব্য কাজে বাধা দিয়ে) ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়া আমাকে আর কী দিচ্ছ?

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿٦٤﴾

৬৪. এবং হে আমার সম্প্রদায়! এটা আল্লাহর এক উটনী, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শনরূপে এসেছে। সুতরাং এটিকে আল্লাহর ভূমিতে স্বাধীনভাবে চরে খেতে দাও। একে অসদুদ্দেশ্যে স্পর্শও করবে না, পাছে আশু শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করে।

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ﴿٦٥﴾

৬৫. অতঃপর ঘটল এই যে, তারা সেটিকে মেরে ফেলল। সুতরাং সালিহ তাদেরকে বলল, তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়িতে তিন দিন ফূর্তি করে নাও[৩৭] (তারপর শাস্তি আসবে আর) এটা এমন এক প্রতিশ্রুতি, যাকে কেউ মিথ্যা বানাতে পারবে না।

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿٦٦﴾

৬৬. অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে গেল, তখন আমি সালিহকে এবং তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার বিশেষ রহমতে রক্ষা করলাম এবং সে দিনের লাঞ্ছনা থেকে বাঁচালাম। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক অত্যন্ত শক্তিশালী, সর্বময় ক্ষমতার মালিক।

وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. আর যারা জুলুমের পথ অবলম্বন করেছিল, তাদেরকে আঘাত হানল মহা গর্জন।[৩৮] ফলে তারা তাদের ঘর-বাড়িতে এভাবে অধঃমুখে পড়ে থাকল–

---

৩৭. শাস্তির আগে তাদেরকে তিন দিনের অবকাশ দেওয়া হয়েছিল।

৩৮. সূরা আরাফে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন যে, ছামুদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল ভূমিকম্প দ্বারা দ্র. আরাফ ৭ : ৭৮। এ আয়াত দ্বারা জানা যায়, সে ভূমিকম্পের সাথে ভয়াল গর্জনও শোনা গিয়েছিল, যদ্দরুণ তারা সকলে ধ্বংস হয়ে যায়।

كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوْدَاۡ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ﴿۶۸﴾

৬৮. যেন তারা কখনও সেখানে বসবাসই করেনি। স্মরণ রেখ, ছামুদ জাতি নিজ প্রতিপালকের কুফরী করেছিল। স্মরণ রেখ, ছামুদ জাতিই ধ্বংস হয়েছিল।

[৬]

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰی قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ﴿۶۹﴾

৬৯. আর আমার ফিরিশতাগণ (মানুষের বেশে) ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে আসল (যে, তার পুত্র সন্তান জন্ম নেবে)।[৩৯] তারা সালাম বলল। ইবরাহীমও সালাম বলল। অতঃপর সে অবিলম্বে (তাদের আতিথেয়তার জন্য) একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে আসল।

فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰی قَوْمِ لُوْطٍ ﴿۷۰﴾

৭০. কিন্তু যখন দেখল তাদের হাত সে দিকে (অর্থাৎ বাছুরের দিকে) বাড়ছে না, তখন তাদের ব্যাপারে তার খটকা লাগল এবং তাদের দিক থেকে অন্তরে শঙ্কা বোধ করল।[৪০] ফিরিশতাগণ বলল, ভয় করবেন না। আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে (আপনাকে পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এবং পাঠানো হয়েছে) লুতের সম্প্রদায়ের কাছে।

---

৩৯. আল্লাহ তাআলা এ ফিরিশতাদেরকে দু'টি কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন। একটি হচ্ছে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এই সুসংবাদ দেওয়া যে, তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্ম নেবে, যার নাম ইসহাক আলাইহিস সালাম। আর তাঁদের দ্বিতীয় কাজ ছিল হযরত লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে শাস্তি দান করা। সুতরাং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে সুসংবাদ জানানোর পর তাঁরা হযরত লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় যেখানে বসবাস করত, সেখানে চলে যাওয়ার ছিলেন।

৪০. ফিরিশতাগণ যেহেতু মানুষের বেশে এসেছিলেন, তাই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রথমে তাঁদেরকে চিনতে পারেননি, যে কারণে তিনি তাঁদের মেহমানদারি করার জন্য বাছুরের গোশত ভুনা করে নিয়ে আসেন। কিন্তু তাঁরা তো ফিরিশতা, যাদের পানাহারের প্রয়োজন নেই। তাই তাঁরা খাবারের দিকে হাত বাড়ালেন না। সেকালে রীতি ছিল মেজবান খাবার পরিবেশন করা সত্ত্বেও যদি মেহমান তা গ্রহণ না করত, তবে মনে করা হত সে একজন শত্রু এবং সে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ভয় পেয়ে গেলেন। তখন ফিরিশতাগণ স্পষ্ট করে দিলেন যে, তারা ফিরিশতা। দু'টি কাজের জন্য তাদেরকে পাঠানো হয়েছে।

৭১. আর ইবরাহীমের স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল। সে হেসে দিল।[৪১] আমি তাকে (পুনরায়) ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকুবের জন্মের সুসংবাদ দিলাম।

وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ﴿٧١﴾

৭২. সে বলতে লাগল, হায়! আমি এ অবস্থায় সন্তান জন্মাব, যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী, যে নিজেও বার্ধক্যে উপনীত? বাস্তবিকই এটা বড় আশ্চর্য ব্যাপার।

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰۤى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٧٢﴾

৭৩. ফেরেশতাগণ বলল, আপনি কি আল্লাহর হুকুম সম্বন্ধে বিস্ময়বোধ করছেন? আপনাদের মত সম্মানিত পরিবারবর্গের[৪২] উপর রয়েছে আল্লাহর রহমত ও প্রভূত বরকত। নিশ্চয়ই তিনি সর্বময় প্রশংসার হকদার, অতি মর্যাদাবান।

قَالُوْۤا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿٧٣﴾

[৭]

৭৪. অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূর হল এবং সে সুসংবাদ লাভ করল, তখন সে লুতের সম্প্রদায় সম্পর্কে আমার সঙ্গে (আবদারের ভঙ্গিতে) ঝগড়া শুরু করে দিল।[৪৩]

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٤﴾

---

৪১. কোনও কোনও মুফাসসির তাঁর হাসির কারণ এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, যখন তিনি নিশ্চিত হলেন, তাঁরা ফিরিশতা এবং ভয়ের কিছু নেই, তখন খুশী হয়ে গেলেন এবং সেই খুশীতেই হেসে দিলেন। কিন্তু বেশি সঠিক মনে হচ্ছে এই যে, তিনি পুত্র জন্মের সুসংবাদ শুনে হেসেছিলেন। সূরা হিজর (১৫ ঃ ৫৩) ও সূরা যারিয়াত (৫১ ঃ ২৯–৩০)-এ বলা হয়েছে, ফিরিশতাগণ প্রথমে তাঁকে পুত্রের সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং তারপর হযরত লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে শাস্তি দানের কথা উল্লেখ করেন। এতে তিনি বিস্ময়ও বোধ করেন এবং খুশীও হন। তাঁকে হাসতে দেখে ফিরিশতাগণ পুনরায় সুসংবাদ দেন।

৪২. আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী اهل البيت -কে منصوب على سبيل المدح ধরা হয়েছে এবং তারই ভিত্তিতে আয়াতের এ তরজমা করা হয়েছে। তরজমায় 'সম্মানিত' শব্দটিও এ হিসেবেই যোগ করা হয়েছে। আয়াতটির এরূপ তরজমা করারও অবকাশ আছে যে, 'হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর রহমত ও বরকত।'

৪৩. সূরা আরাফ (৭ ঃ ৮০)-এর টীকায় বলা হয়েছে, হযরত লুত আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভাতিজা। ইরাকে থাকতেই তিনি হযরত ইবরাহীম

৭৫. বস্তুত ইবরাহীম অত্যন্ত সহনশীল, (আল্লাহর স্মরণে) অত্যধিক আহ্-উহ্কারী (এবং সর্বদা আমার প্রতি অভিনিবিষ্ট ছিল।[৪৪]

إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ﴿٧٥﴾

৭৬. (আমি তাকে বললাম,) হে ইবরাহীম! এ বিষয়টা যেতে দাও। নিশ্চিত জেন, তোমার প্রতিপালকের হুকুম এসে পড়েছে এবং তাদের উপর এমন শাস্তি আসবেই, যা কেউ প্রতিহত করতে পারবে না।

يٰٓإِبْرٰهِيْمُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ إِنَّهٗ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَإِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ﴿٧٦﴾

৭৭. যখন আমার ফিরিশতাগণ লুতের কাছে পৌঁছল, সে তাদের কারণে ঘাবড়ে গেল, তার অন্তরে উদ্বেগ দেখা দিল এবং সে বলতে লাগল, আজকের এ দিনটি বড় কঠিন।[৪৫]

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ﴿٧٧﴾

আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গেই দেশ থেকে হিজরত করেছিলেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ তাআলা তাঁকেও নবুওয়াত দান করেন ও সাদূমবাসীর হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেন। সাদূমবাসী ছিল পৌত্তলিক। তাছাড়া তারা সমকামের মত এক কদর্য কাজেও লিপ্ত ছিল। লুত আলাইহিস সালাম নানাভাবে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর কোনও কথায় তারা কর্ণপাত করল না। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তিদানের জন্য ফিরিশতা পাঠালেন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আশা ছিল তারা হয়ত এক সময় শুধরে যাবে। তাই তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে মিনতি করতে থাকেন যে, এখনই যেন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া না হয়। তিনি যেহেতু আল্লাহ তাআলার অতি প্রিয় নবী ছিলেন, তাই তিনি আযাব পিছিয়ে দেওয়ার জন্য যেভাবে আবদারের ভঙ্গিতে বারবার উপরোধ করছিলেন, সেটাকেই এ আয়াতে প্রীতিসম্ভাষণের ধারায় 'ঝগড়া' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৪৪. হযরত লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে এখনই শাস্তি না দিয়ে তাদেরকে আরও কিছুকালের জন্য অবকাশ দেওয়ার যে প্রার্থনা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম করেছিলেন, তা কবুল করা না হলেও তিনি যেই আবেগে আপ্লুত হয়ে এ প্রার্থনা করেছিলেন এবং এর জন্য যে ভঙ্গিতে তিনি আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু করেছিলেন, এ আয়াতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় তার প্রশংসা করা হয়েছে।

৪৫. ফিরিশতাগণ হযরত লুত আলাইহিস সালামের কাছে সুদর্শন যুবকের বেশে হাজির হয়েছিল। তখনও তিনি বুঝতে পারেননি তারা ফিরিশতা। অন্য দিকে নিজ সম্প্রদায়ের বিকৃত যৌনাচার ও তাদের চরম অশ্লীলতা সম্বন্ধে তিনি অবগত ছিলেন। সঙ্গত কারণেই তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর আশঙ্কা ছিল তার সম্প্রদায় এই অতিথিদেরকে তাদের লালসার নিশানা বানাতে চাইবে। তাঁর সে আশঙ্কাই সত্য হয়েছিল, যেমন পরবর্তী

৭৮. তার সম্প্রদায়ের লোক তার দিকে ছুটে আসল। তারা পূর্ব থেকেই কুকর্মে লিপ্ত ছিল। লুত বলল, হে আমার সম্প্রদায়! এই আমার কন্যাগণ উপস্থিত রয়েছে। এরা তোমাদের পক্ষে ঢের বেশি পবিত্র![৪৬] সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে তোমরা আমাকে হেয় করো না। তোমাদের মধ্যে কি একজনও ভালো লোক নেই?

وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوْمِ هٰۤؤُلَآءِ بَنَاتِیْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِیْ ضَيْفِیْ ؕ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ﴿۷۸﴾

৭৯. তারা বলল, তোমার জানা আছে তোমার কন্যাদের প্রতি আমাদের কোন আগ্রহ নেই। তুমি ভালো করেই জান আমরা কী চাই।

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِیْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ﴿۷۹﴾

৮০. লুত বলল, হায়! তোমাদের মুকাবেলা করার কোন শক্তি যদি আমার থাকত অথবা আমি যদি গ্রহণ করতে পারতাম কোন শক্তিশালী আশ্রয়![৪৭]

قَالَ لَوْ اَنَّ لِیْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِیْۤ اِلٰی رُكْنٍ شَدِيْدٍ ﴿۸۰﴾

আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তারা একদল সুদর্শন যুবকের আগমন সংবাদ শোনামাত্র তাদের কাছে ছুটে আসল এবং হযরত লুত আলাইহিস সালামের কাছে দাবী জানাল, তিনি যেন তার অতিথিদেরকে তাদের হাতে ছেড়ে দেন।

৪৬. প্রত্যেক উম্মতের নারীগণ তাদের নবীর রূহানী কন্যা হয়ে থাকে। 'আমার কন্যাগণ' বলে হযরত লুত আলাইহিস সালাম সে কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি দুর্বৃত্তদেরকে নম্রতার সাথে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, তোমাদের স্ত্রীরা, যারা আমার রূহানী কন্যাও বটে, তোমাদের ঘরেই রয়েছে। তোমরা তাদের দ্বারা নিজেদের যৌন চাহিদা মেটাতে পার আর সেটাই স্বভাবসম্মত পবিত্র পন্থা।

৪৭. সামুদের সে জনপদে হযরত লুত আলাইহিস সালামের খান্দান বা গোত্রের কোন লোক ছিল না। তিনি ছিলেন ইরাকের বাসিন্দা। সাদূমবাসীর কাছে তাঁকে নবী করে পাঠানো হয়েছিল। সামুদবাসী যেহেতু তাঁর উম্মত ছিল, সে হিসেবেই তাদেরকে তাঁর কওম বলা হয়েছে। অতিথিদের ব্যাপারে তারা যখন এ রকম উৎপাত করছিল তখন তিনি দারুণ অসহায়ত্ব বোধ করছিলেন। তাই আক্ষেপ করে বলছিলেন, আমার খান্দানের কোন লোক এখানে থাকলে হয়ত আমার কিছুটা সাহায্য করতে পারত, যেমন পরের আয়াতে বলা হয়েছে। অবশেষে ফিরিশতাগণ নিজেদের পরিচয় ফাঁস করলেন। বললেন, আমরা ফিরিশতা। আপনি একটুও ঘাবড়াবেন না। ওরা আপনার বা আমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। ভোর হলেই তাদেরকে নির্মূল করে ফেলা

قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ﴿۸۱﴾

৮১. (অবশেষে) ফিরিশতাগণ (লুতকে) বলল, আমরা আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত ফিরিশতা। তারা কিছুতেই আপনার পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না। আপনি রাতের কোন অংশে আপনার পরিবারবর্গ নিয়ে জনপদ থেকে বের হয়ে পড়ুন। আপনাদের মধ্য হতে কেউ যেন পেছনে ফিরেও না তাকায়, তবে আপনার স্ত্রী (আপনাদের সাথে যাবে না)। তার উপরও সেই বিপদ আসবে, যা অন্যদের উপর আসছে। নিশ্চিত জেন, তাদের (উপর শাস্তি নাযিলের) জন্য প্রভাতকাল স্থিরীকৃত। প্রভাতকাল কি খুব কাছে নয়?

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ ﴿۸۲﴾

৮২. অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে গেল, তখন আমি সে জনপদের উপর দিককে নিচের দিকে উল্টিয়ে দিলাম[৪৮] এবং তাদের উপর পাকা মাটির থাকে থাকে পাথর বর্ষণ করলাম–

হবে। আপনি আপনার পরিবারবর্গসহ এ জনপদ থেকে রাতের ভেতর বের হয়ে পড়ুন। তা হলে এ আযাব থেকে রক্ষা পারেন। তবে হযরত লুত আলাইহিস সালামের স্ত্রী ছিল কাফের। সে তাঁর সম্প্রদায়ের কুকর্মে তাদের সাহায্য করত। তাই হুকুম দেওয়া হল যে, সে আপনার সাথে যাবে না; বরং অন্যদের সাথে সেও শাস্তিতে নিপতিত হবে।

৪৮. বিভিন্ন বর্ণনায় আছে, এসব দুশ্চরিত্র লোক মোট চারটি জনপদে বাস করত। ফেরেশতাগণ সবগুলো জনপদকে একত্রে উৎপাটিত করে শূন্যে নিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে উল্টিয়ে নিচে ছুঁড়ে মারলেন। এভাবে সবগুলো বসতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। অনেকের মতে এ জনপদসমূহের উল্টে যাওয়ার ফলেই মৃত সাগর (Dead Sea) নামক প্রসিদ্ধ সাগরটির সৃষ্টি হয়েছে। তাদের এ মতকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা কোনও বড় সাগরের সাথে এটির কোনও সংযোগ নেই। তাছাড়া যে স্থানে এসব বসতি অবস্থিত ছিল, মৃত সাগর-সংলগ্ন আশপাশের সে এলাকার একটা বৈশিষ্ট্য হল যে, এটি ভূ-পৃষ্ঠের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিচু। পৃথিবীর অন্য কোনও অঞ্চল সমুদ্র-পৃষ্ঠ হতে এতটা নিচু নয়। কুরআন মাজীদে যে ইরশাদ হয়েছে, 'আমি এ জনপদের উপর দিককে নিচের দিকে উল্টিয়ে দিলাম', অসম্ভব নয় যে, এর দ্বারা এই ভৌগোলিক অবস্থার দিকেও ইশারা করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এটাও বোঝানো হয়েছে যে, জনপদবাসীদের চরম নীচতা ও অধঃপতিত চরিত্রকে দৃশ্যমান আকৃতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِیَ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ بِبَعِیْدٍ ﴿۸۳﴾

৮৩. যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে চিহ্নিত ছিল। সে জনপদ (মক্কার এই) জালেমদের থেকে দূরে নয়।[৪৯]

[৭]

وَ اِلٰی مَدْیَنَ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا ؕ قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ؕ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیْزَانَ اِنِّیْۤ اَرٰىكُمْ بِخَیْرٍ وَّاِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُّحِیْطٍ ﴿۸۴﴾

৮৪. আর মাদয়ানে তাদের ভাই শুআইবকে নবী করে পাঠাই।[৫০] সে (তাদেরকে) বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই এবং ওজন ও পরিমাপে কম দিও না। আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধশালী দেখছি।[৫১] আমি তোমাদের প্রতি এমন এক দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি, যা তোমাদেরকে চারও দিক থেকে বেষ্টন করে ফেলবে।

وَیٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْیَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا

৮৫. হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা পরিমাণ ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ করবে। মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দেবে না[৫২]

---

৪৯. হযরত লুত আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনার শেষে এবার আলোচনা-ধারা মক্কা মুকাররমার কাফেরদের দিকে বাঁক নিয়েছে। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে যে, হযরত লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় যে অঞ্চলে বসবাস করত, তা তোমাদের থেকে বেশি দূরে নয়। বাণিজ্য-ব্যাপদেশে তোমরা যখন শামে সফর কর, সে এলাকা তোমাদের পথেই পড়ে। তোমাদের মধ্যে বুদ্ধির লেশমাত্রও যদি থাকে, তবে তোমাদের উচিত এর থেকে শিক্ষা নেওয়া।

৫০. মাদয়ান ও হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতির জন্য সূরা আরাফ (৭ ঃ ৮৫)-এর টীকা দেখুন।

৫১. মাদয়ানের ভূমি অত্যন্ত উর্বর ছিল। এখানকার মানুষ সমষ্টিগতভাবে সচ্ছল জীবন যাপন করত। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম বিশেষভাবে দু'টি কারণে তাদের সম্পন্নতার বিষয়টা উল্লেখ করেছেন। (ক) এতটা সম্পন্নতার পর ধোঁকাবাজি করে কামাই-রোজগার করার কোনও প্রয়োজন থাকার কথা নয়; (খ) এরূপ সুখ-সাচ্ছন্দ্য ভোগের দাবী হল আল্লাহ তাআলার নাফরমানী না করে তাঁর শোকরগোজার হয়ে থাকা।

৫২. এস্থলে কুরআন মাজীদ যে শব্দ ব্যবহার করেছে, তা অতি ব্যাপক অর্থবোধক। সব রকমের হক এর অন্তর্ভুক্ত। বলা হচ্ছে যে, তোমাদের কাছে যে-কোনও ব্যক্তির কোনও রকমের হক ও পাওনা সাব্যস্ত হলে ছল-চাতুরি করে তা কমানোর চেষ্টা করবে না; বরং প্রত্যেক হকদারকে তার হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করে দেবে।

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

এবং পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে বেড়াবে না।[৫৩]

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾

৮৬. তোমরা যদি আমার কথা মান, তবে (মানুষের ন্যায্য হক আদায় করার পর) আল্লাহ-প্রদত্ত যা-কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তোমাদের পক্ষে তাই শ্রেয়। আর (যদি না মান, তবে) আমি তোমাদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত হইনি।

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾

৮৭. তারা বলল, হে শুআইব! তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ করছে যে, আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের ইবাদত করত, আমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করব এবং নিজেদের অর্থ-সম্পদে যা ইচ্ছা হয় তা করব না?[৫৪] তুমি তো বড় বুদ্ধিমান ও সদাচারী লোক![৫৫]

---

৫৩. যেমন সূরা আরাফে বলা হয়েছে, এ সম্প্রদায়ের কিছু লোক রাস্তায় চৌকি বসিয়ে পথিকদের থেকে জোরপূর্বক টোল আদায় করত। অনেকে পথিকদের উপর লুটতরাজ চালাত। এ বাক্যে তাদের সেই দুর্বৃত্তির দিকে ইশারা করা হয়েছে।

৫৪. এটা হচ্ছে পুঁজিবাদী মানসিকতা যে, আমার হস্তগত সম্পদে আমার একচ্ছত্র অধিকার। কাজেই তাতে আমার যা-ইচ্ছা তাই করার এখতিয়ার রয়েছে। এতে কারও বাধা দেওয়ার কোনও হক নেই। এর বিপরীতে কুরআন মাজীদের ইরশাদ হল, অর্থ-সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ তাআলার। অবশ্য তিনি নিজ অনুগ্রহে মানুষকে তাতে সাময়িক মালিকানা দান করেছেন (দেখুন সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ ৭১)। সুতরাং এ মালিকানায় নিজ ইচ্ছামত বিধি-নিষেধ আরোপ করার (দ্র. সূরা কাসাস ২৮ ঃ ৭৭) এবং যেখানে ভালো মনে করেন ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়ার এখতিয়ার তাঁর রয়েছে (সূরা নূর ২৪ ঃ ৩৩)। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এসব বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় এজন্য, যাতে প্রত্যেকে নিজ অর্থ-সম্পদের আয়-ব্যয় সুষ্ঠু-সঠিক পন্থায় সম্পন্ন করে। ফলে আর্থ-সামাজিক জীবনে প্রত্যেকে সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। কেউ কারও প্রতি জুলুম করতে পারবে না এবং সকলের মধ্যে ইনসাফের সাথে অর্থ-সম্পদ বণ্টিত হবে। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দ্র. 'ইসলামের অর্থ-বণ্টন ব্যবস্থা' (মূলঃ) হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (অনুবাদক হযরত মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ)।

৫৫. তারা এ কথাটি বলেছিল উপহাস করে। কোনও কোনও মুফাসসির এটাকে প্রকৃত অর্থেই গ্রহণ করেছেন। তারা এর অর্থ করেন যে, তুমি তো আমাদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান ও সদাচারী লোক হিসেবেই প্রসিদ্ধ। তা তুমি এসব কথাবার্তা কেন শুরু করে দিলে?

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ
وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَمَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ
اِلٰى مَاۤ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ
مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَمَا تَوْفِيْقِيْۤ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿۸۸﴾

৮৮. শুআইব বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল তো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি বিশেষভাবে নিজের পক্ষ থেকে আমাকে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন[৫৬] (তবে তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের ভ্রান্ত পথে কেন চলব?)। আমার এমন কোন ইচ্ছা নেই যে, আমি যে সব বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করি, তোমাদের পিছনে গিয়ে নিজেই তা করতে থাকব। নিজ সাধ্যমত সংস্কার করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার নেই। আর আমি যা-কিছু করতে পারি, তা কেবল আল্লাহর সাহায্যেই পারি। আমি তারই উপর নির্ভর করেছি এবং তারই দিকে (প্রতিটি বিষয়ে) রুজূ হই।

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْۤ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَاۤ
اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا
قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿۸۹﴾

৮৯. হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার সাথে যে জিদ দেখাচ্ছ, তা যেন তোমাদেরকে এমন পরিণতিতে না পৌঁছায় যে, নূহের সম্প্রদায় বা হূদের সম্প্রদায় কিংবা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর যেমন মুসিবত অবতীর্ণ হয়েছিল, তোমাদের উপরও সে রকম মুসিবত অবতীর্ণ হয়ে যায়। আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে বেশি দূরেও নয়।

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ
وَّدُوْدٌ ﴿۹۰﴾

৯০. তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তারপর তাঁরই দিকে রুজূ হও। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, প্রেমময়।

---

৫৬. এ রিযিক দ্বারা বেঁচে থাকার জন্য পানাহার ইত্যাদি যে সকল সামগ্রী প্রয়োজন, তাও বোঝানো হতে পারে আর এ হিসেবে অর্থ হবে, আল্লাহ তাআলা যখন সরল পথে আমাকে রিযিক দান করেছেন, তখন তোমরা এসব অর্জনের জন্য যে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছ, আমি তা কেন অবলম্বন করব? আবার এ রিযিক দ্বারা এস্থলে নবুওয়াতও বোঝানো হতে পারে।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۫ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ﴿۹۱﴾

৯১. তারা বলল, হে শুআইব! তোমার অনেক কথা আমাদের বুঝেই আসে না। আমরা দেখছি, আমাদের মধ্যে তুমি একজন দুর্বল লোক। তোমার খান্দান না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে ধ্বংস করতাম। আমাদের উপর তোমার কিছুমাত্র শক্তি খাটার নয়।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْۤ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿۹۲﴾

৯২. শুআইব বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের উপর কি আল্লাহ অপেক্ষা আমার খান্দানের চাপই বেশি? তোমরা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে তোমাদের পিছন দিকে নিক্ষেপ করেছ? নিশ্চিত জেনে রেখ, তোমরা যা-কিছু করছ, আমার প্রতিপালক তা সবই পরিপূর্ণরূপে বেষ্টন করে রেখেছেন।

وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْۤا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿۹۳﴾

৯৩. এবং হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আপন অবস্থায় থেকে (যা ইচ্ছা হয়) কাজ করতে থাক, আমিও (নিজ নিয়ম অনুসারে) কাজ করছি।[৫৭] শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার উপর এমন শাস্তি অবতীর্ণ হয়, যা তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে আর কে মিথ্যাবাদী। তোমরাও অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষারত আছি।

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ

৯৪. এবং (পরিশেষে) যখন আমার হুকুম এসে গেল, আমি শুআইবকে এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার বিশেষ রহমতে রক্ষা করি আর

৫৭. অর্থাৎ, আমার প্রচারকার্য সত্ত্বেও তোমরা যদি জিদের উপর থাক, তবে শেষ কথা এটাই যে, তোমরা তোমাদের পথে চলতে থাক এবং আমি আমার পথে। তারপর দেখ কার পরিণতি কী হয়।

فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩٤﴾

যারা জুলুম করেছিল তাদেরকে এক প্রচণ্ড নিনাদ এসে পাকড়াও করল।[৫৮] ফলে তারা নিজেদের ঘর-বাড়িতে এমনভাবে অধঃমুখে পড়ে থাকল–

كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾

৯৫. যেন তারা কখনও সেখানে বসবাসই করেনি। স্মরণ রেখ, মাদয়ানেরও সেইভাবে বিনাশ ঘটল, যেভাবে বিনাশ হয়েছিল ছামুদ জাতি।

[৮]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٩٦﴾

৯৬. এবং আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠালাম–

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾

৯৭. ফিরাউন ও তার অমাত্যদের কাছে। তারা ফিরাউনের কর্মকাণ্ডেরই অনুসরণ করল, অথচ ফিরাউনের কর্মকাণ্ড যথোচিত ছিল না।

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾

৯৮. কিয়ামতের দিন সে নিজ সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং তাদের সকলকে নিয়ে জাহান্নামে নামাবে আর তা কত নিকৃষ্ট ঘাট, যাতে তারা নামবে।

وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾

৯৯. এই দুনিয়ায়ও লানতকে তাদের পিছনে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও। এটা কত নিকৃষ্ট পুরস্কার, যা তাদেরকে দেওয়া হবে।

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾

১০০. এটা সেই সব জনপদের বৃত্তান্ত, যা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি। তার মধ্যে কতক (জনপদ) এখনও আপন স্থানে বিদ্যমান আছে[৫৯] এবং কতক কর্তিত ফসল (-এর মত নিশ্চিহ্ন) হয়ে গেছে।

---

৫৮. এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা আরাফ (৭ ঃ ৯১)-এর টীকা দেখুন।

৫৯. যেমন ফিরাউনের দেশ মিসর। ফিরাউনের নিমজ্জিত হওয়ার পরও সে দেশটির অস্তিত্ব বাকি আছে। অপর দিকে আদ ও ছামুদ জাতির বাসভূমি এবং হযরত লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় যে জনপদে বাস করত, তা এমনভাবে ধ্বংস হয়েছে যে, পরবর্তীকালে আর তা আবাদ হতে পারেনি।

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ
عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ
شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوْهُمْ
غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ﴿۱۰۱﴾

১০১. আমি তাদের উপর কোনও জুলুম করিনি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছিল, যার পরিণাম হয়েছে এই যে, যখন তোমার প্রতিপালকের হুকুম আসল, তখন আল্লাহর পরিবর্তে যে সকল মাবুদকে তারা ডাকত, তারা তাদের কিছুমাত্র কাজে আসল না এবং তারা ধ্বংস ছাড়া তাদের জন্য কিছু বৃদ্ধি করল না।

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ
ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴿۱۰۲﴾

১০২. যে সকল জনপদ জুলুমে লিপ্ত হয়, তোমার প্রতিপালক যখন তাদের ধরেন, তখন তাঁর ধরা এমনই হয়ে থাকে। বাস্তবিকই তাঁর ধরা অতি মর্মন্তুদ, অতি কঠিন।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ
ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ
مَّشْهُوْدٌ ﴿۱۰۳﴾

১০৩. যে ব্যক্তি আখেরাতের শাস্তিকে ভয় করে, তার জন্য এসব বিষয়ের মধ্যে বিরাট শিক্ষা রয়েছে। তা হবে এমন দিন, যার জন্য সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে এবং তা হবে এমন দিন, যা সকলে চাক্ষুষ দেখতে পাবে।

وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ﴿۱۰۴﴾ؕ

১০৪. আমি তা স্থগিত রেখেছি গনা-গুণতি কিছু কালের জন্য।

يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ
شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ﴿۱۰۵﴾

১০৫. যখন সে দিন আসবে, তখন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। তাদের মধ্যে কেউ হবে দুর্গতিগ্রস্ত এবং কেউ হবে সদ্গতিসম্পন্ন।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا
زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ﴿۱۰۶﴾ۙ

১০৬. সুতরাং যারা দুর্গতিগ্রস্ত হবে, তারা থাকবে জাহান্নামে, যেখানে তাদের চিৎকার ও আর্তনাদ শোনা যাবে।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ

১০৭. তারা তাতে সর্বদা থাকবে– যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান

إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾

থাকবে[৬০]– যদি না তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করেন।[৬১] নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, তা উত্তমরূপে সাধিত করেন।

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۖ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾

১০৮. আর যারা সদ্‌গতিসম্পন্ন হবে, তারা থাকবে জান্নাতে, তাতে তারা সর্বদা থাকবে– যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করেন। এটা হবে এমন এক দান, যা কখনও ছিন্ন হওয়ার নয়।

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَآؤُهُم مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴿١٠٩﴾

১০৯. সুতরাং (হে নবী!) তারা (অর্থাৎ মুশরিকগণ) যাদের (অর্থাৎ প্রতিমাদের) ইবাদত করে, তাদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহে থেক না। পূর্বে তাদের বাপ-দাদাগণ যেভাবে ইবাদত করত এরা তো সেভাবেই ইবাদত করছে। নিশ্চিত জেন, আমি তাদেরকে তাদের অংশ পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দেব, যাতে কিছুমাত্র কম করা হবে না।

---

৬০. এর দ্বারা বর্তমান আকাশ ও পৃথিবী বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। কেননা কিয়ামতের দিন এর অস্তিত্ব লোপ পাবে। তবে কুরআন মাজীদের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, আখেরাতে তখনকার অবস্থা অনুসারে অন্য আসমান-যমীন সৃষ্টি করা হবে (দেখুন সূরা ইবরাহীম ১৪ ঃ ৪৮ এবং সূরা যুমার ৩৯ ঃ ৭৪)। আর সেই আসমান ও যমীন যেহেতু স্থায়ী হবে, সে হিসেবে এ আয়াতের মর্ম দাঁড়াল– জাহান্নামবাসীগণও জাহান্নামে স্থায়ী হবে।

৬১. এ রকমের ব্যত্যয় পূর্বে সূরা আনআম (৬ ঃ ১২৮)-এও গত হয়েছে। সেখানে আমরা বলেছিলাম, এর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ তাআলাই জানেন। তবে এর দ্বারা এতটুকু বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কাকে আযাব দেওয়া হবে আর কাকে সওয়াব সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্পূর্ণ এখতিয়ার আল্লাহ তাআলারই হাতে। কারও সুপারিশ বা ফরমায়েশের কোনও প্রভাব এখানে নেই। দ্বিতীয়ত কাফেরদেরকে শাস্তি দানের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কোন বাধ্যবাধকতা নেই; বরং এটা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কুফর সত্ত্বেও তিনি যদি কাউকে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দিতে চান, তবে সে এখতিয়ার তাঁর রয়েছে। এতে বাধ সাধার কোনও হক কারও নেই। এটা ভিন্ন কথা যে, কাফেরদেরকে স্থায়ীভাবে শাস্তির ভেতর রাখাই তাঁর ইচ্ছা, যেমন কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা জানা যায়।

[৯]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ
وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١١٠﴾

১১০. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর তাতেও মতভেদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্বেই যদি একটি কথা (অর্থাৎ তাদেরকে পরিপূর্ণ শাস্তি দেওয়া হবে আখেরাতে– এই কথা) স্থিরীকৃত না থাকত, তবে (দুনিয়াতেই) তাদের মীমাংসা হয়ে যেত। বস্তুত তারা (এখনও পর্যন্ত) এ বিষয়ে কঠিন সন্দেহে নিপতিত।

وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ؕ
اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١١﴾

১১১. নিশ্চয়ই সকলের ব্যাপারে এটাই নিয়ম যে, তোমার প্রতিপালক তাদের কর্মফল পুরোপুরি দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের যাবতীয় কর্ম সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অবগত।

فَاسْتَقِمْ كَمَاۤ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ
وَلَا تَطْغَوْا ؕ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٢﴾

১১২. সুতরাং (হে নবী!) তোমাকে যেভাবে হুকুম করা হয়েছে, সে অনুযায়ী তুমি নিজেও সরল পথে স্থির থাক এবং যারা তাওবা করে তোমার সঙ্গে আছে তারাও। আর সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই তোমরা যা-কিছুই কর, তিনি তা ভালোভাবে দেখেন।

وَلَا تَرْكَنُوْۤا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ
وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ
لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. এবং (হে মুসলিমগণ!) তোমরা ওই জালেমদের দিকে একটুও ঝুঁকবে না, অন্যথায় কখনও জাহান্নামের আগুন তোমাদেরকেও স্পর্শ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনও রকমের বন্ধু লাভ হবে না আর তখন কেউ তোমাদের সাহায্যও করবে না।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ

১১৪. এবং (হে নবী!) দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম

إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿١١٤﴾

কর।[৬২] নিশ্চয়ই পুণ্যরাজি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়।[৬৩] যারা উপদেশ মানে তাদের জন্য এটা এক উপদেশ।

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫. এবং সবর অবলম্বন কর। কেননা আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا أُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿١١٦﴾

১১৬. তোমাদের আগে যেসব উম্মত গত হয়েছে, তাদের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধির অবশেষ আছে এমন কিছু লোক কেন হল না, যারা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করত? অবশ্য অল্প কিছু লোক ছিল, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে (শাস্তি থেকে) রক্ষা করেছিলাম। আর জালেমগণ যে ভোগ-বিলাসের মধ্যে ছিল, তারই পিছনে লেগে থাকল ও অন্যায়-অপরাধ করতে থাকল।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّأَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৭. তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি জনপদসমূহ অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন, অথচ তার বাসিন্দাগণ সঠিক পথে চলছে।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮. তোমার প্রতিপালক চাইলে সমস্ত মানুষকে একই পথের অনুসারী বানিয়ে দিতেন কিন্তু (কাউকে জোরপূর্বক কোনও দ্বীন মানতে বাধ্য করাটা তাঁর হিকমতের পরিপন্থী। তাই তাদেরকে তাদের

---

৬২. দিনের উভয় প্রান্ত দ্বারা ফজর ও আসরের নামায বোঝানো হয়েছে। কোনও কোনও মুফাসসির এর দ্বারা ফজর ও মাগরিবের নামায বুঝেছেন। আর রাতের কিছু অংশে যা আদায় করতে বলা হয়েছে, তা হল মাগরিব, ইশা ও তাহাজ্জুদের নামায।

৬৩. এস্থলে 'পাপ' দ্বারা সগীরা গুনাহ বোঝানো উদ্দেশ্য। কুরআন ও হাদীসের বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, মানুষ যেসব নেক কাজ করে, তা দ্বারা তার পূর্বে কৃত সগীরা গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। সুতরাং অযু, নামায প্রভৃতি নেক কাজের বৈশিষ্ট্য হল যে, তা মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মিটিয়ে দিতে থাকে। সূরা নিসায় (৪ ঃ ৩১) গত হয়েছে যে, তোমাদেরকে যেসব বড় গুনাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা যদি তা থেকে বিরত থাক, তবে তোমাদের ছোট গুনাহসমূহ আমি নিজেই মিটিয়ে দেব'।

ইচ্ছাক্রমে যে-কোনও পথ অবলম্বনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সুতরাং) তারা বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে।

إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ؕ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

১১৯. অবশ্য তোমার প্রতিপালক যাদের প্রতি দয়া করবেন, তাদের কথা ভিন্ন (আল্লাহ তাদেরকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন)। আর এরই (অর্থাৎ এই পরীক্ষারই) জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।[৬৪] তোমার প্রতিপালকের এই কথা পূর্ণ হবেই, যা তিনি বলেছিলেন যে, আমি জিন ও ইনসান উভয়ের দ্বারা জাহান্নাম ভরে ফেলব।

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۲۰﴾

১২০. (হে নবী!) আমি তোমাকে বিগত নবীগণের এমন সব ঘটনা শোনাচ্ছি, যা দ্বারা আমি তোমার অন্তরে শক্তি যোগাই। আর এসব ঘটনার ভিতর দিয়ে তোমার কাছে যে বাণী এসেছে তা স্বয়ং সত্যও এবং মুমিনদের জন্য উপদেশ ও স্মারকও।

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ؕ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

১২১. যারা ঈমান আনছে না তাদেরকে বল, তোমরা নিজেদের বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী কাজ করতে থাক, আমরাও (নিজেদের নিয়ম অনুসারে) কাজ করছি।

---

৬৪. কুরআন মাজীদে এ বিষয়টা বার বার স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে জোরপূর্বক একই দ্বীনের অনুসারী বানাতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি এ কারণে যে, বিশ্ব-জগত সৃষ্টি ও তাতে মানুষকে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য মানুষকে পরীক্ষা করা। অর্থাৎ, তাকে ভালো-মন্দের পার্থক্য শিখিয়ে এই সুযোগ দিয়ে দেওয়া, যাতে সে নিজ এখতিয়ার ও পসন্দ মত দুই পথের মধ্যে যে কোনওটি অবলম্বন করতে পারে। এর দ্বারা তার পরীক্ষা হয়ে যায় যে, সে নিজ ইচ্ছা ও পসন্দের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করে, না তার ভুল ব্যবহারের পরিণতিতে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়। এই পরীক্ষার লক্ষ্যেই আল্লাহ তাআলা কাউকে তার বিনা ইচ্ছায় বিশেষ কোনও পথে চলতে বাধ্য করেননি।

وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২. এবং তোমরাও (আল্লাহর পক্ষ হতে ফায়সালার) অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করছি।

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যত গুপ্ত রহস্য আছে, তার সবই আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে এবং তাঁরই দিকে যাবতীয় বিষয় প্রত্যানীত হবে। সুতরাং (হে নবী!) তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। তোমরা যা-কিছু কর, তোমার প্রতিপালক সে সম্পর্কে অনবহিত নন।

আল-হামদুলিল্লাহ। আজ ২৫ জুমাদাল উলা ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২২ জুন ২০০৬ খৃ. সূরা হূদের তরজমা ও টীকার কাজ সমাপ্ত হল। সময় জুমুআর রাত, স্থান করাচী (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১৬ মার্চ ২০১০ খৃ.)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাসমূহের কাজও নিজ সন্তুষ্টি অনুযায়ী শেষ করার তাওফীক দান করুন।

১২
সূরা ইউসুফ

সূরা ইউসুফ পরিচিতি

এ সূরাটিও মক্কা মুকাররমায় নাযিল হয়েছিল। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, কতক ইয়াহুদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কারও মাধ্যমে প্রশ্ন করেছিল, বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিন থেকে মিসরে গিয়ে অভিবাসী হয়েছিল কেন? তাদের ধারণা ছিল তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না, যেহেতু বনী ইসরাঈলের ইতিহাস জানার মত কোন সূত্র তাঁর কাছে নেই। আর তিনি যখন উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে যাবেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে তাদের এই প্রোপাগাণ্ডা চালানোর সুযোগ হয়ে যাবে যে, তিনি সত্য নবী নন (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের সে দূরভিসন্ধিমূলক প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তাআলা এই পূর্ণ সূরাটি নাযিল করেন। এতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে।

বনী ইসরাঈলের উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ ছিলেন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম। তাঁরই অপর নাম ছিল ইসরাঈল। সে হিসেবেই তার বংশধরগণ বনী ইসরাঈল নামে খ্যাত। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পুত্র সন্তান ছিল বার জন। তাদের থেকেই বনী ইসরাঈলের বারটি বংশধারা চালু হয়। এ সূরায় বলা হয়েছে যে, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নিজ পুত্রদের নিয়ে ফিলিস্তিনে বাস করছিলেন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও তাঁর সহোদর বিন ইয়ামীনও তাদের মধ্যে ছিলেন। সৎ ভাইয়েরা তাদের প্রতি খুবই ঈর্ষান্বিত ছিল। তাই তারা চক্রান্ত করে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে একটি কুয়ার ভেতর ফেলে দেয়। একটি কাফেলার লোক সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা তাঁকে সেখান থেকে তুলে মিসর নিয়ে যায় এবং সেখানে এক সর্দারের কাছে বিক্রি করে দেয়। প্রথম দিকে তিনি দাসত্বের জীবন যাপন করছিলেন। এক পর্যায়ে সর্দারপত্নী যুলায়খার ইচ্ছায় তাকে বন্দী করে কারাগারে পাঠানো হয়। যে ঘটনার কারণে তাকে কারাবরণ করতে হয়েছিল, এ সূরায় তা বিস্তারিত আসছে। তাঁর কারাবাসের এক পর্যায়ে মিসরের বাদশাহ একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলে বাদশাহর তা খুব পসন্দ হয়। ফলে বাদশাহ তাঁর এতটাই গুণমুগ্ধ হয়ে যান যে, তাঁকে কারাগার থেকে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে মুক্তিদান করেন, অতঃপর তাঁকে নিজের অর্থমন্ত্রী হিসেবেও নিয়োগ দান করেন। পরবর্তীতে মিসরের সম্পূর্ণ শাসনক্ষমতাই তাঁর হাতে ছেড়ে দেন। শাসনক্ষমতা হাতে আসার পর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজ পিতা-মাতা ও ভাইদেরকে ফিলিস্তিন থেকে মিসরে আনিয়ে নেন। সংক্ষেপে এই হচ্ছে বনী ইসরাঈলের ফিলিস্তিন থেকে মিসরে আগমনের ইতিবৃত্ত।

সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পূর্ণ ঘটনা ধারাবাহিকভাবে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এটা এ সূরার একটি বৈশিষ্ট্য। প্রায় সম্পূর্ণ সূরাটি তাঁর ঘটনার জন্যই নিবেদিত। অন্য কোনও সূরায় এ ঘটনা আসেনি। আল্লাহ তাআলা ঘটনাটির এমন বিশদ বর্ণনা দিয়ে যে সকল কাফের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে অস্বীকার করত, তাদের সামনে এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ তুলে ধরেছেন। এ ঘটনা জানার মত কোনও সূত্র যে তাঁর হাতে ছিল না এ বিষয়টা তাদের কাছেও স্পষ্ট ছিল। তা সত্ত্বেও এতটা বিস্তারিতভাবে তিনি এ ঘটনা কিভাবে জানলেন? উত্তর একটাই– ওহীর মাধ্যমেই তিনি এটা লাভ করেছিলেন। এ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে এটা লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

তাছাড়া এ ঘটনা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর মহান সাহাবীগণের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক সান্ত্বনাবাণীও বটে। মক্কার কাফেরদের পক্ষ হতে তাদেরকে নিরতিশয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছিল। সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি লক্ষ্য করুন। নিজ ভাইদের চক্রান্তে তাকে কত কঠিন-কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা তাঁকেই সম্মান, প্রতিপত্তি ও সফলতা দান করেন। আর যারা তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল, তাদেরকে তাঁর সামনে এসে মাথা নোয়াতে হয়। এভাবেই মক্কা মুকাররমার কাফেরদের পক্ষ থেকে যদিও আপনাকে নানা রকম কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, কিন্তু পরিশেষে এসব কাফেরকে আপনারই সম্মুখে মাথা নোয়াতে হবে এবং মিথ্যার বিপরীতে সত্যই জয়যুক্ত হবে। এছাড়াও এ ঘটনার ভেতর মুসলিমদের জন্য বহু শিক্ষা রয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলা এ ঘটনাটিকে বলেছেন সর্বোত্তম কাহিনী।

১২ – সূরা ইউসুফ – ৫৩

মক্কী; আয়াত ১১১; রুকূ ১২

سُوْرَةُ يُوْسُفَ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ١١١ رُكُوْعَاتُهَا ١٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ①

১. আলিফ-লাফ-মীম-রা। এসব ওই কিতাবের আয়াত, যা সত্যকে পরিস্ফুটকারী।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ②

২. আমি একে আরবী ভাষার কুরআনরূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ③

৩. (হে নবী!) আমি ওহী মারফত এই যে কুরআন তোমার কাছে পাঠিয়েছি, এর মাধ্যমে তোমাকে এক উৎকৃষ্টতম ঘটনা শোনাচ্ছি, যদিও তুমি এর আগে এ সম্পর্কে (অর্থাৎ এ ঘটনা সম্পর্কে) বিলকুল অনবহিত ছিলে।

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ④

৪. (এটা সেই সময়ের কথা,) যখন ইউসুফ নিজ পিতা (ইয়াকুব আলাইহিস সালাম)কে বলেছিল, আব্বাজী! আমি (স্বপ্নযোগে) এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আমি দেখেছি তারা সকলে আমাকে সিজদা করছে।

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰۤى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ⑤

৫. সে বলল, বাছা! নিজের এ স্বপ্ন তোমার ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না, পাছে তারা তোমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে। কেননা শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।[১]

---

১. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার ব্যাখ্যা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের জানা ছিল। তার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, এক সময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস অতি উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। ফলে এমনকি তার এগার ভাই ও পিতা-মাতা তার বাধ্য ও অনুগত হয়ে যাবে। অপর দিকে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের

৬. আর এভাবেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে (নবুওয়াতের জন্য) মনোনীত করবেন[২] এবং তোমাকে সকল কথার সঠিক মর্মোদ্ধার শিক্ষা দেবেন (স্বপ্নের তাবীর জানাও তার অন্তর্ভুক্ত) এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের সন্তানদের প্রতি নিজ অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে ইতঃপূর্বে তিনি পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃদ্বয়- ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক জ্ঞানেরও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝۶

[১]

৭. প্রকৃতপক্ষে যারা (তোমার কাছে এ ঘটনা) জিজ্ঞেস করছে, তাদের জন্য ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের ঘটনায় আছে বহু নিদর্শন।[৩]

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ۝۷

সর্বমোট পুত্র ছিল বারজন। তার মধ্যে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও বিনইয়ামীন ছিলেন এক মায়ের এবং অন্যরা অন্য মায়ের। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আশঙ্কা ছিল এ স্বপ্নের কথা শুনলে সৎ ভাইয়েরা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়তে পারে এবং শয়তানের প্ররোচনায় তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পারে।

২. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যেমন এ স্বপ্নের মাধ্যমে তোমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, সকলে তোমার অনুগত হয়ে যাবে, তেমনি তিনি নবুওয়াত দানের মাধ্যমে তোমাকে আরও বহু নেয়ামতে পরিপ্লুত করে তুলবেন।

৩. বাহ্যত এর দ্বারা সেই কাফেরদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল, বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিন ছেড়ে মিসরের অভিবাসী হয়েছিল কেন? তাদের এ প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য তো ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লা-জবাব করা। তারা মনে করেছিল তিনি উত্তর দিতে সক্ষম হবেন না। আল্লাহ তাআলা বোঝাচ্ছেন যে, তাদের প্রশ্ন দূরভিসন্ধিমূলক হলেও এ ঘটনার ভেতর তাদের জন্য বহু শিক্ষা রয়েছে- যদি তারা আকল-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। (এক) প্রথমত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে এ ঘটনাটি বিবৃত হওয়া তাঁর নবুওয়াতের এক সাক্ষাৎ প্রমাণ। এটাই কি কিছু কম শিক্ষা? (দুই) হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে যত চক্রান্ত করা হয়েছে, সে চক্রান্তের হোতা তাঁর ভাইয়েরা হোক বা যুলায়খা ও তার সখীরা, শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটিরই মুখোশ খুলে গেছে এবং চূড়ান্ত বিজয় ও অভাবিতপূর্ব সম্মান হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামেরই নসীব হয়েছে।

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا
وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۖ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٨﴾

৮. (এটা সেই সময়ের ঘটনা) যখন ইউসুফের (সৎ) ভাইগণ (পরস্পরে) বলেছিল, নিশ্চয়ই আমাদের পিতার কাছে আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার (সহোদর) ভাই (বিনইয়ামীনই) বেশি প্রিয়, অথচ আমরা (তার পক্ষে) একটি সুসংহত দল।[৪] আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের পিতা সুস্পষ্ট কোনও বিভ্রান্তিতে নিপতিত।

اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ
أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾

৯. (সুতরাং এর সমাধান এই যে,) তোমরা ইউসুফকে হত্যা করে ফেল অথবা তাকে অন্য কোনও স্থানে ফেলে আস, যাতে তোমাদের পিতার সবটা মনোযোগ কেবল তোমাদেরই দিকে চলে আসে। আর এসব করার পর তোমরা (তাওবা করে) ভালো লোক হয়ে যাবে।[৫]

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ
فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ
إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٠﴾

১০. তাদের মধ্যে একজন বলল, ইউসুফকে হত্যা করো না। বরং তোমরা যদি কিছু করতেই চাও, তবে তাকে কোনও গভীর কুয়ায় ফেলে দাও, যাতে কোন কাফেলা তাকে তুলে নিয়ে যায়।

---

৪. অর্থাৎ, আমাদের যেমন বয়স ও শক্তি বেশি, তেমনি আমরা সংখ্যায়ও অধিক। সে কারণে আমরা পিতার বাহুবলও বটে। তাঁর যখন কোন সাহায্যের দরকার হয়, তখন আমরাই তাঁর সাহায্য করার ক্ষমতা রাখি। সুতরাং তাঁর উচিত আমাদেরকেই বেশি মহব্বত করা।

৫. এ তরজমা করা হয়েছে আয়াতের একটি তাফসীর অনুযায়ী। যেন তাদের ধারণা ছিল গুনাহ তো বড়জোর একটাই হবে! আর তাওবা দ্বারা যে-কোনও গুনাহই মাফ হয়ে যায়। সুতরাং এটা করার পর তোমরা তাওবা করে নিও, তারপর সারা জীবন ভালো হয়ে চলো। অথচ কারও উপর জুলুম করা হলে সে গুনাহ কেবল তাওবা দ্বারাই মাফ হয় না; বরং স্বয়ং মজলুম কর্তৃক ক্ষমা করাও জরুরী। এ বাক্যটির আরও এক তাফসীরও হতে পারে। তা এই যে, এর দ্বারা তারা পরে তাওবা করে ভালো হয়ে যাওয়ার কথা বোঝাতে চায়নি; বরং এর অর্থ হচ্ছে এসব করার পর তোমাদের সব ব্যাপার ঠিক হয়ে যাবে। অর্থাৎ, পিতার পক্ষ হতে কারও প্রতি পৃথক আচরণের কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। কুরআন মাজীদের শব্দমালার প্রতি লক্ষ্য করলে এ তরজমারও অবকাশ আছে।

قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰی يُوْسُفَ
وَ اِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ﴿۱۱﴾

১১. (সুতরাং) তারা (তাদের পিতাকে) বলল, আব্বা! আপনার কী হল যে, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের উপর বিশ্বাস রাখেন না? অথচ এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, আমরা তার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী?[৬]

اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَ يَلْعَبْ وَ اِنَّا لَهٗ
لَحٰفِظُوْنَ ﴿۱۲﴾

১২. আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে (বেড়াতে) পাঠান। সে খাবে-দাবে এবং ক্ষাণিকটা খেলাধুলা করবে। বিশ্বাস করুন, আমরা তাকে হেফাজত করব।

قَالَ اِنِّیْ لَیَحْزُنُنِیْۤ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَ اَخَافُ
اَنْ یَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ اَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. ইয়াকুব বলল, তোমরা তাকে নিয়ে গেলে আমার (বিরহজনিত) কষ্ট হবে[৭] এবং আমার এই ভয়ও আছে যে, কখনও তার প্রতি তোমরা অমনোযোগী হলে নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে।[৮]

قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ
اِنَّاۤ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. তারা বলল, আমরা একটি সুসংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা বিলকুল শেষ হয়ে গেছি।

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَ اَجْمَعُوْۤا اَنْ یَّجْعَلُوْهُ فِیْ غَیٰبَتِ
الْجُبِّ ۚ وَ اَوْحَیْنَاۤ اِلَیْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَ هُمْ
لَا یَشْعُرُوْنَ ﴿۱۵﴾

১৫. অতঃপর তারা যখন তাকে সাথে নিয়ে গেল আর তারা তো সিদ্ধান্ত স্থির করেছিল তাকে গভীর কুয়ায় নিক্ষেপ করবে (সেমতে তারা নিক্ষেপও করল), তখন আমি ইউসুফের কাছে ওহী পাঠালাম, (একটা সময় আসবে, যখন)

---

৬. অনুমান করা যায় যে, ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাঁর ভাইয়েরা এর আগেও নিজেদের সঙ্গে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাতে সম্মতি দেননি।

৭. অর্থাৎ, অন্য কোন বিপদ না ঘটলেও সে যদি আমার চোখের আড়াল হয়, সেটাও আমার জন্য পীড়াদায়ক হবে। বোঝা গেল বিশেষ প্রয়োজন না হলে প্রিয় সন্তানের দূর গমন পিতা-মাতার পসন্দ নয়। কারণ তাতে তাদের মানসিক কষ্ট হয়।

৮. কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম স্বপ্নে দেখেছিলেন একটি নেকড়ে বাঘ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের উপর আক্রমণ করছে। সেই স্বপ্ন-জনিত আশঙ্কাই তাঁর এ কথায় প্রকাশ পেয়েছে।

তুমি তাদেরকে অবশ্যই জানাবে যে, তারা এই কাজ করেছিল[৯] আর তখন তারা বুঝতেই পারবে না (যে, তুমি কে?)।

وَجَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. রাতে তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে আসল।

قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. বলতে লাগল, আব্বাজী! বিশ্বাস করুন, আমরা দৌড়-প্রতিযোগিতায় চলে গিয়েছিলাম আর ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। এই অবকাশে নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, তাতে আমরা যতই সত্যবাদী হই।

وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ؕ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. আর তারা ইউসুফের জামায় মেকি রক্তও মাখিয়ে এনেছিল।[১০] তাদের পিতা বলল, (এটা সত্য নয়) বরং তোমাদের মন নিজের পক্ষ থেকে একটা গল্প বানিয়ে নিয়েছে। সুতরাং আমার জন্য ধৈর্যই শ্রেয়। আর তোমরা যেসব কথা তৈরি করছ সে ব্যাপারে আল্লাহরই সাহায্য প্রার্থনা করি।

---

৯. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তখন ছিলেন শিশু। বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী তখন তাঁর বয়স ছিল সাত বছর। সুতরাং এ আয়াতে যে ওহীর কথা বলা হয়েছিল, তা নবুওয়াতের ওহী ছিল না। বরং এটা ছিল সেই জাতীয় ওহী, যা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মা' কিংবা হযরত মারয়াম আলাইহাস সালামের বেলায় ব্যবহৃত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যে-কোনও উপায়ে অভয়-বাণী শুনিয়ে দিয়েছিলেন। তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এমন একটা দিন আসবে, যখন এরা তোমার সামনে মাথা নোয়াবে এবং এখন এরা যেসব দুষ্কর্ম করছে তার সবই তখন তুমি তাদের সামনে তুলে ধরবে আর তখন তারা তোমাকে চিনতেও পারবে না। সুতরাং তাদের এখনকার আচরণে তুমি ভয় পেও না। সামনে ৮৯ নং আয়াতে আসছে, মিসরের শাসক হওয়ার পর ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদের সামনে তাদের আচরণ তুলে ধরেছিলেন।

১০. কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, তারা জামায় রক্ত মাখিয়ে এনেছিল, কিন্তু জামাটি ছিল সম্পূর্ণ অক্ষত। কোথাও ছেঁড়া-ফাড়ার কোনও চিহ্ন ছিল না। তা দেখে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম মন্তব্য করেছিলেন, বাঘটিকে বড় প্রশিক্ষিত দেখছি! সে শিশুটিকে তো

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَأَدْلٰى دَلْوَهٗ ۖ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ۖ وَأَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ۖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ⑲

১৯. এবং (অন্য দিকে তারা ইউসুফকে যেখানে কুয়ায় ফেলেছিল, সেখানে) একটি যাত্রীদল আসল। তারা তাদের একজন লোককে পানি আনতে পাঠাল। সে (কুয়ায়) নিজ বালতি ফেলল। (তার ভেতর ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখে) সে বলে উঠল, তোমরা সুসংবাদ শোন, এ যে একটি বালক।[১১] অতঃপর যাত্রীদলের লোক তাকে একটি পণ্য মনে করে লুকিয়ে রাখল। আর তারা যা-কিছু করছিল সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত ছিলেন।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۢ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ⑳

২০. এবং (তারপর) তারা ইউসুফকে অতি অল্প দামে বিক্রি করে দিল- যা ছিল মাত্র কয়েক দিরহাম। বস্তুত ইউসুফের প্রতি তাদের কোন আগ্রহ ছিল না।[১২]

খেয়ে ফেলল, অথচ তার জামাটি একটুও ছিঁড়ল না, যেমনটা তেমনই রয়ে গেল। মোটকথা তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, বাঘে খাওয়ার কথাটি সম্পূর্ণ তাদের বানানো কেচ্ছা। তাই তিনি বলে দিলেন, একথা তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে তৈরি করে নিয়েছ।

১১. বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কুয়ায় ফেলা হলে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে তিনি তার ভেতর সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকেন। কুয়ার ভেতর একটি পাথর ছিল। তিনি তার উপর উঠে বসে থাকলেন। যখন যাত্রীদলের পাঠানো লোকটি কুয়ার ভেতর বালতি ফেলল, তিনি সেই বালতিতে সওয়ার হয়ে গেলেন। লোকটি বালতি টেনে তুলতেই দেখতে পেল তার ভেতর একটি বালক। অমনি সে চিৎকার করে ওঠল এবং তার মুখ থেকে ওই কথা বের হয়ে গেল, যা এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

১২. কুরআন মাজীদের বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা বাহ্যত এটাই বোঝা যায় যে, বিক্রেতা ছিল যাত্রীদলের লোক এবং হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে নিজেদের কাছে রাখার কোন আগ্রহ তাদের ছিল না; বরং তাকে বিক্রি করে যা-ই পাওয়া যায় সেটাকেই তারা লাভ মনে করেছিল, যেহেতু তা মুফতে অর্জিত হচ্ছিল। তাই যখন ক্রেতা পাওয়া গেল তখন নামমাত্র মূল্যে তাঁকে বিক্রি করে দিল। অবশ্য কোন কোন রিওয়ায়াতে ঘটনার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাতে প্রকাশ, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাঁর ভাইয়েরা কুয়ায় ফেলে যাওয়ার পর বড় ভাই ইয়াহুদা রোজ তাঁর খবর নিতে আসত। কিছু খাবার-দাবারও দিয়ে যেত। তৃতীয় দিন তাঁকে কুয়ায় না পেয়ে চারদিকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত যাত্রীদলের কাছে তাঁকে পেয়ে গেল। এ সময় অন্যান্য ভাইয়েরাও সেখানে উপস্থিত হল। তারা যাত্রীদলকে বলল, এ বালক আমাদের গোলাম। সে পালিয়ে গিয়েছিল। তোমাদের আগ্রহ থাকলে আমরা একে তোমাদের কাছে বিক্রি করতে পারি। ভাইদের আসল উদ্দেশ্য

[২]

২১. মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল, একে সম্মানজনকভাবে রাখবে। আমার মনে হয় সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুত্র বানিয়ে নেব।[১৩] এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠা দান করলাম, তাকে কথাবার্তার সঠিক মর্ম শেখানোর জন্য। নিজ কাজে আল্লাহ্ পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু বহু লোক জানে না।

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ۫ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۱﴾

২২. ইউসুফ যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল, তখন আমি তাকে হিকমত ও ইলম দান করলাম। যারা সৎকর্ম করে, এভাবেই আমি তাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗٓ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۲۲﴾

২৩. যে নারীর ঘরে সে থাকত, সে তাকে ফুসলানোর চেষ্টা করল[১৪] এবং সবগুলো দরজা বন্ধ করে দিল ও বলল, এসে

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ

তো ছিল কোনও উপায়ে তাকে পিতার কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া। তাকে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন তাদের লক্ষ্য ছিল না। তাই তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যাত্রীদলের কাছে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দিল। বাইবেলেও বলা হয়েছে তাঁর বিক্রেতা ছিল ভাইয়েরাই। তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যাত্রীদলের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল।

১৩. কুরআন মাজীদের একটা বিশেষ রীতি হল কোন ঘটনা বর্ণনাকালে তার অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটির পিছনে না পড়া; বরং গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থাকা। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ফিলিস্তিনের মরুভূমি থেকে যারা কিনেছিল, তা সে ক্রেতা যাত্রীদলের লোক হোক বা তাদের কাছ থেকে যারা কিনেছিল তারা হোক, শেষ পর্যন্ত তারা তাকে মিসর নিয়ে গেল এবং সেখানে তাঁকে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে দিল। মিসরে তাঁকে যে ব্যক্তি কিনেছিল, সে ছিল দেশের অর্থমন্ত্রী। সেকালে তার উপাধি ছিল 'আযীয'। আযীয তার স্ত্রীকে গুরুত্ব দিয়ে বলল, যেন ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখে। বর্ণিত আছে, তার স্ত্রীর নাম ছিল 'যুলায়খা'।

১৪. এ নারী ছিল আযীযের স্ত্রী যুলায়খা, যার কথা পূর্বের টীকায় বলা হয়েছে। ইউসুফ আলাইহিস সালামের অনন্যসাধারণ পৌরুষদীপ্ত সৌন্দর্যের কারণে সে তাঁর প্রতি বেজায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল। আসক্তির আতিশয্যে এক পর্যায়ে সে তাকে পাপকর্মেরও আহ্বান জানিয়ে বসল। কুরআন মাজীদে তার নামোল্লেখ না করে বলা হয়েছে, 'যার ঘরে সে থাকত'। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউসুফ আলাইহিস সালামের পক্ষে যুলায়খার ডাকে

رَبِّيٓ اَحۡسَنَ مَثۡوَایَ ؕ اِنَّهٗ لَا یُفۡلِحُ الظّٰلِمُوۡنَ ﴿۲۳﴾

পড়। ইউসুফ বলল, আল্লাহ পানাহ! তিনি আমার মনিব। তিনি আমাকে ভালোভাবে রেখেছেন।[১৫] সত্য কথা হচ্ছে, যারা জুলুম করে তারা কৃতকার্য হয় না।

وَلَقَدۡ هَمَّتۡ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا ۚ لَوۡلَاۤ اَنۡ رَّاٰ بُرۡهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ السُّوۡٓءَ وَالۡفَحۡشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُخۡلَصِیۡنَ ﴿۲۴﴾

২৪. স্ত্রীলোকটি তো স্পষ্টভাবেই ইউসুফের সাথে (অসৎ কর্ম) কামনা করেছিল আর ইউসুফের মনেও স্ত্রীলোকটির প্রতি ইচ্ছা জাগ্রত হয়েই যাচ্ছিল- যদি না সে নিজ প্রতিপালকের প্রমাণ দেখতে পেত।[১৬] আমি তার থেকে অসৎ কর্ম ও অশ্লীলতার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই এরূপ করেছিলাম। নিশ্চয়ই সে আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সাড়া না দেওয়া এ কারণেও কঠিন ছিল যে, তিনি তার ঘরেই অবস্থান করছিলেন, যদ্দরুণ তাঁর উপর যুলায়খার এক রকমের কর্তৃত্বও ছিল।

১৫. এস্থলে 'মনিব' বলে আল্লাহ তাআলাকেও বোঝানো যেতে পারে এবং মিসরের সেই আযীযকেও, যে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে নিজ গৃহে সম্মানজনকভাবে রেখেছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, তুমি আমার মনিবের স্ত্রী। তোমার কথা শুনে আমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কিভাবে করতে পারি?

১৬. এ আয়াতের তাফসীর দু'ভাবে করা যায়। (এক) হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে একটি প্রমাণ না দেখলে তাঁর মনেও যুলায়খার প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যেহেতু তিনি একটি প্রমাণ দেখতে পেয়েছিলেন, (যার ব্যাখ্যা সামনে আসছে) তাই তাঁর অন্তরে সে নারীর প্রতি কোনও কু-ভাব দেখা দেয়নি। (দুই) আয়াতের অর্থ এমনও হতে পারে যে, শুরুতে তাঁর অন্তরেও কিছুটা ঝোঁক সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, যা একটা সাধারণ মানবীয় চাহিদা ছিল।

হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) এর একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, রোযাদার ব্যক্তি পিপাসার্ত অবস্থায় যদি ঠাণ্ডা পানি দেখে, তবে তার অন্তরে স্বাভাবিকভাবেই সে পানির প্রতি একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাই বলে সে রোযা ভাঙ্গার মোটেই ইচ্ছা করে না। ঠিক এ রকমই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের অন্তরে অনিচ্ছাজনিত একটা ঝোঁক দেখা দিয়ে থাকবে। তিনি স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শন দেখতে না পেলে সেই ঝোঁক হয়ত আরও সামনে এগিয়ে যেত, কিন্তু তিনি যেহেতু প্রতিপালকের নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলেন, তাই মুহূর্তের ভেতর সেই অনিচ্ছাকৃত ঝোঁকও লোপ পেয়ে যায়। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করেছেন। কেননা আরবী ব্যাকরণের দিকে লক্ষ্য করলে এ ব্যাখ্যাই বেশি নিয়মসিদ্ধ হয়। দ্বিতীয়ত এর দ্বারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের চরিত্র যে কতটা উচ্চ পর্যায়ের ছিল তা ভালো অনুমান

২৫. এবং তারা একজনের পেছনে আরেকজন দৌড়ে দরজার দিকে গেল এবং (এই টানা-হেঁচড়ার ভেতর) স্ত্রীলোকটি তার জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল।[১৭] এ অবস্থায় তারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজায় দাঁড়ানো পেল। স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাৎ (কেচ্ছা ফাঁদার লক্ষ্যে স্বামীকে) বলল, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে মন্দ কাজের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি কারারুদ্ধ করা বা অন্য কোন কঠিন শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কী হতে পারে?

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَّأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَنْ يُّسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

২৬. ইউসুফ বলল, সে নিজেই তো আমাকে ফুসলাচ্ছিল। স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষ্য দিল, ইউসুফের জামার সম্মুখ দিক থেকে ছিঁড়ে থাকলে স্ত্রীলোকটিই সত্য বলেছে আর সে মিথ্যাবাদী।

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٦﴾

করা যায়। তার অন্তরে এই অনিচ্ছাকৃত ঝোঁকও যদি সৃষ্টি না হত, তবে গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা খুব বেশি কঠিন হত না। এটা বেশি কঠিন হয় অন্তরে ঝোঁক দেখা দেওয়ার পরই। আর তখন বলিষ্ঠ নীতিবোধ ও অসাধারণ মনোবল ছাড়া নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। কুরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায়, মনের চাহিদা সত্ত্বেও যদি আল্লাহ তাআলার ভয়ে নিজেকে সংযত রেখে গুনাহ থেকে বিরত থাকা যায়, তবে তা অধিকতর সওয়াব ও পুরস্কারের কারণ হয়।

প্রশ্ন থেকে যায় যে, আয়াতে আল্লাহ তাআলা যে বিষয়টাকে "স্বীয় প্রতিপালকের দলীল" সাব্যস্ত করেছেন, সে দলীল আসলে কী ছিল? এ প্রশ্নের পরিষ্কার ও নিখুঁত উত্তর হল এই যে, এর দ্বারা সেই কাজটির গুনাহ হওয়ার দলীল বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সেটি যে একটি পাপকর্ম এই বিষয়টি তিনি চিন্তা করেছিলেন এবং এ কারণে তিনি তা থেকে বিরত থেকেছিলেন। কোন-কোন বর্ণনায় এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, তখন তাঁকে তাঁর মহান পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের প্রতিকৃতি দেখানো হয়েছিল– আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

১৭. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্ত্রীলোকটি থেকে মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে পালাচ্ছিলেন আর স্ত্রীলোকটি তাঁকে পেছন দিক থেকে টেনে ধরছিল। এই টানা-হেঁচড়ার কারণে পেছন দিক থেকে জামা ছিঁড়ে যায়।

وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٢٧

২৭. আর যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে, তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলেছে এবং সে সত্যবাদী।[১৮]

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۭ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ۝٢٨

২৮. অতঃপর স্বামী যখন দেখল তার জামা পেছন থেকে ছিঁড়েছে, তখন সে বলল, এটা তোমাদের নারীদের ছলনা, বস্তুত তোমাদের নারীদের ছলনা বড়ই কঠিন।

يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۗ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۚ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ ۝٢٩

২৯. ইউসুফ! তুমি এ বিষয়টাকে একদম পাত্তা দিও না। আর হে নারী! তুমি নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও। নিশ্চয় তুমিই অপরাধী ছিলে।[১৯]

[৩]

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۭ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٣٠

৩০. নগরে কতিপয় নারী বলাবলি করল, 'আযীযের স্ত্রী তার তরুণ গোলামকে ফুসলাচ্ছে। তরুণটির ভালোবাসা তাকে বিভোর করে ফেলেছে। আমাদের ধারণা সে নিশ্চিতভাবে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে।

---

১৮. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে নির্দোষ, আল্লাহ তাআলা এটা আযীযের কাছে পরিষ্কার করে দিতে চাইলেন। আর এজন্য তিনি এই ব্যবস্থা করলেন যে, যুলায়খারই পরিবারের এক ব্যক্তিকে মীমাংসাকারী বানিয়ে দিলেন। সে সত্য-মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ করার জন্য এমন এক আলামত বলে দিল যার যৌক্তিকতা অস্বীকার করার উপায় নেই। তার বক্তব্য ছিল, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জামা সম্মুখ দিক থেকে ছিঁড়ে থাকলে সেটা প্রমাণ করবে যে, তিনি স্ত্রীলোকটির দিকে এগোতে চাচ্ছিলেন আর স্ত্রীলোকটি হাত বাড়িয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। এই জোরাজুরির ভেতর তাঁর জামা ছিঁড়ে যায়। কিন্তু তাঁর জামা যদি পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে, তবে তার অর্থ হবে তিনি পালানোর চেষ্টা করছিলেন আর যুলায়খা পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে আটকাতে চাচ্ছিল। এক পর্যায়ে যুলায়খা তাঁর জামা ধরে তাঁকে নিজের দিকে টেনে নিতে চাইলে তাতে জামা ছিঁড়ে যায়। এক তো তার একথা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয়ত নির্ভরযোগ্য কিছু হাদীস দ্বারা জানা যায় এ সাক্ষ্য দিয়েছিল যুলায়খার পরিবারের একটি ছোট্ট শিশু, তখনও পর্যন্ত যার কথা বলার মত বয়স হয়নি। আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পবিত্রতা প্রমাণ করার জন্য তখন তাকে কথা বলার শক্তি দান করেন, যেমন কথা বলার শক্তি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে দান করেছিলেন। মোটকথা এই অনস্বীকার্য প্রমাণ হাতে পাওয়ার পর আযীযের আর কোনও সন্দেহ থাকল না যে, সবটা দোষ তার স্ত্রীরই এবং ইউসুফ আলাইহিস সালাম এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

১৯. আযীয বিলক্ষণ বুঝে ফেলেছিলেন, অপরাধ করেছিল তার স্ত্রীই। কিন্তু সম্ভবত দুর্নামের ভয়ে বিষয়টা গোপন করেছিলেন।

৩১. সুতরাং যখন সে (অর্থাৎ, আযীযের স্ত্রী) সেই নারীদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল,[২০] তখন সে বার্তা পাঠিয়ে তাদেরকে (নিজ গৃহে) ডেকে আনল এবং তাদের জন্য তাকিয়া-বিশিষ্ট একটি জলসার ব্যবস্থা করল এবং তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ছুরি দিল[২১] এবং (ইউসুফকে) বলল, একটু বের হয়ে তাদের সামনে আস। অতঃপর সেই নারীরা যেই না ইউসুফকে দেখল, তাকে বিস্ময়কর (রকমের রূপবান) পেল এবং (তারা তার অপরূপ রূপে হতভম্ব হয়ে) নিজ-নিজ হাত কেটে ফেলল। আর তারা বলে উঠল, আল্লাহ পানাহ! এ ব্যক্তি কোন মানুষ নয়। এ সম্মানিত ফেরেশতা ছাড়া কিছুই হতে পারে না।

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿۳۱﴾

৩২. আযীযের স্ত্রী বলল, এবার দেখ, এই হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার ব্যাপারে তোমরা আমার নিন্দা করেছ। একথা সত্যই যে, আমি আমার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তাকে ফুসলানি দিয়েছিলাম, কিন্তু সে নিজেকে রক্ষা করেছে। সে যদি

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ؕ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿۳۲﴾

---

২০. নারীদের কথাবার্তাকে 'ষড়যন্ত্র' (مكر) বলা হয়েছে সম্ভবত এ কারণে যে, তারা এসব কথা কোন সহমর্মিতা ও কল্যাণ কামনার জন্য বলেনি; বরং কেবল যুলায়খার দুর্নাম করাই উদ্দেশ্য ছিল। অসম্ভব নয় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের রূপ ও সৌন্দর্যের সুখ্যাতি শুনে তাদের অন্তরে তাঁকে একবার দেখার সাধ জন্মেছিল। তারা মনে করেছিল দুর্নামের কথা শুনে যুলায়খা তাদেরকে সেই সুযোগ করে দেবে।

২১. তাদের আতিথেয়তার জন্য দস্তরখানে ফল রাখা হয়েছিল এবং তা কাটার জন্য তাদেরকে ছুরি দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত যুলায়খা অনুমান করতে পেরেছিল সে নারীরা যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখবে, তখন সম্বিৎ হারিয়ে নিজ-নিজ হাতেই ছুরি চালিয়ে বসবে। সুতরাং সামনে বলা হয়েছে, তারা যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখল, তখন তার রূপ ও সৌন্দর্যে এতটা মোহিত হয়ে গেল যে, সত্যিই তারা তাদের মনের অজান্তে হাতে ছুরি চালিয়ে দিল।

আমার কথা না শোনে, তবে তাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করা হবে এবং সে নির্ঘাত লাঞ্ছিত হবে।

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَیَّ مِمَّا یَدْعُوْنَنِیْۤ اِلَیْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّیْ كَیْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَیْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِیْنَ ﴿۳۳﴾

৩৩. ইউসুফ দু'আ করল, হে প্রতিপালক! এই নারীগণ আমাকে যে কাজের দিকে ডাকছে, তা অপেক্ষা কারাগরই আমার বেশি পসন্দ।[২২] তুমি যদি আমাকে তাদের ছলনা থেকে রক্ষা না কর, তবে আমার অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট হবে এবং যারা অজ্ঞতাসুলভ কাজ করে আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَیْدَهُنَّ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۳۴﴾

৩৪. সুতরাং ইউসুফের প্রতিপালক তাঁর দু'আ কবুল করলেন এবং সেই নারীদের ছলনা থেকে তাকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰیٰتِ لَیَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰی حِیْنٍ ﴿۳۵﴾

৩৫. অতঃপর (ইউসুফের পবিত্রতার) বহু নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও তারা এটাই সমীচীন মনে করল যে, তাকে কিছু কালের জন্য কারাগারে পাঠাবেই।[২৩]

[৪]

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَیٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَاۤ اِنِّیْۤ

৩৬. ইউসুফের সাথে আরও দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল।[২৪] তাদের একজন (একদিন ইউসুফকে) বলল,

---

২২. কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, যেই নারীরা ইতঃপূর্বে যুলায়খার নিন্দা করছিল, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখার পর তারাই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে উপদেশ দিতে শুরু করল যে, তোমার উচিত তোমার মালকিনের কথা মানা। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, সেই নারীদের মধ্যেও কেউ কেউ উপদেশ দানের ছলে নিভৃতে ডেকে নিয়ে পাপকর্মের আহ্বান জানাতে শুরু করল। এ কারণেই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজ দু'আয় কেবল যুলায়খার নয়, বরং সকলের কথাই উল্লেখ করেছিলেন।

২৩. অর্থাৎ, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে নির্দোষ এবং তার চরিত্র সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ এর বহু দলীল-প্রমাণ তাদের সামনে উপস্থিত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আযীয যেহেতু তার স্ত্রীকে দুর্নাম থেকে বাঁচাতে ও ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে চাচ্ছিল, তাই সে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করে রাখাই সমীচীন মনে করল।

২৪. রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, তাদের একজন বাদশাহকে মদ পান করাত আর দ্বিতীয়জন ছিল তার বাবুর্চি। তাদের প্রতি বাদশাহকে বিষ পান করানোর অভিযোগ ছিল এবং সেই

اَرٰىنِیْۤ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَ قَالَ الْاٰخَرُ اِنِّیْۤ اَرٰىنِیْۤ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِیْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّیْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِیْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ ۝

আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখলাম, আমি মদ নিংড়াচ্ছি। আর দ্বিতীয়জন বলল, আমি (স্বপ্নে) দেখলাম যে, আমি নিজ মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখি তা থেকে খাচ্ছে। তুমি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলে দাও। আমরা তোমাকে একজন ভালো মানুষ দেখছি।

قَالَ لَا یَاْتِیْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖۤ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِیْلِهٖ قَبْلَ اَنْ یَّاْتِیَكُمَا ؕ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِیْ رَبِّیْ ؕ اِنِّیْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

৩৭. ইউসুফ বলল, (কারাগারে) তোমাদেরকে যে খাবার দেওয়া হয়, তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে এর রহস্য বলে দেব।[২৫] এটা সেই জ্ঞানের অংশ, যা আমার প্রতিপালক আমাকে দান করেছেন। (কিন্তু তার আগে তোমরা আমার একটা কথা শোন)। ব্যাপার এই যে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না ও যারা আখেরাতে অবিশ্বাসী, আমি তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করেছি।[২৬]

অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছিল। সেটাই তাদের কারাবাসের কারণ। কারাগারে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে সাক্ষাত হলে তারা তাঁর কাছে নিজ-নিজ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল।

২৫. কোন কোন মুফাসসির এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদেরকে অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বপ্নের তাবীর বলে দেবেন বলে আশ্বস্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জেলে তোমরা যে খাবার পেয়ে থাক, তা তোমাদের কাছে আসার আগে-আগেই আমি তোমাদেরকে তা জানিয়ে দেব। আবার কতক মুফাসসিরের ব্যাখ্যা হল, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলতে চাচ্ছেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যে, তা দ্বারা আমি তোমাদের জেল থেকে প্রাপ্তব্য খাবার আসার আগেই বলে দিতে পারি তোমাদেরকে কী খাবার দেওয়া হবে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ওহী মারফত আমাকে অনেক কিছু সম্পর্কেই অবগত করেন। বস্তুত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া। তারই ক্ষেত্র তৈরির জন্য তিনি তাদেরকে একথা বলেছিলেন। কেননা এর দ্বারা তাঁর আশা ছিল তারা তাঁর এ জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হলে তিনি যে-কথা বলবেন, তা লক্ষ্য করে শুনবে। এর দ্বারা বোঝা গেল, কাউকে যদি দ্বীনী কোনও বিষয় জানানো উদ্দেশ্য হয়, তবে তার অন্তরে আস্থা সৃষ্টির জন্য তার কাছে নিজ জ্ঞানের কথা প্রকাশ করা যেতে পারে- যদি না বড়ত্ব প্রকাশ লক্ষ্য থাকে।

২৬. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন দেখলেন সেই বন্দীদ্বয় স্বপ্নের তাবীরের ব্যাপারে তাঁর প্রতি আস্থাশীল এবং তারা তাঁকে একজন ভালো লোক বলেও বিশ্বাস করে, তখন

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِیْۤ اِبْرٰهِیْمَ وَاِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَیْنَا وَعَلَی النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮. আমি আমার বাপ-দাদা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের দ্বীন অনুসরণ করেছি। আমাদের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহর সঙ্গে কোনও জিনিসকে শরীক করব। এটা (অর্থাৎ তাওহীদের আকীদা) আমাদের প্রতি ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহেরই অংশ। কিন্তু অধিকাংশ লোক (এ নেয়ামতের) শোকর আদায় করে না।

یٰصَاحِبَیِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَیْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ؕ۳۹﴾

৩৯. হে আমার কারা-সংগীদ্বয়! ভিন্ন-ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না সেই এক আল্লাহ, যার ক্ষমতা সর্বব্যাপী?

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّیْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۴۰﴾

৪০. তাঁকে ছেড়ে তোমরা যার ইবাদত করছ, তার সারবত্তা কতগুলো নামের বেশি কিছু নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদাগণ রেখে দিয়েছ। আল্লাহ তার পক্ষে কোনও দলীল নাযিল করেননি। হুকুম দানের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নেই। তিনিই এ হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা তার ভিন্ন অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল-সোজা পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

یٰصَاحِبَیِ السِّجْنِ اَمَّاۤ اَحَدُكُمَا فَیَسْقِیْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَیُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّیْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِیَ الْاَمْرُ الَّذِیْ فِیْهِ تَسْتَفْتِیٰنِ ﴿ؕ۴۱﴾

৪১. হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়! (এখন তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে নাও) তোমাদের একজনের ব্যাপার এই যে, (বন্দী দশা থেকে মুক্তি পেয়ে) সে নিজ মনিবকে মদ পান করাবে। আর থাকল অপরজন। তা তাকে শূলে চড়ানো হবে।

স্বপ্নের তাবীর বলার আগে তাদেরকে সত্য-দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেওয়া সমীচীন মনে করলেন। বিশেষত এ কারণেও যে, তাদের একজনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা ছিল– তাকে শূলে চড়ানো হবে। আর এভাবে তার ইহজীবন সাঙ্গ হয়ে যাবে। তাই তিনি চাইলেন, যাতে সে অন্তত মৃত্যুর আগে ঈমান আনয়ন করে, তাহলে তার আখেরাতের জীবনে মুক্তি লাভ হবে। এটাই নবীসুলভ কর্মপন্থা। তারা যখন উপযুক্ত কোন সময় পেয়ে যান, তখন আর দাওয়াত পেশ করতে বিলম্ব করেন না।

ফলে পাখিরা তার মাথা (ঠুকরে ঠুকরে) খাবে। তোমরা যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিলে তার ফায়সালা (এভাবে) হয়ে গেছে।

৪২. সেই দু'জনের মধ্যে যার সম্পর্কে তার ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, ইউসুফ তাকে বলল, নিজ প্রভুর কাছে আমার কথাও বলো।[২৭] কিন্তু শয়তান তাকে নিজ প্রভুর কাছে ইউসুফের বিষয়ে বলার কথা ভুলিয়ে দিল। সুতরাং সে কয়েক বছর কারাগারে থাকল।

وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۫ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿۴۲﴾

[৫]

৪৩. (কয়েক বছর পর মিসরের) বাদশাহ (তার পারিষদবর্গকে) বলল, আমি (স্বপ্নে) দেখলাম সাতটি মোটাতাজা গাভী, যাদেরকে সাতটি রোগা-পটকা গাভী খেয়ে ফেলছে। আরও দেখলাম সাতটি সবুজ-সজীব শীষ এবং আরও সাতটি শুকনো। হে পারিষদবর্গ! তোমরা যদি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জান তবে আমার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও।

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْۤ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ؕ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ﴿۴۳﴾

৪৪. তারা বলল, (মনে হচ্ছে) এটা দুশ্চিন্তাপ্রসূত কল্পনা। আর আমরা স্বপ্ন-ব্যাখ্যার ইলমদার (-ও) নই।[২৮]

قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ﴿۴۴﴾

---

২৭. 'প্রভু' বলে বাদশাহকে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে বন্দী সম্পর্কে বলেছিলেন যে, সে মুক্তি লাভ করবে এবং ফিরে গিয়ে নিজ প্রভুকে যথারীতি মদ পান করাবে, তাকে বললেন, তুমি নিজ প্রভু অর্থাৎ, বাদশাহর কাছে আমার কথা বলো যে, একজন নিরপরাধ লোক জেলখানায় পড়ে রয়েছে। তার ব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপ করা উচিত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা যে, সেই লোক বাদশাহকে এ কথা বলতে ভুলে গেল, যে কারণে তাঁকে কয়েক বছর পর্যন্ত কারাগারে পড়ে থাকতে হল।

২৮. বাদশাহ তার দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু দরবারীগণ প্রথমে তো বলে দিল, এটা কোন অর্থবহ স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে না; অনেক সময় মনে অস্থিরতা বা দুঃশ্চিন্তা থাকলে ঘুমের ভেতর সেটাই স্বপ্নরূপে দেখা দেয়। তারপর আবার বলল, এটা অর্থবহ কোন স্বপ্ন হলেও আমাদের পক্ষে এর ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কেননা এ বিদ্যায় আমাদের

وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ۝٤٥

৪৫. সেই দুই কয়েদীর মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর যার (ইউসুফের কথা) স্মরণ হয়েছিল, সে বলল, আমি আপনাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং আপনারা আমাকে (কারাগারে ইউসুফের কাছে) পাঠিয়ে দিন।[২৯]

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّيْۤ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝٤٦

৪৬. (সুতরাং সে কারাগারে গিয়ে ইউসুফকে-বলল) ইউসুফ! ওহে সেই ব্যক্তি, যার সব কথা সত্য হয়! তুমি আমাদেরকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও যে, সাতটি মোটাতাজা গাভী, যাদেরকে সাতটি রোগা-পটকা গাভী খেয়ে ফেলছে আর সাতটি সবুজ-সজীব শীষ এবং আরও সাতটি আছে, যা শুকনো, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং (তাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানাতে পারি) যাতে তারা প্রকৃত বিষয় অবগত হতে পারে।[৩০]

দখল নেই।

২৯. এ হচ্ছে সেই বন্দী, যার স্বপ্নের ব্যাখ্যায় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, সে জেল থেকে মুক্তি লাভ করবে। তিনি তাকে তার মুক্তিকালে একথাও বলেছিলেন যে, তুমি তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বলো। কিন্তু সে তা বলতে ভুলে গিয়েছিল। বাদশাহ যখন নিজ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন, তখন তার মনে পড়ল যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে স্বপ্ন-ব্যাখ্যার বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন। এই স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যাদান তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তাই সে বাদশাহকে বলল, কারাগারে একজন লোক আছে। সে স্বপ্নের ভাল ব্যাখ্যা করতে পারে। আপনি আমাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিন।

কুরআন মাজীদ কোন গল্পগ্রন্থ নয়। এতে যে ঘটনা বর্ণিত হয়, তার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য থাকে। এ কারণেই ঘটনা বর্ণনায় কুরআনী রীতি হল, যেসব খুঁটিনাটি শ্রোতা নিজেই বুঝে নিতে সক্ষম, কুরআন তা বর্ণনা করে না। সুতরাং এখানেও পরিষ্কার শব্দে একথা বলার দরকার মনে করা হয়নি যে, তারপর বাদশাহ তাকে কারাগারে পাঠালেন। সেখানে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে তার সাক্ষাত হল এবং সে তাকে বলল...। বরং সরাসরি কথা শুরু করা হয়েছে এখান থেকে যে, ইউসুফ! ওহে সেই ব্যক্তি, যার সব কথা সত্য হয়।

৩০. প্রকৃত বিষয় অবগত হওয়া দ্বারা এটাও বোঝানো উদ্দেশ্য যে, তারা স্বপ্নের প্রকৃত ব্যাখ্যা জানতে পারবে এবং এটাও যে, তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রকৃত অবস্থা

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖۤ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ﴿۴۷﴾

৪৭. ইউসুফ বলল, তোমরা একাধারে সাত বছর শস্য উৎপন্ন করবে। এ সময়ের ভেতর তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে তা তার শীষসহ রেখে দিও, অবশ্য যে সামান্য পরিমাণ তোমাদের খাওয়ার কাজে লাগবে (তার কথা আলাদা)।

ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ﴿۴۸﴾

৪৮. এরপর তোমাদের সামনে আসবে এমন সাতটি বছর, যা অত্যন্ত কঠিন হবে। তোমরা এই সাত বছরের জন্য যা সঞ্চয় করে রাখবে, তা খেতে থাকবে, অবশ্য যে সামান্য পরিমাণ তোমরা সংরক্ষণ করবে (কেবল তাই অবশিষ্ট থাকবে)।

ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ﴿۴۹﴾

৪৯. তারপর আসবে এমন একটি বছর যখন মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং তখন তারা আঙ্গুরের রস নিংড়াবে।[৩১]

[৬]

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ

৫০. বাদশাহ বলল, তাকে (অর্থাৎ ইউসুফকে) আমার কাছে নিয়ে এসো। সেমতে যখন তার কাছে দূত উপস্থিত

উপলব্ধি করতে পারবে। তারা বুঝতে সক্ষম হবে যে, বিনা দোষে এমন একজন সৎ ও ভালো লোককে কারাগারে ফেলে রাখা হয়েছে।

৩১. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার সারমর্ম ছিল এই যে, আগামী সাত বছর তো মওসুম ভালো থাকবে। ফলে লোকে বিপুল শস্য উৎপন্ন করতে পারবে। কিন্তু তারপর অনবরত সাত বছর খরা চলবে। স্বপ্নে যে সাতটি মোটাতাজা গাভী দেখা গেছে, তা দ্বারা সুদিনের সেই সাত বছর বোঝানো হয়েছে। আর রোগা-পটকা যে সাতটি গাভী দেখা গেছে, তা খরার সাত বছরের প্রতি ইঙ্গিত। এবার হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম খরার সাত বছরের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ এই ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিলেন যে, সুদিনের সাত বছর যে ফসল উৎপন্ন হবে, তা থেকে সামান্য পরিমাণ তো দৈনন্দিন খাদ্যের জন্য ব্যবহার করবে আর অবশিষ্ট সব ফসল তার শীষ সমেত রেখে দেবে, যাতে তা পচে-গলে নষ্ট না হয়। যখন খরার সাত বছর আসবে তখন এই সঞ্চিত শস্য কাজে আসবে। সেই সাত বছর লোকে এসব খেতে পারবে। আর স্বপ্নে যে দেখা গেছে সাতটি রোগা-পটকা গাভী সাতটি মোটাতাজা গাভীকে খেয়ে ফেলছে, তার দ্বারা একথাই বোঝানো হয়েছে যে, খরার সাত বছর সুদিনের সাত বছরে যে খাদ্য সঞ্চয় করা হয়েছিল তা খাওয়া হবে। অবশ্য সে সঞ্চয় থেকে সামান্য পরিমাণ শস্য বীজ হিসেবে রেখে দিতে হবে, যা পরবর্তীকালে চাষাবাদের কাজে আসবে। যখন খরার সাত বছর অতিক্রান্ত

قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِیْ قَطَّعْنَ اَیْدِیَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّیْ بِكَیْدِهِنَّ عَلِیْمٌ ۝

হল, তখন সে বলল, নিজ প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যে নারীগণ নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কী? আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্পর্কে বেশ অবগত।[৩২]

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ یُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِیْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ٘ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝

৫১. বাদশাহ (সেই নারীদের ডাকিয়ে এনে তাদেরকে) বললেন, তোমরা যখন ইউসুফকে ফুসলাচ্ছিলে তখন তোমাদের অবস্থা কী হয়েছিল? তারা বলল, আল্লাহ পানাহ! আমরা তার মধ্যে বিন্দুমাত্রও দোষ পাইনি। আযীযের স্ত্রী বলল, এবার সত্য কথা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমিই তাকে ফুসলানোর চেষ্টা করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে সে সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

হবে, তার পরের বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে। তখন মানুষ বেশি করে আঙ্গুরের রস সংগ্রহ করবে।

৩২. এস্থলে কুরআন মাজীদ ঘটনার যে অংশ আপনা-আপনি বুঝে আসে তা লুপ্ত রেখেছে। অর্থাৎ, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিলেন, তা বাদশাহকে জানানো হল। বাদশাহ সে ব্যাখ্যা শুনে তাঁর মর্যাদা উপলব্ধি করলেন এবং তার নিদর্শনস্বরূপ তাঁকে নিজের কাছে ডেকে আনাতে চাইলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি নিজের একজন দূতকে পাঠালেন। দূত হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে এ বার্তা পৌঁছালে তিনি চাইলেন প্রথমে তার উপর আরোপিত মিথ্যা অভিযোগের মীমাংসা হয়ে যাক এবং তিনি যে নির্দোষ এটা সকলের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাক। সেমতে তিনি দূতের সঙ্গে না গিয়ে বরং বাদশাহর কাছে বার্তা পাঠালেন, যে সকল নারী নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল আপনি প্রথমে তাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিন। সেই নারীদের যেহেতু ঘটনার আদি-অন্ত জানা ছিল তাই প্রকৃত বিষয়টা তাদের মাধ্যমেই জানা সহজ ছিল। এ কারণেই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যুলায়খার পরিবর্তে তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও এ সত্য জেল থেকে বের হওয়ার পরও উদঘাটন করা যেত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সম্ভবত এজন্য যে, তিনি চাচ্ছিলেন, তিনি কতটা নির্দোষ তা বাদশাহ, আযীয ও অন্যান্যদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাক এবং তিনি যে নিজ নির্দোষিতার ব্যাপারে পরিপূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ী, যদ্দরুণ নির্দোষিতা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত জেল থেকে বের হতে পর্যন্ত রাজি নন– এটাও তারা বুঝতে পারুক। দ্বিতীয়ত বাদশাহর ভাব-গতি দ্বারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, তিনি তাকে বিশেষ কোন সম্মান দান করবেন। সেই সম্মান লাভের পর যদি ঘটনার তদন্ত করা হয়, তবে সে তদন্ত নিরপেক্ষ হওয়া নিয়ে জনমনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। এ কারণেই তিনি সমীচীন মনে করলেন, প্রথমে নিরপেক্ষ তদন্ত দ্বারা অভিযোগের সবটা কলঙ্ক ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ۞

৫২. (কারাগারে ইউসুফ যখন এসব কথা জানতে পারল তখন সে বলল) আমি এসব করেছি এজন্য, যাতে আযীয নিশ্চিতরূপে জানতে পারে আমি তার অনুপস্থিতিতে তার প্রতি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল হতে দেন না।

[তের পারা]

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىْ ؕ اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

৫৩. আমি এ দাবী করি না যে, আমার মন সম্পূর্ণ পাক পবিত্র। বস্তুত মন সর্বদা মন্দ কাজেরই আদেশ করে। অবশ্য আমার রব যদি দয়া করেন সেটা ভিন্ন কথা (সে অবস্থায় মনের কোন চাতুর্য চলে না)। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩৩]

যাক, তারপরেই তিনি কারাগার থেকে বের হবেন। আল্লাহ তাআলা করলেনও তাই। বাদশাহর পরিপূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেল হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নির্দোষ ও নিষ্কলুষ। অতঃপর তিনি যখন সেই নারীদের ডাকলেন এবং তিনি যেন সবকিছু জানেন এই ভাব নিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তারা প্রকৃত সত্য অস্বীকার করতে পারল না। বরং তারা পরিষ্কার ভাষায় সাক্ষ্য দিল হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পূর্ণ নির্দোষ। এ পর্যায়ে আযীয-পত্নী যুলায়খাকেও স্বীকার করতে হল যে, প্রকৃতপক্ষে ভুল তারই ছিল। সম্ভবত আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল যুলায়খাকে এই সুযোগ দেওয়া, যাতে সে নিজের অপরাধ স্বীকার ও তাওবার মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র ও শুদ্ধ করে নিতে পারে।

৩৩. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কোন পর্যায়ের বিনয়ী ছিলেন এবং কেমন ছিল তাঁর আবদিয়াত বা আল্লাহর প্রতি দাসত্ব-চেতনার মাত্রা, তা লক্ষ্য করুন। খোদ সেই নারীদের স্বীকারোক্তি দ্বারা যখন তাঁর নির্দোষিতা প্রমাণ হয়ে গেছে তখনও তিনি বিন্দুমাত্র নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ করছেন না; বরং কেমন বিনয়ের সঙ্গে বলছেন, আমি যে এই কঠিন ফাঁদ থেকে বেঁচে গেছি এটা আমার কিছু কৃতিত্ব নয়। মন তো আমারও আছে। মন সর্বদা মন্দ কাজেরই উস্কানি দেয়। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহ তাআলারই দয়া। তিনি যাকে চান তাকে মনের ছলনা থেকে রক্ষা করেন। অবশ্য অন্যান্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলার এ দয়া ও রহমত কেবল সেই ব্যক্তির উপরই হয়, যে গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালায়, যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম চালিয়েছিলেন। তিনি দৌড় দিয়ে দরজা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। সেই সঙ্গে আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু হয়ে তাঁর আশ্রয়ও প্রার্থনা করেছিলেন।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ﴿٥٤﴾

৫৪. বাদশাহ বলল, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার একান্ত (সহযোগী) বানাব। সুতরাং যখন (ইউসুফ বাদশাহর কাছে আসল এবং) বাদশাহ তার সাথে কথা বলল, তখন বাদশাহ বলল, আজ থেকে তুমি আমাদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাবান হলে, তোমার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রাখা হবে।[৩৪]

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٥﴾

৫৫. ইউসুফ বলল, আপনি আমাকে দেশের অর্থ-সম্পদের (ব্যবস্থাপনা) কার্যে নিযুক্ত করুন। নিশ্চিত থাকুন আমি রক্ষণাবেক্ষণ বেশ ভালো পারি এবং আমি (এ কাজের) পূর্ণ জ্ঞান রাখি।[৩৫]

---

৩৪. বাদশাহ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে যেসব কথা বলেছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ কোন কোন রিওয়ায়াতে এভাবে এসেছে যে, তিনি সর্বপ্রথম হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাছে সরাসরি তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এ সময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যায় এমন কিছু কথা বলেছিলেন, যা বাদশাহ অন্য কারও কাছে প্রকাশ করেননি। তিনি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দেখে যারপরনাই মুগ্ধ হন। অতঃপর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম খরার বছরগুলোর জন্য আগাম ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বড় চমৎকার প্রস্তাবনা রাখেন, যা বাদশাহর খুব পসন্দ হয় এবং তিনি যে একজন সাধু পুরুষ বাদশাহ সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যান। এক পর্যায়ে বাদশাহ তাকে বললেন, আপনার প্রতি যেহেতু আমার পূর্ণ আস্থা আছে, তাই এখন থেকে আপনি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হবেন। তাছাড়া হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম দুর্ভিক্ষের প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিলেন, তা শুনে বাদশাহ বললেন, এটা আঞ্জাম দেবে কে? ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, আমি এ দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছি।

৩৫. সাধারণ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় কোন পদ নিজে চেয়ে নেওয়া শরীয়তে অনুমোদিত নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা নিষেধ করেছেন। কিন্তু যদি সরকারি কোন পদ কোন অযোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হওয়ার কারণে মানুষের ক্ষতি হবে বলে প্রবল আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে এরূপ ঠেকা অবস্থায় সৎ, যোগ্য ও মুত্তাকী ব্যক্তির পক্ষে পদ প্রার্থনা করা জায়েয আছে। এস্থলে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের আশঙ্কা ছিল, আসন্ন দুর্ভিক্ষকালে মানুষ অন্যায়-অবিচারের সম্মুখীন হতে পারে। তাছাড়া সে দেশে আল্লাহ তাআলার আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের নিজের দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়া কোনও উপায়ও ছিল না। এ কারণেই তিনি দেশের অর্থ বিভাগের দায়িত্ব নিজ মাথায় তুলে নেন। রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, বাদশাহ পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা তাঁর উপর ন্যাস্ত করেছিলেন। ফলে তিনি সারাটা দেশের শাসক হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত মুজাহিদ (রহ.)

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ؕ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. এবং এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে এমন ক্ষমতা দান করলাম যে, সে সে দেশের যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে চাই নিজ রহমত দান করি এবং আমি পুণ্যবানদের কর্মফল নষ্ট করি না।

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখেরাতের প্রতিদানই শ্রেয়।[৩৬]

[৭]

وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. (যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল) ইউসুফের ভাইয়েরা আসল এবং তারা তার কাছে উপস্থিত হল।[৩৭] ইউসুফ তো তাদেরকে

থেকে বর্ণিত আছে, বাদশাহ তাঁর হাতে ইসলামও গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কর্তৃক রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণের ফলে গোটা দেশে আল্লাহ তাআলার ইনসাফভিত্তিক আইন জারি করা সম্ভব হয়েছিল।

৩৬. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম দুনিয়ায় যে সম্মান ও ক্ষমতা লাভ করেছিলেন, কুরআন মাজীদ তার উল্লেখ করার সাথে সাথে এ বিষয়টাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আখেরাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য যে মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন সে তুলনায় এটা অতি তুচ্ছ। এভাবে পার্থিব সম্মান ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেককে নসীহত করে দেওয়া হল যে, তার সদা-সর্বদা সতর্ক থাকা চাই, যাতে দুনিয়ার সম্মান ও ক্ষমতার কারণে আখেরাতের প্রতিদান বরবাদ না হয়।

৩৭. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে তাবীর দিয়েছিলেন, তাই ঘটল। মিসরে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এবং একটানা সাত বছর তা স্থায়ী থাকল। আশপাশের দেশগুলোও সে দুর্ভিক্ষের আওতায় পড়ে গেল। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিসরের বাদশাহকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেন সুদিনের সাত বছর খাদ্য সঞ্চয়ের কর্মসূচী বজায় রাখা হয়। সঞ্চিত সে খাদ্য দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে কাজে আসবে। তখন যে আপনি দেশবাসীর কাছে স্বল্প মূল্যে খাদ্য বিক্রি করতে পারবেন তাই নয়; প্রতিবেশী দেশসমূহের লোকদেরও সাহায্য করতে পারবেন। দুর্ভিক্ষের কারণে দূর-দূরান্তের দেশসমূহেও খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এই সম্পূর্ণ কালটা ফিলিস্তিনের কিনআনেই অবস্থান করছিলেন। যখন কিনআনও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল তখন তিনি ও তাঁর পুত্রগণ জানতে পারলেন মিসরের বাদশাহ দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের জন্য রেশন চালু করেছে। সেখান থেকে ন্যায্যমূল্যে খাদ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। এ খবর শোনার পর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৎ ভাইয়েরাও রেশনের জন্য মিসরে আসল। এরা ছিল দশজন। এরাই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাঁর

চিনে ফেলল, কিন্তু তারা তাকে চিনল না।[৩৮]

৫৯. ইউসুফ যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল, তখন সে তাদেরকে বলল, (আগামীতে) তোমরা তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকেও আমার কাছে নিয়ে এসো।[৩৯] তোমরা কি দেখছ না আমি পরিমাপ-পাত্র ভরে ভরে দেই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণও বটে?

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٥٩﴾

৬০. তোমরা যদি তাকে আমার কাছে নিয়ে না আস তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোন রসদ থাকবে না। তখন তোমরা আমার কাছেও আসবে না।

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾

শৈশবকালে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল। বিনইয়ামীন নামে তাঁর একজন সহোদর ভাইও ছিল। তারা তাকে সঙ্গে আনেনি। পিতার কাছে রেখে এসেছিল। মিসরে রেশন বণ্টনের যাবতীয় কাজ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্বয়ং তদারকি করছিলেন, যাতে রেশন বণ্টনে কোনও অনিয়ম না হয়। ন্যায্যভাবে সকলেই তা পেয়ে যায়। এজন্য সকলকে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে হাজির হতে হত। সে অনুসারে ভাইদেরকেও তাঁর সামনে আসতে হল।

৩৮. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তো তাদেরকে এ কারণে চিনতে পেরেছিলেন যে, তাদের চেহারা-সুরতে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। তাছাড়া তারা যে রেশন নিতে আসবে এ আশাও তাঁর ছিল। কিন্তু ভাইয়েরা তাকে চিনতে পারেনি। কেননা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তারা দেখেছিল তাঁর সাত বছর বয়সকালে। ইতোমধ্যে তো তিনি অনেক বড় হয়ে গেছেন। তাছাড়া মিসরের সরকারি ভবনে তিনি থাকতে পারেন এটা তো তাদের কল্পনায়ও ছিল না।

৩৯. ঘটনা হয়েছিল এই যে, দশ ভাইয়ের প্রত্যেকে যখন মাথাপিছু একেক উট বোঝাই রসদ পেয়ে গেল, তখন তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বলল, আমাদের একজন বৈমাত্রেয় ভাই আছে। আমাদের পিতার সেবার জন্য তার থাকার দরকার ছিল। তাই সে এখানে আসতে পারেনি। আপনি তার ভাগের রসদও আমাদেরকে দিয়ে দিন। এর জবাবে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, রেশন বণ্টনের জন্য যে নীতিমালা স্থির করা হয়েছে, সে অনুসারে আমি এরূপ করতে পারি না। বরং পরের বার আপনারা যখন আসবেন, তখন তাকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন। তখন আমি প্রত্যেককে তার অংশ পুরোপুরি দিয়ে দেব। তখন যদি তাকে সঙ্গে না আনেন, তবে নিজেদের অংশও পাবেন না। কেননা তখন বোঝা যাবে আপনারা মিথ্যা দাবী করেছেন যে, আপনাদের আরও এক ভাই আছে। যারা এরূপ মিথ্যা বলে ধোঁকা দেয় তারা রেশন পেতে পারে না।

قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ۝٦١

৬১. তারা বলল, আমরা তার বিষয়ে তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব, (যাতে তাকে আমাদের সাথে পাঠান) আর আমরা এটা অবশ্যই করব।

وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝٦٢

৬২. ইউসুফ তার ভৃত্যদেরকে বলে দিল, তারা যেন তাদের (অর্থাৎ ভাইদের) পণ্যমূল্য (যার বিনিময়ে তারা খাদ্য কিনেছে) তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দেয়,[৪০] যাতে তারা নিজেদের পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাওয়ার পর তাদের পণ্যমূল্য চিনতে পারে। হয়ত (এই অনুগ্রহের কারণে) তারা পুনরায় আসবে।

فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝٦٣

৬৩. অতঃপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে আসল, তখন তারা বলল, আব্বাজী! আগামীতে আমাদেরকে খাদ্য দিতে অস্বীকার করা হয়েছে।[৪১] সুতরাং আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাই (বিনইয়ামীন)কে পাঠান, যাতে আমরা খাদ্য আনতে পারি। নিশ্চিত থাকুন আমরা তার পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করব।

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ

৬৪. পিতা বলল, আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদের উপর সেই রকম নির্ভর করব, যে রকম নির্ভর ইতঃপূর্বে তার

---

৪০. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ভাইদের প্রতি এই অনুকম্পা দেখালেন যে, তারা খাদ্য ক্রয়ের জন্য যে মূল্য দিয়েছিল, তা তাদের মালপত্রের মধ্যে ফেরত রেখে দিলেন। সেকালে সোনা-রূপার মুদ্রার প্রচলন ছিল না। পণ্যমূল্য হিসেবে বিভিন্ন মালামাল ব্যবহৃত হত। কোন কোন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, তারা কিনআন থেকে কিছু চামড়া ও জুতা নিয়ে এসেছিল। পণ্যমূল্য হিসেবে তারা সেগুলোই পেশ করল। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সেগুলোই তাদের মালপত্রের মধ্যে ফেরত রাখলেন। আর তিনি সম-পরিমাণ মূল্য যে নিজ পকেট থেকে সরকারি কোষাগারে জমা করেছিলেন, তা এমনিতেই বুঝে আসে।

৪১. অর্থাৎ, আমরা বিনইয়ামীনকে নিয়ে না গেলে আমাদের কাউকেই রেশন দেওয়া হবে না।

مِنْ قَبْلُ ۖ فَاللَّهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۖ وَّهُوَ أَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾

ভাই (ইউসুফ)-এর ব্যাপারে করেছিলাম? আচ্ছা! আল্লাহই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রক্ষাকর্তা এবং তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوْا يٰٓأَبَانَا مَا نَبْغِيْ ۖ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ۖ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿٦٥﴾

৬৫. যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল, তখন দেখল, তাদের পণ্যমূল্যও ফেরত দেওয়া হয়েছে। তারা বলে উঠল, আব্বাজী! আমাদের আর কী চাই? এই যে আমাদের পণ্যমূল্যও আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে এবং (এবার) আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্য (আরও) খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে আসব, আমাদের ভাইকে হেফাজত করব এবং অতিরিক্ত এক উটের বোঝাও নিয়ে আসব। (এভাবে) এই অতিরিক্ত খাদ্য অতি সহজেই পাওয়া যাবে।

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِيْ بِهٖٓ إِلَّآ أَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٦٦﴾

৬৬. পিতা বলল, আমি তাকে (বিন ইয়ামীনকে) তোমাদের সঙ্গে কিছুতেই পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে, তবে তোমরা যদি (বাস্তবিকই) নিরুপায় হয়ে যাও (সেটা ভিন্ন কথা)। অবশেষে তারা যখন পিতাকে সেই প্রতিশ্রুতি দিল, তখন পিতা বলল, আমরা যে কথা ও কড়ার সম্পন্ন করছি, আল্লাহ তার তত্ত্বাবধায়ক।

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَآ أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ

৬৭. এবং (সেই সঙ্গে একথাও) বলল যে, হে আমার পুত্রগণ! তোমরা (নগরে) সকলে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না; বরং ভিন্ন-ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ

مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ
وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝٦٧

করবে।[৪২] আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ইচ্ছা হতে রক্ষা করতে পারব না। আল্লাহ ছাড়া কারও হুকুম কার্যকর হয় না,[৪৩] আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি। আর যারা নির্ভর করতে চায় তাদের উচিত তাঁরই উপর নির্ভর করা।

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ۖ مَا كَانَ
يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي
نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۖ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا
عَلَّمْنَاهُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٦٨

৬৮. তারা (ভাইগণ!) যখন তাদের পিতার আদেশ মত (নগরে) প্রবেশ করল, তখন তাদের সে কৌশল আল্লাহর ইচ্ছা হতে তাদেরকে আদৌ রক্ষা করার ছিল না। তবে ইয়াকুবের অন্তরে একটা অভিপ্রায় ছিল, যা সে পূর্ণ করল। নিশ্চয়ই সে আমার শেখানো জ্ঞানের ধারক ছিল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (প্রকৃত বিষয়) জানে না।[৪৪]

---

৪২. হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাদের এরূপ আদেশ করেছিলেন এ কথা চিন্তা করে যে, এগার ভাইয়ের একটি দল, যারা মাশাআল্লাহ অত্যন্ত সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবানও বটে, যদি একই সঙ্গে নগরে প্রবেশ করে, তবে বদনজর লেগে যেতে পারে।

৪৩. বদনজর থেকে বাঁচার কৌশল বলে দেওয়ার সাথে সাথে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এই পরম সত্যও তুলে ধরলেন যে, মানুষের কোনও কলা-কৌশলেরই সত্তাগত কোনও ক্ষমতা নেই। যা-কিছু হয়, আল্লাহ তাআলার হিকমত ও ইচ্ছাতেই হয়। তিনি চাইলে মানুষের গৃহীত ব্যবস্থার ভেতর কার্যকারিতা সৃষ্টি করেন কিংবা চাইলে তা নিষ্ফল করে দেন। সুতরাং একজন মুমিনের কর্তব্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করা, যদিও সে নিজ সাধ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণও করবে।

৪৪. অর্থাৎ, বহু লোক হয় নিজেদের বাহ্যিক কলা-কৌশলকেই প্রকৃত কার্যবিধায়ক মনে করে অথবা তার উপর এতটা নির্ভর করে যে, তখন আর আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার প্রতি তাদের নজর থাকে না। চিন্তা করে না যে, আল্লাহ তাআলা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সে কলা-কৌশলে ক্ষমতা সৃষ্টি না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তা ফলপ্রসূ হতে পারে না। কিন্তু হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এরূপ ছিলেন না। তিনি যখন তাঁর পুত্রদেরকে বদনজর থেকে বাঁচার কৌশল বলে দিলেন, তখন সেই সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিলেন যে, এটা কেবলই একটা ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে উপকার ও ক্ষতি সাধনের এখতিয়ার আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারও নেই। সুতরাং তাদের সে ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় বদনজর থেকে বাঁচার ব্যাপারে তো ফলপ্রসূ হল, কিন্তু আল্লাহ তাআলারই ইচ্ছায় তারা অপর এক সঙ্কটে পড়ে গেল, যার বিবরণ সামনে আসছে।

[৮]

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّىْۤ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۶۹﴾

৬৯. যখন তারা ইউসুফের নিকট উপস্থিত হল, তখন সে তার (সহোদর) ভাই (বিনইয়ামীন)কে নিজের কাছে বিশেষ স্থান দিল।[৪৫] (এবং তাকে) বলল, আমি তোমার ভাই। অতএব তারা (অন্য ভাইয়েরা) যা করত তার জন্য দুঃখ করো না।

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِىْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ﴿۷۰﴾

৭০. অতঃপর ইউসুফ যখন তাদের রসদের ব্যবস্থা করে দিল, তখন পানি পান করার পেয়ালা নিজ (সহোদর) ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে রেখে দিল। তারপর এক ঘোষক চীৎকার করে বলল, ওহে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর।[৪৬]

---

৪৫. বিভিন্ন রিওয়ায়াতে আছে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম একেকটি কক্ষে দু'-দু'জন ভাইকে থাকতে দিয়েছিলেন। এভাবে দশ ভাই পাঁচটি কক্ষে অবস্থান গ্রহণ করল। বাকি থেকে গেল বিনইয়ামীন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, এই একজন আমার সঙ্গে থাকবে। এভাবে সহোদর ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর একান্তে মিলিত হওয়ার সুযোগ মিলে গেল। তখন তিনি তাকে জানিয়ে দিলেন যে, আমি তোমার আপন ভাই। বিনইয়ামীন বলল, তাহলে আমি আর তাদের সাথে ফিরে যাব না। তার এ অভিপ্রায় পূরণের জন্য হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তার বিবরণ সামনে আসছে।

৪৬. এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, তাদের মালপত্রের ভেতর নিজের পক্ষ থেকেই পেয়ালা রেখে দেওয়ার পর এতটা নিশ্চয়তার সাথে তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করাটা কিভাবে জায়েয হতে পারে? এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দেওয়া হয়েছে। যেমন কেউ কেউ বলেন, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম পেয়ালা রেখেছিলেন অতি গোপনে। তারপর কর্মচারীরা যখন সেটি খুঁজে পেল না, তখন তারা নিজেদের তরফ থেকেই তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করল। তারা এটা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের হুকুমে করেনি। কিন্তু কুরআন মাজীদ ঘটনাটি এখানে যেভাবে বর্ণনা করেছে, তার পূর্বাপর অবস্থা দৃষ্টে এ সম্ভাবনাটি অত্যন্ত দূরের মনে হয়। কতিপয় মুফাসসিরের অভিমত হল, তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করা হয়েছিল অপর একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে। তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাঁর শৈশবে পিতার নিকট থেকে চুরি করেছিল। সে হিসেবেই তাদেরকে চোর বলা হয়েছে। আবার অপর একদল মুফাসসিরের মতে যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই ইউসুফ আলাইহিস সালামকে এ কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন, যেমন সামনে ৭৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন, 'এভাবে আমি ইউসুফের জন্য এ কৌশলটি করেছিলাম; তাই যা-কিছু হয়েছিল তা আল্লাহ তাআলার হুকুমেই হয়েছিল। সুতরাং এ নিয়ে প্রশ্নের সুযোগ নেই। এটা সূরা কাহাফে বর্ণিত হযরত খাযির আলাইহিস সালামের ঘটনার মত। তাতে তিনি কয়েকটি কাজ এমন করেছিলেন, যা বাহ্যত শরীয়ত বিরোধী ছিল, কিন্তু তা যেহেতু

قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ۝٧١

৭১. তারা তাদের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কী বস্তু হারিয়েছ?

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ۝٧٢

৭২. তারা বলল, আমরা বাদশাহর পানপাত্র পাচ্ছি না।[৪৭] যে ব্যক্তি সেটি এনে দেবে, সে এক উটের বোঝা (পুরস্কার) পাবে। আমি তার (পুরস্কার প্রাপ্তির) জামিন।

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِی الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِیْنَ ۝٧٣

৭৩. তারা (ভাইয়েরা) বলল, আল্লাহর কসম! আপনারা জানেন, আমরা দেশে ফ্যাসাদ বিস্তার করার জন্য আসিনি এবং আমরা চোরও নই।

قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِیْنَ ۝٧٤

৭৪. তারা বলল, তোমরা যদি মিথ্যাবাদী (প্রমাণিত) হও, তবে তার শাস্তি কী হবে?

قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِیْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِی الظّٰلِمِیْنَ ۝٧٥

৭৫. তারা বলল, তার শাস্তি এই যে, যার মালপত্রের মধ্যে সেটি (পেয়ালাটি) পাওয়া যাবে শাস্তি স্বরূপ সেই ধৃত হবে। যারা জুলুম করে, আমরা তাদেরকে এ রকমই শাস্তি দিয়ে থাকি।[৪৮]

আল্লাহ তাআলার তাকবীনী (অদৃশ্য রহস্য-জগতীয়) হুকুমে হয়েছিল, তাই জায়েয ছিল। এস্থলেও হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাজটিও সে রকমেরই।

৪৭. এটা ছিল রাজকীয় পানপাত্র এবং বোঝাই যাচ্ছে অতি মূল্যবান ছিল। তা না হলে তার তালাশে এতটা মেহনত করা হত না।

৪৮. অর্থাৎ, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের শরীয়তে চুরির শাস্তি এটাই যে, যে ব্যক্তি চুরি করবে তাকে গ্রেফতার করে রেখে দেওয়া হবে। এভাবে আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের দ্বারাই বলিয়ে দিলেন যে, চোরের এ রকম শাস্তিই প্রাপ্য। সুতরাং যে শাস্তি দেওয়া হল তা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের শরীয়ত মোতাবেকই দেওয়া হল। না হয় বাদশাহর আইনে এ শাস্তি দেওয়ার সুযোগ ছিল না। কেননা তার আইন অনুযায়ী চোরকে বেত্রাঘাত করা হত এবং তার উপর জরিমানা আরোপ করা হত। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম শাস্তি সম্পর্কে তাঁর ভাইদের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন এ লক্ষ্যেই, যাতে তাকে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের শরীয়তের বিপরীতে ফায়সালা দিতে না হয়। আবার সেই সঙ্গে ভাইকেও নিজের কাছে রাখার সুযোগ মিলে যায়।

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۝

৭৬. তারপর ইউসুফ তার (সহোদর) ভাইয়ের থলি তল্লাশির আগে অন্য ভাইদের থলি তল্লাশি শুরু করল। তারপর পেয়ালাটি নিজ (সহোদর) ভাইয়ের থলি থেকে বের করে আনল।[৪৯] এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করলাম। আল্লাহর এই ইচ্ছা না হলে বাদশাহর আইন অনুযায়ী ইউসুফের পক্ষে তার ভাইকে নিজের কাছে রাখা সম্ভব ছিল না। আমি যাকে ইচ্ছা করি তার মর্যাদা উঁচু করি। আর যত জ্ঞানী আছে, তাদের সকলের উপর আছেন একজন সর্বজ্ঞানী।[৫০]

قَالُوْۤا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ

৭৭. ভাইয়েরা বলল, যদি সে (বিন ইয়ামীন) চুরি করে তবে (আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা) এর আগে তার ভাইও চুরি করেছিল।[৫১] তখন ইউসুফ

---

৪৯. তল্লাশিকে যাতে নিরপেক্ষ মনে করা হয়, সেজন্য প্রথমে অন্যান্য ভাইদের থেকে শুরু করলেন।

৫০. ভাইয়েরা বড় খুশী হয়ে গিয়েছিল। মনে করেছিল তারা যা চেয়েছিল তাই হয়েছে। কিন্তু তাদের খবর ছিল না ঘটনাক্রম কোন দিকে গড়ায়। যে যত বড় জ্ঞানী হওয়ারই দাবী করুক, আল্লাহ তাআলার জ্ঞান নিঃসন্দেহে সকলের উপরে।

৫১. তারা এর দ্বারা বোঝাচ্ছিল যে, বিনইয়ামীনের ভাই অর্থাৎ, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামও একবার চুরি করেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, তারা তাঁর প্রতি এই অপবাদ কেন দিল? কুরআন মাজীদ এর কোনও কারণ বর্ণনা করেনি। কিন্তু কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম শৈশবেই মাতৃহারা হয়েছিলেন। তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন তাঁর ফুফু। কেননা শিশু যখন খুব বেশি ছোট থাকে, তখন তার দেখাশোনার জন্য কোনও নারীরই দরকার পড়ে। যখন তিনি একটু বড় হয়ে উঠলেন, তখন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাকে নিজের কাছে এনে রাখতে চাইলেন। কিন্তু ইত্যবসরে তাঁর প্রতি ফুফুর স্নেহ-মমতা এতটাই গভীর হয়ে উঠেছিল যে, তাকে চোখের আড়াল করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি এই কৌশল করলেন যে, নিজের একটা কোমরবন্দ তার কোমরে বেঁধে প্রচার করে দিলেন সেটি চুরি হয়ে গেছে। পরে যখন সেটি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কোমরে পাওয়া গেল, তখন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের শরীয়ত মোতাবেক বিচার করা হল এবং তাতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস

يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾

তাদের কাছে প্রকাশ না করে চুপিসারে (মনে মনে) বলল, এ ব্যাপারে তোমরা তো ঢের বেশি মন্দ[৫২] আর তোমরা যা বলছ তার প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত।

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾

৭৮. (এবার) তারা বলতে লাগল, হে আযীয! এর অতিশয় বৃদ্ধ এক পিতা আছেন। কাজেই তার পরিবর্তে আমাদের মধ্য হতে কাউকে আপনার কাছে রেখে দিন। যারা সদয় আচরণ করে আমরা আপনাকে তাদের একজন মনে করি।

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ ﴿٧٩﴾

৭৯. ইউসুফ বলল, এর থেকে (অর্থাৎ এই বে-ইনসাফী থেকে) আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি যে, যে ব্যক্তির কাছে আমাদের মাল পাওয়া গেছে তার পরিবর্তে অন্য কাউকে পাকড়াও করব। আমরা এরূপ করলে নিশ্চিতভাবেই আমরা জালিম হয়ে যাব।

সালামকে তার নিজের কাছে রেখে দেওয়ার অধিকার লাভ হল। সুতরাং সেই ফুফু যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাঁর কাছেই থাকতে হল। তার ওফাতের পর তিনি পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছে চলে আসেন। এ ঘটনাটি তাঁর ভাইদের জানা ছিল। তারা এটাও জানত যে, কোমরবন্দটি প্রকৃতপক্ষে তিনি চুরি করেননি। কিন্তু তারা যেহেতু হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিরোধী ছিল, তাই তারা সুযোগ পেয়ে তার উপর চুরির অপবাদ লাগিয়ে দিল (ইবনে কাছীর ও অন্যান্য)।

কিন্তু মুশকিল হল হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মা তাঁর শৈশবকালেই মারা গিয়েছিলেন, না তিনি জীবিত ছিলেন সে সম্পর্কে বর্ণনা দু' রকমের। যেসব বর্ণনায় তাঁর শৈশবকালে মারা যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে যদি বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করা যায়, তবে সে হিসেবে উপরিউক্ত ঘটনাটি সঠিক হওয়া সম্ভব। কিন্তু যেসব বর্ণনায় আছে তিনি জীবিত ছিলেন, সে হিসেবে চুরির অপবাদ দানের এ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। যাই হোক না কেন এতটুকু বিষয় স্পষ্ট যে, তাদের সে অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল।

৫২. অর্থাৎ, যেই চুরিকর্ম সম্পর্কে তোমরা আমার প্রতি অপবাদ লাগাচ্ছ, সে ব্যাপারে তোমাদের অবস্থা তো অনেক বেশি মন্দ। কেননা তোমরা তো খোদ আমাকেই আমার পিতার নিকট থেকে চুরি করে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিলে।

[৯]

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ
كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ
عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا
فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ
حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ
وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۸۰﴾

৮০. তারা যখন ইউসুফের দিক থেকে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে গেল, তখন নির্জনে গিয়ে চুপিসারে পরামর্শ করতে লাগল। তাদের মধ্যে যে সকলের বড় ছিল সে বলল, তোমাদের কি জানা নেই তোমাদের পিতা তোমাদের থেকে আল্লাহর নামে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন? এবং এর আগে ইউসুফের ব্যাপারে তোমরা যে ত্রুটি করেছিলে (তাও তোমাদের জানা আছে)। সুতরাং আমি তো এ দেশ ত্যাগ করব না, যাবৎনা আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন কিংবা আল্লাহই আমার ব্যাপারে কোনও ফায়সালা করে দেন। তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম ফায়সালাকারী।

اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ ابْنَكَ
سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا
لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿۸۱﴾

৮১. তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল, আব্বাজী! আপনার পুত্র চুরি করেছিল আর আমরা সে কথাই বললাম, যা আমরা জানতে পেরেছি। গায়েবের খবর রাখা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْۤ
اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿۸۲﴾

৮২. আমরা যে জনপদে ছিলাম তাকে জিজ্ঞেস করুন এবং আমরা যে যাত্রী দলের সাথে এসেছি তাদের থেকে যাচাই করে নিন। এটা সম্পূর্ণ মজবুত কথা যে, আমরা সত্যবাদী।

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ
جَمِيْلٌ ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ

৮৩. (সুতরাং ভাইয়েরা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছে গেল এবং বড় ভাই যা শিখিয়ে দিয়েছিল সে কথাই তাকে বলল)। ইয়াকুব (তা শুনে) বলল, না, বরং তোমাদের মন নিজের তরফ থেকে

إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ﴿٨٣﴾

একটি কথা বানিয়ে নিয়েছে।[৫৩] সুতরাং আমার পক্ষে সবরই শ্রেয়। কিছু অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তাদের সকলকে আমার কাছে এনে দেবেন। নিশ্চয়ই তাঁর জ্ঞানও পরিপূর্ণ, হিকমতও পরিপূর্ণ।

وَتَوَلَّىٰ عَنۡهُمۡ وَقَالَ يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبۡيَضَّتۡ عَيۡنَاهُ مِنَ ٱلۡحُزۡنِ فَهُوَ كَظِيمٞ ﴿٨٤﴾

৮৪. এবং (একথা বলে) সে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলতে লাগল, আহা ইউসুফ! আর তার চোখ দু'টি (কাঁদতে কাঁদতে) সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তার হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।

قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفۡتَؤُاْ تَذۡكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوۡ تَكُونَ مِنَ ٱلۡهَٰلِكِينَ ﴿٨٥﴾

৮৫. তার পুত্রগণ বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! আপনি তো ইউসুফকে ভুলবেন না, যতক্ষণ না আপনি সম্পূর্ণ জরাজীর্ণ হবেন কিংবা মারাই যাবেন।

قَالَ إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَثِّي وَحُزۡنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعۡلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٨٦﴾

৮৬. ইয়াকুব বলল, আমি আমার দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ (তোমাদের কাছে নয়) কেবল আল্লাহরই কাছে করছি। আর আল্লাহ সম্পর্কে আমি যতটা জানি, তোমরা জান না।

يَٰبَنِيَّ ٱذۡهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيۡـَٔسُواْ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ لَا يَاْيۡـَٔسُ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴿٨٧﴾

৮৭. ওহে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সন্ধান চালাও। তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিত জেন, আল্লাহর রহমত থেকে কেবল তারাই নিরাশ হয়, যারা কাফের।[৫৪]

---

৫৩. হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নিশ্চিত ছিলেন বিনইয়ামীন চুরি করতে পারে না। তাই তিনি মনে করলেন, এবারও তারা কোনও অজুহাত বানিয়ে নিয়েছে।

৫৪. হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নিশ্চিত ছিলেন যে, ইউসুফ আলাইহিস সালামও কোথাও না কোথাও জীবিত আছেন। আর বিনইয়ামীন তো আটক রয়েছে। তাই তিনি কিছু দিন পর পূর্ণ আস্থার সাথে হুকুম দিলেন, 'তোমরা গিয়ে তাদের দু'জনকে খোঁজ কর। ইত্যবসরে তাদের আনা খাদ্যও ফুরিয়ে গিয়েছিল। আর দুর্ভিক্ষ তো চলছিলই। সুতরাং ভাইয়েরা পুনরায় মিসর যেতে মনস্থ করল। কেননা বিনইয়ামীন তো নিশ্চিতভাবেই সেখানে আছে। প্রথমে তাকে মুক্ত করে আনার চেষ্টা করা চাই। তারপর ইউসুফ আলাইহিস সালামেরও খোঁজ-খবর নেওয়ার চেষ্টা করা যাবে। কাজেই তারা মিসর গেল এবং প্রথমে হযরত

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿۸۸﴾

৮৮. সুতরাং তারা যখন ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন তারা (ইউসুফকে) বলল, হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কঠিন মুসিবতে আক্রান্ত হয়েছি। আমরা সামান্য কিছু পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদেরকে পরিপূর্ণ রসদ দান করুন[৫৫] এবং আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্যে অনুগ্রহ-কারীদেরকে মহা পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ﴿۸۹﴾

৮৯. ইউসুফ বলল, তোমাদের কি খবর আছে তোমরা যখন অজ্ঞতার শিকার ছিলে তখন ইউসুফ ও তার ভাইদের সাথে কী আচরণ করেছিলে?

قَالُوْۤا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَاۤ اَخِىْ ۫ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ؕ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۹۰﴾

৯০. (একথা শুনে) তারা বলে উঠল, তবে কি তুমিই ইউসুফ?[৫৬] ইউসুফ বলল, আমি ইউসুফ এবং এই আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন ও ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ সেরূপ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে রসদের ব্যাপারে কথা বলল, যাতে তার মন কিছুটা নরম হয় এবং বিনইয়ামীনকে ফেরত নেওয়া সম্পর্কে কথা বলা সহজ হয়। পরবর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে তাদের সেই কথোপকথনের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

৫৫. অর্থাৎ, দুর্ভিক্ষের কারণে আমরা কঠিন দুর্দশার শিকার হয়েছি, যে কারণে আমাদের প্রয়োজনীয় রসদ কেনার জন্য যে মূল্য দরকার এবার আমরা তাও আনতে পারিনি। সুতরাং এবার আপনি আমাদেরকে যা-কিছু দেবেন তা কেবল আপনার অনুগ্রহই হবে। কুরআন মাজীদে 'সদাকা' (صدقة) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সদাকা বলে এমন দানকে যা দেওয়া দাতার পক্ষে অবশ্যকর্তব্য নয়। তথাপি সে তা কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অনুগ্রহস্বরূপ দিয়ে থাকে।

৫৬. এ পর্যন্ত তো তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে চিনতে পারছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই যখন নিজের নাম উচ্চারণ করলেন, তখন তারা ভালো করে লক্ষ্য করল ফলে তাদের ধারণা জন্মাল হয়ত তিনিই ইউসুফ।

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ﴿٩١﴾

৯১. তারা বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাদের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম।

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ؗ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. ইউসুফ বলল, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আনা হবে না। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সকল দয়ালু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. আমার এই জামা নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার চেহারার উপর রেখে দিও। এর ফলে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারের সকলকে আমার কাছে নিয়ে এসো।[৫৭]

[১০]

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَاۤ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾

৯৪. যখন এ যাত্রীদল (মিসর থেকে কিনআনের দিকে) রওয়ানা হল, তখন (কিনআনে) তাদের পিতা (আশেপাশের লোকদেরকে) বলল, তোমরা যদি আমাকে না বল যে, বুড়ো অপ্রকৃতিস্থ

৫৭. এস্থলে প্রশ্ন জাগে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিশ্চয়ই জানতেন, তাঁর বিচ্ছেদে তাঁর মহান পিতার কী অবস্থা হতে পারে। তা সত্ত্বেও এত দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি এমন নিরুদ্দেশের মত কাটিয়ে দিলেন যে, কোনও সূত্রেই পিতার কাছে নিজ সহীহ-সালামতে থাকার খবর পর্যন্ত পাঠানোর চেষ্টা করলেন না। অথচ তাঁর পক্ষে এটা কোনও কঠিন কাজ ছিল না। প্রথমে তিনি ছিলেন আযীযের ঘরে। তখন খবর পাঠানোর জন্য কোনও না কোনও উপায় তাঁর পেয়ে যাওয়ার কথা। মাঝখানে কয়েক বছর কারাবাসে থাকেন। মুক্তি লাভের পর তো মিসরের সর্বময় কর্তৃত্বই তাঁর হাতে এসে গিয়েছিল। তখন প্রথমেই তিনি হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামসহ পরিবারের সকলকে মিসরে ডেকে আনার ব্যবস্থা করতে পারতেন এবং এতদিনে ভাইদেরকে যে কথা বললেন, তা তাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতকালেই বলতে পারতেন। এর ফলে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দুঃখ-বেদনার কাল সংক্ষেপ হতে পারত। কিন্তু তিনি এসবের কিছুই করলেন না। তা কেন করলেন না? এর সোজা-সাপটা জবাব এই যে, এসব ঘটনার ভেতর আল্লাহ তাআলার অনেক বড়-বড় হিকমত ও রহস্য নিহিত ছিল। বিশেষত তিনি চাচ্ছিলেন তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সবর ও সংযমের পরীক্ষা নিতে। তাই এ সুদীর্ঘ কালে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে পিতার সাথে কোনও রকম যোগাযোগের অনুমতিই দেওয়া হয়নি।

হয়ে পড়েছে, তবে বলি, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।[৫৮]

قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾

৯৫. তারা (উপস্থিত লোকজন) বলল, আল্লাহর কসম! আপনি এখনও পর্যন্ত আপনার পুরানো ভুল ধারণার মধ্যেই পড়ে রয়েছেন।[৫৯]

فَلَمَّاۤ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. তারপর যখন সুসংবাদবাহী উপস্থিত হল, তখন সে (ইউসুফের) জামা তার চেহারার উপর ফেলে দিল, অমনি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল।[৬০] সে (তার পুত্রদেরকে) বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, আল্লাহ সম্পর্কে আমি যতটা জানি তোমরা জান না?

قَالُوْا يٰۤاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَاۤ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭. তারা বলল, আব্বাজী! আপনি আমাদের পাপরাশির ক্ষমার জন্য দু'আ করুন। আমরা নিশ্চয়ই গুরুতর অপরাধী ছিলাম।

---

৫৮. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর ভাইদেরকে বলে দিয়েছিলেন, তারা যেন পরিবারের সকলকে মিসরে নিয়ে আসে। সুতরাং তারা মিসর থেকে একটি যাত্রীদল আকারে রওয়ানা হল। এদিকে তো তারা মিসর থেকে রওয়ানা হল, ওদিকে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘ্রাণ পেতে লাগলেন। এটা ছিল উভয় নবীর মুজিযা এবং হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের জন্য এই সুসংবাদ যে, তার পরীক্ষার কাল আশু সমাপ্তির পথে। এস্থলে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন কিনআনে খুব কাছেই কুয়ার ভেতর ছিলেন, তখন তো হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁর কোন সুবাস পাননি, তাছাড়া তাঁর মিসর অবস্থানকালীন সময়েও ইতঃপূর্বে এ জাতীয় কোনও অনুভূতির কথা প্রকাশ করেননি। এর দ্বারা বোঝা গেল, মুজিযা কোন নবীর নিজের এখতিয়ারাধীন বিষয় নয়। আল্লাহ তাআলাই যখন চান তা প্রকাশ করেন।

৫৯. অর্থাৎ, এই ভুল ধারণা যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এখনও জীবিত আছেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হবে।

৬০. 'সুসংবাদদাতা' ছিল হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সর্বাপেক্ষা বড় ভাই। তার নাম কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে 'ইয়াহূদা' এবং কোন বর্ণনায় 'রূবেল'। 'সুসংবাদ দান' দ্বারা এই বার্তা বোঝানো হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এখনও জীবিত আছেন এবং তিনি সকলকে মিসরে তাঁর কাছে যেতে বলেছেন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۹۸﴾

৯৮. ইয়াকুব বলল, আমি সত্ত্বর আমার প্রতিপালকের কাছে তোমাদের ক্ষমার জন্য দু'আ করব। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿۹۹﴾

৯৯. তারপর তারা সকলে যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, সে তার পিতা-মাতাকে নিজের কাছে স্থান দিল[৬১] এবং সকলকে বলল, আপনারা সকলে মিসরে প্রবেশ করুন ইনশাআল্লাহ আপনারা এখানে স্বস্তিতে থাকবেন।

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ز

১০০. সে তার পিতা-মাতাকে সিংহাসনে বসাল আর তারা সকলে তার সামনে সিজদায় পড়ে গেল।[৬২] ইউসুফ বলল,

---

জামা চেহারায় রাখা মাত্র হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসাটাও একটা মুজিযা ছিল। মুফাসসিরগণ বলেন, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জামার সাথে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জড়িত আছে, যথা ভাইয়েরা তার জামায় রক্ত মাখিয়ে পিতার কাছে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু জামাটি অক্ষত দেখে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বুঝে ফেলেছিলেন যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কোন বাঘ-টাগে খায়নি। আবার যুলায়খা তাঁর জামা পেছন দিক থেকে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল এবং তা দ্বারা প্রমাণ হয়েছিল তিনি নির্দোষ। তাঁর জামারই সুবাস হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম সুদূর কিনআন থেকে অনুভব করেছিলেন। সবশেষে এই জামারই স্পর্শে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল।

৬১. পিতা-মাতা, ভ্রাতৃবর্গ ও পরিবারের অন্যান্যদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম শহরের বাইরে চলে এসেছিলেন। যখন পিতা-মাতার সঙ্গে সাক্ষাত হল তাদেরকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে নিজের কাছে বসালেন। প্রাথমিক কথাবার্তার পর আগন্তুকদের সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, এবার সকলে নিশ্চিন্তে, নিরাপদে নগরের দিকে চলুন। এ সময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের গর্ভধারিণী মা জীবিত ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে দু' রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। জীবিত থেকে থাকলে পিতা-মাতা দ্বারা আপন পিতা-মাতাই বোঝানো হয়েছে। আর যদি তার আগেই মৃত্যু হয়ে থাকে, তবে সৎ মা'কেও যেহেতু মায়ের মতই গণ্য করা হয়ে থাকে, তাই তাকেসহ একত্রে পিতা-মাতা বলা হয়েছে।

৬২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে এ আয়াতের যে তাফসীর বর্ণিত আছে, সে অনুযায়ী হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে তাঁরা সিজদা করেছিল আল্লাহর তাআলার শোকর আদায়ের লক্ষ্যে। অর্থাৎ, তারা সিজদা করেছিল আল্লাহ তাআলাকেই। হ্যাঁ, তা করেছিল হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে, তাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে। ইমাম রাযী (রহ.) এ তাফসীরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন, এটা ইবাদতমূলক সিজদা ছিল না; বরং শ্রদ্ধাজ্ঞাপনমূলক সিজদা, যেমন

قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ؕ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْۤ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۰۰﴾

আব্বাজী! এই হল আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা আমার প্রতিপালক সত্যে পরিণত করেছেন।[৬৩] তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, আমাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং আপনাদেরকে দেহাত থেকে এখানে নিয়ে এসেছেন। অথচ ইতঃপূর্বে আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে শয়তান অনর্থ সৃষ্টি করেছিল।[৬৪] বস্তুত আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, তার জন্য অতি সূক্ষ্ম ব্যবস্থা করেন। নিশ্চয়ই তিনিই সেই সত্তা, যার জ্ঞানও পরিপূর্ণ, হিকমতও পরিপূর্ণ।

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ

১০১. হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজত্বেও অংশ দান করেছ এবং স্বপ্ন-ব্যাখ্যার জ্ঞান দ্বারাও আমাকে ধন্য করেছ। হে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর

ফেরেশতাগণ হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করেছিল। এরূপ সিজদা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের শরীয়তে জায়েয ছিল। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে এরূপ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনমূলক সিজদাও জায়েয নয়।

৬৩. অর্থাৎ, স্বপ্নে যে চন্দ্র ও সূর্য দেখা হয়েছিল তা দ্বারা বোঝানো হয়েছিল পিতা-মাতাকে আর নক্ষত্রসমূহ দ্বারা এগার ভাইকে।

৬৪. সুদীর্ঘ বিরহের কালে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যে সকল বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যদি অন্য কেউ সে রকম বিপদে পড়ত, তবে পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাতের পর সর্বপ্রথম নিজের সেই দুঃখ-দুর্দশার কাহিনীই শোনাত। কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখুন সেসব মুসিবত সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করছেন না। ঘটনাবলী উল্লেখ করছেন তো কেবল তার ভালো-ভালো দিকই করছেন আর সে জন্য আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করছেন। কারাবাস করেছেন, কিন্তু তার উল্লেখ না করে উল্লেখ করছেন কারাগার থেকে মুক্তিলাভের কথা। পিতা-মাতা হতে কতকাল বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়েছে, কিন্তু সে কথার দিকে না গিয়ে তাদের মিসর আগমনের কথা ব্যক্ত করছেন এবং সেজন্য আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করছেন। ভাইয়েরা তার উপর যে জুলুম করেছিল, সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে নালিশ না জানিয়ে, বরং সেটাকে শয়তানের সৃষ্ট ফ্যাসাদ সাব্যস্ত করে কথা শেষ করে দিচ্ছেন। এর দ্বারা বড় মূল্যবান শিক্ষা লাভ হয়। আর তা এই যে, প্রতিটি মানুষের উচিত সে যত কঠিন পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হোক, সর্বদা ঘটনার ইতিবাচক দিকের প্রতি নজর রাখবে এবং সেজন্য আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করবে।

وَالْاَرْضِ ۟ اَنْتَ وَلِیّٖ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَۃِ ۚ
تَوَفَّنِیْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ ﴿۱۰۱﴾

স্রষ্টা! দুনিয়া ও আখেরাতে তুমিই আমার অভিভাবক। তুমি দুনিয়া থেকে আমাকে এমন অবস্থায় তুলে নিও, যখন আমি থাকি তোমার অনুগত। আর আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করো।

ذٰلِکَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْهِ اِلَیْکَ ۚ وَمَا کُنْتَ
لَدَیْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْۤا اَمْرَهُمْ وَهُمْ یَمْکُرُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

১০২. (হে নবী!) এসব ঘটনা গায়েবের সংবাদরাজির একটা অংশ, যা ওহীর মাধ্যমে আমি তোমাকে জানাচ্ছি।[৬৫] তুমি সেই সময় তাদের (অর্থাৎ ইউসুফের ভাইদের) কাছে উপস্থিত ছিলে না, যখন তারা ষড়যন্ত্র করে নিজেদের সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলেছিল (যে, তারা ইউসুফকে কুয়ায় ফেলে দেবে)।

وَمَاۤ اَکْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۰۳﴾

১০৩. এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক ঈমান আনার নয়, তাতে তোমার অন্তর যতই কামনা করুক না কেন।

وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا

১০৪. অথচ এর বিনিময়ে (অর্থাৎ প্রচার কার্যের বিনিময়ে) তুমি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাও না। এটা তো

---

৬৫. সূরার শুরুতে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্বলিত এ সূরা নাযিল করেছিলেন কাফেরদের একটা প্রশ্নের উত্তরে। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিল, বনী ইসরাঈল মিসরে এসে বসবাস করেছিল কী কারণে? তারা নিশ্চিত ছিল, বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের এ অধ্যায় সম্পর্কে তাঁর কিছু জানা নেই। এমন কোনও মাধ্যমও নেই, যা দ্বারা এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব। তাই তাদের ধারণা ছিল, তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে যাবেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে ব্যর্থ হতে দিলেন না। তিনি সে ঘটনা বর্ণনার জন্য এই পূর্ণ সূরাটিই নাযিল করে দিলেন। সূরার শেষে এখন ফলাফল বের করা হচ্ছে যে, যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ঘটনা জানার মত কোন মাধ্যম ছিল না, তাই এর দাবী ছিল যারা তাকে এ প্রশ্নটি করেছিল, তারা তাঁর মুখে ঘটনার এরূপ বিশদ বিবরণ শোনার পর তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের উপর অবশ্যই ঈমান আনবে। কিন্তু সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার পর তা গ্রহণ করে নেওয়া যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং এসব প্রশ্ন কেবলই হঠকারিতা ও জেদের বশবর্তীতেই তারা করত, তাই সামনের আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন চোখে দেখা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনবে না।

ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾

নিখিল বিশ্বের সকলের জন্য এক উপদেশ-বার্তা।

[১১]

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন রয়েছে, যার উপর দিয়ে তাদের বিচরণ হয়, কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই এমন যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখলেও তা এভাবে যে, তাঁর সঙ্গে শরীক করে।

اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. তবে কি তারা এ বিষয়ের একটুও ভয় রাখে না যে, তাদের উপর আল্লাহর আযাবের কোন মুসিবত এসে পড়বে অথবা সহসা তাদের উপর তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামত আপতিত হবে?

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۭ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. (হে নবী!) বলে দাও, এই আমার পথ, আমিও পরিপূর্ণ উপলব্ধির সাথে আল্লাহর দিকে ডাকি এবং যারা আমার অনুসরণ করে তারাও। আল্লাহ (সব রকম) শিরক থেকে পবিত্র। যারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ۭ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. আমি তোমার আগে যত রাসূল পাঠিয়েছি, তারা সকলে বিভিন্ন জনপদে বসবাসকারী মানুষই ছিল, যাদের প্রতি আমি ওহী নাযিল করতাম[৬৬] তারা কি পৃথিবীতে বিচরণ করে দেখেনি তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণাম কী হয়েছে? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আখেরাতের নিবাস কতই না শ্রেয়! তবুও কি তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে না?

---

৬৬. এটা কাফেরদের একটা প্রশ্নের উত্তর। তারা বলত, আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে কোন ফেরেশতাকে কেন রাসূল বানিয়ে পাঠালেন না?

حَتّٰۤی اِذَا اسۡتَیۡـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوۡۤا اَنَّهُمۡ قَدۡ كُذِبُوۡا جَآءَهُمۡ نَصۡرُنَا ۙ فَنُجِّیَ مَنۡ نَّشَآءُ ؕ وَلَا یُرَدُّ بَاۡسُنَا عَنِ الۡقَوۡمِ الۡمُجۡرِمِیۡنَ ﴿۱۱۰﴾

১১০. (পূর্ববর্তী নবীদের ক্ষেত্রেও এমনই হয়েছিল যে, তাদের সম্প্রদায়ের উপর আযাব আসতে কিছুটা সময় লেগেছিল) পরিশেষে যখন নবীগণ মানুষের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল এবং কাফেরগণ মনে করতে লাগল তাদেরকে মিথ্যা হুমকি দেওয়া হয়েছিল, তখন নবীদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছল[৬৭] (অর্থাৎ কাফেরদের উপর আযাব আসে) এবং আমি যাকে ইচ্ছা করেছিলাম তাকে রক্ষা করলাম। অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি টলানো যায় না।

لَقَدۡ كَانَ فِیۡ قَصَصِهِمۡ عِبۡرَۃٌ لِّاُولِی الۡاَلۡبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِیۡثًا یُّفۡتَرٰی وَلٰكِنۡ تَصۡدِیۡقَ الَّذِیۡ بَیۡنَ یَدَیۡهِ وَتَفۡصِیۡلَ كُلِّ شَیۡءٍ وَّهُدًی وَّرَحۡمَۃً لِّقَوۡمٍ یُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۱۱﴾

১১১. নিশ্চয়ই তাদের ঘটনায় বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের উপাদান আছে। এটা এমন কোনও বাণী নয়, যা মিছামিছি গড়ে নেওয়া হয়েছে। বরং এটা এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক, সবকিছুর বিশদ বিবরণ[৬৮] এবং যারা ঈমান আনে তাদের জন্য হিদায়াত ও রহমতের উপকরণ।

---

৬৭. আয়াতের এ তরজমা করা হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও অন্যান্য তাবেয়ীদের থেকে বর্ণিত তাফসীর অনুযায়ী। আল্লামা আলূসী (রহ.) দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে আয়াতের আরও বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অন্যান্য মুফাসসিরগণ সেগুলোও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তরজমা যে তাফসীরের ভিত্তিতে করা হয়েছে, সর্ববিচারে সেটিই বেশি নিখুঁত বলে মনে হয়। বোঝানো হচ্ছে যে, পূর্ববর্তী নবীগণের আমলেও ঘটনা একই রকম ঘটেছে। যখন কাফেরদেরকে প্রদত্ত অবকাশকাল দীর্ঘ হয়ে গেছে এবং এর ভেতর তাদের উপর কোন আযাব আসেনি, তখন একদিকে নবীগণ তাদের ঈমানের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছেন এবং অন্যদিকে কাফেরগণ মনে করে বসেছে নবীগণ তাদেরকে আল্লাহ তাআলার আযাবের যে হুমকি দিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল (নাউযুবিল্লাহ)। অবস্থা যখন এ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তখন সহসা নবীগণের কাছে আল্লাহ তাআলার সাহায্য এসে পৌঁছে এবং অবিশ্বাসীদের উপর আযাব নাযিল হয় আর এভাবে তাঁদের কথা সত্যে পরিণত হয়।

৬৮. কুরআন মাজীদ এক দিকে তো বলছে, সে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সমর্থন করেছে। কেননা পূর্ববর্তী

কিতাবসমূহেও এ ঘটনা সমষ্টিগতভাবে এ রকমই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে "সবকিছুর বিশদ বিবরণ" বলে সম্ভবত ইশারা করেছে যে, এ ঘটনার বর্ণনায় পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে কিছুটা হেরফের হয়ে গিয়েছিল। কুরআন মাজীদ সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং বাইবেলের 'আদিপুস্তক'-এ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা পড়লে তার বর্ণনা কোন কোন ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদের বর্ণনা থেকে ভিন্ন রকম পরিলক্ষিত হয়। খুব সম্ভব সে দিকেই ইশারা করা হয়েছে যে, সেসব ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদ প্রকৃত বর্ণনা দান করেছে।

আল-হামদু লিল্লাহ! সূরা ইউসুফের তরজমা ও টীকার কাজ আজ ২০ জুমাদাল উখরা ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ১৭ জুলাই ২০০৬ খৃ. রোজ সোমবার ইশার পর করাচীতে শেষ হল। (অনুবাদ শেষ হল আজ মঙ্গলবার ৪ জুমাদাল উলা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২০ এপ্রিল ২০১০ খৃ.) আল্লাহ তাআলা এই অধমের (এবং অনুবাদকেরও) খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাসমূহের কাজও নিজ মর্জি অনুযায়ী শেষ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

১৩

সূরা রা'দ

সূরা রা'দ পরিচিতি

এ সূরাটিও হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এর মূল আলোচ্য বিষয়ও আকাঈদ অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে সপ্রমাণ করা এবং এর উপর আরোপিত প্রশ্নাবলীর উত্তর দেওয়া। পূর্ববর্তী সূরা অর্থাৎ সূরা ইউসুফের শেষ দিকে ১০৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছিলেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ ও তার অপার শক্তি সম্পর্কে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন বিরাজ করছে। কিন্তু কাফেরগণ সে দিকে লক্ষ্য না করে বরং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। এবার এ সূরায় সেসব নিদর্শনের কিছুটা বিশদ বিবরণ পেশ করা হচ্ছে, যেগুলো ডেকে ডেকে বলছে, যেই মহা শক্তিমান সত্তা বিশ্ব জগতের এই বিস্ময়কর নিয়ম-শৃঙ্খলা চালু করেছেন, তাঁর নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কোন সাহায্যকারী ও শরীকের প্রয়োজন নেই।

ন্যায়নিষ্ঠতার সাথে চিন্তা করলে দেখা যাবে জগতের প্রতিটি বিন্দুকণা আল্লাহ তাআলার তাওহীদের সাক্ষ্য দেয় এবং একথারও সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তাআলা এ বিশ্ব-জগত ও এর নিখুঁত-নিপুণ ব্যবস্থাপনা অহেতুক অস্তিত্বে আনেননি। নিশ্চয়ই এর বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে। আর সে উদ্দেশ্য এই যে, এই পার্থিব জীবনে কৃত প্রতিটি কাজের একদিন হিসাব হবে এবং সে দিন ভালো কাজের জন্য পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে। এর দ্বারা আপনা-আপনিই আখেরাতের আকীদা সপ্রমাণ হয়ে যায়।

অতঃপর কোন কাজ ভালো এবং কোনটি মন্দ তা নিরূপণ করার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সুস্পষ্ট হেদায়াত ও পথনির্দেশ প্রয়োজন। নবীগণ হচ্ছেন সেই হেদায়াত লাভের মাধ্যম। তারা ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকাম জেনে নিয়ে তা মানুষের কাছে পৌঁছান। সুতরাং এর দ্বারা রিসালাতের আকীদা প্রমাণ হয়ে যায়। এ সূরায় সৃষ্টিজগতের যেসব নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে বজ্র ও বিজলী। এ সূরার ১৩ নং আয়াতে তার উল্লেখ রয়েছে। আরবীতে বজ্রকে রা'দ (رعد) বলে। সে হিসেবেই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে 'রা'দ'।

১৩ – সূরা রা'দ – ৯৬

سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَدَنِيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ৪৩; রুকূ ৬

اٰيَاتُهَا ٤٣ رُكُوْعَاتُهَا ٦

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ۭ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ①

১. আলিফ-লাফ-মীম-রা।[১] এগুলো (আল্লাহর) কিতাবের আয়াত, (হে নবী!) তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা-কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা সত্য কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনছে না।

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۭ

২. তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলীকে উঁচুতে স্থাপন করেছেন এমন স্তম্ভ ছাড়া, যা তোমরা দেখতে পাবে।[২] অতঃপর তিনি আরশে 'ইসতিওয়া' গ্রহণ করেন।[৩] এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন।[৪] প্রতিটি বস্তু এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনিই যাবতীয়

---

১. সূরা বাকারার শুরুতে বলা হয়েছে যে, এগুলোকে 'আল-হুরূফুল মুকাত্তা'আত' বলে। এর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না।

২. অর্থাৎ, আকাশমণ্ডলী তোদের চোখে দেখার মত কোন স্তম্ভের উপর স্থাপিত নয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার শক্তিরই সহায়তায় তা দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। আয়াতের এ ব্যাখ্যা হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে (রূহুল মাআনী, ১৩ খণ্ড, ১১০ পৃষ্ঠা)।

৩. 'ইসতিওয়া' (استواء) -এর আভিধানিক অর্থ সোজা হওয়া, আয়ত্তাধীন করা ও আসীন হওয়া। আল্লাহ তাআলা কোনও সৃষ্টির মত নয়। তাই তাঁর 'ইসতিওয়া'-ও সৃষ্টির মত হতে পারে না। এর প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। তাই আমরা শব্দটির তরজমা না করে হুবহু শব্দ রেখে দিয়েছি। কেননা আমাদের জন্য এতটুকু ঈমানই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা আরশে তাঁর শান মোতাবেক 'ইসতিওয়া' গ্রহণ করেছেন। এর বেশি তত্ত্বানুসন্ধানের পেছনে পড়ার কোনও দরকার নেই। আমাদের সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা তা আয়ত্ত করাও সম্ভব নয়।

৪. ইশারা করা হয়েছে যে, এই চাঁদ-সুরুজ উদ্দেশ্যবিহীনভাবে পরিভ্রমণ করছে না। এদের উপর বিশেষ কাজ ন্যস্ত আছে, যা এরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে অবিরত পালন করে যাচ্ছে। এদের সময়সূচির ভেতর এক মুহূর্তের জন্যও কোন ব্যত্যয় ঘটে না। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এদের উপর সারা জাহানের সেবা ন্যস্ত রয়েছে। কাজেই একজন বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের চিন্তা করা উচিত এত বিশালাকার সৃষ্টি তার সেবায় কেন নিয়োজিত

كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۝

বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনিই এসব নিদর্শন সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার যে, (একদিন) তোমাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হতে হবে।[৫]

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

৩. তিনিই সেই সত্তা, যিনি পৃথবীকে বিস্তৃত করেছেন, তাতে পাহাড় ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রত্যেক প্রকার ফল জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।[৬] তিনি দিনকে রাতের চাদরে আবৃত করেন। নিশ্চয়ই এসব বিষয়ের মধ্যে সেই সকল লোকের জন্য নিদর্শন আছে, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ

৪. আর পৃথিবীতে আছে বিভিন্ন ভূখণ্ড, যা পাশাপাশি অবস্থিত।[৭] আর আছে

রয়েছে? যদি তার নিজের উপর কোন বড় কাজ ন্যস্ত না থাকে, তবে চাঁদ-সুরুজের মত এত বড় সৃষ্টির কি ঠেকা পড়ল যে, তারা স্বতন্ত্রভাবে মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকবে?

৫. অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের অন্তরে আখেরাতের ইয়াকীন সৃষ্টি করে নাও। আর তার পদ্ধতি এই যে, তোমরা গভীরভাবে চিন্তা কর, যেই সত্তা এই মহা বিস্ময়কর জগত সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষের মৃত্যুর পর তাকে পুনরায় জীবিত করতে কেন সক্ষম হবেন না? সেটা কি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি অপেক্ষা সহজ কাজ নয়? তাছাড়া তিনি অত্যন্ত হিকমতওয়ালা ও ন্যায়বিচারক। তাঁর হিকমত ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য করলে এটা হতেই পারে না যে, তিনি ভালো ও মন্দ এবং জালেম ও মজলুম উভয়ের সাথে একই রকম আচরণ করবেন। তিনি যদি এই দুনিয়ার পর এমন কোনও জগত সৃষ্টি না করে থাকেন, যেখানে ভালো লোকদেরকে তাদের ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ লোকদেরকে তাদের মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে, তবে ভালো-মন্দের মধ্যে তো তার আচরণে কোনও পার্থক্য থাকে না। সুতরাং প্রমাণ হয় যে, আখেরাত অবশ্যই আছে।

৬. কুরআন মাজীদের এ বর্ণনা দ্বারা বোঝা যাচ্ছে উদ্ভিদের ভেতরও স্ত্রী-পুরুষের যুগল আছে। এক কালে এ তথ্য মানুষের জানা ছিল না যে, স্ত্রী-পুরুষের এই যুগলীয় ব্যবস্থা প্রত্যেক গুল্ম ও বৃক্ষের মধ্যেও কার্যকর। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের সামনে এ রহস্য উন্মোচিত করেছে।

৭. অর্থাৎ, সংলগ্ন ও পাশাপাশি হওয়া সত্ত্বেও গুণ ও বৈশিষ্ট্যে প্রত্যেক ভূখণ্ড অন্যটি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। দেখা যায়, জমির একটি অংশ উর্বর ও চাষাবাদের উপযোগী, কিন্তু অপর একটি অংশ তার একেবারে সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও চাষাবাদযোগ্য নয়। এক জমি থেকে মিষ্টি পানি বের হয়, অথচ পাশাপাশি হওয়া সত্ত্বেও অন্য জমি থেকে বের হয় লোনা পানি। এমনিভাবে দেখা যায়, পাশাপাশি অবস্থিত দুই জমির একটি নরম, কিন্তু অন্যটি প্রস্তরময়।

وَّ زَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

আঙ্গুরের বাগান ও খেজুর গাছ, যার মধ্যে কতক একাধিক কাণ্ডবিশিষ্ট এবং কতক এক কাণ্ডবিশিষ্ট। সব একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়। আমি স্বাদে তার কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি।[৮] নিশ্চয়ই এসব বিষয়ের মধ্যে সেই সকল লোকের জন্য নিদর্শন আছে, যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۬ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

৫. (ওই কাফেরদের উপর) যদি তুমি বিস্মিত হও, তবে তাদের এ উক্তি (বাস্তবিকই) বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আমরা মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি সত্যি সত্যিই নতুনভাবে জীবন লাভ করব?[৯] এরাই তারা, যারা নিজেদের প্রতিপালক (এর শক্তি)কে অস্বীকার করে এবং এরাই তারা, যাদের গলদেশে লাগানো রয়েছে বেড়ি।[১০] তারা জাহান্নামবাসী, যাতে তারা সর্বদা থাকবে।

---

৮. অর্থাৎ, কোন গাছে বেশি ফল ধরে কোন গাছে কম এবং কোন গাছের ফল বেশি স্বাদ এবং কোন গাছের ফল ততটা স্বাদের নয়।

৯. অর্থাৎ, মৃতদেরকে জীবন দান করা আল্লাহ তাআলার পক্ষে আশ্চর্যের কোন বিষয় নয়। কেননা যেই সত্তা এই মহা বিশ্বকে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করতে পারেন, তার জন্য মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা কঠিন কিসের? বরং বিস্ময়ের ব্যাপার তো এই যে, এসব কাফের চোখের সামনে আল্লাহ তাআলার অপার ক্ষমতার অসংখ্য নিদর্শন দেখতে পাচ্ছে, তা সত্ত্বেও তারা পুনর্বার সৃষ্টি করাকে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার বাইরে মনে করে।

১০. কারও গলায় বেড়ি পরানো থাকলে তার পক্ষে ডানে-বামে ফিরে তাকানো সম্ভব হয় না। ঠিক সে রকমই এসব কাফের সত্য দর্শন ও সত্যের প্রতি ধ্যান-মন দেওয়ার তাওফীক থেকে বঞ্চিত (রূহুল মাআনী)। তাছাড়া গলায় বেড়ি থাকা মূলত দাসত্বের আলামত। ইসলাম-পূর্ব সমাজে দাসদের প্রতি এ রকম আচরণ করা হত যে, তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে রাখা হত। সুতরাং আয়াতের ইশারা এদিকেও হতে পারে যে, ওই সব কাফেরের গলদেশে খেয়াল-খুশী ও ইন্দ্রিয়পরবশতা এবং শয়তানের দাসত্বের বেড়ি পরানো রয়েছে। এ কারণেই তারা নিরপেক্ষভাবে কোন কিছু চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা রাখে না। উপর্যুক্ত তাফসীর একদল মুফাসসিরের। অর্থাৎ, তাদের মতে এ বেড়ির সম্পর্ক দুনিয়ার জীবনের সাথে। অপর একদল মুফাসসিরের মতে এ বাক্যের অর্থ হল, আখেরাতে তাদের গলায় বেড়ি লাগিয়ে দেওয়া হবে।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ؕ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

৬. তারা ভালো অবস্থার (কাল শেষ হওয়ার) আগে মন্দ অবস্থার জন্য তাড়াহুড়া করছে।[১১] অথচ তাদের পূর্বে এরূপ শাস্তির ঘটনা গত হয়েছে, যা মানুষকে লাঞ্ছিত করে ছেড়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও তাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক ক্ষমাপ্রবণ এবং এটাও সত্য যে, তার শাস্তি বড় কঠিন।[১২]

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

৭. যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা বলে, আচ্ছা! তার উপর (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর) তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোন মুজিযা কেন অবতীর্ণ করা হল না?[১৩] (হে নবী!) প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তুমি তো কেবল বিপদ সম্পর্কে সতর্ককারী। প্রত্যেক জাতির জন্যই হিদায়াতের পথ দেখানোর কেউ না কেউ ছিল।

---

১১. মক্কার কাফেরগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাবী জানাত যে, আপনার কথা অনুযায়ী আমাদের দ্বীন যদি ভ্রান্ত হয়, তবে আল্লাহ তাআলাকে বলুন, তিনি যেন আমাদের উপর আযাব নাযিল করেন। এ আয়াতে তাদের সেই বেহুদা দাবীর প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

১২. অর্থাৎ, মানুষের দ্বারা তাদের অজ্ঞাতসারে যেসব ছোট ছোট গুনাহ হয়ে যায় কিংবা বড় গুনাহই হয়ে গেলেও তারপর সে তাওবা করে নেয়, আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় তা ক্ষমা করে দেন। সীমালংঘন দ্বারা এসব গুনাহ বোঝানো হয়েছে। কিন্তু কুফর, শিরক এবং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে জেদ ও হঠকারিতাপূর্ণ আচরণের ব্যাপারটা এমন যে, এর জন্য আল্লাহ তাআলার আযাব অতি কঠিন। কাজেই আল্লাহ তাআলা অতি ক্ষমাশীল– একথা চিন্তা করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া উচিত নয়। ভাবা উচিত নয় যে, তিনি ঢালাওভাবে সব গুনাহই অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন।

১৩. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বহু মুজিযাই দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মক্কার কাফেরগণ তাঁর কাছে নিত্য-নতুন মুজিযার দাবী জানাত। তাদের কোন দাবী পূরণ না হলে তখন তারা যে মন্তব্য করত, এ আয়াতে সেটাই বর্ণিত হয়েছে। তাদের মন্তব্যের জবাবে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নবী। তিনি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে কোন মুজিযা দেখাতে পারেন না। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাতির কাছেই এরূপ নবী পাঠিয়েছেন। তাদের সকলের অবস্থা এ রকমই ছিল।

[১]

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ
الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ وَكُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهٗ
بِمِقْدَارٍ ﴿۸﴾

৮. প্রত্যেক নারী যে গর্ভ ধারণ করে আল্লাহ তা জানেন এবং মাতৃগর্ভে যা কমে ও বাড়ে তাও[১৪] এবং তার নিকট প্রত্যেক জিনিসের এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ﴿۹﴾

৯. তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সব কিছুই জানেন। তাঁর সত্তা অনেক বড়, তাঁর মর্যাদা অতি উচ্চ।

سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ
وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ﴿۱۰﴾

১০. তোমাদের মধ্যে কেউ চুপিসারে কথা বলুক বা উচ্চস্বরে, কেউ রাতের বেলা আত্মগোপন করুক বা দিনের বেলা চলাফেরা করুক, তারা সকলে (আল্লাহর জ্ঞানে) সমান।

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ
يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ
مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَاۤ اَرَادَ

১১. প্রত্যেকের সামনে পিছনে এমন প্রহরী (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে, যারা আল্লাহর নির্দেশে পালাক্রমে তার হেফাজত করে।[১৫] নিশ্চিত জেন, আল্লাহ কোনও জাতির অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।[১৬] আল্লাহ যখন কোন জাতির

---

১৪. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা জানেন কোন মায়ের পেটে কি রকম বাচ্চা আছে এবং মাতৃগর্ভে ভ্রূণ বাড়ছে না কমছে।

১৫. 'প্রহরী' দ্বারা ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির হেফাজতের জন্য কিছু ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিয়েছেন। তারা পালাক্রমে এ দায়িত্ব পালন করে থাকে। কুরআন মাজীদে এর জন্য مُعَقِّبٰتٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ 'পালাক্রমে আগমনকারী'। বুখারী শরীফের এক হাদীসে এর ব্যাখ্যা এ রকম এসেছে যে, ফেরেশতাদের একটি দলকে দিনের বেলা মানুষের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং অপর একটি দল রাতের বেলা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। আবু দাউদের এক বর্ণনায় হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এসব ফেরেশতা বিভিন্ন রকমের বিপদাপদ থেকে মানুষকে হেফাজত করে। অবশ্য কাউকে যদি কোন মুসিবতে ফেলা আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে ফেরেশতাগণ তার থেকে দূরে সরে যায় (বিস্তারিত দ্র. মাআরিফুল কুরআন)।

১৬. মানুষের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ফেরেশতা নিয়োজিত আছে বলে কারও এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারত যে, আল্লাহ তাআলা যখন হেফাজতের এই ব্যবস্থা করে রেখেছেন, তখন আর

اللّٰهُ بِقَوۡمٍ سُوۡٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ وَّالٍ ﴿۱۱﴾

উপর কোন বিপদ আনার ইচ্ছা করেন, তখন তা রদ করা সম্ভব নয়। আর তিনি ছাড়া তাদের কোন রক্ষাকর্তা থাকতে পারে না।

هُوَ الَّذِیۡ یُرِیۡكُمُ الۡبَرۡقَ خَوۡفًا وَّطَمَعًا وَّیُنۡشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿ۚ۱۲﴾

১২. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে বিজলীর চমক দেখান, যা দ্বারা তোমাদের (বজ্রপাতের) ভীতি দেখা দেয় এবং (বৃষ্টির) আশাও সঞ্চার হয় এবং তিনিই পানিবাহী মেঘ সৃষ্টি করেন।

وَیُسَبِّحُ الرَّعۡدُ بِحَمۡدِهٖ وَالۡمَلٰٓئِكَةُ مِنۡ خِیۡفَتِهٖ ۚ وَیُرۡسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیۡبُ بِهَا مَنۡ یَّشَآءُ وَهُمۡ یُجَادِلُوۡنَ فِی اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِیۡدُ الۡمِحَالِ ﴿ؕ۱۳﴾

১৩. বজ্র তাঁরই তাসবীহ ও হামদ জ্ঞাপন করে[১৭] এবং তাঁর ভয়ে ফেরেশতাগণও (তাসবীহরত রয়েছে)। তিনিই গর্জমান বিজলী পাঠান তারপর যার উপর ইচ্ছা তাকে বিপদরূপে পতিত করেন। আর তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) অবস্থা এই যে, তারা আল্লাহ সম্বন্ধেই তর্ক-বিতর্ক করছে, অথচ তাঁর শক্তি অতি প্রচণ্ড।

এ নিয়ে মানুষের চিন্তা করার কোন দরকার নেই। সে নিশ্চিন্তে সব কাজ করতে পারে। এমনকি গুনাহ ও সওয়াবেরও বিচার করার প্রয়োজন নেই। কেননা ফেরেশতারাই সকল ক্ষেত্রে রক্ষা করবে। আয়াতের এ অংশে সেই ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এমনিতে আল্লাহ তাআলা কোন জাতির ভালো অবস্থাকে মন্দ অবস্থা দ্বারা বদলে দেন না, কিন্তু তারা নিজেরাই যখন নাফরমানী করতে বদ্ধপরিকর হয়ে যায় এবং নিজেদের আমল-আখলাক পরিবর্তন করে ফেলে তখন তাদের উপর আল্লাহ তাআলার আযাব এসে যায়। সে আযাব আর কেউ রদ করতে পারে না। সুতরাং যে সকল ফেরেশতা হেফাজতের কাজে নিয়োজিত আছে, এরূপ ক্ষেত্রে তারাও কোন কাজে আসে না।

১৭. 'বজ্র কর্তৃক 'তাসবীহ ও হামদ' জ্ঞাপনের বিষয়টা প্রকৃত অর্থেও হতে পারে। সূরা বনী ইসরাঈলে সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা নিজ-নিজ পন্থায় আল্লাহ তাআলার হামদ ও তাসবীহ আদায় করে, কিন্তু মানুষ তাদের তাসবীহ বোঝে না (১৭ ঃ ৪৪)। আবার এর এরূপ ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, যে ব্যক্তিই মেঘের গর্জন, চমক এবং এর কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে চিন্তা করবে সে দুনিয়ার দিকে দিকে পানি পৌঁছানোর এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা দেখে মহান স্রষ্টা ও মালিকের প্রশংসা আদায় না করে থাকতে পারবে না। সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠবে, কত মহান ও পবিত্র সেই সত্তা, যিনি এ সুনিপুণ ব্যবস্থা চালু করেছেন। তাছাড়া সে এ চিন্তার ফলে অবশ্যই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছবে যে, যে সত্তা এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা চালু করেছেন, তিনি সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তার নিজ প্রভুত্বের জন্য কোন শরীক বা সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই। আর 'তাসবীহ'-এর অর্থ এটাই।

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ⑭

১৪. তিনিই সেই সত্তা, যার কাছে দু'আ করা সঠিক। তারা তাকে ছেড়ে যাদেরকে (অর্থাৎ যেই দেব-দেবীদেরকে) ডাকে তারা তাদের দু'আর কোনও জবাব দেয় না। তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে পানির দিকে দু'হাত বাড়িয়ে আশা করে তা আপনিই তার মুখে পৌঁছে যাবে, অথচ তা কখনও নিজে-নিজে তার মুখে পৌঁছতে পারে না। আর (দেব-দেবীদের কাছে) কাফেরদের দু'আ করার ফল এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তা শুধু বৃথাই যাবে।

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۩ ⑮

১৫. আর আল্লাহকেই সিজদা করে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি, কেউ তো স্বেচ্ছায় এবং কেউ বাধ্য হয়ে।[১৮] তাদের ছায়াও সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর সামনে সিজদায় লুটায়।

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ

১৬. (হে নবী! কাফেরদেরকে) বল, কে তিনি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালন করেন? বল, আল্লাহ! বল, তবুও তোমরা তাঁকে ছেড়ে এমন সব অভিভাবক গ্রহণ করলে, যাদের খোদ নিজেদেরও কোন উপকার সাধনের ক্ষমতা নেই এবং অপকার সাধনেরও না? বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? অথবা অন্ধকার ও আলো কি

---

১৮. এস্থলে সিজদা করা দ্বারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশের সামনে আনুগত্য প্রকাশ বোঝানো হয়েছে। মুমিন তো স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে তাঁর হুকুম শিরোধার্য করে এবং তার প্রতিটি ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে। আর কাফের আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগত ফায়সালা মানতে বাধ্য। কাজেই তারা চাক বা না-চাক সৃষ্টিজগতে আল্লাহ তাআলা যা-কিছু ফায়সালা করেন তার সামনে তাদের মাথা নোয়ানো ছাড়া কোন উপায় নেই। উল্লেখ্য, এটি সিজদার আয়াত। এটি তিলাওয়াত করলে বা শুনলে সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑯

একই রকম হতে পারে? না-কি তারা আল্লাহর এমন সব শরীক সাব্যস্ত করেছে, যারা আল্লাহ যেমন সৃষ্টি করেন সে রকম কিছু সৃষ্টি করেছে,[১৯] ফলে তাদের কাছে উভয়ের সৃষ্টিকার্য একই রকম মনে হচ্ছে? (কেউ যদি এ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে থাকে, তবে তাকে) বলে দাও, কেবল আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি একাই এমন যে, তাঁর ক্ষমতা সবকিছুতে ব্যাপ্ত।

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ؕ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۬ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ⑰

১৭. তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, ফলে নদীনালা আপন-আপন সামর্থ্য অনুযায়ী প্লাবিত হয়েছে, তারপর পানির ধারা স্ফীত ফেনাসমূহ উপরিভাগে তুলে এনেছে। এ রকমের ফেনা সেই সময়ও ওঠে, যখন লোকে অলংকার বা পাত্র তৈরির উদ্দেশ্যে আগুনে ধাতু উত্তপ্ত করে। আল্লাহ এভাবেই সত্য ও মিথ্যার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যে, (উভয় প্রকারে) যা ফেনা, তা তো বাইরে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়

---

১৯. আরবের মুশরিকরা যেসব দেবতাদেরকে মাবুদ মনে করত ও তাদের পূজা-অর্চনা করত, তাদের সম্পর্কে তারা সাধারণভাবে একথা স্বীকার করত যে, জগত সৃজনে তাদের কোনও অংশীদারিত্ব নেই। বরং সারা জাহান আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। তবে তাদের বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রভুত্বের বহু ক্ষমতা তাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। তাই তাদেরও উপাসনা করা উচিত, যাতে তারা তাদের সে ক্ষমতা আমাদের অনুকূলে ব্যবহার করে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের পক্ষে সুপারিশও করে। এ আয়াতে প্রথমত বলে দেওয়া হয়েছে, এসব মনগড়া দেবতা খোদ নিজেদেরও কোনও উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না। কাজেই সে অন্যদের উপকার-অপকার করবে কি করে? তারপর বলা হয়েছে, এসব দেবতা যদি আল্লাহ তাআলার মত কোন কিছু সৃষ্টি করে থাকত, তবে না হয় তাদেরকে আল্লাহ তাআলার শরীক সাব্যস্ত করার কোন যুক্তি থাকত, কিন্তু না তারা বাস্তবে কোনও কিছু সৃষ্টি করেছে আর না আরববাসী এরূপ আকীদা পোষণ করত। এহেন অবস্থায় তাদেরকে আল্লাহ তাআলার শরীক সাব্যস্ত করে তাদের ইবাদত-উপাসনা করার কী বৈধতা থাকতে পারে?

আর যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়।[২০] এ রকমেরই দৃষ্টান্ত আল্লাহ বর্ণনা করে থাকেন।

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ؕ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَا فْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۸﴾

১৮. মঙ্গল তাদেরই জন্য, যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিয়েছে। আর যারা তার ডাকে সাড়া দেয়নি, তাদের কাছে যদি দুনিয়ার সমস্ত জিনিসও থাকে এবং তার সমপরিমাণ আরও, তবে তারা (কিয়ামতের দিন) নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থে তা সবই দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট রকমের হিসাব এবং তাদের ঠিকানা জাহান্নাম; তা বড় মন্দ ঠিকানা।

[২]

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۱۹﴾

১৯. যে ব্যক্তি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা সত্য, সে কি ওই ব্যক্তির মত হতে পারে, যে অন্ধ? বস্তুত উপদেশ কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা বোধ-বুদ্ধির অধিকারী।

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ﴿۲۰﴾

২০. (অর্থাৎ) সেই সকল লোক, যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং চুক্তির বিপরীত কাজ করে না।

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ﴿۲۱﴾

২১. এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তারা তা বজায় রাখে,[২১] নিজেদের প্রতিপালককে ভয়

---

২০. অর্থাৎ, বাতিল ও ভ্রান্ত মতাদর্শকে আপাতদৃষ্টিতে শক্তিশালী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ফেনার মত। তার ভেতর কোন উপকার নেই এবং ধ্বংসই তার পরিণতি। পক্ষান্তরে হক ও সত্য হল পানি ও অন্যান্য উপকারী বস্তুর মত। তার যেমন ফায়দা আছে, তেমনি তা স্থায়ীও বটে।

২১. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যে সকল সম্পর্ক রক্ষা করার আদেশ করেছেন তা রক্ষা করে এবং সে সম্পর্কজনিত কর্তব্যসমূহ পালন করে। আত্মীয়-স্বজনের অধিকারসমূহ যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি দ্বীনী সম্পর্কের কারণে যেসব অধিকার জন্ম নেয়, তাও। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যত নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনার হুকুম দিয়েছেন তারা তাদের প্রতি ঈমান আনে এবং যাদের আনুগত্য করার আদেশ করেছেন তাদের আনুগত্যও করে।

করে এবং হিসাবের অশুভ পরিণামকে ভয় করে।

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

২২. এবং তারা সেই সকল লোক, যারা নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন করেছে,[২২] নামায কায়েম করেছে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং তারা দুর্ব্যবহারকে প্রতিরোধ করে সদ্ব্যবহার দ্বারা।[২৩] প্রকৃত নিবাসে উৎকৃষ্ট পরিণাম তাদেরই জন্য।[২৪]

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

২৩. অর্থাৎ স্থায়ীভাবে অবস্থানের সেই উদ্যানসমূহ, যার ভেতর তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদাগণ, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার হবে, তারাও। আর (তাদের অভ্যর্থনার জন্য) ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে (আর বলতে থাকবে–)

---

২২. কুরআন মাজীদের পরিভাষায় 'সবর'-এর মর্ম অতি ব্যাপক। মানুষ আল্লাহ তাআলার হুকুমের সামনে যখন নিজ ইন্দ্রিয় চাহিদাকে সংযত করে রাখে, তখন সেটাই হয় সবর। যেমন নামাযের সময় যদি মনের চাহিদা হয় নামায না পড়া, তবে সেক্ষেত্রে মনের চাহিদাকে উপেক্ষা করে নামাযের রত হওয়াই সবর। কিংবা মনে যদি কোন গুনাহের প্রতি আগ্রহ দেখা দেয়, তবে সেই আগ্রহকে দমন করে সেই গুনাহ থেকে বিরত থাকাই হল সবর। এমনিভাবে কোনও কষ্টের সময় যদি মনের চাহিদা এই হয় যে, আল্লাহ তাআলার ফায়সালার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হোক এবং অনাবশ্যক হল্লা-চিল্লা করা হোক, তবে সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার ফায়সালায় সন্তুষ্ট থেকে ঐচ্ছিক উঁহু-আহা বন্ধ রাখাও সবর। এমনিভাবে সবর শব্দটি দ্বীনের যাবতীয় বিধানের অনুসরণকে শামিল করে। ২৪ নং আয়াতেও এ বিষয়টাই বোঝানো হয়েছে।

২৩. অর্থাৎ, মন্দ ব্যবহারের বিপরীতে ভালো ব্যবহার করে। কুরআন মাজীদ 'প্রতিরোধ' শব্দ ব্যবহার করে এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ভালো ব্যবহারের পরিণামও ভালো হয়। এর দ্বারা শেষ পর্যন্ত অন্যের দুর্ব্যবহারের কুফল খতম হয়ে যায়।

২৪. এ আয়াতের বাক্য– لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ -এর اَلدَّارُ শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'বাড়ি'। বহু মুফাসসিরের মতে এর দ্বারা আখেরাত বা পরজগত বোঝানো হয়েছে। 'দেশ' অর্থেও এ

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

২৪. তোমরা (দুনিয়ায়) যে সবর অবলম্বন করেছিলে, তার বদৌলতে এখন তোমাদের প্রতি কেবল শান্তিই বর্ষিত হবে এবং (তোমাদের) প্রকৃত নিবাসে এটা তোমাদের উৎকৃষ্ট পরিণাম।

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

২৫. (অপর দিকে) যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখার হুকুম দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনে অশান্তি বিস্তার করে, তাদের জন্য রয়েছে লানত এবং প্রকৃত নিবাসে নিকৃষ্ট পরিণাম তাদেরই জন্য।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

২৬. আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকীর্ণ করে দেন।[২৫] তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) পার্থিব জীবনেই মগ্ন, অথচ আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবন মামুলি পুঁজির বেশি কিছু নয়।

[৩]

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ

২৭. যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা বলে, তার প্রতি (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি)

শব্দটির বহুল ব্যবহার রয়েছে। এখানে 'আখেরাত' শব্দ ব্যবহার না করে এ শব্দটির ব্যবহার দ্বারা সম্ভবত ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষের আসল বাড়ি ও প্রকৃত নিবাস হল আখেরাত। কেননা দুনিয়ার জীবন তো এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে। মানুষ স্থায়ীভাবে যেখানে থাকবে, সেটা পরজগতই। এ কারণেই এস্থলে اَلدَّارُ -এর তরজমা করা হয়েছে 'প্রকৃত জীবন'। সামনে ২৪ ও ২৫ নং আয়াতেও এ বিষয়টা লক্ষ্য রাখা চাই।

২৫. পূর্বে বলা হয়েছিল, যারা সত্য দ্বীনকে অস্বীকার করে তাদের প্রতি আল্লাহর লানত। কারও খটকা লাগতে পারে আমরা তো দেখছি দুনিয়ায় তারা প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক হচ্ছে এবং বড় সুখের জীবন যাপন করছে! এ আয়াতে সেই খটকা দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দুনিয়ায় জীবিকার প্রাচুর্য বা তার সংকীর্ণতা আল্লাহ তাআলার কাছে মকবুল বা সমাদৃত হওয়া-না হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত নয়। এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার হিকমত অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা প্রচুর অর্থ-সম্পদ দেন এবং যাকে ইচ্ছা অর্থ সংকটে নিপতিত করেন। কাফেরগণ যদিও এখানকার সুখ-সাচ্ছন্দ্যে মগ্ন, কিন্তু আখেরাতের তুলনায় দিন কয়েকের এই পার্থিব সুখ-সাচ্ছন্দ্য যে নিতান্তই মূল্যহীন, সে খবর তাদের নেই।

رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۖۚ ﴿٢٧﴾

তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হল না কেন?[২৬] বলে দাও, আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন আর তিনি তাঁর পথে কেবল তাদেরকেই আনয়ন করেন, যারা তাঁর দিকে রুজু হয়।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ؕ ﴿٢٨﴾

২৮. এরা সেই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখ, কেবল আল্লাহর যিকিরই সেই জিনিস, যা দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ﴿٢٩﴾

২৯. (মোটকথা) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে মঙ্গলময়তা এবং উৎকৃষ্ট পরিণাম।

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ

৩০. (হে নবী! যেমন অন্য নবীগণকে পাঠানো হয়েছিল) তেমনি আমি তোমাকে এমন এক জাতির কাছে রাসূল

---

২৬. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বহু মুজিযা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মক্কার কাফেরগণ নিত্য-নতুন মুজিযা দাবী করত। কখনও তাদের কোনও দাবী পূরণ না করা হলেই এই কথা বলত যা এ আয়াতে বিবৃত হয়েছে। পূর্বে ৭নং আয়াতেও এটা গত হয়েছে। সামনে ৩১ নং আয়াতে এর জবাব আসছে। এখানে তাদের উক্তির জবাব না দিয়ে বলা হয়েছে, এসব দাবী তাদের গোমরাহীরই প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা যাকে চান গোমরাহীতে ফেলে রাখেন এবং হিদায়াত লাভ হয় কেবল তাদেরই, যারা আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু হয়ে হিদায়াত প্রার্থনা ও সত্যের সন্ধান করে। এরূপ লোক ঈমান আনার পর তার দাবী মত কাজ করে এবং আল্লাহ তাআলার যিকির ও স্মরণ দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে। ফলে কোনও রকমের সংশয়-সন্দেহ দ্বারা তারা যন্ত্রণাক্লিষ্ট হয় না। তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার প্রতি আত্মনিবেদিত থাকে। সব হালেই থাকে সন্তুষ্ট। অবস্থা ভালো হলে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করে আর যদি দুঃখ-কষ্ট দেখা দেয়, তবে সবর অবলম্বন করে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করে যেন তিনি তা দূর করে দেন। তারা এই ভেবে স্বস্তিবোধ করে যে, সে দুঃখ যতক্ষণ থাকবে, তা আল্লাহ তাআলার হিকমতেরই অধীনে থাকবে। কাজেই সে ব্যাপারে আমার কোনও অভিযোগ নেই। এভাবে কষ্টের অবস্থায়ও তার মানসিক স্বস্তি থাকে। এর দৃষ্টান্ত হল অপারেশন। যদি চিকিৎসার স্বার্থে কারও অপারেশনের দরকার হয়, তবে কষ্ট সত্ত্বেও সে এই ভেবে শান্তিবোধ করে যে, এ কাজটি তার স্বার্থের অনুকূল; এতে তার রোগ ভালো হওয়ার আশা আছে।

أُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ الَّذِیْۤ اَوْحَیْنَاۤ اِلَیْكَ وَهُمْ یَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ؕ قُلْ هُوَ رَبِّیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَیْهِ مَتَابِ ۝

বানিয়ে পাঠিয়েছি, যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, যাতে আমি তোমার প্রতি ওহীর মাধ্যমে যে কিতাব নাযিল করেছি তা পড়ে তাদেরকে শোনাও। অথচ তারা এমন এক সত্তার অকৃতজ্ঞতা করে যিনি সকলের প্রতি দয়াবান। বলে দাও, তিনি আমার প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করেছি এবং তাঁরই কাছে আমাকে ফিরে যেতে হবে।

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰی ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِیْعًا ؕ اَفَلَمْ یَایْـَٔسِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ لَّوْ یَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَی النَّاسَ جَمِیْعًا ؕ وَلَا یَزَالُ الَّذِیْنَ

৩১. যদি এমন কোনও কুরআনও নাযিল হত, যা দ্বারা পাহাড়কে আপন স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া যেত বা তার দ্বারা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত (ফলে তা থেকে নদী প্রবাহিত হত) কিংবা তার মাধ্যমে মৃতের সাথে কথা বলা সম্ভব হত (তবুও এরা ঈমান আনত না)।[২৭] প্রকৃতপক্ষে এসব কিছুই আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। তবুও কি মুমিনগণ একথা চিন্তা করে নিজেদের মনকে

---

২৭. মক্কার কাফেরগণ যে সকল মুজিযার ফরমায়েশ করত, এ আয়াতে সে রকম কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলত, মক্কা মুকাররমার আশপাশে যেসব পাহাড় আছে, সেগুলো সরিয়ে দাও এবং এখানকার ভূমি বিদারণ করে নদী প্রবাহিত করে দাও আর আমাদের মৃত বাপ-দাদাদেরকে জীবিত করে তাদের সাথে আমাদের কথা বলিয়ে দাও, তাহলে আমরা ঈমান আনব। এ আয়াতে বলা হয়েছে, কথার কথা যদি তাদের এসব বেহুদা দাবী পূরণ করাও হত, তবু তারা ঈমান আনার ছিল না। কেননা তারা তো সত্য সন্ধানের প্রেরণায় এসব ফরমায়েশ করছে না; বরং তারা কেবল তাদের জেদের বশবর্তীতেই এসব কথা বলছে।

সূরা বনী ইসরাঈলে (১৭ ঃ ৯০-৯৩) কাফেরদের এ রকমের আরও কিছু ফরমায়েশ উল্লেখ করা হয়েছে। এ সূরার ৫৯ নং আয়াতে ফরমায়েশী মুজিযা না দেখানোর কারণ বলা হয়েছে এই যে, কোনও সম্প্রদায়কে যদি তাদের বিশেষ ফরমায়েশী মুজিযা দেখানো হয় আর তা সত্ত্বেও তারা ঈমান না আনে তখন আযাব নাযিল করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। অতীতে আদ, ছামুদ প্রভৃতি জাতির বেলায় এ রকমই হয়েছে। আল্লাহ তাআলার জানা আছে, এসব ফরমায়েশী মুজিযা দেখার পরও তারা ঈমান আনবে না। আবার এখনই তাদেরকে ধ্বংস করার ইচ্ছাও আল্লাহ তাআলার নেই। এ কারণেও এ রকম মুজিযা দেখানো হয় না।

كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿٣١﴾

ভারমুক্ত করল না যে, আল্লাহ চাইলে সমস্ত মানুষকে (জোরপূর্বক) সৎপথে পরিচালিত করতেন?[২৮] যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের উপর তাদের কৃতকর্মের কারণে সর্বদা কোনও না কোনও গর্জমান বিপদ পতিত হতে থাকবে অথবা তা নিপতিত হতে থাকবে তাদের বসতির আশেপাশে কোথাও, যাবত না (একদিন) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এসে পূর্ণ হয়ে যায়।[২৯] নিশ্চিত জেন, আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

[৪]

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾

৩২. (হে নবী!) বস্তুত তোমার পূর্বের নবীগণকেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল এবং এরূপ কাফেরদেরকেও আমি অবকাশ দিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুকাল পর আমি তাদেরকে পাকড়াও করি। সুতরাং দেখে নাও কেমন ছিল আমার শাস্তি!

---

২৮. কখনও কখনও মুসলিমদের মনে হত তারা যেসব মুজিযা দাবী করছে, তা দেখানো হলে সম্ভবত তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। এ আয়াত মুসলিমদেরকে উপদেশ দিচ্ছে, তারা যেন এই ভাবনা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে ফেলে। বরং তাদের চিন্তা করা উচিত– আল্লাহ তাআলার তো এ ক্ষমতাও আছে যে, তাদের সকলকে জবরদস্তিমূলক ইসলামের ভেতর নিয়ে আসবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তা করছেন না। করছেন না এ কারণে যে, সেটা তার হিকমতের পরিপন্থী। কেননা দুনিয়া হল পরীক্ষার স্থান। এ পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য এটা দেখা যে, কে নিজ বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে ঈমান আনে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এ ক্ষেত্রে নিজ ক্ষমতার প্রয়োগ করেন না। হাঁ, তিনি এরূপ দলীল-প্রমাণ তুলে ধরেন, মানুষ যদি নিজ গোঁয়ার্তুমি ছেড়ে মুক্ত মনে সেগুলো চিন্তা করে, তবে সত্যে উপনীত হতে সময় লাগার কথা নয়। এসব দলীল-প্রমাণের পর কাফেরদের সব ফরমায়েশ পূরণ করার কোন দরকার পড়ে না।

২৯. কোন কোন মুসলিমের মনে অনেক সময় এই খেয়ালও জাগত যে, এরা যখন ঈমান আনার নয়, তখন এখনই কেন তাদের উপর আযাব আসছে না। এ আয়াতে তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, তাদের উপর ছোট-ছোট মুসিবত তো ইহকালেও একের পর এক নিপতিত হয়ে থাকে, যেমন কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, কখনও অন্য কোন বিপদ হানা দেয় আবার কখনও তাদের আশপাশের জনপদে এমন বিপর্যয় দেখা দেয়, যা দেখে তারাও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। তবে তাদের প্রকৃত শাস্তি কিয়ামতেই হবে, যা সংঘটিত করার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাআলার রয়েছে।

اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ ؕ قُلْ سَمُّوْهُمْ ؕ اَمْ تُنَبِّـُٔوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ؕ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

৩৩. আচ্ছা বল তো, একদিকে রয়েছেন সেই সত্তা, যিনি প্রত্যেকের প্রতিটি কাজ পর্যবেক্ষণ করেন আর অন্যদিকে তারা কি না আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছে?[৩০] বল, একটু তাদের (অর্থাৎ আল্লাহর শরীকদের) নাম বল তো। (যদি কোন নাম বল) তবে কি আল্লাহকে এমন কোন অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত করবে, যা সারা পৃথিবীর কোথাও আছে বলে তিনি জানেন না? না কি কেবল মুখেই এমন নাম বলবে আসলে যার কোন বাস্তবতা নেই?[৩১] প্রকৃতপক্ষে কাফেরদের কাছে তাদের ছলনামূলক আচরণ বড় চমৎকার মনে হয়। আর (এভাবে) তাদের হিদায়াতের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়ে গেছে। মূলত আল্লাহ যাকে বিভ্রান্তির ভেতর ফেলে রাখেন, সে এমন কাউকে পাবে না, যে তাকে সৎপথে আনয়ন করবে।[৩২]

---

৩০. ইমাম রাযী (রহ.) ও আল্লামা আলুসী (রহ.) 'হাল্লুল উকাদ' প্রণেতার বরাতে এ আয়াতের যে তাফসীর বর্ণনা করেছেন, তার ভিত্তিতেই এ তরজমা করা হয়েছে। সে তাফসীর অনুযায়ী مَنْ هُوَ قَائِمٌ হল উদ্দেশ্য (مُبْتَدَا) এবং এর বিধেয় (خَبْرٌ) হল مَوْجُوْدٌ যা এস্থলে উহ্য আছে। আর وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ হল অবস্থা জ্ঞাপক বাক্য। এ বান্দার দৃষ্টিতে বাক্যের অন্যান্য সম্ভাবনা অপেক্ষা এ বিশ্লেষণই বেশি উত্তম মনে হয়।

৩১. তারা তাদের মূর্তি ও দেবতাদের বহু নাম রেখে দিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলছেন, এসব নামের পেছনে বাস্তবে কিছু থাকলে সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার চেয়ে বেশি আর কে জানতে পারে? কিন্তু তাঁর জানামতে তো এ রকম কোন অস্তিত্ব নেই। তা সত্ত্বেও তোমরা যদি বাস্তব কোন অস্তিত্ব আছে বলে দাবী কর, তবে তার অর্থ দাঁড়াবে তোমরা আল্লাহ তাআলার চেয়েও বেশি জ্ঞানের দাবীদার; বরং তোমরা যেন বলতে চাও, যে অস্তিত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার কিছু জানা নেই, তোমরা তাকে সে সম্পর্কে জানাচ্ছ (নাউযুবিল্লাহ)। এর চেয়ে জঘন্য মূর্খতা আর কী হতে পারে? আর যদি এসব নামের পেছনে বাস্তব কোন অস্তিত্ব না থাকে, তবে তো কেবল নামই সার। কেবলই কথার কথা। এভাবে উভয় অবস্থায়ই প্রমাণ হয় তোমাদের শিরকী আকীদা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

৩২. অর্থাৎ, কেউ যখন এই জেদ নিয়ে বসে যায় যে, আমি যা করছি সেটাই ভালো কাজ। তার বিপরীতে যত বড় দলীলই দেওয়া হোক তা শুনতেও প্রস্তুত না থাকে তবে আল্লাহ তাআলা

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ
اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝٣٤

৩৪. তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনেও শাস্তি রয়েছে আর আখেরাতের শাস্তি নিঃসন্দেহে অনেক বেশি কঠিন হবে। এমন কেউ নেই, যে তাদেরকে আল্লাহ (-এর শাস্তি) থেকে বাঁচাতে পারবে।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ؕ تِلْكَ عُقْبَى
الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ۝٣٥

৩৫. (অপর দিকে) মুত্তাকীদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার অবস্থা এই যে, তার তলদেশে নহর প্রবাহিত রয়েছে, তার ফল সতত সজীব এবং তার ছায়াও। এটা সেই সকল লোকের পরিণাম, যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর কাফেরদের পরিণাম তো জাহান্নামের আগুন।

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ قُلْ

৩৬. (হে নবী!) আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তোমার প্রতি যে কালাম নাযিল করা হয়েছে, তা শুনে আনন্দিত হয়। আবার তাদেরই কোন কোন দল এমন, যারা এর কিছু কথা মানতে অস্বীকার করে।[৩৩] বল, আমাকে তো

তাকে তার পথভ্রষ্টতার ভেতরই পড়ে থাকতে দেন। ফলে শত চেষ্টা করেও কেউ তাকে হিদায়াতের পথে আনতে পারবে না।

৩৩. এ আয়াতে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বিভিন্ন দলের অবস্থা ব্যক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে কতক এমন যারা কুরআন মাজীদের আয়াত শুনে খুশী হয়। তারা উপলব্ধি করতে পারে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে যার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, এটাই আল্লাহ তাআলা সেই আখেরী কিতাব। ফলে তাদের মধ্যে অনেকেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল, যেমন খৃষ্টানদের মধ্যে, তেমনি ইয়াহুদীদের মধ্যে। এ বাস্তবতা তুলে ধরার মাধ্যমে একদিকে তো মক্কার কাফেরদেরকে লজ্জা দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, যাদের কাছে আসমানী কিতাব আছে তারা তো ঈমান আনছে, অথচ যাদের কাছে না আছে কোন আসমানী কিতাব এবং না কোন ঐশী নির্দেশনা, তারা ঈমান আনতে গড়িমসি করছে।

অন্য দিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, যারা ইসলামের সাথে শত্রুতা করে তাদের মধ্যে বহু লোক তো হিদায়াতের এ বাণী গ্রহণও করছে! ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে অপর দলটি হচ্ছে কাফেরদের। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কুরআন মাজীদের কিছু অংশ অস্বীকার করে। 'কিছু অংশ' বলে ইশারা করা হয়েছে যে, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যারা ঈমান আনেনি, তারাও কুরআন মাজীদের সকল কথা অস্বীকার করতে পারে না। কেননা এর বহু

إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِۦٓ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا۟ وَإِلَيْهِ مَـَٔابِ ﴿٣٦﴾

এই আদেশ করা হয়েছে যে, আমি আল্লাহর ইবাদত করব এবং প্রভুত্বে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না। এ কথারই আমি দাওয়াত দিয়ে থাকি আর তারই (অর্থাৎ আল্লাহরই) দিকে আমাকে ফিরে যেতে হবে।[৩৪]

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ

৩৭. আর এভাবেই আমি একে (অর্থাৎ কুরআনকে) আরবী ভাষায় এক নির্দেশপত্র রূপে নাযিল করেছি।[৩৫] (হে

কথা এমন, যা তাওরাত ও ইনজীলেও আছে, যেমন তাওহীদ, পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি ঈমান, তাদের ঘটনাবলী, আখেরাতের প্রতি ঈমান ইত্যাদি। এর দাবী তো ছিল এই যে, তারা চিন্তা করবে, এসব বিষয় জানার বাহ্যিক কোন মাধ্যম তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেই। তা সত্ত্বেও তিনি এগুলো বলছেন কি করে? নিঃসন্দেহে তিনি এসব ওহীর মাধ্যমেই জেনেছেন। কাজেই তিনি একজন সত্য রাসূল। তাঁর রিসালাতকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত।

৩৪. এ আয়াতে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত, ইসলামের এই মৌলিক তিনটি আকীদার কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম বাক্যটি তাওহীদের ঘোষণা সম্বলিত। দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে, 'আমি এ কথারই দাওয়াত দিয়ে থাকি'। এর দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতকে প্রমাণ করা হয়েছে। আর শেষ বাক্য হল, 'তাঁরই দিকে আমাকে ফিরে যেতে হবে'– এটা আখেরাতের আকীদা তুলে ধরছে। বোঝানো উদ্দেশ্য যে, এ তিনওটি আকীদা তো পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও বর্ণিত হয়েছে। তাহলে কুরআন কারীমকে অস্বীকার করার কী যুক্তি থাকতে পারে?

৩৫. এখান থেকে ৩৮ নং আয়াত পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য একথা স্পষ্ট করে দেওয়া যে, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ কুরআন মাজীদের যে অংশ অস্বীকার করছে, তাও সত্য বাণী। তা অস্বীকার করারও কোন কারণ থাকতে পারে না। কুরআন মাজীদের যে সব বিধান তাওরাত ও ইনজীল থেকে আলাদা সেগুলো সম্পর্কেই তাদের আপত্তি। আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন, মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস তো সমস্ত নবীর দাওয়াতেই সমানভাবে বিদ্যমান। কিন্তু শাখাগত বিধানসমূহের বিষয়টা ভিন্ন। এক্ষেত্রে নবীগণের শরীয়তে কিছু না কিছু পার্থক্য হয়েই আসছে। এর কারণ পরিবেশ-পরিস্থিতিগত প্রভেদ। প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক উম্মতের অবস্থা অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে থাকে। সে দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা নিজ হিকমত অনুযায়ী যুগে-যুগে বিধি-বিধানের ভেতরও রদবদল করেছেন।

হয়ত এক নবীর শরীয়তে অনেক জিনিস নাজায়েয ছিল, অতঃপর যখন নতুন যুগে নতুন নবী পাঠানো হয়েছে, তখন সেগুলো হালাল করে দেওয়া হয়েছে। আবার কখনও হয়েছে এর বিপরীত। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ভেতর যেমন বিধি-বিধানের এই রদবদল-প্রক্রিয়া চালু ছিল, তেমনি এ উম্মতের ক্ষেত্রেও সেটা কার্যকর করা হয়েছে। আর সে হিসেবেই আল্লাহ

أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

নবী!) তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে, তারপরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোনও সাহায্যকারী ও রক্ষক থাকবে না।[৩৬]

[৫]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ أَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

৩৮. বস্তুত তোমার আগেও আমি বহু রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দিয়েছি। কোনও রাসূলেরই এ এখতিয়ার ছিল না যে, সে আল্লাহর হুকুম ছাড়া একটি মাত্র আয়াতও হাজির করবে। প্রত্যেক কালের জন্য পৃথক কিতাব দেওয়া হয়েছে।[৩৭]

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗ

৩৯. আল্লাহ যা চান (অর্থাৎ যে বিধানকে ইচ্ছা করেন) রহিত করে দেন এবং যা

তাআলা আখেরী যামানার উপযোগী হিসেবে নতুন বিধানাবলী সম্বলিত এ কুরআন নাযিল করেছেন। 'আরবী ভাষার' কথা উল্লেখ করে ইশারা করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিল, এ কিতাব তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছে। সে কারণেই এর জন্য আরবী ভাষাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এটা এক জীবন্ত ভাষা, যা কিয়ামত কাল পর্যন্ত চালু থাকবে। এতে আখেরী যুগের অবস্থাসমূহের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

৩৬. অর্থাৎ, কাফেরগণ কুরআন মাজীদের যেসব বিধান নিজেদের খেয়াল-খুশীর বিপরীত দেখতে পাচ্ছে, সে ব্যাপারে তাদের মর্জিমত কোনরূপ রদবদল করার অধিকার আপনার নেই। যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে একথা চিন্তাও করা যায় না যে, তিনি আল্লাহ তাআলার বিধানে কোন রদবদল করবেন, কিন্তু একটি মূলনীতি হিসেবে একথা বলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

৩৭. কাফেরগণ প্রশ্ন তুলত, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আল্লাহ তাআলার রাসূল হন, তবে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানাদি থাকবে কেন? এ আয়াতে তাদের সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, এক-দু'জন নবীকে বাদ দিলে সমস্ত নবী-রাসূলকেই স্ত্রী ও সন্তানাদি দেওয়া হয়েছিল। কেননা এর সাথে নবুওয়াতের কোনও সম্পর্ক নেই; বরং নবীগণ নিজেদের জীবনাচার দ্বারা দেখিয়ে দেন স্ত্রী ও সন্তানদের হক কিভাবে আদায় করতে হয় এবং তাদের হক ও আল্লাহ তাআলার হকের মধ্যে ভারসাম্য কিভাবে রক্ষা করতে হয়। দ্বিতীয়ত এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, নবীগণের শরীয়তে শাখাগত প্রভেদ সব সময়ই ছিল।

أُمُّ الْكِتٰبِ ﴿٣٩﴾

চান বলবৎ রাখেন। সমস্ত কিতাবের যা মূল, তা তাঁরই কাছে।[৩৮]

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾

৪০. আমি তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) যে বিষয়ের শাসানি দেই, তার অংশবিশেষ আমি তোমাকে (তোমার জীবদ্দশায়ই) দেখিয়ে দেই অথবা (তার আগেই) তোমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নেই, সর্বাবস্থায় তোমার দায়িত্ব তো কেবল বার্তা পৌঁছানো। আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার।[৩৯]

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ؕ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾

৪১. তারা কি এ বিষয়টা লক্ষ্য করে না যে, আমি তাদের ভূমি চারদিক থেকে সংকীর্ণ করে আনছি?[৪০] প্রতিটি আদেশ আল্লাহই দান করেন। এমন কেউ নেই যে, তার আদেশ রদ করতে পারে। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ؕ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ؕ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾

৪২. তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, তারাও চাল চেলেছিল, কিন্তু আল্লাহরই যত চাল কার্যকর হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি যা-কিছু করে, সবই তিনি জানেন। কাফেরগণ শীঘ্রই জানতে পারবে প্রকৃত নিবাসের উৎকৃষ্ট পরিণাম কার ভাগে পড়ে।

---

৩৮. 'সমস্ত কিতাবের মূল' দ্বারা 'লাওহে মাহফুজ' বোঝানো হয়েছে। অনাদি কাল থেকে তাতে লেখা আছে কোন জাতিকে কোন কিতাব এবং কেমন বিধান দেওয়া হবে।

৩৯. কোন কোন মুসলিমের মনে ভাবনা জাগত যে, এতটা অবাধ্যতা সত্ত্বেও কাফেরদের উপর কোন শাস্তি অবতীর্ণ হয় না কেন? এ আয়াতে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, শাস্তি কখন দিতে হবে, তার প্রকৃত সময় আল্লাহ তাআলা নিজ হিকমত অনুযায়ী স্থির করে রেখেছেন। স্থিরীকৃত সেই সময় অনুসারেই তা ঘটবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হচ্ছে যে, তাঁর উচিত নিজের মনকে চিন্তামুক্ত রাখা এবং স্মরণ রাখা যে, তাঁর দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেওয়া। কাফেরদের হিসাব নেওয়া আল্লাহ তাআলার কাজ। তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী যথাসময়ে তা সম্পাদন করবেন।

৪০. অর্থাৎ, জাযিরাতুল আরব (আরব উপদ্বীপ)-এ মুশরিক ও অংশীবাদী আকীদা-বিশ্বাসের যে আধিপত্য ছিল, তা ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। মুশরিকদের প্রভাব-বলয় দিন দিন কমে আসছে। আর তার জায়গায় ইসলাম নিজ প্রভাব বিস্তার করছে। এটা এক সতর্ক সংকেত। মুশরিকদের উচিত এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ؕ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ﴿۴۳﴾

৪৩. যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা বলে, তুমি রাসূল নও। বলে দাও, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহ এবং প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যথেষ্ট, যার কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে।[৪১]

---

৪১. অর্থাৎ, তোমরা যে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতকে অস্বীকার করছ তাতে কী আসে যায়? তোমাদের অস্বীকৃতির কারণে সত্য মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তার রিসালাতের সাক্ষী এবং আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখে এমন যে-কোনও ব্যক্তি যদি ন্যায়নিষ্ঠতার সাথে সেই জ্ঞানের আলোকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তবে 'তিনি একজন সত্য নবী'– এ সাক্ষ্য দিতে সে বাধ্য হবে।

আল-হামদু লিল্লাহ! আজ ৩ রা রজব ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ৩০ জুলাই ২০০৬ খৃ. সোমবার রাতে সূরা রা'দ-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল (অনুবাদ শেষ হল আজ শনিবার ৮ জুমাদাল উলা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৪ এপ্রিল ২০১০ খৃ.)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাসমূহের কাজও নিজ সন্তুষ্টি অনুযায়ী শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

১৪
সূরা ইবরাহীম

সূরা ইবরাহীম পরিচিতি

অন্যান্য মক্কী সূরাসমূহের মত এ সূরারও আলোচ্য বিষয় হল ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসকে সপ্রমাণ করা এবং তা অস্বীকার করার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা। আরবের মুশরিকগণ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে মানত। তাই সূরার শেষ রুকুর আগের রুকতে তাঁর সেই আবেদনময় দু'আ উল্লেখ করা হয়েছে, যে দু'আয় তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় শিরক ও মূর্তিপূজার নিন্দা জানিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে দরখাস্ত করেছিলেন, যেন তাঁকে ও তাঁর সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত রাখা হয়। এ কারণেই এ সূরার নাম 'সূরা ইবরাহীম'।

১৪ – সূরা ইবরাহীম– ৭২

মক্কী; আয়াত ৫২; রুকূ ৭

سُوْرَةُ اِبْرٰهِيْمَ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٥٢ رُكُوْعَاتُهَا ٧

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ, লাম, রা (হে নবী!) এটি এক কিতাব, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আলোর ভেতর নিয়ে আসতে পার। অর্থাৎ, সেই সত্তার পথে, যার ক্ষমতা সকলের উপর প্রবল এবং যিনি সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত।

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ۬ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ①

২. সেই আল্লাহ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ভেতর যা-কিছু আছে সবই যার মালিকানায়। আফসোস সেই সব লোকের জন্য, যারা সত্য অস্বীকার করে। কেননা তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۙ②

৩. যারা আখেরাতের বিপরীতে দুনিয়ার জীবনকেই পসন্দ করে, অন্যদেরকে আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয় এবং সে পথে বক্রতা সন্ধান করে,[১] তারা চরম পর্যায়ের বিভ্রান্তিতে লিপ্ত।

الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ③

৪. আমি যখনই কোন রাসূল পাঠিয়েছি, তাকে তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের সামনে

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ

১. এর এক অর্থ এই যে, তারা ইসলামের কোথায় কি দোষ পাওয়া যায় তা খুঁজে বেড়ায়, যাতে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার সুযোগ হয়। দ্বিতীয় অর্থ হল, তারা সর্বদা এই ধান্ধায় লেগে থাকে, যাতে কুরআন ও সুন্নাহর ভেতর তাদের মর্জি ও খেয়াল-খুশীমত কোন কথা পেয়ে যায়। কেননা সে রকম কিছু পেলে তাকে তাদের ভ্রান্ত মতাদর্শের সপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করতে পারবে।

لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٤

সত্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারে।[২] তারপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন।[৩] তিনিই এমন, যার ক্ষমতাও পরিপূর্ণ, হিকমতও পরিপূর্ণ।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ۖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝٥

৫. আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। বলেছিলাম যে, নিজ সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ (বিভিন্ন মানুষকে ভালো অবস্থা ও মন্দ অবস্থার) যে দিনসমূহ দেখিয়েছেন,[৪] তার কথা বলে তাদেরকে উপদেশ দাও। বস্তুত যে-কেউ সবর ও শোকরে অভ্যস্ত, তার জন্য এসব ঘটনার ভেতর বহু নিদর্শন আছে।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

৬. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ

---

২. মক্কার কাফেরদের একটা প্রশ্ন ছিল যে, কুরআন আরবী ভাষায় কেন নাযিল করা হয়েছে? যদি এমন কোন ভাষায় নাযিল হত, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানা নেই, তবে এর মুজিযা ও অলৌকিকত্ব হওয়ার বিষয়টা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যেত। আল্লাহ তাআলা এর জবাবে বলছেন, আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার নিজ সম্প্রদায়ের ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি এবং তা করেছি এ কারণে, যাতে রাসূল তার সম্প্রদায়কে তাদের নিজেদের ভাষায় আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী বুঝিয়ে দিতে পারেন। কুরআন যদি অন্য কোনও ভাষায় নাযিল হত, তখন তো তোমরা এই বলে আপত্তি তুলতে যে, আমরা এটা বুঝব কি করে? এই একই কথা সূরা হা-মীম-সাজদায় (৪১ : ৪৪)ও ইরশাদ হয়েছে।

৩. অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সত্য-সন্ধানের অভিপ্রায়ে এ কিতাব পাঠ করে আল্লাহ তাআলা তাকে হিদায়াত দিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি জেদ ও বিদ্বেষ নিয়ে পড়ে, তাকে বিভ্রান্তির মধ্যেই ফেলে রাখেন। আরও দ্র. পূর্বের সূরা (১৩ : ৩৩)-এর টীকা।

৪. কুরআন মাজীদের اَيّٰمُ اللّٰهِ-এর শাব্দিক অর্থ 'আল্লাহর দিনসমূহ'। কিন্তু পরিভাষায় এর দ্বারা সেই সমস্ত দিন বোঝানো হয়ে থাকে, যাতে আল্লাহ তাআলা বিশেষ-বিশেষ ঘটনা ঘটিয়েছেন, যেমন অবাধ্য জাতিসমূহের উপর আযাব নাযিল করা, অনুগত বান্দাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করা ইত্যাদি। সুতরাং আয়াতের মর্ম হল, সেই সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা বলে, নিজ সম্প্রদায়কে উপদেশ দিন, যাতে তারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য স্বীকার করে।

إِذْ أَنْجٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۭ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ⑥

কর- যখন তিনি ফিরাউনের লোকদের কবল থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্টতম শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদেরকে যবাহ করত ও তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত। আর এসব ঘটনার ভেতর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের জন্য কঠিন পরীক্ষা ছিল।

[১]

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ⑦

৭. এবং সেই সময়টাও স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেছিলেন, তোমরা সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে, আমি তোমাদেরকে আরও বেশি দেব, আর যদি অকৃতজ্ঞতা কর, তবে নিশ্চিত জেন আমার শাস্তি অতি কঠিন।

وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ⑧

৮. এবং মূসা বলেছিল, তোমরা এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী সকলেই যদি অকৃতজ্ঞতা কর, তবে (আল্লাহর কোনও ক্ষতি নেই। কেননা) আল্লাহ অতি বেনিয়ায, তিনি আপনিই প্রশংসার উপযুক্ত।

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۬ۛ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۛؕ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ؕ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فِيْٓ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْٓا

৯. (হে মক্কার কাফেরগণ!) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের সংবাদ পৌঁছেনি- নূহের সম্প্রদায়ের এবং আদ, ছামুদ ও তাদের পরবর্তী সম্প্রদায়সমূহের, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না?[৫] তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারা

৫. এর দ্বারা যে সকল জাতির ইতিহাস সংরক্ষিত নয়, তাদের কথাও বোঝানো হতে পারে অথবা তাদের কথা, যাদের অবস্থা মোটামুটিভাবে জানা আছে বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা ও বিস্তারিত হাল-হাকীকত কেউ জানে না।

إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ وَإِنَّا لَفِى شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝٩

তাদের মুখে হাত রেখে দিয়েছিল[৬] এবং বলেছিল, যে বার্তা দিয়ে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি আর তোমরা যে বিষয়ের দাওয়াত দিচ্ছ, সে সম্পর্কে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে।

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى ٱللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوٓا۟ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ۝١٠

১০. তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলেছিল, আল্লাহ সম্বন্ধেই কি তোমাদের সন্দেহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা? তিনি তোমাদেরকে ডাকছেন তোমাদের খাতিরে তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করার এবং স্থিরীকৃত এক মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেওয়ার জন্য।[৭] তারা বলেছিল, তোমাদের স্বরূপ তো এছাড়া কিছুই নয় যে, তোমরা আমাদেরই মত মানুষ। আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের ইবাদত করত, তাদের থেকে তোমরা আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও। তাহলে তোমরা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন মুজিযা উপস্থিত কর।[৮]

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ

১১. তাদের নবীগণ তাদেরকে বলেছিল, বাস্তবিকই আমরা তোমাদের মত মানুষ। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা বিশেষ অনুগ্রহ করেন। আর

---

৬. এটা একটা প্রবচন। এর অর্থ হল, তারা জোরপূর্বক তাদেরকে বাকরুদ্ধ করে দিল এবং তাদের প্রচারকার্যে বাধা সৃষ্টি করল।

৭. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা চান, তোমরা যেন তাঁর শাস্তি হতে বেঁচে যাও এবং তোমাদের পাপরাশি মার্জনা হয়ে যাওয়ার পর যত দিন আয়ু আছে, ততদিন জীবন উপভোগের সুযোগ পাও।

৮. আল্লাহ তাআলা প্রায় সকল নবীকেই কোনও না কোনও মুজিযা দান করেছিলেন। কিন্তু কাফেরদের কথা ছিল, আমরা তোমাদের কাছে যখন যে মুজিযা চাই, আমাদেরকে সেটাই দেখাতে হবে। তা না হলে ঈমান আনব না।

وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑪

আল্লাহর হুকুম ছাড়া তোমাদেরকে কোন মুজিযা দেখানোর এখতিয়ার আমাদের নেই। মুমিনদের তো কেবল আল্লাহর উপর নির্ভর করা উচিত।[৯]

وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ⑫

১২. কেনইবা আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করব না, যখন তিনি আমাদের সেই পথ প্রদর্শন করেছেন, যে পথে আমাদের চলা উচিত? তোমরা আমাদেরকে যে কষ্ট দিচ্ছ আমরা তাতে অবশ্যই সবর করব। যারা নির্ভর করতে চায়, তারা যেন আল্লাহরই উপর নির্ভর করে।

[২]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ⑬

১৩. যারা কুফর অবলম্বন করেছিল, তারা তাদের নবীগণকে বলেছিল, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে ছাড়ব। অথবা তোমাদেরকে আমাদের দ্বীনে ফিরে আসতে হবে। অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি ওহী পাঠালেন, নিশ্চিত থেক, আমি এ জালেমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করব।

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ ⑭

১৪. এবং তাদের পর যমীনে তোমাদেরকেই প্রতিষ্ঠিত করব। এটা প্রত্যেক ওই ব্যক্তির পুরস্কার, যে আমার সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে এবং ভয় রাখে আমার সতর্কবাণীর।

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ⑮

১৫. এবং কাফেরগণ নিজেরাই মীমাংসা প্রার্থনা করেছিল,[১০] (আর তার পরিণাম

---

৯. তোমরা যদি একথা বিশ্বাস না কর, উল্টো যারা বিশ্বাস করে তাদের কষ্ট দিতে তৎপর থাক, তবে তার কোনও পরওয়া মুমিনগণ করে না। এরূপ হীনপ্রাণ দুর্বৃত্তদের তারা ভয় পায় না। কেননা আল্লাহ তাআলার উপর তাদের ভরসা রয়েছে।

১০. অর্থাৎ, তারা নবীগণের কাছে দাবী করেছিল, তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহ তাআলাকে বল, তিনি যেন আমাদের উপর এমন এক শাস্তি অবতীর্ণ করেন, যা দ্বারা সত্য-মিথ্যার মীমাংসা হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে একথা বলে তারা ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে নবীদের সঙ্গে তামাশা করছিল।

হয়েছিল এই যে,) প্রত্যেক উদ্ধত হঠকারী অকৃতকার্য হয়ে গেল।

مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ﴿١٦﴾

১৬. তার সামনে রয়েছে জাহান্নাম এবং (সেখানে) তাকে পান করানো হবে গলিত পুঁজ।

يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ
مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ
عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴿١٧﴾

১৭. সে তা ঢোক গিলে গিলে পান করবে, মনে হবে যেন সে তা গলা থেকে নামাতে পারছে না।[১১] মৃত্যু তার দিকে চারদিক থেকে এসে পড়বে, কিন্তু সে মরবে না[১২] এবং তার সামনে (সর্বদা) থাকবে এক কঠিন শাস্তি।[১৩]

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ِ
اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ
مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٨﴾

১৮. যারা নিজ প্রতিপালকের সাথে কুফরী কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কর্ম সেই ছাইয়ের মত, প্রচণ্ড ঝড়ের দিনে তীব্র বাতাস যা উড়িয়ে নিয়ে যায়।[১৪] তারা যা কিছু উপার্জন করে, তার কিছুই তাদের হস্তগত হবে না। এটাই তো চরম বিভ্রান্তি।

---

১১. এ তরজমা করা হয়েছে ইমাম রাযী (রহ.) বর্ণিত এক তাফসীরের ভিত্তিতে। তার মর্ম এই যে, তাদের অনুভব হবে তারা সে পানি গলা দিয়ে নিচে নামাতে পারছে না। তা সত্ত্বেও তারা অতি কষ্টে ঢোক গিলে দীর্ঘ সময় নিয়ে নিচে নামাবে।

১২. চারদিক থেকে মৃত্যু আসার মানে, তার সামনে বিভিন্ন রকমের যে শাস্তি উপস্থিত হবে, দুনিয়ায় তা মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু সেখানে সে কারণে তার মৃত্যু হবে না।

১৩. অর্থাৎ, প্রত্যেক শাস্তির পর আসবে আরেক কঠিন শাস্তি, যাতে মানুষ একই রকম শাস্তি ভোগ করতে করতে তাতে অভ্যস্ত না হয়ে যায় (আল্লাহ তাআলা তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন)।

১৪. কাফেরগণ দুনিয়ায় কিছু ভালো কাজও করে থাকে, যেমন আর্ত ও পীড়িতদের সাহায্য ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলার রীতি হল, তিনি এরূপ কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই তাদেরকে দিয়ে দেন। আখেরাতে তার কোন পুরস্কার তারা পাবে না। কেননা সেখানে পুরস্কার লাভের জন্য ঈমান শর্ত। সুতরাং এসব কাজ আখেরাতে তাদের কোন কাজে আসবে না। এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, ঝড়ো হাওয়া যেমন ছাই উড়িয়ে নিয়ে যায়, তারপর তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না, ঠিক সে রকমই কাফেরদের কুফর তাদের সৎকর্মসমূহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ফলে তার কোন উপকার তারা আখেরাতে লাভ করবে না।

اَلَمۡ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ بِالۡحَقِّ ؕ اِنۡ یَّشَاۡ یُذۡهِبۡكُمۡ وَیَاۡتِ بِخَلۡقٍ جَدِیۡدٍ ۙ﴿۱۹﴾

১৯. এটা কি তোমার দৃষ্টিগোচর হয় না যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন।[১৫]

وَّمَا ذٰلِكَ عَلَی اللّٰهِ بِعَزِیۡزٍ ﴿۲۰﴾

২০. আর এটা আল্লাহর পক্ষে কিছু কঠিন নয়।

وَبَرَزُوۡا لِلّٰهِ جَمِیۡعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِیۡنَ اسۡتَكۡبَرُوۡۤا اِنَّا كُنَّا لَكُمۡ تَبَعًا فَهَلۡ اَنۡتُمۡ مُّغۡنُوۡنَ عَنَّا مِنۡ عَذَابِ اللّٰهِ مِنۡ شَیۡءٍ ؕ قَالُوۡا لَوۡ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَیۡنٰكُمۡ ؕ سَوَآءٌ عَلَیۡنَاۤ اَجَزِعۡنَاۤ اَمۡ صَبَرۡنَا مَا لَنَا مِنۡ مَّحِیۡصٍ ﴿۲۱﴾

২১. এবং সমস্ত মানুষ আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। যারা (দুনিয়ায়) দুর্বল ছিল, তারা বড়ত্ব প্রদর্শনকারীদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদেরই অনুগামী ছিলাম। এখন কি তোমরা আমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে একটু বাঁচাবে? তারা বলবে, আল্লাহ যদি আমাদেরকে হিদায়াত দান করে থাকতেন, তবে আমরাও তোমাদেরকে হিদায়াত দিতাম। এখন আমরা চিৎকার করি বা সবর করি উভয় অবস্থাই আমাদের জন্য সমান। আমাদের নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায় নেই।

---

১৫. এ আয়াতে যেমন আখেরাতের অবশ্যম্ভাবিতা বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি এ সম্বন্ধে কাফেরদের মনে যে সংশয়-সন্দেহ দানা বাঁধে তারও জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রথমত বলা হয়েছে, এ বিশ্বজগত যথাযথ এক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তাআলার অনুগত বান্দাদেরকে পুরস্কার দান করা এবং তাঁর অবাধ্যদেরকে শাস্তি দেওয়া। আখেরাত না থাকলে ভালো-মন্দ এবং অনুগত ও অবাধ্য সব সমান হয়ে যায়। সুতরাং এটা ইনসাফের দাবী যে, ইহজগতের পর আরেকটি জগত থাকবে, যেখানে প্রত্যেককে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হবে। বাকি থাকল কাফেরদের এই খট্‌কা যে, মৃত্যুর পর মানুষ তো মাটিতে মিশে যায়। এ অবস্থায় সে পুনরায় জীবিত হবে কিভাবে? পরবর্তী বাক্যে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার শক্তি অসীম। তিনি ইচ্ছা করলে তো এটাও করতে পারেন যে, তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে এক নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন। বলাবাহুল্য, সম্পূর্ণ নতুনরূপে কোন মাখলুককে নাস্তি থেকে অস্তিতে আনা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সেই তুলনায় যে মাখলুক একবার অস্তিত্ব লাভ করেছে তার মৃত্যু ঘটিয়ে তাকে পুনরায় জীবন দান করা অনেক সহজ। তো আল্লাহ তাআলা যখন অধিকতর কঠিন কাজটিই অনায়াসে করার ক্ষমতা রাখেন, তখন তুলনামূলক যেটি সহজ, সেটি কেন তার পক্ষে কঠিন হবে? নিঃসন্দেহে সেটি করতেও তিনি সমানভাবে সক্ষম।

[৩]

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَاۤ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۲﴾

২২. যখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে, তখন শয়তান (তার অনুসারীদেরকে) বলবে, বস্তুত আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের সাথে তা রক্ষা করিনি। তোমাদের উপর আমার এর বেশি কিছু ক্ষমতা ছিল না যে, আমি তোমাদেরকে (আল্লাহর অবাধ্যতা করার) দাওয়াত দিয়েছিলাম আর তোমরা আমার কথা শুনেছিলে। সুতরাং এখন আমাকে দোষারোপ করো না, বরং নিজেদেরই দোষারোপ কর। না তোমাদের বিপদ মুক্তিতে আমি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারি আর না আমার বিপদ মুক্তিতে তোমরা আমার কোন সাহায্য করতে পার। এর আগে তোমরা যে আমাকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছিলে (আজ) আমি তা প্রত্যাখ্যান করলাম।[১৬] যারা এ সীমালংঘন করেছিল আজ তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ؕ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ﴿۲۳﴾

২৩. আর যারা ঈমান এনেছিল ও সৎকর্ম করেছিল, তাদেরকে এমন উদ্যান রাজিতে দাখিল করা হবে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। নিজ প্রতিপালকের হুকুমে তারা সর্বদা তাতে (উদ্যানরাজিতে) থাকবে। তারা পরস্পরে একে অন্যকে সালাম দ্বারা অভ্যর্থনা জানাবে।[১৭]

---

১৬. শয়তানকে আল্লাহ তাআলার শরীক সাব্যস্ত করার অর্থ তার এমন আনুগত্য করা, যেমন আনুগত্য কেবল আল্লাহ তাআলারই হতে পারে। শয়তান সে দিন বলবে, আজ আমি তোমাদের সেই কর্মপন্থার সঠিক হওয়াকে অস্বীকার করছি।

১৭. উপরে জাহান্নামীদের পারস্পরিক কথপোকথন উল্লেখ করা হয়েছিল, তারা একে অন্যকে দোষারোপও করবে এবং এ কথার ঘোষণা দেবে যে, এখন তাদের জন্য ধ্বংস ছাড়া কিছু

২৪. তোমরা কি দেখনি আল্লাহ কালেমা তায়্যিবার কেমন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন? তা এক পবিত্র বৃক্ষের মত, যার মূল (ভূমিতে) সুদৃঢ়ভাবে স্থিত আর তার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত।[১৮]

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾

২৫. তা নিজ প্রতিপালকের নির্দেশে প্রতি মুহূর্তে ফল দেয়।[১৯] আল্লাহ (এ জাতীয়) দৃষ্টান্ত দেন, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে।

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. আর অপবিত্র কালিমার দৃষ্টান্ত এক মন্দ বৃক্ষ, যা ভূমির উপরিভাগ থেকেই

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ

নেই। এর বিপরীতে জান্নাতবাসীদের অবস্থা বলা হয়েছে, তারা প্রতিটি সাক্ষাতে একে অন্যকে ধ্বংসের বিপরীতে শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তা শোনাবে।

১৮. কালিমা তায়্যিবা দ্বারা কালিমা তাওহীদ অর্থাৎ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বোঝানো হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসির বলেছেন, 'পবিত্র বৃক্ষ' হল খেজুর গাছ। খেজুর গাছের শিকড় মাটির নিচে অত্যন্ত শক্তভাবে গাড়া থাকে। তীব্র বাতাস বা ঝড়ো হাওয়া তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। এভাবেই তাওহীদের কালিমা যখন মানুষের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন ঈমানের কারণে তার সামনে যতই কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদাপদ দেখা দিক না কেন, তাতে তার ঈমানে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা সৃষ্টি হয় না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে কত রকমের কষ্টই না দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের অন্তরে তাওহীদের যে কালিমা বাসা বেঁধেছিল, বিপদাপদের ঝড়ো-ঝঞ্ঝায় তাতে এতটুকু কাঁপন ধরেনি। আয়াতে খেজুর গাছের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে তার শাখা-প্রশাখা আকাশের দিকে বিস্তৃত থাকে এবং ভূমির মলিনতা থেকে দূরে থাকে। এভাবেই মুমিনের অন্তরে যখন তাওহীদের কালিমা বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন তার সমস্ত শাখা-প্রশাখা অর্থাৎ সৎকর্মসমূহ দুনিয়াদারির মলিনতা হতে মুক্ত থেকে আসমানের দিকে চলে যায় এবং আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছে তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল করে নেয়।

১৯. অর্থাৎ, এ গাছ সদা সজীব। কখনও পাতা ঝরে ন্যাড়া হয় না। সর্বাবস্থায় ফল দেয়। এর দ্বারা খেজুর গাছ বোঝানো হয়ে থাকলে এর অর্থ হবে, এর ফল সারা বছরই খাওয়া হয়। তাছাড়া যে মওসুমে গাছে ফল থাকে না, তখনও তা দ্বারা বহুমাত্রিক উপকার লাভ হয়। কখনও তার রস আহরণ করা হয়। কখনও তার শাঁস বের করে খাওয়া হয়। তার পাতা দ্বারা বিভিন্ন রকমের জিনিস তৈরি করা হয়। এমনিভাবে যখন কেউ কালিমা তায়্যিবার প্রতি ঈমান এনে ফেলে, তখন সে সচ্ছল থাকুক বা অসচ্ছল, আরামে থাকুক বা কষ্টে, সর্বাবস্থায় ঈমানের বদৌলতে তার আমলনামায় উত্তরোত্তর পূণ্য বাড়তে থাকে। ফলে তার পুরস্কারেও মাত্রা যোগ হতে থাকে, যা প্রকৃতপক্ষে তাওহীদী কালিমারই ফল।

مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

উপড়ে ফেলা যায়। তার একটুও স্থায়িত্ব নেই।[২০]

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾

২৭. যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে এ সুদৃঢ় কথার উপর স্থিতি দান করেন দুনিয়ার জীবনেও এবং আখেরাতেও।[২১] আর আল্লাহ জালেমদেরকে করেন বিভ্রান্ত। আল্লাহ (নিজ হিকমত অনুযায়ী) যা চান, তাই করেন।

[৪]

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾

২৮. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফর দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং নিজ সম্প্রদায়কে ধ্বংস-নিবাসে পৌঁছে দিয়েছে–

جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

২৯. যার নাম জাহান্নাম?[২২] তারা তাতে দগ্ধ হবে আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾

৩০. আর তারা আল্লাহর সাথে (তাঁর প্রভুত্বে) কতিপয় শরীক সাব্যস্ত করেছে, যাতে মানুষকে তার পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। তাদেরকে বল, (অল্প কিছু) ভোগ করে নাও। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে জাহান্নামেই যেতে হবে।

---

২০. অপবিত্র কালিমা দ্বারা কুফরী কথা বোঝানো হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হল এমন নিকৃষ্ট গাছ, যার কোন মজবুত শিকড় নেই। তা ঝোপ-ঝাড়ের মত আপনা-আপনিই জন্ম নেয়। তার একটুও স্থিতাবস্থা থাকে না। তাই যে-কেউ ইচ্ছা করলে তা অনায়াসেই উপড়ে ফেলতে পারে। এমনিভাবে কুফরী আকীদা-বিশ্বাসের যুক্তি-প্রমাণগত কোনও ভিত্তি থাকে না। অতি সহজেই তা রদ করা যায়। খুব সম্ভব এর দ্বারা মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কুফর ও শিরকের যে আকীদাসমূহ বর্তমানে মুসলিমদের পক্ষে ভূমি সংকীর্ণ করে রেখেছে, সে দিন দূরে নয়, যখন এগুলো ঝোপ-ঝাড়ের মত উপড়ে ফেলা হবে।

২১. দুনিয়ায় স্থিতি দান করার অর্থ, তাদের উপর যত জুলুম-নিপীড়নই চালানো হোক, তারা এ কালিমা ত্যাগ করতে কিছুতেই সম্মত হবে না। আর আখেরাতে স্থিতি সৃষ্টির অর্থ হল, কবরে যখন সওয়াল-জওয়াবের সম্মুখীন হবে, তখন তারা এ কালিমায় বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করতে সক্ষম হবে। ফলে আখেরাতে তাদের স্থায়ী নেয়ামত লাভ হবে।

২২. এর দ্বারা মক্কা মুকাররমার কাফের সর্দারদের দিকে ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নানা প্রকার নেয়ামত ও বিত্ত-বৈভব দান করেছিলেন। কিন্তু তারা সেসব

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ﴿٣١﴾

৩১. আমার যে বান্দাগণ ঈমান এনেছে তাদেরকে বল, যেন নামায কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (সৎকাজে) ব্যয় করে (এবং এ কাজ) সেই দিন আসার আগে-আগেই (করে), যে দিন কোন বেচাকেনা থাকবে না এবং কোন বন্ধুত্বও কাজে আসবে না।[২৩]

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿٣٢﴾

৩২. আল্লাহ তিনি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল উৎপাদন করেছেন এবং জলযানসমূহকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তা তাঁর নির্দেশে সাগরে চলাচল করে আর নদ-নদীকেও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾

৩৩. তোমার জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন, যা অবিরাম পরিভ্রমণরত রয়েছে। আর তোমাদের জন্য রাত ও দিনকেও কাজে লাগিয়ে রেখেছেন।

وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

৩৪. তোমরা যা-কিছু চেয়েছ, তিনি তার মধ্য হতে (যা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক তা) তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা আল্লাহর নেয়ামত সমূহ গুনতে শুরু করলে, তা গুণতে সক্ষম হবে না। বস্তুত মানুষ অতি অন্যায়াচারী, ঘোর অকৃতজ্ঞ।

নেয়ামতের চরম না-শোকরী করে। পরিণামে তারা নিজেদেরকে তো ধ্বংস করলই, সঙ্গে নিজ সম্প্রদায়কেও ধ্বংসের পথে নিয়ে গেল।

২৩. এর দ্বারা হিসাব-নিকাশের দিন বোঝানো হয়েছে। সে দিন কেউ না পারবে টাকা-পয়সার বিনিময়ে জান্নাত কিনতে আর না পারবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দ্বারা নিজেকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে।

[৫]

৩৫. এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করছিল আর তাতে) বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এ নগরকে শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দিন[২৪] এবং আমাকে ও আমার পুত্রকে মূর্তিপূজা করা হতে রক্ষা করুন।[২৫]

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿۳۵﴾

৩৬. হে আমার প্রতিপালক! ওইসব প্রতিমা বিপুল সংখ্যক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। সুতরাং যে-কেউ আমার অনুসরণ করবে, সে আমার দলভুক্ত আর কেউ আমাকে অমান্য করলে (তার বিষয়টা আমি আপনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি), আপনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২৬]

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۶﴾

৩৭. হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার কতিপয় সন্তানকে আপনার সম্মানিত ঘরের আশেপাশে এমন এক উপত্যকায় এনে বসবাস করিয়েছি, যেখানে কোন ক্ষেত-খামার নেই। হে আমাদের

رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ

---

২৪. এর দ্বারা পবিত্র মক্কা নগরকে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশে নিজ পত্নী হযরত হাজেরা (আ.) ও পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে এখানে রেখে গিয়েছিলেন। তখন এখানে কোন লোকালয় ছিল না। এমনকি জীবন রক্ষার কোনও উপাদানও এখানে পাওয়া যেত না। আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম এখানে যমযম কুয়াটি জারি করে দেন। সে কুয়ার পানি দেখে জুরহুম গোত্রের লোক হযরত হাজেরা (আ.)-এর অনুমতিক্রমে সেখানে বসবাস শুরু করে দেয়। কালক্রমে এটি এক নগরে পরিণত হয়।

২৫. মক্কা মুকাররমার মুশরিকগণ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নিজেদের শ্রেষ্ঠতম মান্যবর হিসেবে গণ্য করত। তাই আল্লাহ তাআলা এ আয়াতসমূহে তাঁর দু'আর বরাত দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করছেন যে, তিনি তো মূর্তিপূজাকে চরম ঘৃণা করতেন, যে কারণে নিজ সন্তানদেরকে পর্যন্ত তা থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করেছিলেন। তা তার অনুসরণের দাবীদার হয়ে তোমরা কিসের ভিত্তিতে মূর্তিপূজা শুরু করলে?

২৬. অর্থাৎ, আমি আমার সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য লোকদেরকে মূর্তিপূজা হতে বেঁচে থাকার আদেশ করতে থাকব। যারা আমার আদেশমত কাজ করবে তারা আমার অনুসারী বলে দাবী করার অধিকার রাখবে। কিন্তু যারা আমার কথা মানবে না, তারা আমার দলের থাকবে না। তবে আমি তাদের জন্য বদদু'আ করি না। তাদের বিষয়টা আমি আপনার উপরে ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সুতরাং আপনি তাদেরকে হিদায়াত দিয়ে মাগফিরাতের ব্যবস্থাও করতে পারেন।

أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيٓ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾

প্রতিপালক! (এটা আমি এজন্য করেছি) যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে দিন এবং তাদেরকে ফলমূলের জীবিকা দান করুন,[২৭] যাতে তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ﴿٣٨﴾

৩৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যে কাজ লুকিয়ে করি তাও আপনি জানেন এবং যে কাজ প্রকাশ্যে করি তাও। পৃথিবীতে যা আছে তার কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না এবং আকাশে যা কিছু আছে তাও না।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٩﴾

৩৯. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক (-এর মত পুত্র) দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অত্যধিক দু'আ শ্রবণকারী।

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾

৪০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও নামায কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার আওলাদের মধ্য হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামায কায়েম করবে)। হে আমার প্রতিপালক! এবং আমার দু'আ কবুল করে নিন।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

৪১. হে আমার প্রতিপালক! যে দিন হিসাব প্রতিষ্ঠিত হবে, সে দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতা[২৮] ও সকল ঈমানদারকে ক্ষমা করুন।

---

২৭. আল্লাহ তাআলার কাছে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আ পরিপূর্ণরূপে কবুল হয়েছে, যে কারণে মক্কা মুকাররমার প্রতি সারা বিশ্বের সকল মুসলিমের হৃদয় থাকে অনুরাগ-উদ্বেলিত। হজ্জের মওসুমে তার নিদর্শন কার না চোখে পড়ে? কত দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ কত কষ্ট করে এই জল-বৃক্ষহীন ভূমিতে ছুটে আসে। হজ্জের মওসুম ছাড়া অন্য সময়েও অসংখ্য মানুষ উমরা ও অন্যান্য ইবাদতের জন্য এখানে ভিড় করে। একবার যে এখানে আসে তার বারবার আসার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আর এখানে ফলমূল যে পরিমাণ পাওয়া যায় তা আরেক বিস্ময়। দুনিয়ার সব রকম ফলের সাংবাৎসরিক সমাহার পবিত্র মক্কার মত আর কোথায় আছে? অথচ এখানকার ভূমিতে নিজস্ব কোন ফল কখনও উৎপন্ন হয় না।

২৮. এখানে কারও খটকা লাগতে পারে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতা আযর তো ছিল কাফের। তা সত্ত্বেও তিনি তার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করলেন কিভাবে? এর

[৬]

৪২. তুমি কিছুতেই মনে করো না জালিমগণ যা-কিছু করছে আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর।[২৯] তিনি তো তাদেরকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন, যে দিন চক্ষুসমূহ থাকবে বিস্ফারিত।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۬ؕ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ﴿۴۲﴾

৪৩. তারা মাথা উপর দিকে তুলে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দৃষ্টি পলক ফেলার জন্য ফিরে আসবে না।[৩০] আর (ভীতি বিহ্বলতার কারণে) তাদের প্রাণ উড়ে যাওয়ার উপক্রম করবে।

مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿۴۳﴾

৪৪. এবং (হে নবী!) তুমি মানুষকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক কর, যেদিন তাদের উপর আযাব আপতিত হবে আর তখন জালেমগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অল্পকালের জন্য সুযোগ দিন, তাহলে আমরা আপনার ডাকে সাড়া দেব এবং রাসূলগণের

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَاۤ اَخِّرْنَاۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْۤا اَقْسَمْتُمْ

উত্তর এই যে, হতে পারে তিনি যখন এ দু'আ করেছিলেন, তখন কুফর অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না। সুতরাং তাঁর দু'আর অর্থ ছিল, আপনি তাকে ঈমানের তাওফীক দিন, যাতে তা তার মাগফিরাত লাভের কারণ হয়ে যায়। আবার এ ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, তখনও পর্যন্ত তাঁকে তার মুশরিক পিতার জন্য দু'আ করতে নিষেধ করা হয়নি।

২৯. পূর্বে বলা হয়েছিল, জালেমগণ আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করে নিজ সম্প্রদায়কে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। কারও মনে খটকা জাগতে পারত, দুনিয়ায় তো তাদেরকে ক্রমশ উন্নতি লাভ করতেই দেখা যাচ্ছে। এ আয়াতসমূহে তার সমাধান দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঢিল দিয়ে রেখেছেন। পরিশেষে বিভীষিকাময় এক শাস্তিতে তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে। তখন তাদের ভীতি-বিহ্বলতার যে অবস্থা হবে তা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায়, সালংকার বাকশৈলীতে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার আবেদন তরজমার মাধ্যমে অন্য কোন ভাষায় প্রতিস্থাপন সম্ভব নয়। যদিও এটাকে সরাসরি মক্কার কাফেরদের পরিণাম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এর ভাষা যেহেতু সাধারণ, তাই যে-কোনও জালেম সম্প্রদায়ের খুব বাড়-বাড়ন্ত অবস্থা চোখে পড়বে, তাদের সম্পর্কেই এ আয়াত প্রযোজ্য হবে।

৩০. অর্থাৎ, তাদের সামনে যে ভয়াল পরিণাম দেখা দেবে, সে কারণে তারা একই দিকে অপলক তাকিয়ে থাকবে। দুনিয়ায় চোখে পলক দেওয়ার যে শক্তি ছিল, সে দিন সে শক্তি তাদের ফিরে আসবে না।

مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۝٤٤

অনুসরণ করব। (তখন তাদেরকে বলা হবে) আরে, তোমরা কি কসম করে বলনি তোমাদের কোন লয় নেই?

وَّسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ۝٤٥

৪৫. যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল, তাদের বাসভূমিতে তোমরা থেকেছিলে এবং তাদের সঙ্গে আমি কি আচরণ করেছি তাও তোমাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল আর তোমাদের সামনে দৃষ্টান্তও পেশ করেছিলাম।

وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝٤٦

৪৬. তারা তাদের সব রকম চাল চেলেছিল, কিন্তু আল্লাহর কাছে তাদের সমস্ত চাল ব্যর্থ করারও ব্যবস্থা ছিল, হোক না তাদের চালসমূহ এমন (শক্তিশালী), যাতে পাহাড়ও টলে যায়।

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝٤٧

৪৭. সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে কখনও এমন ধারণা মনে আসতে দেবে না যে, তিনি নিজ রাসূলদেরকে দেওয়া ওয়াদার বিপরীত করবেন। নিশ্চিত জেন আল্লাহ নিজ ক্ষমতায় সকলের উপর প্রবল (এবং) শাস্তিদাতা।

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝٤٨

৪৮. সেই দিন, যে দিন এ পৃথিবীকে অন্য এক পৃথিবী দ্বারা বদলে দেওয়া হবে এবং আকাশমণ্ডলীকেও (বদলে দেওয়া হবে) এবং সকলেই এক পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে।

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ۝٤٩

৪৯. এবং সে দিন তুমি অপরাধীদেরকে শিকলে কষে বাঁধা অবস্থায় দেখবে।

سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ۝٥٠

৫০. তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং আগুন তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করবে–

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝٥١

৫১. এইজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

৫২. এটা সমস্ত মানুষের জন্য এক বার্তা এবং এটা এই জন্য দেওয়া হচ্ছে, যাতে এর মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং যাতে তারা জানতে পারে সত্য মাবুদ কেবল একজনই এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।

আল-হামদু লিল্লাহ! আজ ১১ রজব ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ৬ আগস্ট ২০০৬ খৃ. সোমবার রাতে সূরা ইবরাহীমের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল (অনুবাদ শেষ হল আজ ১০ জুমাদাল উলা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৬ এপ্রিল ২০১০ খৃ. সোমবার রাতে)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন, ছুম্মা আমীন।

সূরা হিজর পরিচিতি

এ সূরার ৯৪ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায় এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে মক্কা মুকাররমায় নাযিল হয়েছিল। কেননা সে আয়াতে তাঁকে সর্বপ্রথম খোলাখুলি ইসলাম প্রচারের আদেশ করা হয়েছে। সূরার শুরুতে এই সত্য তুলে ধরা হয়েছে যে, কুরআন মাজীদ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নাযিলকৃত কিতাব। যারা এর বিরোধিতা করছে, এক দিন এমন আসবে যখন তারা আফসোস করবে, কেন তারা ইসলাম গ্রহণ করল না। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনও উন্মাদ বলত, কখনও অতীন্দ্রিয়বাদী সাব্যস্ত করত (নাউযুবিল্লাহ)। তার রদকল্পে ১৭ ও ১৮ নং আয়াতে অতীন্দ্রিয়বাদের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। তাদের কুফরের মূল কারণ ছিল অহংকার। তাই ২৬ থেকে ৪৪ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে ইবলিসের ঘটনা বর্ণনা করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, অহংকার তাকে কিভাবে আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে বঞ্চিত করেছে। কাফেরদের শিক্ষাগ্রহণের জন্য হযরত ইবরাহীম, হযরত লুত, হযরত শুআইব ও হযরত সালেহ আলাইহিমুস সালামের ঘটনার সার-সংক্ষেপ পেশ করা হয়েছে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমগণকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তাদের দাওয়াতের বিপরীতে কাফেরগণ হঠকারিতাপূর্ণ আচরণ করছে বলে তারা যেন মনে না করে তাদের পরিশ্রম বৃথা যাচ্ছে। তাদের দায়িত্ব কেবল আন্তরিকতার সাথে হৃদয়গ্রাহী পন্থায় প্রচারকার্য চালানো। তারা সর্বোত্তম পন্থায় তা আঞ্জাম দিচ্ছে। ফলাফলের যিম্মাদারী তাদের উপর নয়। সেটা আল্লাহর হাতে। ছামুদ জাতির বাসভূমির নাম ছিল 'হিজর'। সে হিসেবেই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে 'সূরা হিজর'। সূরার ৮০ নং আয়াত থেকে ৮৪ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে তাদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

১৫
সূরা হিজর

১৫ – সূরা হিজর – ৫৪

মক্কী; আয়াত ৯৯; রুকূ ৬

سُوْرَةُ الْحِجْرِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٩٩ رُكُوْعَاتُهَا ٦

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-রা। এগুলো (আল্লাহর) কিতাব ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত।

[চৌদ্দ পারা]

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَ قُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ①

২. একটা সময় আসবে, যখন কাফেরগণ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে, তারা যদি মুসলিম হয়ে যেত!

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ②

৩. (হে নবী!) তাদেরকে তাদের হালে ছেড়ে দাও– তারা খেয়ে নিক, ফুর্তি ওড়াক এবং অসার আশা তাদেরকে উদাসীন করে রাখুক।[১] শীঘ্রই তারা জানতে পারবে (প্রকৃত সত্য কী ছিল)।

ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ③

৪. আমি যে জনপদকেই ধ্বংস করেছি, তার জন্য একটা নির্দিষ্ট কাল লেখা ছিল।

وَمَاۤ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ④

৫. কোন সম্প্রদায় তার নির্দিষ্ট কালের আগে ধ্বংস হয় না এবং সে কালকে অতিক্রমও করতে পারে না।

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ⑤

৬. তারা বলে, হে ওই ব্যক্তি, যার প্রতি এই উপদেশবাণী (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি নিশ্চিতরূপেই উন্মাদ।

وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ؕ ⑥

৭. বাস্তবিকই যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের কাছে ফিরিশতা নিয়ে আস না কেন?

لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ⑦

---

১. এ আয়াত জানাচ্ছে, কেবল পানাহার করা ও দুনিয়ার মজা লুটাকে জীবনের মূল উদ্দেশ্য বানিয়ে নেওয়া এবং তারই জন্য এমন লম্বা-চওড়া আশা করা, যেন দুনিয়াই আসল জীবন, এটা কাফেরদের কাজ। মুসলিম ব্যক্তি দুনিয়ায় জীবন যাপন করবে, আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত ভোগ করবে, কিন্তু দুনিয়াকে জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানাবে না। বরং পার্থিব সবকিছুকে আখেরাতের কল্যাণ অর্জনের জন্য ব্যবহার করবে। আখেরাতের কল্যাণ লাভ করার সর্বোত্তম উপায় হল শরয়ী বিধানাবলীর অনুসরণ।

مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ⑧

৮. আমি তো ফিরিশতা অবতীর্ণ করি কেবল যথার্থ মীমাংসা দিয়ে আর তখন তাদেরকে কোন সুযোগ দেওয়া হয় না।[২]

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ⑨

৯. বস্তুত এ উপদেশ বাণী (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর রক্ষাকর্তা।[৩]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ⑩

১০. (হে নবী!) তোমার পূর্বেও আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে আমার রাসূল পাঠিয়েছি।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑪

১১. তাদের কাছে এমন কোনও রাসূল আসেনি, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করেছে।

---

২. তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ফিরিশতা পাঠানোর যে ফরমায়েশ করত এটা তার উত্তর। উত্তরের সারমর্ম হল, যে সম্প্রদায়ের কাছে আমি কোন নবী পাঠিয়েছি তাদের কাছে সহসা ফিরিশতা অবতীর্ণ করি না। তা করি কেবল সেই সময় যখন সে সম্প্রদায়ের নাফরমানী সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফলে তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করার ফায়সালা হয়ে যায়। সে ফায়সালার অধীনে ফিরিশতা পাঠিয়ে দেওয়া হলে তখন আর তারা ঈমান আনার ফুরসত পায় না। এ দুনিয়া তো এক পরীক্ষার জায়গা। এখানে যে ঈমান গ্রহণযোগ্য, সেটা হল ঈমান বিল গায়েব বা না দেখে বিশ্বাস। অর্থাৎ, মানুষ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে আল্লাহ তাআলার সত্তা ও তাঁর একত্ববাদকে শিরোধার্য করে নেবে। যদি গায়েবের সবকিছু চাক্ষুষ দেখিয়ে দেওয়া হয়, তবে পরীক্ষা হল কিসের?

৩. এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যদিও কুরআন মাজীদের আগেও বহু আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়েছিল, কিন্তু তা ছিল বিশেষ-বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য। তাই আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষন করার গ্যারান্টি দেননি। সেগুলোকে হেফাজত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যেমন সূরা মায়েদায় (৫ : ৪৪) বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজীদ সর্বশেষ আসমানী কিতাব। কিয়ামতকাল পর্যন্ত এর কার্যকারিতা বলবৎ থাকবে। তাই আল্লাহ তাআলা এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এর ভেতর কোন রদবদলের সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ তাআলা এমনভাবে এ গ্রন্থ সংরক্ষণ করেছেন যে, ছোট-ছোট শিশুরা পর্যন্ত পূর্ণ কিতাব মুখস্থ করে নিজেদের বক্ষদেশে সুরক্ষিত করে রাখে। কথার কথা যদি শত্রুগণ কুরআন মাজীদের সমস্ত কপি খতম করে ফেলে (নাউযুবিল্লাহ) তবুও ছোট-ছোট শিশুরাও এ কুরআন পুনরায় লিপিবদ্ধ করাতে পারবে এবং তাতে এক হরফেরও হেরফের হবে না। এটা কুরআন মাজীদের এক জীবন্ত মুজিযা।

كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٢﴾

১২. আমি অপরাধীদের অন্তরে এ বিষয়টা এভাবেই ঢুকিয়ে দেই–[৪]

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩. যে, তারা এর প্রতি ঈমান আনবে না। পূর্ববর্তী লোকদের রীতিও এ রকমই চলে এসেছে।

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. এবং আমি যদি (কথার কথা) তাদের জন্য আসমানের কোন দরজা খুলে দেই এবং তারা দিনের আলোতে তাতে চড়তে শুরু করে–

لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫. তবুও তারা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।[৫]

[১]

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٦﴾

১৬. আমি আসমানে বহু 'বুরূজ'[৬] তৈরি করেছি এবং দর্শকদের জন্য তাতে শোভা দান করেছি।[৭]

---

৪. 'এ বিষয়' দ্বারা কুরআন মাজীদকেও বোঝানো হতে পারে। অর্থাৎ, কুরআন মাজীদ তাদের অন্তরে প্রবেশ করে বটে, কিন্তু তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে এর প্রতি ঈমান আনার তাওফীক তাদেরকে দেওয়া হয় না। অথবা এর দ্বারা তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের চরম অপরাধ প্রবণতার কারণে তাদের অন্তরে মোহর করে দেওয়া হয়েছে এবং তাতে কুফর, অবাধ্যতা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিণামে তারা ঈমান আনতে পারবে না।

৫. অর্থাৎ, তারা যা-কিছু দাবী ও ফরমায়েশ করে তা কেবলই জেদপ্রসূত। কাজেই ফিরিশতা পাঠানো হলে তো দূরের কথা খোদ তাদেরকেই যদি আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, তবুও তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনবে না, বরং তাকে অস্বীকার করার জন্য কোনও না কোনও ছুতা বানিয়ে নেবে। বলবে, আমাদেরকে যাদু করা হয়েছে।

৬. 'বুরূজ'-এর প্রকৃত অর্থ দুর্গ। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে বুরূজ (بروج) দ্বারা গ্রহ-নক্ষত্র বোঝানো হয়েছে।

৭. অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা সাজানো দেখা যায়। প্রকাশ থাকে যে, কুরআন মাজীদে السماء (আকাশ) শব্দটি স্থানভেদে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও এর দ্বারা সেই সাত আকাশের কোনও একটি বোঝানো হয়েছে, যে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে বলেছেন যে, তিনি সেগুলোকে উপর-নিচে বিন্যস্ত করেছেন। কোথাও এর দ্বারা 'উপর দিক' বোঝানো উদ্দেশ্য। সুতরাং সামনে ২২ নং আয়াতে যে বলা হয়েছে 'আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি', তাতে السماء দ্বারা উপর দিকই বোঝানো হয়েছে। দৃশ্যত এখানেও তাই বোঝানো উদ্দেশ্য।

وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿١٧﴾

১৭. এবং তাকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে সংরক্ষিত করে রেখেছি।

اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨﴾

১৮. তবে কেউ চুরি করে কিছু শোনার চেষ্টা করলে এক উজ্জ্বল শিখা তাকে ধাওয়া করে।[৮]

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ ﴿١٩﴾

১৯. এবং আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি এবং তাকে স্থিত রাখার জন্য তাতে পাহাড় স্থাপিত করেছি।[৯] আর তাতে সর্বপ্রকার বস্তু পরিমিতভাবে উদ্গত করেছি।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. আর তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি তোমাদের জন্য এবং তাদের (অর্থাৎ সেই সকল মাখলুকের) জন্যও যাদের রিযিক তোমরা দাও না।[১০]

---

৮. কুরআন মাজীদে কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে, শয়তান আকাশে গিয়ে ঊর্ধ্বজগতের খবরাখবর সংগ্রহ করতে চায়। উদ্দেশ্য সেসব খবর অতীন্দ্রিয়বাদী ও জ্যোতিষীদেরকে সরবরাহ করা, যাতে তারা তার মাধ্যমে মানুষকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয় যে, তারা গায়েবী খবর জানতে পারে। কিন্তু আকাশে প্রবেশের দুয়ার তাদের জন্য পূর্ব থেকেই বন্ধ রয়েছে। তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের আগে শয়তানেরা আকাশের কাছাকাছি পৌঁছতে পারত এবং সেখান থেকে চুরি করে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করত। ঘটনাক্রমে কোনও একটু কথা কানে পড়ে গেলে তার সাথে অসংখ্য মিথ্যা মিলিয়ে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌঁছাত। এভাবে অতীন্দ্রিয়বাদীদের দু'-একটি কথা ফলেও যেত। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের পর তাদের আকাশের কাছে যাওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হল। এখন তারা সে রকম চেষ্টা করলে জ্বলন্ত উল্কা ছুঁড়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আকাশে আমরা যে নক্ষত্র পতনের দৃশ্য দেখতে পাই, অনেক সময় তা এই শয়তান বিতাড়নেরই ব্যাপার হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ তাআলা সূরা জীনে আসবে।

৯. কুরআন মাজীদের কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে, শুরুতে ভূমিকে যখন সাগরে বিছিয়ে দেওয়া হয়, তখন তা দুলছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাকে স্থির রাখার জন্য পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেন (দেখুন, সূরা নাহল ১৬ : ১৫)।

১০. প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলাই সকল সৃষ্টির রিযিকদাতা। কোন কোন গৃহপালিত পশু-পাখি এমন আছে, বাহ্যিকভাবে মানুষ তাদের দানা-পানির যোগান দেয়, কিন্তু অধিকাংশ সৃষ্টিই এমন, যাদের জীবিকা সরবরাহে মানুষের কোন ভূমিকা নেই। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি মানুষের জন্যও জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি এবং মানুষ বাহ্যিকভাবেও

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ز وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢١﴾

২১. এবং এমন কোন (প্রয়োজনীয়) বস্তু নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই, কিন্তু আমি তা অবতীর্ণ করি সুনির্দিষ্ট পরিমাণে।

وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ج وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ﴿٢٢﴾

২২. এবং পাঠিয়েছি সেই বায়ু, যা মেঘমালাকে করে পানিপূর্ণ, তারপর আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, তারপর আমি তা দ্বারা তোমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করি। তোমাদের সাধ্য নেই যে, তা সঞ্চয় করে রাখবে।

وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. আমিই জীবন দেই এবং আমিই মৃত্যু ঘটাই আর আমিই সকলের ওয়ারিশ।

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. যারা তোমাদের আগে চলে গেছে, আমি তাদেরকেও জানি এবং যারা পেছনে রয়ে গেছে তাদেরকেও জানি।[১১]

وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ط اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾ ع

২৫. নিশ্চিত জেন, তোমার প্রতিপালকই তাদেরকে হাশরে একত্র করবেন। নিশ্চয়ই তাঁর হিকমতও বিপুল, জ্ঞানও বিপুল।

যাদের খাদ্যের বন্দোবস্ত করে না, তাদের জন্যও। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এ আয়াতের অন্য রকম তরজমারও অবকাশ আছে, যেমন 'আমি তোমাদের কল্যাণার্থে এত (ভূমিতে) জীবিকার উপকরণও সৃষ্টি করেছি এবং সেই সব মাখলুকও সৃষ্টি করেছি, তোমরা যাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর না'। অর্থাৎ, মানুষ বাহ্যিকভাবেও যাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে না, অথচ তাদের দ্বারা উপকৃত হয়, যেমন শিকারের জন্তু, সেগুলোও আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করেছেন।

১১. এর দুই অর্থ হতে পারে– (এক) তোমাদের আগে যে সব জাতি গত হয়েছে, আমি তাদের সম্পর্কেও অবগত এবং যে সকল জাতি ভবিষ্যতে আসবে তাদের অবস্থাদি সম্পর্কেও অবগত। (দুই) তোমাদের মধ্যে যেসব লোক সৎকাজে অগ্রগামী হয়ে অন্যদেরকে ছাড়িয়ে যায়, আমি তাদেরকেও জানি আর যারা পেছনে পড়ে থাকে তাদের সম্পর্কেও আমি খবর রাখি।

[২]

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٦﴾

২৬. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি পঁচা কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি হতে[১২]

وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾

২৭. এবং তার আগে জিনদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম লু'র আগুন দ্বারা।[১৩]

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ
صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٨﴾

২৮. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, আমি শুকনো কাদার ঠনঠনে মাটি দ্বারা এক মানব সৃষ্টি করতে চাই।

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ
سٰجِدِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. তাকে যখন পরিপূর্ণ রূপ দান করব এবং তাতে রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা সকলে তার সামনে সিজদায় পড়ে যেও।

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. সুতরাং সমস্ত ফেরেশতা সিজদা করল–

اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. ইবলিস ব্যতীত। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল।

قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! তোমার কি হল যে, সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?

قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ
مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٣٣﴾

৩৩. সে বলল, আমি এমন (তুচ্ছ) নই যে, একজন মানুষকে সিজদা করব, যাকে আপনি পঁচা কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন।

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٣٤﴾

৩৪. আল্লাহ বললেন, তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। কেননা তুমি মরদূদ হয়ে গেছ।

---

১২. এর দ্বারা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার কথা বোঝানো হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা সূরা বাকারায় (২ ঃ ৩, ৩৪) গত হয়েছে। ফেরেশতাদের সিজদা সম্পর্কিত জরুরী বিষয়াবলীও সেখানে বর্ণিত হয়েছে।

১৩. মানুষের আদি পিতা যেমন হযরত আদম আলাইহিস সালাম, তেমনি জিনদের মধ্যে সর্বপ্রথম যাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তার নাম 'জান্ন'। তাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল।

৩৫. কিয়ামতকাল পর্যন্ত তোমার উপর অভিশাপ পড়তে থাকবে। وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣٥

৩৬. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! তাহলে আমাকে সেই দিন পর্যন্ত (জীবিত থাকার) সুযোগ দিন, যখন মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে। قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝٣٦

৩৭. আল্লাহ বললেন, আচ্ছা যাও, তোমাকে অবকাশ দেওয়া হল– قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝٣٧

৩৮. এমন এক কাল পর্যন্ত, যা আমার জানা আছে।[১৪] اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۝٣٨

৩৯. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন, তাই আমি কসম করছি যে, আমি মানুষের জন্য দুনিয়ার ভেতর আকর্ষণ সৃষ্টি করব[১৫] এবং তাদের সকলকে বিপথগামী করব। قَالَ رَبِّ بِمَاۤ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝٣٩

৪০. তবে আপনার সেই বান্দাদেরকে নয়, যাদেরকে আপনি নিজের জন্য বিশুদ্ধচিত্ত বানিয়ে নিয়েছেন। اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ۝٤٠

৪১. আল্লাহ বললেন, এটাই সেই সরল পথ, যা আমার পর্যন্ত পৌঁছে।[১৬] قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ ۝٤١

৪২. নিশ্চিত জেন, যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোনও ক্ষমতা اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا

---

১৪. শয়তান হাশরের দিন পর্যন্ত অবকাশ চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার পরিবর্তে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে, তা হল শিঙ্গায় প্রথমবার ফুঁ দেওয়ার কাল। যখন সমস্ত সৃষ্টির মৃত্যু ঘটবে। সুতরাং এ সময় শয়তানও মারা যাবে।

১৫. অর্থাৎ, এমন মনোমুগ্ধতা সৃষ্টি করব, যা তাদেরকে নাফরমানী করতে উৎসাহ যোগাবে।

১৬. আল্লাহ তাআলা তখনই এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যারা ইখলাসের সাথে আল্লাহর আনুগত্যের পথ অবলম্বন করবে, তারা সোজা আমার কাছে পৌঁছে যাবে। শয়তানের ছল-চাতুরী তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿٤٢﴾

চলবে না।[১৭] তবে যারা তোমার অনুগামী হবে সেই বিভ্রান্তদের কথা ভিন্ন।

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. এরূপ সকলেরই নির্ধারিত ঠিকানা হল জাহান্নাম।

لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ؕ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ﴿٤٤﴾

৪৪. তার সাতটি দরজা। প্রত্যেক দরজার জন্য তাদের (অর্থাৎ জাহান্নামীদের) একেকটি দলকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

[৩]

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٤٥﴾

৪৫. (অন্য দিকে) মুত্তাকীগণ থাকবে উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণের মাঝে।

اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. (তাদেরকে বলা হবে–) তোমরা এতে (অর্থাৎ উদ্যানসমূহে) প্রবেশ কর নিরাপদে ও নির্ভয়ে।

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. তাদের অন্তরে যে দুঃখ-বেদনা থাকবে তা দূর করে দেব।[১৮] তারা ভাই-ভাই রূপে মুখোমুখি হয়ে উঁচু আসনে আসীন হবে।

لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. সেখানে তাদেরকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করবে না এবং তাদেরকে সেখান থেকে বের করেও দেওয়া হবে না।

نَبِّئْ عِبَادِيْۤ اَنِّيْۤ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٩﴾

৪৯. আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও, নিশ্চয় আমিই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

১৭. 'আমার বান্দা' বলতে সেই সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার পথে চলতে স্থির সংকল্প এবং সে পথে চলার জন্য তাঁরই কাছে সাহায্য চায়। এরূপ লোকদের উপর শয়তানের ক্ষমতা না চলার অর্থ, যদিও শয়তান তাদেরকেও বিপথগামী করার চেষ্টা করবে, কিন্তু তারা তাদের ইখলাসের বদৌলতে আল্লাহ তাআলার দয়া ও সাহায্য লাভ করবে। ফলে তারা শয়তানের ফাঁদে পড়বে না।

১৮. অর্থাৎ, দুনিয়ায় তাদের মধ্যে পারস্পরিক কোন দুঃখ-বেদনা থেকে থাকলে জান্নাতে পৌছার পর তাদের অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলা তা দূর করে দেবেন।

৫০. এবং এটাও জানিয়ে দাও যে, আমার শাস্তিই মর্মন্তুদ শাস্তি।

وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ۝٥٠

৫১. এবং তাদেরকে ইবরাহীমের অতিথিদের কথা শুনিয়ে দাও।[১৯]

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ۝٥١

৫২. সেই সময়ের কথা, যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হল ও সালাম করল। ইবরাহীম বলল, আমাদের তো তোমাদের দেখে ভয় লাগছে।[২০]

اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ۝٥٢

৫৩. তারা বলল, ভয় পাবেন না, আমরা আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্র (-এর জন্মগ্রহণ) এর সুসংবাদ দিচ্ছি।

قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۝٥٣

৫৪. ইবরাহীম বলল, তোমরা আমাকে এই সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন বার্ধক্য আমাকে আচ্ছন্ন করেছে? তোমরা কিসের ভিত্তিতে আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ?

قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰۤى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ۝٥٤

---

১৯. অতিথি দ্বারা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে প্রেরিত ফিরিশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে। উপরে বলা হয়েছিল, আল্লাহ তাআলার রহমত যেমন সর্বব্যাপী, তেমনি তাঁর শাস্তিও অতি কঠোর। সুতরাং কারও আল্লাহ তাআলার রহমত থেকেও নিরাশ হওয়া উচিত নয় এবং তার শাস্তি থেকেও নিশ্চিন্ত হওয়া ঠিক নয়। সেই পটভূমিতেই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে আগত অতিথিদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এ ঘটনায় যেমন আল্লাহ তাআলার রহমতের তেমনি তাঁর কঠিন শাস্তির উল্লেখ রয়েছে। রহমতের বিষয় হল, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তার পুত্র হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সুসংবাদ দান। ফিরিশতাগণ যখন তাঁর কাছে এ সুসংবাদ নিয়ে আসেন, তখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন। সুতরাং এ সুসংবাদ এক বিরাট রহমত বৈ কি! আর শাস্তির ব্যাপার হল এই যে, আগত এই ফিরিশতাদের মাধ্যমে হযরত লুত আলাইহিস সালামের কওমের উপর আযাব নাযিল করা হয়েছিল। ঘটনাটি সূরা হুদে (১১ ঃ ৬৯-৮৩) কিছুটা বিস্তারিতভাবে গত হয়েছে। সেখানে ঐ সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক পরিষ্কার করা হয়েছে।

২০. সূরা হুদে বলা হয়েছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাদেরকে মানুষ মনে করেছিলেন। তাই তাদের আতিথেয়তার লক্ষ্যে বাছুরের ভুনা গোশত পেশ করেছিলেন, কিন্তু তারা খাওয়া হতে বিরত থাকলেন। তখনকার আঞ্চলিক রেওয়াজ অনুযায়ী এটা শত্রুতার আলামত ছিল। এরূপ দেখা গেলে মনে করা হত, তারা কোন অসৎ উদ্দেশ্যে এসেছে। এ কারণেই তাঁর ভয় লেগেছিল।

قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তারা বলল, আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিয়েছি। সুতরাং যারা নিরাশ হয়, আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. ইবরাহীম বলল, পথভ্রষ্টগণ ছাড়া আর কে নিজ প্রতিপালকের রহমত থেকে নিরাশ হয়?

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. (তারপর) তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর প্রেরিত ফিরিশতাগণ! আপনাদের পরবর্তী কাজ কী?

قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. তারা বলল, আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পাঠানো হয়েছে (তাদের প্রতি আযাব নাযিল করার জন্য)–

اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. তবে লূতের পরিবারবর্গ তার বাইরে। তাদের সকলকে আমরা রক্ষা করব।

اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. কিন্তু তার স্ত্রী ছাড়া। আমরা স্থির করেছি, (শাস্তির লক্ষ্যবস্তু হওয়ার জন্য) যারা পেছনে থেকে যাবে সেও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

[৪]

فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ۨالْمُرْسَلُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. সুতরাং ফিরিশতাগণ যখন লূতের পরিবারবর্গের কাছে আসল–

قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. তখন লূত বলল, আপনাদেরকে অপরিচিত মনে হচ্ছে![২১]

قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. তারা বলল, না; বরং তারা যে (আযাব) সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত, আমরা আপনার কাছে সেটাই নিয়ে এসেছি।

---

২১. হযরত লূত আলাইহিস সালাম নিজ সম্প্রদায়ের কু-স্বভাব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তারা বহিরাগতদেরকে নিজেদের লালসার শিকার বানাতে চাইত। সঙ্গত কারণেই তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। হযরত লূত আলাইহিস সালামের এই দুশ্চরিত্র সম্প্রদায়ের ঘটনা সংক্ষেপে সূরা আরাফ (৭ ঃ ৮০)-এর টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝٦٤

৬৪. আমরা আপনার কাছে অনড় ফায়সালা নিয়ে এসেছি এবং নিশ্চিত থাকুন, আমরা সত্যবাদী।

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ۝٦٥

৬৫. সুতরাং আপনি রাতের কোনও এক অংশে নিজ পরিবারবর্গকে নিয়ে বের হয়ে পড়ুন এবং নিজে তাদের পিছনে পিছনে চলুন।[22] আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পিছনে ফিরে না দেখে এবং আপনাদেরকে যেখানে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে, সেখানকার উদ্দেশ্যে চলতে থাকুন।

وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ۝٦٦

৬৬. এবং (এভাবে) আমি লূতের কাছে আমার এই ফায়সালা পৌঁছিয়ে দিলাম যে, ভোর হওয়া মাত্র তাদেরকে নির্মূল করে ফেলা হবে।

وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝٦٧

৬৭. নগরবাসীগণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে (লূতের কাছে) চলে আসল।[23]

قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ ۝٦٨

৬৮. লূত (তাদেরকে) বলল, এরা আমার অতিথি। সুতরাং আমাকে বেইজ্জত করো না।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ ۝٦٩

৬৯. এবং আল্লাহকে ভয় কর আর আমাকে হেয় করো না।

قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝٧٠

৭০. তারা বলল, আমরা কি আপনাকে আগেই দুনিয়াশুদ্ধ লোককে মেহমান বানাতে নিষেধ করে দেইনি?

---

২২. পেছনে থেকে যাতে সকল সঙ্গীর তত্ত্বাবধান করতে পারেন, সেজন্যই হযরত লূত আলাইহিস সালামকে সকলের পেছনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আর বিশেষত সকলের প্রতি যেহেতু নির্দেশ ছিল, যেন কেউ পিছনে ফিরে না দেখে, তাই হযরত লূত আলাইহিস সালামের পিছনে থাকাই দরকার ছিল, যাতে কারও এ হুকুম অমান্য করার সাহস না হয়।

২৩. ফিরিশতাগণ অত্যন্ত সুদর্শন যুবকের বেশে এসেছিলেন। তা শুনে নগরের লোক নিজেদের কু-বাসনা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সোল্লাসে ছুটে আসল, যেমনটা হযরত লূত আলাইহিস সালামের আশঙ্কা ছিল।

قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِیٓ اِنۡ كُنۡتُمۡ فٰعِلِیۡنَ ﴿۷۱﴾

৭১. লূত বলল, তোমরা যদি আমার কথা অনুযায়ী কাজ কর, তবে এই যে, আমার কন্যাগণ (তোমাদের কাছে তোমাদের বিবাহাধীন) রয়েছে।[২৪]

لَعَمۡرُكَ اِنَّهُمۡ لَفِیۡ سَكۡرَتِهِمۡ یَعۡمَهُوۡنَ ﴿۷۲﴾

৭২. (হে নবী!) তোমার জীবনের শপথ! প্রকৃতপক্ষে ওই সব লোক নিজেদের মত্ততায় বুঁদ হয়ে গিয়েছিল।

فَاَخَذَتۡهُمُ الصَّیۡحَةُ مُشۡرِقِیۡنَ ﴿۷۳﴾

৭৩. সুতরাং সূর্যোদয় হওয়া মাত্রই মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল।

فَجَعَلۡنَا عَالِیَهَا سَافِلَهَا وَ اَمۡطَرۡنَا عَلَیۡهِمۡ حِجَارَةً مِّنۡ سِجِّیۡلٍ ﴿۷۴﴾

৭৪. অনন্তর আমি সে ভূখণ্ডটিকে উল্টিয়ে উপর-নিচ করে দিলাম এবং তাদের উপর পাকা মাটির পাথর-ধারা বর্ষণ করলাম।

اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّلۡمُتَوَسِّمِیۡنَ ﴿۷۵﴾

৭৫. বস্তুত এসব ঘটনার ভেতর বহু নিদর্শন আছে তাদের জন্য, যারা শেখার দৃষ্টি দিয়ে দেখে।

وَ اِنَّهَا لَبِسَبِیۡلٍ مُّقِیۡمٍ ﴿۷۶﴾

৭৬. এ জনপদটি এমন এক পথের উপর অবস্থিত, যাতে সর্বদা লোক চলাচল রয়েছে।[২৫]

اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّلۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۷۷﴾

৭৭. নিশ্চয়ই এর মধ্যে মুমিনদের জন্য নিদর্শন আছে।

وَ اِنۡ كَانَ اَصۡحٰبُ الۡاَیۡكَةِ لَظٰلِمِیۡنَ ﴿۷۸﴾

৭৮. আয়কার বাসিন্দাগণ (-ও) বড় জালেম ছিল।[২৬]

---

২৪. উম্মতের নারীগণ সংশ্লিষ্ট নবীর রূহানী কন্যা হয়ে থাকে। হযরত লূত আলাইহিস সালাম সেই দুর্বৃত্তদেরকে নম্রতার সাথে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, তোমাদের ঘরে তো তোমাদের স্ত্রীরা রয়েছে, যারা আমার রূহানী কন্যা। তোমরা তোমাদের কামেচ্ছা তাদের দ্বারাই পূরণ করতে পার আর সেটাই এ কাজের স্বভাবসিদ্ধ ও পবিত্র পন্থা।

২৫. হযরত লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় জর্ডানের মৃত সাগরের আশেপাশে বাস করত। আরবের লোক যখন শামের সফর করত, তখন তাদের যাতায়াত পথে সে সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষ পড়ত।

২৬. 'আয়কা' অর্থ নিবিড় বনভূমি। হযরত শুআইব আলাইহিস সালামকে যে সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাদের বসতি এ রকমই একটি বন-সংলগ্ন ছিল। কোন কোন মুফাসসির

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٩﴾

৭৯. ফলে আমি তাদের থেকেও প্রতিশোধ নিয়েছি। উভয় সম্প্রদায়ের বাসভূমি প্রকাশ্য রাজপথের পাশে অবস্থিত।[২৭]

[৫]

وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. হিজরবাসীগণও রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।[২৮]

وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٨١﴾

৮১. আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল।

وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. তারা পাহাড় কেটে নিরাপদ গৃহ নির্মাণ করত।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. পরিশেষে ভোরবেলা এক মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল।

فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. পরিণাম হল এই, তারা যে শিল্পকর্ম দ্বারা রোজগার করত, তা তাদের কোনও কাজে আসল না।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ

৮৫. আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এর মাঝখানে যা-কিছু আছে, তা যথাযথ উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি[২৯] এবং

বলেন, জনপদটির নাম ছিল 'মাদয়ান'। কেউ বলেন, মাদয়ান ও আয়কা দু'টি পৃথক জনপদ। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম উভয় এলাকারই নবী ছিলেন। আয়কাবাসীদের ঘটনা সূরা আরাফে (৭ ঃ ৮৫–৯৩) গত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য সেখানকার টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য)।

২৭. উভয় বলতে হযরত লূত আলাইহিস সালাম ও হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের বসতি দু'টিকে বোঝানো হয়েছে। যেমন উপরে বলা হয়েছে, হযরত লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় বাস করত মৃত সাগরের আশেপাশে আর হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের বাসভূমি 'মাদয়ান'-ও জর্দানেই অবস্থিত ছিল। শামের যাতায়াত পথে আরববাসী এ জনপদ দু'টির উপর দিয়েই আসা-যাওয়া করত।

২৮. 'হিজর' হল ছামুদ জাতির বাসভূমি, যেখানে হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল। এ জাতির ঘটনাও সূরা আরাফে (৭ ঃ ৭৩–৭৯) চলে গেছে। তাদের অবস্থা জানার জন্য সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ ও তার টীকা দেখুন।

২৯. বিশ্বজগত সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল আখেরাতে পুণ্যবানদেরকে পুরস্কৃত করা এবং পাপীদেরকে শাস্তি দেওয়া। সেই দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে, কাফেরদের কর্মকাণ্ডের কোন দায় আপনার উপর নেই। আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদের ফায়সালা করবেন।

الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿٨٥﴾

কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং (হে নবী! তাদের আচার-আচরণকে) উপেক্ষা কর সৌন্দর্যমণ্ডিত[৩০] উপেক্ষায়।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٦﴾

৮৬. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকই সকলের স্রষ্টা, সব কিছুর জ্ঞাতা।

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ﴿٨٧﴾

৮৭. আমি তোমাকে এমন সাতটি আয়াত দিয়েছি, যা বারবার পড়া হয়[৩১] এবং দিয়েছি মর্যাদাপূর্ণ কুরআন।

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. আমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিভিন্ন লোককে মজা লুটার যে উপকরণ দিয়েছি, তুমি তার দিকে কখনও চোখ তুলে তাকিও না এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না। তুমি তাদের জন্য তোমার বাৎসল্যের ডানা বিস্তার করে দাও।

وَقُلْ اِنِّيْۤ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٩﴾

৮৯. এবং (যারা কুফরে লিপ্ত তাদেরকে) বলে দাও, আমি তো কেবল এক স্পষ্টভাষী সতর্ককারী।

---

৩০. উপেক্ষা করার অর্থ এ নয় যে, তাদের মধ্যে দাওয়াতী কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হবে। বরং বোঝানো উদ্দেশ্য, তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব আপনার নয়। মক্কী জীবনে তাদের সাথে যুদ্ধ করার তো নয়ই, এমনকি তারা যে জুলুম-নির্যাতন চালাত তার প্রতিশোধ গ্রহণেরও অনুমতি ছিল না। বরং হুকুম ছিল ক্ষমা প্রদর্শনের, অর্থাৎ, এখন তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত থাক। এভাবে কষ্ট-ক্লেশের চুল্লিতে ঝালাই করে মুসলিমদের আখলাক-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা হচ্ছিল।

৩১. এর দ্বারা সূরা ফাতিহার সাত আয়াত বোঝানো হয়েছে। প্রতি নামাযে তা বারবার পড়া হয়। এস্থলে বিশেষভাবে সূরা ফাতিহার কথা বলার কারণ খুব সম্ভব এই যে, এ সূরার আয়াত اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ 'আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই'–এর মাধ্যমে বান্দাকে শেখানো হয়েছে, সে যেন প্রতিটি জিনিস আল্লাহ তাআলার কাছেই চায়। তো এ সূরার বরাত দিয়ে যেন নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে, যখন কোন মুসিবত বা দুঃখ-কষ্ট দেখা দেয়, তখন আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু হয়ে তাঁরই কাছে সাহায্য চাবে এবং 'সীরাতে মুস্তাকীম'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তাঁরই কাছে দু'আ করবে।

৯০. (কুরআন মাজীদের মাধ্যমে এ সতর্কবাণী আমি নাযিল করেছি সেভাবেই,) যেমন নাযিল করেছিলাম সেই বিভক্তকারীদের প্রতি–

كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯১. যারা (তাদের) পাঠ্য কিতাবকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছিল।[৩২]

الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ﴿٩١﴾

৯২. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের কসম! আমি এক-এক করে তাদের সকলকে প্রশ্ন করব–

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٢﴾

৯৩. তারা যা-কিছু করত সে সম্পর্কে,

عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪. সুতরাং তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ করা হচ্ছে, তা প্রকাশ্যে মানুষকে শুনিয়ে দাও।[৩৩] (তথাপি) যারা শিরক করবে তাদের পরওয়া করো না।

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৫. নিশ্চিত থেক, তোমার পক্ষ হতে তাদের সাথে নিষ্পত্তির জন্য তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট, যারা (তোমাকে) ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে–

اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬. যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদ প্রতিষ্ঠা করেছে। সুতরাং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭. নিশ্চয়ই আমি জানি তারা যে সব কথা বলে তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿٩٧﴾

---

৩২. এর দ্বারা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বোঝানো হয়েছে। তারা তাদের কিতাবকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছিল। অর্থাৎ, কিতাবের যে বিধান তাদের ইচ্ছামত হত তা মানত এবং যে বিধান ইচ্ছামত হত না, তা অমান্য করত।

৩৩. এটাই সেই আয়াত, যার মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে দাওয়াত ও প্রচার কার্যের নির্দেশ দেওয়া হয়। এর আগে তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম চলছিল গোপনে।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۙ﴿۹۸﴾

৯৮. (তার প্রতিকার এই যে,) তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তার তাসবীহ্ পাঠ করতে থাক এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাক।

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ﴿۹۹﴾

৯৯. এবং নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাক যাবত না যার আগমন সুনিশ্চিত তোমার কাছে সেই জিনিস এসে যায়।[৩৪]

---

৩৪. এর দ্বারা 'মৃত্যু' বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, সারা জীবন আল্লাহর ইবাদতে লেগে থাক, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা ওফাতের মাধ্যমে নিজের কাছে ডেকে নেন।

আল-হামদুলিল্লাহ! আজ ১৮ রজব ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ১৪ আগষ্ট ২০০৬ খৃ. রোজ সোমবার, যোহরের সময় করাচিতে সূরা হিজরের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৩ জুমাদাল উলা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৯ এপ্রিল ২০১০ খৃ. রোজ বৃহস্পতিবার ইশার সময়)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন। অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ সন্তুষ্টি অনুযায়ী শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন, ছুম্মা আমীন।

সূরা নাহ্ল পরিচিতি

আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণার্থে বিশ্ব জগতে বহু নেয়ামত সৃষ্টি করেছেন। সে সব নেয়ামতের বিশদ বিবরণ দেওয়াই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। এ কারণেই এ সূরাকে سُوْرَةُ النِّعَمِ (নেয়ামতরাজির বিবরণ সম্বলিত সূরা)-ও বলা হয়। সাধারণভাবে আরব মুশরিকগণ স্বীকার করত, এসব নেয়ামতের বেশির ভাগই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। তা সত্ত্বেও তাদের বিশ্বাস ছিল, তারা যে দেবতাদের পূজা করে, তারাও আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বের অংশীদার। এ সূরায় আল্লাহ তাআলা তাঁর নেয়ামতরাজির উল্লেখপূর্বক তাদেরকে তাওহীদের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং ঈমান না আনলে যে কঠিন শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হবে সে সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। এ সূরাটি যখন নাযিল হয়, তখন কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে বহু মুসলিম হাবশায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিল। ৪২ নং আয়াতে তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তাদের দুঃখ-দুর্দশার দিন শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। দুনিয়ায়ও তাদেরকে উৎকৃষ্ট ঠিকানা দেওয়া হবে এবং আখেরাতেও তারা লাভ করবে মহা প্রতিদান। সেজন্য শর্ত হল, তাদেরকে সবর করতে হবে এবং আল্লাহ তাআলার উপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখতে হবে।

সূরার শেষাংশে ইসলামী শরীয়তের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। বিধানগুলো এমন যে, প্রতিটি মুসলিমের উচিত নিজ জীবন পরিচালনায় সেগুলোকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা।

সূরাটির নাম 'নাহল'। আরবীতে মৌমাছিকে 'নাহল' বলে। এ সূরার ৬৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজ নেয়ামতসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে মৌমাছির কথা উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তার কর্মপন্থার দিকে যে, তা কিভাবে আল্লাহ তাআলার হুকুমে পাহাড়-পর্বত ও বন-বনানীতে চাক তৈরি করে ও তাতে মধু সংগ্রহ করে। সূরাটির নাম 'নাহল' রাখা হয়েছে এ হিসেবেই।

১৬ – সূরা নাহল – ৭০

سُوْرَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ১২৮; রুকূ ১৬

اٰيَاتُهَا ١٢٨ رُكُوْعَاتُهَا ١٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ①

১. আল্লাহর হুকুম এসে গেছে। কাজেই তার জন্য তাড়াহুড়া করো না।[১] তারা যে শিরক করছে, তিনি তা থেকে পবিত্র ও সমুচ্চ।

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اَنْ اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ②

২. তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নিজ হুকুমে প্রাণ সঞ্চারক ওহীসহ ফিরিশতা অবতীর্ণ করেন, এই মর্মে সতর্ক করার জন্য যে, আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর (অন্য কাউকে নয়)।

---

১. আরবী ভাষার বাকরীতি অনুযায়ী এটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ বাক্য। ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবেই ঘটবে এরূপ ঘটনাকে আরবীতে অতীত ক্রিয়ায় ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। এর শক্তি ও প্রভাব অন্য কোন ভাষায় আদায় করা খুবই কঠিন। এস্থলে যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার পটভূমি এই, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাফেরদেরকে বলতেন, কুফর করতে থাকলে তার পরিণামে আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর আযাব নাযিল করবেন এবং মুসলিমদেরকে বিজয়ী করবেন, তখন তারা ঠাট্টাচ্ছলে বলত, আল্লাহ তাআলা যদি আযাব নাযিল করেনই, তবে তাকে বলুন যেন এখনই তা নাযিল করেন। এই বলে তারা বোঝাতে চাচ্ছিল, শাস্তির শাসানি ও মুসলিমদের জয়লাভের প্রতিশ্রুতি তাঁর মনগড়া কথা, এর কোন বাস্তবতা নেই (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের সে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উত্তর দ্বারাই সূরাটির সূচনা হয়েছে। বলা হয়েছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রেরিতব্য শাস্তি ও মুসলিমদের জয়লাভের যে সংবাদকে তোমরা অসম্ভব মনে করছ, প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহ তাআলার অনড় ফায়সালা এবং তা এতটা নিশ্চিত, যেন তা ঘটেই গেছে। সুতরাং তোমরা তার আগমনের জন্য তাড়া দেখানোর ছলে তার প্রতি ব্যঙ্গ প্রদর্শন করো না। কেননা তা তোমাদের মাথার উপর খাড়া রয়েছে। পরবর্তী বাক্যে এ শাস্তির অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে অন্যকে শরীক করে থাক। অথচ আল্লাহ তাআলা যে কোনও রকমের অংশীদারিত্ব থেকে কেবল পবিত্রই নন, বরং তিনি তার বহু উর্ধ্বে। সুতরাং কাউকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করা তাঁর প্রতি চরম অমর্যাদা প্রকাশের নামান্তর। বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকর্তাকে অসম্মান করার অনিবার্য পরিণাম তো এটাই যে, যে ব্যক্তি তাঁকে অসম্মান করবে তার উপর আযাব পতিত হবে (তাফসীরুল মাহাইমী, ১ম খণ্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)।

১৬

সূরা নাহ্‌ল

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰی عَمَّا یُشْرِکُوْنَ ③

৩. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথার্থ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তারা যে শিরক করে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِیْمٌ مُّبِیْنٌ ④

৪. তিনি মানুষকে শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর সহসা সে প্রকাশ্য বিতণ্ডার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে।[২]

وَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِیْهَا دِفْءٌ وَّ مَنَافِعُ وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ⑤

৫. তিনিই চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে তোমাদের জন্য শীত থেকে বাঁচার উপকরণ[৩] এবং তা ছাড়া আরও বহু উপকার রয়েছে এবং তা থেকেই তোমরা খেয়েও থাক।

وَ لَكُمْ فِیْهَا جَمَالٌ حِیْنَ تُرِیْحُوْنَ وَ حِیْنَ تَسْرَحُوْنَ ⑥

৬. তোমরা সন্ধ্যাকালে যখন সেগুলোকে বাড়িতে ফিরিয়ে আন এবং ভোরবেলা যখন সেগুলোকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তার ভেতর তোমাদের জন্য দৃষ্টিনন্দন শোভাও রয়েছে।

وَ تَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰی بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِیْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ ⑦

৭. এবং তারা তোমাদের ভার বয়ে নিয়ে যায় এমন নগরে, যেখানে প্রাণান্তকর কষ্ট ছাড়া তোমরা পৌঁছতে পারতে না। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের প্রতিপালক অতি মমতাময়, পরম দয়ালু।

وَّ الْخَیْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِیْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَ زِیْنَةً ؕ وَ یَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ⑧

৮. এবং ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা তিনিই সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে আরোহন করতে পার এবং তা তোমাদের শোভা

২. অর্থাৎ, মানুষের সারবত্তা তো কেবল এই যে, সে এক অপবিত্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি। কিন্তু সে যখন একটু বাকশক্তি লাভ করল, অমনি সে সেই মহান সত্তার সাথে অন্যকে শরীক করে তাঁর সাথে ঝগড়ায় মেতে উঠল, যিনি তাকে অপবিত্র বিন্দু থেকে এক পূর্ণাঙ্গ মানব বানিয়েছেন এবং তাকে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা দান করেছেন।

৩. অর্থাৎ, তোমরা চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা এমন পোশাক তৈরি কর, যা তোমাদেরকে শীত থেকে রক্ষা করে।

হয়। তিনি সৃষ্টি করেন এমন বহু জিনিস, যা তোমরা জান না।[৪]

৯. সরল পথ দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার। আর আছে বহু বাঁকা পথ। তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে সরল পথে পরিচালিত করতেন।[৫]

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ؕ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩﴾

[১]

১০. তিনিই সেই সত্তা, যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, যা থেকে তোমাদের পানীয় লাভ হয় এবং তা থেকেই জন্মায় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা পশু চরাও।

هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ﴿١٠﴾

১১. তা দ্বারাই তিনি তোমাদের জন্য ফসল, যায়তুন, খেজুর গাছ, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করেন।[৬] নিশ্চয়ই যারা চিন্তা করে, তাদের জন্য এসব বিষয়ের মধ্যে নিদর্শন আছে।

يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١١﴾

---

৪. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট এমন বহু বাহন আছে, যে সম্পর্ক এখন তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। এভাবে এ আয়াত আমাদের জানাচ্ছে, যদিও বাহন হিসেবে এখন তোমরা ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাই ব্যবহার করছ, কিন্তু ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলা নতুন-নতুন বাহন সৃষ্টি করবেন। সুতরাং কুরআন নাযিলের পর থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যে সব বাহন আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন মোটর গাড়ি, বাস, রেল, উড়োজাহাজ, স্টিমার ইত্যাদি কিংবা কিয়ামত পর্যন্ত আরও যা-কিছু আবিষ্কৃত হবে তা সবই এ আয়াতের মধ্যে এসে গেছে। আরবী ব্যাকরণের আলোকে এ আয়াতের তরজমা এভাবেও করা যায়– 'তিনি এমন সব বস্তু সৃষ্টি করবেন, যে সম্পর্কে তোমরা এখনও জান না।' এ তরজমা দ্বারা বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়।

৫. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মানুষকে যেমন দুনিয়ার পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য এসব বাহন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি আখেরাতের রূহানী সফরের জন্য তিনি সরল পথ দেখানোর দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। কেননা মানুষ এর জন্য বহু বাঁকা পথ তৈরি করে রেখেছে। তা থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূল পাঠান ও কিতাব নাযিল করেন এবং তাদের মাধ্যমে মানুষকে সরল-সোজা পথ দেখিয়ে দেন। তবে কাউকে তিনি জবরদস্তিমূলকভাবে এ পথে পরিচালিত করেন না। ইচ্ছা করলে তাও করতে পারতেন। কিন্তু তা করেন না এজন্য যে, তিনি চান মানুষ তাঁর প্রদর্শিত পথে জবরদস্তিমূলকভাবে নয়; বরং স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে চলুক। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা নিজ নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষকে পথ দেখানোর ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

৬. ফসল দ্বারা সেই সব শস্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা মানুষ দৈনন্দিন খাদ্যরূপে ব্যবহার করে, যেমন গম, চাল, তরি-তরকারি ইত্যাদি। যয়তুন হল সেই সকল বস্তুর একটা নমুনা,

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۙ ⑫

১২. তিনি দিন-রাত ও চন্দ্র-সূর্যকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। নক্ষত্ররাজিও তাঁর নির্দেশে কর্মরত রয়েছে। নিশ্চয়ই এর ভেতর বহু নিদর্শন আছে সেই সকল লোকের জন্য, যারা বুদ্ধি কাজে লাগায়।

وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ⑬

১৩. এমনিভাবে তিনি তোমাদের জন্য রঙ-বেরঙের যে বস্তুরাজি পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাও তাঁর নির্দেশে কর্মরত আছে। নিশ্চয়ই যারা শিক্ষাগ্রহণ করে, সেই সব লোকের জন্য এর মধ্যে নিদর্শন আছে।

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ⑭

১৪. তিনিই সেই সত্তা, যিনি সমুদ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা গোশত[৭] খেতে পার এবং তা থেকে আহরণ করতে পার অলংকার, যা তোমরা পরিধান কর[৮] এবং তোমরা দেখতে পাও তাতে পানি কেটে কেটে নৌযান চলাচল করে, যাতে তোমরা সন্ধান করতে পার আল্লাহর অনুগ্রহ এবং যাতে তোমরা শোকর গোজার হয়ে যাও।[৯]

যা খাদ্য প্রস্তুত ও তা সুস্বাদু করার কাজে ব্যবহৃত হয়। আর খেজুর, আঙ্গুর ও অন্যান্য ফল দ্বারা সেই সব জিনিসের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যা বাড়তি ভোগ-সৌখিনতায় কাজে আসে।

৭. এর দ্বারা মাছের গোশত বোঝানো হয়েছে।

৮. সাগর থেকে মণি-মুক্তা আহরণ করা হয়, যা অলংকারাদিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৯. অর্থাৎ, সাগর পথে বাণিজ্য-ভ্রমণ করে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও। কুরআন মাজীদে 'আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান'-এর পরিভাষাটি বিভিন্ন আয়াতে 'ব্যবসা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দেখুন সূরা বাকারা (২ ঃ ১৬৮), সূরা বনী ইসরাঈল (১৭ ঃ ১২, ৬৬), সূরা কাসাস (২৮ ঃ ৭৩), সূরা রূম (৩০ ঃ ৪৬), সূরা ফাতির (৩৫ ঃ ১২), সূরা জাছিয়া (৪৫ ঃ ১২), সূরা জুমুআ (৬২ ঃ ১০) ও সূরা মুয্যাম্মিল (৭৩ ঃ ২০)। তেজারতকে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ সাব্যস্ত করার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য যদি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করা হয়, তবে ইসলামে তা পসন্দনীয় কাজ। দ্বিতীয় এ পরিভাষা দ্বারা

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ⑮

১৫. এবং তিনি পৃথিবীতে পাহাড়ের ভার স্থাপন করেছেন, যাতে তা তোমাদের নিয়ে দোল না খায়[১০] এবং নদ-নদী ও পথ তৈরি করেছেন, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পার।

وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ⑯

১৬. এবং (পথ চেনার সুবিধার্থে) বহু আলামত তৈরি করেছেন, তাছাড়া মানুষ নক্ষত্র দ্বারা পথ চিনে নেয়।

اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ⑰

১৭. সুতরাং বল, যেই সত্তা (এতসব বস্তু) সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার সমান হতে পারেন, যে কিছুই সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑱

১৮. তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামতসমূহ গুণতে শুরু কর, তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না। বস্তুত আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১১]

ব্যবসায়ীদেরকে বোঝানো হচ্ছে, ব্যবসায় যে মুনাফা অর্জিত হয়, তা মূলত আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, কেবল ব্যবসায়ীর চেষ্টার ফসল নয়। কেননা মানুষ যতই চেষ্টা করুক, যদি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ না থাকে, তবে তা কখনই ফলপ্রসূ হতে পারে না। সুতরাং ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ অর্জিত হলে তাকে নিজ চেষ্টার্জিত মনে করে অহমিকা দেখানো সমীচীন নয়; বরং আল্লাহ তাআলার দান মনে করে তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত।

১০. প্রথমে পৃথিবীকে যখন সাগরের উপর স্থাপন করা হয়েছিল, তখন পৃথিবী দোল খাচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা পাহাড় দ্বারা তা স্থির করে দেন। আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা জানা যায়, এখনও বড়-বড় মহাদেশ সাগরের পানির উপর ঈষৎ নড়াচড়া করছে। কিন্তু সে নড়াচড়া অত্যন্ত মৃদু, যা মানুষ টের পায় না।

১১. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার নেয়ামত যখন এত বিপুল, যা গণা সম্ভব নয়, তখন তার তো দাবী ছিল মানুষ সর্বক্ষণ আল্লাহ তাআলার শোকর আদায়ে লিপ্ত থাকবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা জানেন, মানুষের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। তাই তিনি তাদের সঙ্গে মাগফিরাত ও রহমত সুলভ আচরণ করেন এবং তাদের দ্বারা শোকর আদায়ে যে কমতি ঘটে তা ক্ষমা করে দেন। তবে তিনি এটা অবশ্যই চান যে, মানুষ তাঁর আহকাম মোতাবেক জীবন যাপন করবে এবং প্রকাশ্য ও গোপন সর্বাবস্থায় তাঁর অনুগত হয়ে চলবে। এজন্য সর্বদা তার অন্তরে এ চেতনা জাগ্রত রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি কাজ জানেন, চাই সে তা প্রকাশ্যে করুক বা গোপনে। সুতরাং পরবর্তী আয়াতে এ সত্যই ব্যক্ত হয়েছে।

وَاللّٰهُ یَعۡلَمُ مَا تُسِرُّوۡنَ وَمَا تُعۡلِنُوۡنَ ﴿۱۹﴾

১৯. তোমরা যা গোপনে কর তা আল্লাহ জানেন এবং তোমরা যা প্রকাশ্যে কর তাও।

وَالَّذِیۡنَ یَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ لَا یَخۡلُقُوۡنَ شَیۡـًٔا وَّهُمۡ یُخۡلَقُوۡنَ ﴿ؕ۲۰﴾

২০. তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে (অর্থাৎ যে সব দেব-দেবীকে) ডাকে, তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। তারা নিজেরাই তো সৃষ্টি।

اَمۡوَاتٌ غَیۡرُ اَحۡیَآءٍ ۚ وَمَا یَشۡعُرُوۡنَ ۙ اَیَّانَ یُبۡعَثُوۡنَ ﴿۲۱﴾

২১. তারা নিষ্প্রাণ। তাদের ভেতর জীবন নেই। তাদেরকে কখন জীবিত করে উঠানো হবে সে বিষয়েও তাদের কোন চেতনা নেই।[১২]

[২]

اِلٰـهُكُمۡ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِیۡنَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَةِ قُلُوۡبُهُمۡ مُّنۡكِرَةٌ وَّهُمۡ مُّسۡتَكۡبِرُوۡنَ ﴿۲۲﴾

২২. তোমাদের মাবুদ একই মাবুদ। সুতরাং যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না তাদের অন্তরে অবিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তারা অহমিকায় লিপ্ত।

لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ یَعۡلَمُ مَا یُسِرُّوۡنَ وَمَا یُعۡلِنُوۡنَ ؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الۡمُسۡتَكۡبِرِیۡنَ ﴿۲۳﴾

২৩. স্পষ্ট কথা, তারা যা গোপনে করে তা আল্লাহ জানেন এবং তারা যা প্রকাশ্যে করে তাও। নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীকে পসন্দ করেন না।[১৩]

وَاِذَا قِیۡلَ لَهُمۡ مَّاذَاۤ اَنۡزَلَ رَبُّكُمۡ ۙ قَالُوۡۤا اَسَاطِیۡرُ الۡاَوَّلِیۡنَ ﴿ۙ۲۴﴾

২৪. যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমাদের প্রতিপালক কী বিষয় অবতীর্ণ করেছেন? তারা বলে গত হওয়া লোকদের গল্প!

لِیَحۡمِلُوۡۤا اَوۡزَارَهُمۡ كَامِلَةً یَّوۡمَ الۡقِیٰمَةِ ۙ وَمِنۡ

২৫. (এসবের) পরিণাম হল এই যে, কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের (কৃত

---

১২. এর দ্বারা তারা যাদের পূজা করত সেই প্রতিমাদের বোঝানো হয়েছে। বলা হচ্ছে, তারা অন্যকে সৃষ্টি করবে কি, নিজেরাই তো অন্যের হাতে তৈরি। তাদের না আছে জান, না জীবন। তাদের একথাও জানা নেই যে, মৃত্যুর পর তাদের পূজারীদেরকে কবে পুনরুজ্জীবিত করা হবে?

১৩. আল্লাহ তাআলা যেহেতু অহংকারীদেরকে পসন্দ করেন না তাই তিনি অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি দেবেন। আর সেজন্য আখেরাতের অস্তিত্ব থাকা অপরিহার্য। কাজেই আখেরাতকে অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই।

أَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۭ اَلَا سَاۗءَ مَا يَزِرُوْنَ ۝۲۵

গোনাহের) পরিপূর্ণ ভারও বহন করবে এবং তাদেরও ভারের একটা অংশ, যাদেরকে তারা কোনরূপ জ্ঞান ব্যতিরেকে বিপথগামী করছে।[১৪] স্মরণ রেখ, তারা যা বহন করছে তা অতি মন্দ ভার।

[৩]

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝۲۶

২৬. তাদের পূর্ববর্তী লোকেও চক্রান্ত করেছিল। তারপর ঘটল এই যে, তারা যে (ষড়যন্ত্রের) ইমারত নির্মাণ করেছিল, আল্লাহ তার ভিত্তিমূল উপড়ে ফেললেন এবং উপর থেকে ছাদও তাদের উপর ধ্বসে পড়ল। আর এমন স্থান থেকে তাদের উপর আযাব আপতিত হল, যা তারা টের করতেই পারছিল না।

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاۗءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَاۗقُّوْنَ فِيْهِمْ ۭ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْۗءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝۲۷

২৭. তারপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, আমার সেই শরীকগণ কোথায়, যাদেরকে নিয়ে তোমরা (মুসলিমদের সাথে) বিতণ্ডা করতে? যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা (সে দিন) বলবে, আজ বড় লাঞ্ছনা ও দুর্দশা চেপেছে সেই কাফেরদের উপর–

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰۗىِٕكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۠ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْۗءٍ ۭ بَلٰٓى

২৮. ফিরিশতাগণ যাদের রূহ এই অবস্থায় সংহার করেছে, যখন তারা (কুফরীতে লিপ্ত থেকে) নিজ সত্তার উপর জুলুম করছিল।[১৫] এ সময় কাফেরগণ অত্যন্ত

---

১৪. অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তাআলার কালামকে গল্প-গুজব সাব্যস্ত করে যাদেরকে বিপথগামী করেছিল, তারা তাদের প্রভাব-বলয়ে থেকে যেসব গুনাহ করত, তার বোঝাও তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

১৫. এর দ্বারা জানা গেল, যারা কুফর অবস্থায় মারা যায় শাস্তি কেবল তাদেরই হবে। মৃত্যুর আগে আগে যদি কেউ তাওবা করে ঈমান এনে ফেলে তবে তার তাওবা কবুল হয়ে যায় এবং তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾

আনুগত্যপূর্ণ কথা বলবে যে, আমরা তো কেবল মন্দ কাজ করতাম না। (তাদেরকে বলা হবে) করতে না কেমন করে? তোমরা যা-কিছু করতে সব আল্লাহ জানেন।

فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ
فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. সুতরাং এখন স্থায়ীভাবে জাহান্নাম বাসের জন্য তার দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। অহংকারীদের এ ঠিকানা কতই না মন্দ!

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوْا
خَيْرًا ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ
وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ؕ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. (অন্য দিকে) মুত্তাকীদের জিজ্ঞেস করা হল, তোমাদের প্রতিপালক কী নাযিল করেছেন? তারা বলল, সমূহ কল্যাণই নাযিল করেছেন। (এভাবে) যারা পুণ্যের কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে তাদের জন্য ইহকালেও মঙ্গল আছে, আর আখেরাতের নিবাস তো আগাগোড়া মঙ্গলই। মুত্তাকীদের নিবাস কতই না উত্তম।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ؕ كَذٰلِكَ
يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. স্থায়ী বসবাসের সেই উদ্যান, যাতে তারা প্রবেশ করবে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে এবং তারা সেখানে যা-কিছু চাবে তাই পাবে। আল্লাহ এ রকমই পুরস্কার দিয়ে থাকেন মুত্তাকীদেরকে–

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ
سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. তারা ওই সকল লোক, ফিরিশতাগণ যাদের রূহ কবজ করে তাদের পাক-পবিত্র থাকা অবস্থায়। তারা তাদেরকে বলে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যে আমল করতে, তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ

৩৩. তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ ঈমান আনার ব্যাপারে) কি কেবল এরই প্রতীক্ষায় আছে যে, তাদের কাছে ফিরিশতা এসে

أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾

উপস্থিত হবে অথবা তোমার প্রতিপালকের হুকুম (আযাব বা কিয়ামতরূপে) এসে পড়বে? যেসব জাতি তাদের পূর্বে গত হয়েছে, তারাও এরূপই করেছিল। আল্লাহ তাদের প্রতি কোন জুলুম করেননি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল।

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٤﴾

৩৪. সুতরাং তাদের উপর তাদের মন্দ কাজের কুফল আপতিত হয়েছিল এবং তারা যে জিনিস নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই এসে তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল।

[৪]

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾

৩৫. যারা শিরক অবলম্বন করেছে, তারা বলে, আল্লাহ চাইলে আমরা তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করতাম না- না আমরা এবং না আমাদের বাপ-দাদাগণ এবং আমরা তার হুকুম ছাড়া কোন জিনিস হারামও সাব্যস্ত করতাম না। তাদের পূর্বে যে সকল জাতি গত হয়েছে তারাও এ রকমই করেছিল। কিন্তু স্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছানো ছাড়া রাসূলগণের আর কোন দায়িত্ব নেই।[১৬]

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ

৩৬. নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক উম্মতের ভেতর কোনও না কোনও রাসূল পাঠিয়েছি এই পথনির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর

---

১৬. তাদের উক্তি 'আল্লাহ চাইলে আমরা তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করতাম না'- এটা সম্পূর্ণ হঠকারিতাপ্রসূত কথা। এ রকম কথা তো যে-কোনও অপরাধীই বলতে পারে। কঠিন থেকে কঠিন অপরাধ করবে আর বলে দেবে, আল্লাহ চাইলে আমি এরূপ অপরাধ করতাম না। এরূপ জবাব কখনও গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই আল্লাহ তাআলা এর কোন প্রতিউত্তর না করে কেবল জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলদের দায়িত্ব-বার্তা পৌঁছানো পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। যেভাবেই হোক এরূপ জেদী লোকদেরকে সৎপথে আনতেই হবে- এটা তাদের দায়িত্ব নয়। তারা যে বলছে, 'আমরা কোন জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করতাম না', এর দ্বারা তারা তাদের প্রতিমাদের নামে যেসব পশু হারাম করেছিল, তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন সূরা আনআম (৬ ঃ ১৩৯-১৪৫)।

وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٦﴾

ইবাদত কর এবং তাগূতকে পরিহার কর।[১৭] তারপর তাদের মধ্যে কতক তো এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন আর কতক ছিল এমন, যাদের উপর বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে একটু পরিভ্রমণ করে দেখ, (নবীদেরকে) অস্বীকারকারীদের পরিণতি কী হয়েছে?

اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. (হে নবী!) তারা হিদায়াতের উপর চলে আসুক- এই লোভ যদি তোমার থাকে, তবে বাস্তবতা হল, আল্লাহ যাদেরকে (তাদের একরোখামির কারণে) পথভ্রষ্ট করেন তাদেরকে হিদায়াতে উপনীত করেন না এবং এরূপ লোকের কোন রকমের সাহায্যকারীও লাভ হয় না।

وَاَقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَّمُوْتُ ؕ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, যারা মারা যায় আল্লাহ তাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন না। কেন করবেন না? এটা তো এক প্রতিশ্রুতি, যাকে সত্যে পরিণত করার দায়িত্ব আল্লাহর, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. (আল্লাহ পুনর্জীবিত করার প্রতিশ্রুতি করেছেন) মানুষ যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে, তা তাদের সামনে স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য এবং যাতে কাফেরগণ জানতে পারে যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল।

---

১৭. 'তাগুত' শয়তানকেও বলে আবার প্রতিমাদেরকেও বলে। সে হিসেবে বাক্যটির দুই ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) তোমরা শয়তানকে পরিহার কর, তার অনুগামী হয়ো না। (খ) তোমরা মূর্তিপূজা হতে বেঁচে থাক।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنٰهُ أَنْ نَّقُولَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝٤٠

৪০. আমি যখন কোন জিনিস সৃষ্টি করার ইচ্ছা করি, তখন আমার পক্ষ থেকে কেবল এতটুকু কথাই হয় যে, আমি তাকে বলি, 'হয়ে যাও', অমনি তা হয়ে যায়।[১৮]

[৫]

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْاٰخِرَةِ أَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝٤١

৪১. যারা অন্যদের জুলুম-নির্যাতন সহ্য করার পর নিজ দেশ ত্যাগ করেছে, নিশ্চিত থেক আমি দুনিয়ায়ও তাদেরকে উত্তম নিবাস দান করব আর আখেরাতের প্রতিদান তো নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। হায়! তারা যদি জানত।[১৯]

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝٤٢

৪২. তারা ওই সব লোক, যারা সবর অবলম্বন করে এবং নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٤٣

৪৩. (হে নবী!) তোমার পূর্বেও আমি অন্য কাউকে নয়, কেবল মানুষকেই রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম, যাদের প্রতি আমি ওহী নাযিল করতাম। (হে

---

১৮. পূর্বের আয়াতে আখেরাতে যে দ্বিতীয় জীবন আসছে, তার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছিল। আর এ আয়াতে কাফেরগণ মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে কী কারণে অসম্ভব মনে করত তা বর্ণনা করত তার জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, তোমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করছ এ কারণে যে, তা তোমাদের চিন্তা ও কল্পনার উর্ধ্বের জিনিস। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষে কোনও কাজই কঠিন নয়। কোন জিনিস সৃষ্টি করার জন্য তার পরিশ্রম করতে হয় না। তিনি কেবল আদেশ দান করেন আর সঙ্গে সঙ্গে সে জিনিস সৃষ্টি হয়ে যায়।

১৯. যেমন সূরাটির পরিচিতিতে বলা হয়েছিল, এ আয়াত সেই সাহাবীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তবে আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলী সাধারণ। কাজেই দ্বীনের খাতিরে যে-কোনও দেশত্যাগী মুহাজিরের জন্য এ আয়াত প্রযোজ্য। সবশেষে যে বলা হয়েছে, 'হায়, তারা যদি জানত!' এর দ্বারাও দৃশ্যত সেই মুহাজিরগণকেই বোঝানো উদ্দেশ্য। এর অর্থ, তারা যদি এই প্রতিদান ও পুরস্কার সম্পর্কে জানতে পারত তবে নির্বাসনের কারণে তাদের যে কষ্ট হচ্ছে, তা বিলকুল দূর হয়ে যেত। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এর দ্বারা কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ, হায়! এই সত্য যদি তারাও জানতে পারত, তবে তারা অবশ্যই কুফর পরিত্যাগ করত।

অবিশ্বাসীগণ!) যদি এ বিষয়ে তোমাদের জানা না থাকে, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করে নাও।

৪৪. সে রাসূলদেরকে উজ্জ্বল নিদর্শন ও আসমানী কিতাব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। (হে নবী!) আমি তোমার প্রতিও এই কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের সামনে সেই সব বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা করে।

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ؕ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫. তবে কি যারা নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে তারা এ বিষয় থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ বোধ করছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেবেন বা তাদের উপর এমন স্থান থেকে শাস্তি আসবে, যা তারা ধারণাই করতে পারবে না–

اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٤٥﴾ۙ

৪৬. অথবা তাদেরকে চলাফেরা করা অবস্থায়ই ধৃত করবেন? তারা তো তাকে ব্যর্থ করতে পারবে না।

اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٤٦﴾ۙ

৪৭. অথবা তিনি তাদেরকে এভাবে পাকড়াও করবেন যে, তারা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকবে।[২০] কেননা তোমার প্রতিপালক অতি মমতাময়, পরম দয়ালু।[২১]

اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ؕ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤٧﴾

---

২০. অর্থাৎ, এক দফায় তাদেরকে ধ্বংস করবেন না; বরং নিজ দুষ্কর্মের কারণে তাদেরকে ক্রমান্বয়ে ধরা হবে এবং ধীরে ধীরে তাদের জনশক্তি ও ধনবল হ্রাস পেতে থাকবে। 'রূহুল মাআনী'তে বহু সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এ তাফসীর বর্ণিত আছে।

২১. 'কেননা'-এর সম্পর্ক 'নিরাপদ বোধ করা'–এর সাথে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যেহেতু মমতাবান ও দয়াময়, তাই তিনি কাফেরদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। সহসাই তাদেরকে শাস্তি দেন না। এর ফলে কাফেররা নির্ভয় হয়ে গেছে এবং নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছে। অথচ তাদের উচিত ছিল নির্ভয় নিশ্চিন্ত না হয়ে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণাম থেকে শিক্ষা নেওয়া।

৪৮. তারা কি দেখেনি, আল্লাহ যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার ছায়া আল্লাহর প্রতি সিজদারত থেকে ডানে-বামে ঢলে পড়ে এবং তারা সকলে থাকে বিনয়াবনত?[২২]

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তারা এবং সমস্ত ফেরেশতা আল্লাহকেই সিজদা করে এবং তারা মোটেই অহংকার করে না।

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾

৫০. তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, যিনি তাদের উপরে এবং তারা সেই কাজই করে, যার আদেশ তাদেরকে করা হয়।[২৩]

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩ ﴿٥٠﴾

[৬]

৫১. আল্লাহ বলেন, তোমরা দু'-দু'জন মাবুদ গ্রহণ করো না। তিনি তো একই মাবুদ। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর।

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٥١﴾

৫২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা তাঁরই। সর্বাবস্থায় তাঁরই আনুগত্য করা অপরিহার্য। তবুও কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করছ?

وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩. তোমাদের যে নেয়ামতই অর্জিত হয়, আল্লাহরই পক্ষ হতে হয়। আবার যখন কোন দুঃখ-কষ্ট তোমাদেরকে স্পর্শ

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٥٣﴾

---

২২. মানুষ যত বড় অহংকারীই হোক, তার ছায়া যখন মাটিতে পড়ে, তখন সে নিরূপায়। তখন আপনা-আপনিই তার দ্বারা বিনয় প্রকাশ পায়। এভাবে আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মাখলুকের সাথে ছায়ারূপে এমন একটা জিনিস সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা তার ইচ্ছা ছাড়াই সর্বদা আল্লাহ তাআলার সামনে সিজদায় পড়ে থাকে। এমনকি যারা সূর্যের পূজা করে, তারা নিজেরা তো সূর্যের সামনে সিজদাবনত থাকে, কিন্তু তাদের ছায়া থাকে তাদের বিপরীত দিকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদারত।

২৩. এটি সিজদার আয়াত। অর্থাৎ, কেউ আরবী ভাষায় এ আয়াতটি পাঠ করলে তার উপর সিজদা ওয়াজিব হয়ে যায়। একে 'সিজদায়ে তিলাওয়াত' [আয়াত পাঠজনিত সিজদা] বলে। এটা নামাযের সিজদা থেকে আলাদা। অবশ্য কেবল তরজমা পাঠ দ্বারা কিংবা আয়াত পাঠ ছাড়া কেবল দেখার দ্বারা সিজদা ওয়াজিব হয় না।

করে, তখন তোমরা তাঁরই কাছে সাহায্য চাও।

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

৫৪. তারপর তিনি যখন তোমাদের কষ্ট দূর করেন, অমনি তোমাদের মধ্য হতে একটি দল নিজ প্রতিপালকের সাথে শিরক শুরু করে দেয়-

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫. আমি তাদেরকে যে নেয়ামত দিয়েছি তার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য। ঠিক আছে, কিছুটা ভোগ-বিলাস করে নাও। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬. আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তাতে তারা একটা অংশ নির্ধারণ করে তাদের (অর্থাৎ প্রতিমাদের) জন্য, যাদের স্বরূপ তারা নিজেরাই জানে না।[২৪] আল্লাহর কসম! তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করতে, সে সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭. তারা তো আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান স্থির করছে। সুবহানাল্লাহ! অথচ নিজেদের জন্য (প্রার্থনা করে) তাই (অর্থাৎ পুত্র সন্তান) যা তাদের অভিলাষ মোতাবেক হয়।[২৫]

---

২৪. আরব মুশরিকগণ তাদের জমির ফসল ও গবাদি পশু থেকে একটা অংশ তাদের প্রতিমাদের নামে উৎসর্গ করত, আয়াতের ইশারা সেদিকেই। এটা কতই না মূর্খতা যে, রিযিক দান করেন আল্লাহ তাআলা, অথচ তা উৎসর্গ করা হয় প্রতিমাদের নামে, যে প্রতিমাদের স্বরূপ সম্পর্কে তাদের কোনও জ্ঞান নেই এবং তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও তাদের কাছে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। এ সম্পর্কে সূরা আনআমে (৬ ঃ ১৩৬) বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

২৫. আরব মুশরিকগণ ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা সন্তান বলে বিশ্বাস করত। আল্লাহ তাআলা বলেন, প্রথমত আল্লাহ তাআলার কোন সন্তানের প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত তারা নিজেরা তো নিজেদের জন্য কন্যা সন্তান পসন্দ করে না। তারা সর্বদা পুত্র সন্তানই আশা করে। সন্দেহ নেই তাদের এ নীতি একটি মারাত্মক গোমরাহী। সেই তারাই আবার আল্লাহ সম্পর্কে বলে, তাঁর কন্যা সন্তান আছে।

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿۵۸﴾

৫৮. যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তান (জন্মগ্রহণ)-এর সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে মনে মনে দুঃখ-ক্লিষ্ট হয়।

يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿۵۹﴾

৫৯. সে এ সুসংবাদকে খারাপ মনে করে মানুষ থেকে লুকিয়ে বেড়ায় (এবং চিন্তা করে), হীনতা স্বীকার করে তাকে নিজের কাছে রেখে দেবে, নাকি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। লক্ষ্য কর, সে কত নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত স্থির করেছিল!

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۶۰﴾

৬০. যত সব মন্দ বিষয় তাদেরই মধ্যে, যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না আর সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুণাবলী আল্লাহ তাআলারই আছে। তিনি ক্ষমতারও মালিক এবং হিকমতেরও মালিক।

[৭]

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿۶۱﴾

৬১. আল্লাহ মানুষকে তাদের জুলুমের কারণে (সহসা) ধৃত করলে ভূপৃষ্ঠে কোনও প্রাণীকে রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ দেন। তারপর যখন তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে পড়বে, তখন তারা মুহূর্তকালও পেছনে যেতে পারবে না এবং সামনেও যেতে পারবে না।

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ؕ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ﴿۶۲﴾

৬২. তারা আল্লাহর জন্য এমন জিনিস নির্ধারণ করে, যা নিজেরা অপসন্দ করে। তারপরও তাদের জিহ্বা (নিজেদের) মিথ্যা প্রশংসা করে যে, সমস্ত মঙ্গল তাদেরই জন্য। এটা সুনিশ্চিত (এরূপ আচরণের কারণে) তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তাদেরকে তাতেই নিপতিত রাখা হবে।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৩. (হে নবী!) আল্লাহর কসম! তোমাদের পূর্বে যেসব জাতি গত হয়েছে, আমি তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর শয়তান তাদের কর্মকাণ্ডকে তাদের সামনে চমৎকার রূপে তুলে ধরেছিল।[২৬] সুতরাং সে-ই (অর্থাৎ শয়তান) আজ তাদের অভিভাবক এবং (এ কারণে) তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. আমি তোমার উপর এ কিতাব এজন্যই নাযিল করেছি, যাতে তারা যে সব বিষয়ে বিভিন্ন পথ গ্রহণ করেছে, তাদের সামনে তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা কর এবং যাতে এটা ঈমান আনয়নকারীদের জন্য হিদায়াত ও রহমতের অবলম্বন হয়।

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলেন এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাতে প্রাণ সঞ্চার করলেন। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন আছে সেইসব লোকের জন্য, যারা কথা শোনে।

[৮]

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَاۤئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. নিশ্চয়ই গবাদি পশুর ভেতর তোমাদের জন্য চিন্তা-ভাবনা করার উপকরণ আছে। তার পেটে যে গোবর ও রক্ত আছে, তার মাঝখান থেকে আমি তোমাদেরকে এমন বিশুদ্ধ দুধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু হয়ে থাকে।

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ

৬৭. এবং খেজুরের ফল ও আঙ্গুর থেকেও (আমি তোমাদেরকে পানীয় দান করি),

২৬. অর্থাৎ, তাদেরকে সবক দিল, তোমরা যে সব কাজ করছ সেটাই সর্বাপেক্ষা ভালো।

مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

যা দ্বারা তোমরা মদ বানাও এবং উত্তম খাদ্যও।[২৭] নিশ্চয়ই এর ভেতরও সেই সব লোকের জন্য নিদর্শন আছে, যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِیْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তোমার প্রতিপালক মৌমাছির অন্তরে এই নির্দেশ সঞ্চার করেন যে, পাহাড়ে, গাছে এবং মানুষ যে মাচান তৈরি করে তাতে নিজ ঘর তৈরি কর।[২৮]

ثُمَّ كُلِیْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِیْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তারপর সব রকম ফল থেকে নিজ খাদ্য আহরণ কর। তারপর তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য যে পথ সহজ করে দিয়েছেন, সেই পথে চল। (এভাবে) তার পেট থেকে বিভিন্ন বর্ণের পানীয় বের হয়, যার ভেতর মানুষের জন্য আছে শেফা। নিশ্চয়ই এসবের মধ্যে নিদর্শন আছে সেই সকল লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۫ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ

৭০. আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তোমাদের রূহ কবজ করেন। তোমাদের মধ্যে কতক এমন হয়, যাদেরকে বয়সের সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য স্তরে পৌঁছানো হয়, যেখানে

---

২৭. এটি মক্কী সূরা। এ সূরা যখন নাযিল হয় তখনও পর্যন্ত মদ হারাম হয়নি। কিন্তু এ আয়াতে মদকে উত্তম খাদ্যের বিপরীতে উল্লেখ করে একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মদ উত্তম খাবার নয়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে তার মন্দত্ব ও কদর্যতা তুলে ধরে এবং আস্তে-আস্তে তার ব্যবহারকে সঙ্কুচিত করে সবশেষে চূড়ান্তরূপে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

২৮. مَا يَعْرِشُوْنَ যে মাচান তৈরি করে, অর্থাৎ, যার উপর বিভিন্ন প্রকার লতা চড়ানো হয়। আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে মৌমাছির গৃহ নির্মাণের কথা উল্লেখ করেছেন এ কারণে যে, তারা যে চাক তৈরি করে, তা নির্মাণ শিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা। সাধারণত তারা মৌচাক বানায় উঁচু স্থানে, যাতে তাতে সঞ্চিত মধু মাটির মলিনতা থেকে রক্ষা পায় এবং সর্বদা বিশুদ্ধ বাতাসের স্পর্শের ভেতর থাকে। এর দ্বারা এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, মৌমাছিকে এসব শিক্ষা আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন- (বিস্তারিত দেখুন, মাআরিফুল কুরআন, ৫ম খণ্ড, ৩৬২-৩৬৭ পৃষ্ঠা)।

شَيْـًٔا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٧٠﴾

পৌঁছার পর তারা সবকিছু জানার পরও কিছুই জানে না।[২৯] নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

[৯]

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ۗ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১. আল্লাহ রিযিকের ক্ষেত্রে তোমাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের রিযিক নিজ দাস-দাসীকে এভাবে দান করে না, যাতে তারা সকলে সমান হয়ে যায়।[৩০] তবে কি তারা আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে?[৩১]

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ

৭২. আল্লাহ তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। আর ভালো-ভালো জিনিসের থেকে রিযিকের

---

২৯. চরম বার্ধক্যকে 'অকর্মণ্য বয়স' বলা হয়েছে, যে বয়সে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি অকেজো হয়ে যায়। 'সবকিছু জানা সত্ত্বেও কিছুই না জানা'-এর এক অর্থ হল, মানুষ জীবনের বিগত দিনগুলোকে যেসব জ্ঞান অর্জন করে, বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর তার অধিকাংশই ভুলে যায়। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, বার্ধক্যকালে মানুষ সদ্য শোনা কথাও মনে রাখতে পারে না। প্রায়ই এমন হয় যে, এইমাত্র তাকে একটা কথা বলা হল, আর পরক্ষণেই সে একই কথা আবার জিজ্ঞেস করে, যেন সে সম্পর্কে তাকে কিছুই বলা হয়নি। এসব বাস্তবতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য গাফেল মানুষকে সজাগ করা এবং তার দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা যে, তার যা-কিছু শক্তি তা আল্লাহ তাআলারই দান। তিনি যখন ইচ্ছা করেন তা আবার কেড়েও নেন। কাজেই নিজের কোন যোগ্যতা ও ক্ষমতার কারণে বড়াই করা উচিত নয়; বরং তার অবস্থার যে এই চড়াই-উৎরাই, এর দ্বারা তার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। উপলব্ধি করা উচিত যে, এই জগত-কারখানা এক মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিমান স্রষ্টার সৃষ্টি। তাঁর কোনও শরীক নেই। শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

৩০. অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কেউ এরূপ করে না। কেউ তার দাস-দাসীকে নিজের অর্থ-সম্পদ এমনভাবে দেয় না, যদ্দরুণ সম্পদের দিক থেকে দাস মনিব সমান হয়ে যাবে। এবার চিন্তা কর, তোমরা নিজেরাও তো স্বীকার কর, তোমরা যে দেবতাদেরকে আল্লাহ তাআলার শরীক মনে কর, তারা আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন ও তার দাস। সেই দাসদেরকে আল্লাহ নিজ প্রভুত্বের অংশ দিয়ে দেবেন আর তার ফলে তারা আল্লাহর সমকক্ষ হয়ে মাবুদ বনার হকদার হয়ে যাবে– এটা কী করে সম্ভব?

৩১. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করে এই দাবী করে যে, অমুক নেয়ামত আল্লাহ নয়; বরং তাদের মনগড়া দেবতা দিয়েছে।

مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۙ﴿۷۲﴾

ব্যবস্থা করেছেন। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন জিনিসের প্রতি ঈমান রাখবে আর আল্লাহর নেয়ামতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করবে?

وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ شَیْـًٔا وَّ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۚ﴿۷۳﴾

৭৩. তারা আল্লাহ ছাড়া এমন সব জিনিসের ইবাদত করে যারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে তাদেরকে কোনওভাবে রিযিক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না এবং তা রাখতে সক্ষমও নয়।

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۷۴﴾

৭৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করো না।[৩২] নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَیْءٍ وَّ مَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّ جَهْرًا ؕ هَلْ يَسْتَوٗنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۷۵﴾

৭৫. আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন– একদিকে এক গোলাম, যে কারও মালিকানাধীন আছে। কোনও বস্তুর মধ্যে তার কিছুমাত্র ক্ষমতা নেই। আর অন্যদিকে এমন এক ব্যক্তি, যাকে আমি আমার পক্ষ হতে উৎকৃষ্ট রিযিক দিয়েছি এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে। এই দু'জন কি সমান হতে পারে? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু তাদের অধিকাংশেই (এমন পরিষ্কার কথাও) জানে না।

---

৩২. আরব মুশরিকগণ অনেক সময় দৃষ্টান্ত পেশ করত যে, দুনিয়ার কোনও বাদশাহ নিজে একা রাজত্ব চালায় না। বরং রাজত্বের বহু কাজই সহযোগীদের হাতে ছাড়তে হয়। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলাও তার প্রভুত্বের বহু কাজ দেব-দেবীদের হাতে ন্যস্ত করে দিয়েছেন। তারা সেসব কাজ স্বাধীনভাবে আঞ্জাম দেয় (নাউযুবিল্লাহ)। এ আয়াতে তাদেরকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার জন্য দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের কিংবা যে-কোনও মাখলুকের দৃষ্টান্ত পেশ করা চরম পর্যায়ের মূর্খতা। অতঃপর ৭৪ থেকে ৭৬ পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা দু'টি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তা দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য, যদি সৃষ্টির দৃষ্টান্তই দেখতে হয়, তবে এ দৃষ্টান্ত দু'টো লক্ষ্য কর। এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সৃষ্টিতে-সৃষ্টিতেও প্রভেদ আছে। কোন সৃষ্টি উচ্চ স্তরের হয়, কোন সৃষ্টি নিম্নস্তরের। যখন দুই সৃষ্টির মধ্যে এমন প্রভেদ, তখন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কেমন প্রভেদ থাকতে পারে? তা সত্ত্বেও ইবাদত-বন্দেগীতে কোনও সৃষ্টিকে স্রষ্টার অংশীদার কিভাবে বানানো যেতে পারে?

৭৬. আল্লাহ আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন– দু'জন লোক, তাদের একজন বোবা। সে কোনও কাজ করতে পারে না, বরং সে তার মনিবের জন্য একটা বোঝা। মনিব তাকে যেখানেই পাঠায়, সে ভালো কিছু করে আনে না। এরূপ ব্যক্তি কি ওই ব্যক্তির সমান হতে পারে, যে অন্যদেরকেও ন্যায়ের আদেশ দেয় এবং নিজেও সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে?

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيۡنِ اَحَدُهُمَاۤ اَبۡكَمُ لَا يَقۡدِرُ عَلٰی شَیۡءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰی مَوۡلٰىهُ ۙ اَيۡنَمَا يُوَجِّهۡهُّ لَا يَاۡتِ بِخَيۡرٍ ؕ هَلۡ يَسۡتَوِیۡ هُوَ ۙ وَمَنۡ يَّاۡمُرُ بِالۡعَدۡلِ ۙ وَهُوَ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ﴿۷۶﴾

[১০]

৭৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল রহস্য আল্লাহর মুঠোয়। কিয়ামতের বিষয়টি কেবল চোখের পলকতুল্য; বরং তার চেয়েও দ্রুত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

وَلِلّٰهِ غَيۡبُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ وَمَاۤ اَمۡرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمۡحِ الۡبَصَرِ اَوۡ هُوَ اَقۡرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ قَدِيۡرٌ ﴿۷۷﴾

৭৮. আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।

وَاللّٰهُ اَخۡرَجَكُمۡ مِّنۡۢ بُطُوۡنِ اُمَّهٰتِكُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ شَيۡـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمۡعَ وَالۡاَبۡصَارَ وَالۡاَفۡـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ ﴿۷۸﴾

৭৯. তারা কি পাখিদের প্রতি লক্ষ্য করেনি, যারা আকাশের শূন্যমন্ডলে আল্লাহর আজ্ঞাধীন? তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ স্থির রাখছে না। নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন আছে, তাদের জন্য যারা ঈমান রাখে।

اَلَمۡ يَرَوۡا اِلَی الطَّيۡرِ مُسَخَّرٰتٍ فِیۡ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمۡسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿۷۹﴾

৮০. তিনি তোমাদের গৃহকে তোমাদের জন্য আবাসস্থল বানিয়েছেন এবং পশুর চামড়া দ্বারা তোমাদের জন্য এমন ঘর বানিয়েছেন, যা ভ্রমণে যাওয়ার সময় এবং কোথাও অবস্থান গ্রহণকালে

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمۡ مِّنۡۢ بُيُوۡتِكُمۡ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمۡ مِّنۡ جُلُوۡدِ الۡاَنۡعَامِ بُيُوۡتًا تَسۡتَخِفُّوۡنَهَا

يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾

তোমাদের কাছে বেশ হালকা-পাতলা মনে হয়।[৩৩] আর তাদের পশম, লোম ও কেশ দ্বারা গৃহ-সামগ্রী ও এমন সব জিনিস তৈরি করেন, যা কিছু কাল তোমাদের উপকারে আসে।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

৮১. এবং আল্লাহই নিজ সৃষ্ট বস্তুসমূহ হতে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, পাহাড়-পর্বতে তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন, আর তোমাদের জন্য বানিয়েছেন এমন পোশাক, যা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে এবং এমন পোশাক, যা যুদ্ধকালে তোমাদেরকে রক্ষা করে।[৩৪] এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি নিজ অনুগ্রহ পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা অনুগত হয়ে যাও।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾

৮২. তারপরও যদি তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (হে নবী!) তোমার দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছানো।

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾

৮৩. তারা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ চেনে, তবুও তা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

[১১]

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ

৮৪. এবং সেই দিনকে স্মরণ রেখ, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন

---

৩৩. এসব ঘর দ্বারা তাঁবু বোঝানো হয়েছে, যা চামড়া দ্বারা তৈরি হয়। আরবের লোক সফরকালে তা সঙ্গে নিয়ে যায়। কেননা এর বিশেষ সুবিধা হল, যখন যেখানে ইচ্ছা খাটিয়ে বিশ্রাম করা যায়। আর হালকা হওয়ায় বহনের সুবিধা তো আছেই।

[اَصْوَافٌ শব্দটি صَوْفٌ-এর বহুবচন। অর্থ ভেড়ার পশম। اَوْبَارٌ হল وَبَرٌ-এর বহুবচন। অর্থ উটের লোম। আর اَشْعَارٌ বলে অন্যান্য জীব-জন্তুর পশম বা কেশরাজিকে। এটা شِعْرٌ এর বহুবচন- অনুবাদক।]

৩৪. অর্থাৎ, লোহার বর্ম, যা যুদ্ধকালে তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্রের আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য পরিধান করা হয়।

لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝٨٤

সাক্ষী দাঁড় করাব,[৩৫] তারপর যারা কুফর অবলম্বন করেছিল, তাদেরকে (অজুহাত দেখানোর) অনুমতি দেওয়া হবে না এবং তাদেরকে তাওবা করার জন্যও ফরমায়েশ করা হবে না।[৩৬]

وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝٨٥

৮৫. জালেমগণ যখন শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তাদের শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।

وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝٨٦

৮৬. যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করেছিল, তারা যখন তাদের (নিজেদের গড়া) শরীকদেরকে দেখবে, তখন বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই সেই শরীক, তোমার পরিবর্তে যাদেরকে আমরা ডাকতাম।[৩৭] এ সময় তারা (অর্থাৎ মনগড়া শরীকগণ) তাদের দিকে কথা ছুঁড়ে মারবে যে, তোমরা বিলকুল মিথ্যুক![৩৮]

وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝٨٧

৮৭. সে দিন আল্লাহর সামনে তারা আনুগত্যমূলক কথা বলবে। আর তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করত, সে দিন তার কোন হদিসই তারা পাবে না।

---

৩৫. এর দ্বারা প্রত্যেক উম্মতের নবীকে বোঝানো হয়েছে। নবীগণ সাক্ষ্য দেবে যে, তাঁরা তাদের উম্মতের কাছে সত্যের বার্তা পৌঁছিয়েছিলেন, কিন্তু কাফেরগণ তা গ্রহণ করেনি।

৩৬. কেননা তাওবার দরজা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খোলা থাকে। মৃত্যুর পর তাওবা কবুল হয় না।

৩৭. মুশরিকগণ যে প্রতিমাদের পূজা করত, তাদেরকেও তখন সামনে আনা হবে এবং তারা যে কতটা অক্ষম ও অসহায় সেটা সকলের সামনে স্পষ্ট করে দেওয়া হবে। আর সেই শয়তানদেরকেও উপস্থিত করা হবে, যাদেরকে তাদের অনুসারীরা এত বেশি মানত, যেন তাদেরকে তারা আল্লাহ তাআলার শরীক বানিয়ে নিয়েছিল।

৩৮. যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে আল্লাহ তাআলা সে দিন প্রতিমাদেরকেও বাকশক্তি দান করবেন, ফলে তারা ঘোষণা করে দেবে তাদের উপাসকরা মিথ্যুক। কেননা নিষ্প্রাণ হওয়ার কারণে তাদের খবরই ছিল না যে, তাদের ইবাদত-উপাসনা করা হচ্ছে। এমনও হতে পারে, তারা একথা ব্যক্ত করবে তাদের অবস্থা দ্বারা। আর শয়তানগণ এ কথা বলবে তাদের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করার জন্য।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ
عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. যারা কুফর অবলম্বন করেছিল এবং আল্লাহর পথে অন্যদেরকে বাধা দিত, আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। কারণ তারা অশান্তি বিস্তার করত।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ
اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯. সেই দিনকেও স্মরণ রেখ, যেদিন প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে, তাদের নিজেদের থেকে, তাদের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী দাঁড় করাব আর (হে নবী!) আমি তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উপস্থিত করব। আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে এটা প্রতিটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেয় এবং মুসলিমদের জন্য হয় হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ।

[১২]

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِي
الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ, দয়া এবং আত্মীয়-স্বজনকে (তাদের হক) প্রদানের হুকুম দেন আর অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও জুলুম করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا
الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ
عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٩١﴾

৯১. তোমরা যখন কোন অঙ্গীকার কর, তখন আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। শপথকে দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না- যখন তোমরা আল্লাহকে নিজেদের উপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছ। তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ নিশ্চয় তা জানেন।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ
اَنْكَاثًا ؕ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ اَنْ

৯২. যে নারী তার সূতা মজবুত করে পাকানোর পর পাক খুলে তা রোঁয়া-রোঁয়া করে ফেলেছিল, তোমরা

تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ۭ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ۭ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝٩٢

তার মত হয়ো না।[৩৯] ফলে তোমরাও নিজেদের শপথকে (ভেঙ্গে) পরস্পরের মধ্যে অনর্থ সৃষ্টির মাধ্যম বানাবে, কেবল একদল অপর একদল অপেক্ষা বেশি লাভবান হওয়ার জন্য।[৪০] আল্লাহ তো এর দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করে থাকেন। তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ কর, কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদের সামনে তা স্পষ্ট করে দিবেন।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٩٣

৯৩. আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে একই উম্মত (অর্থাৎ একই দ্বীনের অনুসারী) বানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা (তার জেদী আচরণের কারণে) বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন। তোমরা যা-কিছু কর, সে সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ

৯৪. তোমরা নিজেদের শপথকে পরস্পরের মধ্যে অনর্থ সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করো না। পরিণামে (কারও) পা স্থিত হওয়ার পর পিছলে যাবে।[৪১] অতঃপর (তাকে)

---

৩৯. বর্ণিত আছে, মক্কা মুকাররমায় খার্‌কা নাম্নী এক উন্মাদিনী ছিল। সে দিনভর পরিশ্রম করে সুতা কাটত আবার সন্ধ্যা হলে তা খুলে-খুলে নষ্ট করে ফেলত। কালক্রমে তার এ কাণ্ডটি একটি দৃষ্টান্তে পরিণত হয়। যেমন কেউ যখন কোন ভালো কাজ সম্পন্ন করার পর নিজেই তা নষ্ট করে ফেলে তখন ওই নারীর সাথে তাকে উপমিত করা হয়। এখানে তার সাথে তুলনা করা হয়েছে সেইসব লোককে, যারা কোন বিষয়ে জোরদারভাবে কসম করার পর তা ভেঙে ফেলে।

৪০. সাধারণত মিথ্যা শপথ করা বা শপথ করার পর তা ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্য হয় পার্থিব কোন স্বার্থ চরিতার্থ করা। তাই বলা হয়েছে, দুনিয়ার স্বার্থ, যা কিনা নিতান্তই তুচ্ছ বিষয়, চরিতার্থ করার জন্য কসম ভঙ্গ করো না। কেননা কসম ভঙ্গ করা কঠিন গুনাহ।

৪১. এটা শপথ ভাঙ্গার আরেকটি ক্ষতি। বলা হচ্ছে যে, তোমরা যদি শপথ ভঙ্গ কর, তবে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, তোমাদের দেখাদেখি অন্য লোকও এ গুনাহ করতে উৎসাহিত হবে। প্রথমে

سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٩٤﴾

আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার কারণে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে আর (সেক্ষেত্রে) তোমাদের জন্য থাকবে মহাশাস্তি।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না। তোমরা যদি প্রকৃত সত্য উপলিব্ধি কর, তবে আল্লাহর কাছে যে প্রতিদান আছে তোমাদের পক্ষে তাই শ্রেয়।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ؕ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. তোমাদের কাছে যা-কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর[৪২] করে, আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭. যে ব্যক্তিই মুমিন থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করাব এবং তাদেরকে তাদের উৎকৃষ্ট কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান অবশ্যই প্রদান করব।

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٩٨﴾

৯৮. সুতরাং তোমরা যখন কুরআন পড়বে, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে।[৪৩]

তো সে অবিচলিত ছিল, কিন্তু তোমাদেরকে দেখার পর তাদের পদস্খলন হয়েছে। তোমরাই যেহেতু তাদের এ গুনাহের 'কারণ' হয়েছ, তাই তোমাদের দ্বিগুণ গুনাহ হবে। কেননা তোমরা তাকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রেখেছ।

৪২. পূর্বে কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে কুরআন মাজীদের পরিভাষায় 'সবর' শব্দটি অতি ব্যাপক অর্থবোধক। নিজের মনের চাহিদাকে দমন করে আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকামের অনুবর্তী থাকাকেও যেমন সবর বলে, তেমনি যে-কোন দুঃখ-কষ্টে আল্লাহ তাআলার ফায়সালার বিরুদ্ধে অভিযোগ না তুলে তার অভিমুখী থাকাও সবর।

৪৩. পূর্বের আয়াতসমূহে সৎকর্মের ফযীলত বর্ণিত হয়েছিল। যেহেতু শয়তানই সৎকর্মের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা এবং বেশির ভাগ তার কারসাজির ফলেই মানুষ সৎকর্মে প্রস্তুত হতে

إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾

৯৯. যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে, তাদের উপর তার কোন আধিপত্য চলে না।

إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾

১০০. তার আধিপত্য চলে কেবল এমন সব লোকের উপর যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে শিরকে লিপ্ত।

[১৩]

وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍۭ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

১০১. আমি যখন এক আয়াতকে অন্য আয়াত দ্বারা পরিবর্তন করি–[৪৪] আর আল্লাহই ভালো জানেন তিনি কী নাযিল করবেন, তখন তারা (কাফেরগণ) বলে, তুমি তো আল্লাহর প্রতি অপবাদ দিচ্ছ। অথচ তাদের অধিকাংশেই প্রকৃত বিষয় জানে না।

قُلْ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ

১০২. বলে দাও, এটা (অর্থাৎ কুরআন মাজীদ) তো রূহুল কুদ্‌স (জিবরাঈল আলাইহিস সালাম) তোমার

পারে না, তাই এ আয়াতে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। কুরআন তিলাওয়াতও একটি সৎকর্ম। বলা হয়েছে, তোমরা কুরআন তিলাওয়াতের আগে শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় গ্রহণ করবে। অর্থাৎ বলবে– اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 'আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি'। বিশেষভাবে কুরআন তিলাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, কুরআন মাজীদই সমস্ত সৎকর্মের পথনির্দেশ করে ও উৎসাহ যোগায়। তবে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয়টা কেবল কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটা একটা সাধারণ নির্দেশ। যে-কোনও সৎকর্ম শুরুর আগে শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনার অভ্যাস গড়ে তুললে ইনশাআল্লাহ তার কারসাজি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

৪৪. আল্লাহ তাআলা পরিবেশ-পরিস্থিতির পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করে অনেক সময় নিজ বিধানাবলীর মধ্যে রদ-বদল করেন। সূরা বাকারায় কিবলা পরিবর্তন প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এটাও কাফেরদের একটা আপত্তির বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তারা প্রশ্ন করত এ কুরআন ও এর বিধানসমূহ যদি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই হয়, তবে এতে এত রদবদল কেন? বোঝা যাচ্ছে, এটা আল্লাহর কালাম নয়; বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকেই এসব দিচ্ছেন (নাউযুবিল্লাহ)। এ আয়াতে তাদের সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, কখন কোন বিধান নাযিল করতে হবে তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٠٢﴾

প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে নিয়ে এসেছে, যাতে এটা ঈমানদারদেরকে দৃঢ়পদ রাখে এবং মুসলিমদের পক্ষে হিদায়াত ও সুসংবাদের অবলম্বন হয়।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ؕ لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٠٣﴾

১০৩. (হে নবী!) আমার জানা আছে যে, তারা (তোমার সম্পর্কে) বলে, তাকে তো একজন মানুষ শিক্ষা দেয়। (অথচ) তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে তার ভাষা আরবী নয়।[৪৫] আর এটা (অর্থাৎ কুরআনের ভাষা) স্পষ্ট আরবী ভাষা।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾

১০৪. যারা আল্লাহর আয়াতের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করেন না। তাদের জন্য আছে, যন্ত্রণাময় শাস্তি।

اِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ তো (নবী নয়, বরং) তারাই করে, যারা আল্লাহর আয়াতের উপর ঈমান রাখে না। প্রকৃতপক্ষে তারাই মিথ্যাবাদী।

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ

১০৬. যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর কুফরীতে লিপ্ত হয়– অবশ্য সে নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়েছে, কিন্তু তার অন্তর ঈমানে স্থির রয়েছে, বরং সেই ব্যক্তি যে কুফরীর জন্য নিজ হৃদয় খুলে দিয়েছে, এরূপ

---

৪৫. মক্কা মুকাররমায় একজন কামার ছিল, যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনত। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে-মাঝে তার কাছে যেতেন ও তাকে দ্বীন ও ঈমানের কথা শোনাতেন। সেও কখনও কখনও তাঁকে ইনজীলের দু'-একটি কথা শুনিয়ে দিত। ব্যস! এরই ভিত্তিতে মক্কা মুকাররমার কোন কোন কাফের বলতে শুরু করল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই কামারই এ কুরআন শিখাচ্ছে। তাদের সে মন্তব্য যে কতটা অবান্তর সেটাই এ আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, সেই বেচারা কামার তো এক অনারব লোক। সে এই অনন্য সাধারণ বাকশৈলীর অলংকারময় আরবী কুরআন কিভাবে রচনা করতে পারে?

اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

লোকের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব নাযিল হবে[৪৬] এবং তাদের জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রয়েছে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

১০৭. এটা এজন্য যে, তারা আখেরাতের বিপরীতে দুনিয়ার জীবনকেই বেশি ভালোবেসেছে এবং এজন্য যে, আল্লাহ এরূপ অকৃতজ্ঞ লোকদেরকে হিদায়াতে উপনীত করেন না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝

১০৮. তারা এমন লোক, আল্লাহ যাদের অন্তর, কান ও চোখে মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই এমন লোক, যারা (নিজ পরিণাম সম্পর্কে) সম্পূর্ণ গাফেল।

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

১০৯. এটা সুনিশ্চিত যে, এরাই আখেরাতে সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১১০. যারা ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার পর হিজরত করেছে, তারপর জিহাদ করেছে ও সবর অবলম্বন করেছে, তোমার প্রতিপালক এসব বিষয়ের পর অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৪৭]

---

৪৬. অর্থাৎ, কারও যদি প্রাণের আশঙ্কা দেখা দেয়, হুমকি দেওয়া হয় কুফরী কথা উচ্চারণ না করলে তাকে জানে মেরে ফেলা হবে, তবে সে মাযূর। সে তা উচ্চারণ করলে ক্ষমাযোগ্য হবে। শর্ত হল, তার অন্তর ঈমানে অবিচলিত থাকতে হবে। কিন্তু কেউ যদি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে কুফরী কথা বলে, তবে তার উপর আল্লাহ তাআলার গযব নাযিল হবে।

৪৭. এ আয়াতে 'ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার' কথা বলে সেই সকল সাহাবীর প্রতি ইশারা করা হতে পারে, যারা মক্কা মুকাররমায় কাফেরদের পক্ষ থেকে জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। প্রথমে যেহেতু কাফেরদের অশুভ পরিণামের কথা জানানো হয়েছিল, তাই এবার সেই নিপীড়িত মুসলিমদের প্রতিদানের কথাও জানিয়ে দেওয়া হল। কোন কোন মুফাসসির এখানে ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার অর্থ এই করেছেন যে, তারা প্রথমে কুফরীতে লিপ্ত হয় এবং তারপর তাওবা করে নেয়। এ হিসেবে এর সম্পর্ক হবে মুরতাদদের সাথে। অর্থাৎ, পূর্বে যে মুরতাদ (ইসলামত্যাগী)দের সম্পর্কে আলোচনা চলছিল, আলোচনা আবার সে দিকেই ফিরে গেছে। এবার তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এখনও যদি তারা তাওবা করে এবং হিজরত ও জিহাদে শামিল হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাআলা আগের সবকিছু ক্ষমা করে দেবেন।

يَوْمَ تَأْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১. এসব হবে সেই দিন, যে দিন প্রত্যেকে আত্মরক্ষামূলক কথা বলতে বলতে উপস্থিত হবে এবং প্রত্যেককে তার সমস্ত কর্মের পরিপূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২. আল্লাহ এক জনবসতির দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, যা ছিল বেশ নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ। চতুর্দিক থেকে তার জীবিকা চলে আসত পর্যাপ্ত পরিমাণে। অতঃপর তা আল্লাহর নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা শুরু করে দিল। ফলে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে এই আস্বাদ ভোগ করালেন যে, ক্ষুধা ও ভীতি তাদের পোশাকে পরিণত হল।[৪৮]

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল এসেছিল, কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করল। সুতরাং তারা যখন জুলুমে লিপ্ত হল তখন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল।

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۠ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ

১১৪. আল্লাহ তোমাদেরকে রিযিক হিসেবে যে হালাল, পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা খাও[৪৯] এবং আল্লাহর নেয়ামতসমূহের

---

৪৮. এখানে আল্লাহ তাআলা একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। বলছেন যে, একটি জনপদ ছিল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর। কালক্রমে তারা আল্লাহ তাআলার অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতায় ডুবে গেল এবং কোনক্রমেই নিজেদেরকে শোধরাতে রাজি হল না। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তির স্বাদ চাখালেন। কিন্তু কোন-কোন মুফাসসির বলেন, এর দ্বারা মক্কা মুকাররমার জনপদকে বোঝানো হয়েছে, যার বাসিন্দাগণ সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করছিল। কিন্তু তারা যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করল, তখন তাদের উপর কঠিন দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেওয়া হল। তাতে মানুষ চামড়া পর্যন্ত খেতে বাধ্য হল। শেষ পর্যন্ত তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আবেদন করল, আপনি দু'আ করুন, যেন আমাদেরকে এ দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। সুতরাং তিনি দু'আ করলেন। ফলে দুর্ভিক্ষ কেটে গেল। সূরা দুখানেও এ ঘটনা আসবে।

৪৯. পূর্বে যে অকৃতজ্ঞতার নিন্দা করা হয়েছে, এখানে তারই একটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, যে পদ্ধতি আরব মুশরিকগণ অবলম্বন করেছিল। তা এই যে, তারা মনগড়াভাবে বহু নেয়ামত

تَعۡبُدُوۡنَ ﴿۱۱۴﴾

শোকর আদায় কর– যদি তোমরা সত্যিই তাঁর ইবাদত করে থাক।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیۡکُمُ الۡمَیۡتَۃَ وَ الدَّمَ وَ لَحۡمَ الۡخِنۡزِیۡرِ وَ مَاۤ اُهِلَّ لِغَیۡرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۱۱۵﴾

১১৫. তিনি তো তোমাদের জন্য কেবল মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং সেই পশু হারাম করেছেন, যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম নেওয়া হয়েছে। তবে যে ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হয়ে যাবে এবং মজা লুটার জন্য না খাবে আর (প্রয়োজনের) সীমা অতিক্রমও না করবে, (তার পক্ষে) তো আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৫০]

وَ لَا تَقُوۡلُوۡا لِمَا تَصِفُ اَلۡسِنَتُکُمُ الۡکَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ لِّتَفۡتَرُوۡا عَلَی اللّٰهِ الۡکَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِیۡنَ یَفۡتَرُوۡنَ عَلَی اللّٰهِ الۡکَذِبَ لَا یُفۡلِحُوۡنَ ﴿۱۱۶﴾

১১৬. যে সব বস্তু সম্পর্কে তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা রচনা করে, সে সম্পর্কে বলো না– এটা হালাল এবং এটা হারাম। কেননা তার অর্থ হবে তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ। নিশ্চিত জেন, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়, তারা সফলকাম হয় না।

مَتَاعٌ قَلِیۡلٌ ۪ وَّ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ ﴿۱۱۷﴾

১১৭. (দুনিয়ায়) তাদের যে আরাম-আয়েশ অর্জিত হয়েছে, তা অতি সামান্য। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

وَ عَلَی الَّذِیۡنَ هَادُوۡا حَرَّمۡنَا مَا قَصَصۡنَا عَلَیۡکَ مِنۡ قَبۡلُ ۚ وَ مَا ظَلَمۡنٰهُمۡ وَ لٰکِنۡ کَانُوۡۤا

১১৮. ইয়াহুদীদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম সেই সব জিনিস, যা আমি পূর্বেই তোমার নিকট উল্লেখ করেছি।[৫১]

হারাম সাব্যস্ত করেছিল। সূরা আনআমে (৬ ঃ ১৩৯–১৪৫) তা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এখানে তাদের অকৃতজ্ঞতার এই বিশেষ পদ্ধতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৫০. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা মায়েদায় (৫ ঃ ৩) চলে গেছে।

৫১. বলা উদ্দেশ্য, মক্কার কাফেরগণ নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনুসারী বলে দাবী করত, অথচ তারা যেসব হালাল জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করেছিল, তা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকেই হালালরূপে চলে আসছিল। তার মধ্যে কেবল গুটি কয়েক জিনিস ইয়াহুদীদের প্রতি শাস্তিস্বরূপ হারাম করা হয়েছিল। যেমন সূরা নিসায় (৪ ঃ ১৬০) গত হয়েছে। বাকি সবই তখন থেকে হালাল হিসেবেই চলে আসছে।

أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٨﴾

আমি তাদের উপর কোন জুলুম করিনি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٩﴾

১১৯. তা সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক এমন যে, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে এবং তারপর তাওবা করে ও নিজেকে শুধরিয়ে নেয়, তোমার প্রতিপালক তারপরও তাদের জন্য অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[১৫]

إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২০. নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এমন আদর্শপুরুষ, যে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর আনুগত্য অবলম্বন করেছিল এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهٖ ۚ اجْتَبٰهُ وَهَدٰىهُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٢١﴾

১২১. সে আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়কারী ছিল। আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন।

وَاٰتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২. আমি তাকে দুনিয়ায়ও কল্যাণ দিয়েছিলাম এবং আখেরাতেও সে নিশ্চয়ই সালেহীনের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. অতঃপর (হে নবী!) আমি ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতিও এই হুকুম নাযিল করেছি যে, তুমি ইবরাহীমের দ্বীন অনুসরণ কর, যে নিজেকে আল্লাহরই অভিমুখী করে রেখেছিল এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۖ

১২৪. শনিবার সম্পর্কিত বিধান তো কেবল তাদের উপরই বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, যারা এ সম্পর্কে মতভেদ

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۲۴﴾

করত।[৫২] নিশ্চিত থেক, তোমার প্রতিপালক তারা যেসব বিষয়ে মতভেদ করে কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে মীমাংসা করবেন।

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿۱۲۵﴾

১২৫. তুমি নিজ প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকবে হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে আর (যদি কখনও বিতর্কের দরকার পড়ে, তবে) তাদের সাথে বিতর্ক করবে উৎকৃষ্ট পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যারা তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন এবং তিনি তাদের সম্পর্কেও পরিপূর্ণ জ্ঞাত, যারা সৎপথে প্রতিষ্ঠিত।

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ؕ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۲۶﴾

১২৬. তোমরা যদি (কোন জুলুমের) প্রতিশোধ নাও, তবে ঠিক ততটুকুই নেবে, যতটুকু জুলুম তোমাদের উপর করা হয়েছে আর যদি সবর কর, তবে নিশ্চয়ই সবর অবলম্বনকারীদের পক্ষে তাই শ্রেয়।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿۱۲۷﴾

১২৭. এবং (হে নবী!) তুমি সবর অবলম্বন কর। তোমার সবর তো আল্লাহরই তাওফীকে হবে। তুমি কাফেরদের জন্য দুঃখ করো না এবং তারা যে ষড়যন্ত্র করে তার কারণে কুণ্ঠিত হয়ো না।

---

৫২. এটা দ্বিতীয় ব্যতিক্রম, যা ইয়াহুদীদের প্রতি হারাম করা হয়েছিল, অথচ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের শরীয়তে তা বৈধ ছিল। ইয়াহুদীদের জন্য শনিবারে অর্থনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রেও তারা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু লোক তো এ হুকুম পালন করল এবং কিছু লোক করল না। যাই হোক, এটাও একটা ব্যতিক্রম বিধান ছিল, যা কেবল ইয়াহুদীদের প্রতিই আরোপ করা হয়েছিল। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের শরীয়ত এর থেকে মুক্ত ছিল। কাজেই কারও এ অধিকার নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে কোন জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করবে।

১২৮. নিশ্চিত থাক, আল্লাহ তাদেরই সাথী, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা ইহসানের অধিকারী হয়।[৫৩]

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴿١٢٨﴾

---

৫৩. 'ইহসান' অতি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সব রকম সৎকর্মই এর অন্তর্ভুক্ত। একটি হাদীসে এর ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে– 'মানুষ এভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে, যেন সে আল্লাহ তাআলাকে দেখছে কিংবা অন্ততপক্ষে এই চিন্তা করবে যে, তিনি তো আমাকে দেখছেন'। হে আল্লাহ! আমাকে ইহসানওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত কর।

আল-হামদু লিল্লাহ! আজ ২৮ রজব ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২৪ আগস্ট ২০০৬ খৃ. সূরা নাহলের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। স্থান– কিরগিজিস্তানের রাজধানী বিশকেক। সময়– বৃহস্পতিবার আসরের আগে। [অনুবাদ শেষ হল আজ ১৯ জুমাদাল উলা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৫ মে ২০১০ ঈসায়ী রোজ বুধবার।] আল্লাহ তাআলা নিজ মেহেরবাণীতে এ খেদমতটুকু কবুল করুন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ সন্তুষ্টি অনুযায়ী শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

১৭
সূরা বনী ইসরাঈল

সূরা বনী ইসরাঈল পরিচিতি

এ সূরার প্রথম আয়াতই জানান দিচ্ছে, এটি মহান মিরাজের ঘটনার পর নাযিল হয়েছে। যদিও মিরাজের ঘটনা ঠিক কখন ঘটেছিল, সে তারিখ নির্ণয় করা কঠিন। অধিকাংশ বর্ণনার আনুকূল্য এ দিকেই যে, এ আজিমুশ-শান ঘটনা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পর এবং হিজরতের তিন বছর আগে ঘটেছিল। ইতোমধ্যে ইসলামী দাওয়াতের বার্তা আরব পৌত্তলিকদের তো বটেই, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের দরজায়ও করাঘাত করেছিল। এ সূরায় মিরাজের নজিরবিহীন ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সপক্ষে এক অনস্বীকার্য প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। তারপর বনী ইসরাঈলের ঘটনা উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে, আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করার পরিণামে কিভাবে তাদেরকে দু'-দু'বার লাঞ্ছনার শিকার ও শত্রুর হাতে পর্যুদস্ত হতে হয়েছিল। এটা আরব মুশরিকদের পক্ষে একটা শিক্ষা যে, তারা যদি কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধাচরণ থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের জন্যও এ রকম পরিণাম অপেক্ষা করছে। কেননা এখন কুরআন মাজীদই একমাত্র কিতাব, যা ন্যায়নিষ্ঠ পন্থায় সরল-সঠিক পথের দিশা দেয় (আয়াত– ৯)। তারপর ২২ থেকে ২৮ নং আয়াত পর্যন্ত মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীনী, সামাজিক ও নৈতিক কর্মপন্থা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে মুশরিকদের অযৌক্তিক ও হঠকারিতাপূর্ণ কর্মকাণ্ডের নিন্দা করে তাদের প্রশ্নাবলীর উত্তর দেওয়া হয়েছে। আর মুসলিমদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভরশীল হয়ে তাঁরই ইবাদত-আনুগত্যে রত থাকে।

সূরার শুরুতে বনী ইসরাঈলের সাথে সম্পৃক্ত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। সে কারণেই সূরাটির নাম 'সূরা বনী ইসরাঈল'। এর অপর নাম 'সূরা ইসরা'। ইসরা বলা হয় মিরাজের সফরকে, বিশেষত সফরের প্রথম অংশকে, যাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সূরাটির সূচনাই যেহেতু এই অলৌকিক সফরের বর্ণনা দ্বারা হয়েছে, তাই একে সূরা ইসরাও বলা হয়।

১৭ – সূরা বনী ইসরাঈল – ৫০

سُوْرَةُ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ১১১; রুকূ ১২

اٰيَاتُهَا ١١١ رُكُوْعَاتُهَا ١٢

[পনের পারা]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ①

১. পবিত্র সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য।[১] নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুর শ্রোতা এবং সব কিছুর জ্ঞাতা।

---

১. মিরাজের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত। সীরাত ও হাদীসের কিতাবসমূহে ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। তার সারমর্ম এইরূপ– হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাতের বেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন এবং তাঁকে একটি জন্তুর পিঠে সওয়ার করালেন। জন্তুটির নাম ছিল বুরাক। সেটি বিদ্যুৎগতিতে তাঁকে মসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেল। এই হল মিরাজ ভ্রমণের প্রথম অংশ। একে ইসরা বলা হয়। তারপর হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁকে সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে সাত আসমানে নিয়ে গেলেন। প্রত্যেক আসমানে অতীতের কোনও না কোনও নবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হল। তারপর জান্নাতের সিদরাতুল মুনতাহা নামক একটি বৃক্ষের কাছে পৌঁছলেন এবং তিনি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করলেন। এ সময় আল্লাহ তাআলা তাঁর উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন। তারপর রাতের মধ্যেই তিনি মক্কা মুকাররমায় ফিরে আসেন।

এ আয়াতে সফরের কেবল প্রথম অংশটুকুই বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা সামনে যে আলোচনা আসছে তার সম্পর্ক এই অংশের সাথেই বেশি। তবে সফরের দ্বিতীয় অংশের বর্ণনাও কুরআন মাজীদে আছে, যা শেষ দিকে সূরা নাজমে আসছে (৫৩ ঃ ১৩–১৮)।

সহীহ রিওয়ায়াত অনুযায়ী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অলৌকিক সফর জাগ্রত অবস্থাতেই হয়েছিল। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজ কুদরতের এক মহা নিদর্শন দেখিয়ে দেন। এটা সম্পূর্ণ গলত কথা যে, এ ঘটনা স্বপ্নযোগে হয়েছিল, জাগ্রত অবস্থায় নয়। গলত হওয়ার কারণ, একথা বহু সহীহ হাদীসের পরিপন্থী তো বটেই, খোদ কুরআন মাজীদেরও খেলাফ। কুরআন মাজীদের বর্ণনাশৈলী দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় এটা ছিল এক অস্বাভাবিক ঘটনা, যাকে আল্লাহ তাআলা নিজের নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। এটা যদি একটা স্বপ্নমাত্র হত, তবে তাতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কেননা স্বপ্নে তো মানুষ কত কিছুই দেখে থাকে। কাজেই এ ঘটনা স্বপ্নযোগে ঘটে থাকলে কুরআন মাজীদে একে আল্লাহ তাআলার নিদর্শন সাব্যস্ত করার কোন অর্থ থাকে না।

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝٢

২. এবং আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য হিদায়াতের মাধ্যম বানিয়েছিলাম। আদেশ করেছিলাম, তোমরা আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করো না।

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝٣

৩. হে তাদের বংশধরগণ! যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহন করিয়েছিলাম।[২] সে ছিল খুবই শোকর গোজার বান্দা।

وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِي الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝٤

৪. আমি কিতাবে মীমাংসা দান করে বনী ইসরাঈলকে অবহিত করেছিলাম, তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং ঘোর অহংকার প্রদর্শন করবে।

فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ؕ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۝٥

৫. সুতরাং যখন সেই ঘটনা দু'টির প্রথমটি সমুপস্থিত হল, তখন আমি তোমাদের উপর আমার এমন বান্দাদেরকে আধিপত্য দান করলাম, যারা ছিল প্রচণ্ড লড়াকু। তারা তোমাদের নগরে প্রবেশ করে ছড়িয়ে পড়ল।[৩] এটা ছিল এমন এক প্রতিশ্রুতি, যা কার্যকর হওয়ারই ছিল।

---

২. হযরত নূহ আলাইহিস সালামের নৌকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, যারা সেই নৌকায় সওয়ার হয়েছিল, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন। ফলে তারা বন্যায় ডোবেনি। এটা যেহেতু আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ অনুগ্রহ ছিল, তাই তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে, সে অনুগ্রহের শোকর এটাই যে, তাদের বংশধরগণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বানাবে না।

৩. বনী ইসরাঈলের নাফরমানী যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন তাদের উপর শাস্তি নাযিল করা হল। বাবেলের রাজা বুখত নাস্‌সার তাদের উপর আক্রমণ চালাল এবং তাদেরকে পাইকাড়িভাবে হত্যা করল। যারা প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল তাদেরকে বন্দী করে ফিলিস্তিন থেকে বাবেলে নিয়ে গেল। সেখানে তারা দীর্ঘদিন তার দাস হিসেবে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে থাকে। এ আয়াতে সেই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنٰكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيْرًا ⑥

৬. তারপর আমি তোমাদেরকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের উপর আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ দিলাম এবং তোমাদের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিতে বৃদ্ধি সাধন করলাম। আর তোমাদের লোকসংখ্যা আগের তুলনায় বৃদ্ধি করলাম।[৪]

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ⑦

৭. তোমরা সৎকর্ম করলে তা নিজেদেরই কল্যাণার্থে করবে আর যদি মন্দ কাজ কর, তাতেও নিজেদেরই অকল্যাণ হবে। অতঃপর যখন দ্বিতীয় ঘটনার নির্ধারিত কাল আসল, তখন আমি তোমাদের উপর অপর শত্রু চাপিয়ে দিলাম, যাতে তারা তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং যাতে আগের বার তারা যেভাবে প্রবেশ করেছিল, এরাও সেভাবে মসজিদে প্রবেশ করে এবং যা-কিছুর উপর তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা মিসমার করে দেয়।[৫]

---

৪. বনী ইসরাঈল প্রায় সত্তর বছর পর্যন্ত বুখতে নাস্সারের দাসত্ব করে। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি দয়া করলেন। ইরানের রাজা সায়রাস বাবেলে আক্রমণ চালালেন এবং সেদেশ দখল করে নিলেন। সেখানে ইয়াহুদীদের দুর্দশা দেখে তার বড় দয়া হল। তিনি তাদেরকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় ফিলিস্তিনে বসবাসের সুযোগ দিলেন। এভাবে তাদের সুদিন আবার ফিরে আসল। তারা ধনে-জনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল এবং একটা বড়-সড় জনগোষ্ঠী হিসেবে তারা সেখানে বসবাস করতে থাকল। কিন্তু সুদিন ফিরে পাওয়ার পর তারা ফের তাদের পুরোনো চরিত্রে ফিরে গেল। আবার আগের মত পাপাচারে লিপ্ত হল। ফলে দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল, যা সামনের আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

৫. কেউ কেউ বলেন, এই দ্বিতীয় শত্রু হল 'এন্টিউকাস এপিফানিউস'। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের কিছুকাল আগে সে বায়তুল মাকদিসে হামলা করে ইয়াহুদীদের উপর গণহত্যা চালিয়েছিল। কারও মতে এর দ্বারা রোম সম্রাট তীতূসের আক্রমণকে বোঝানো হয়েছিল। সে আক্রমণ চালিয়েছিল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে তুলে নেওয়ার পর। যদিও বনী ইসরাঈল বিভিন্নকালে বিভিন্ন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এ দুই শত্রু দ্বারাই তারা সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সে কারণেই আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে এই দুই শত্রুর উল্লেখ করেছেন। তারা প্রথম শত্রু অর্থাৎ বুখত নাস্সারের হাতে আক্রান্ত হয়েছিল সেই সময়, যখন তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের শরীয়ত অমান্য

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ
وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ۝٨

৮. যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, কিন্তু তোমরা যদি একই কাজের পুনরাবৃত্তি কর, তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করব। আর আমি তো জাহান্নামকে কাফেরদের জন্য কারাগার বানিয়েই রেখেছি।

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ
الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ
اَجْرًا كَبِيْرًا ۙ ۝٩

৯. বস্তুত এ কুরআন সেই পথ দেখায়, যা সর্বাপেক্ষা সরল আর যারা (এর প্রতি) ঈমান এনে সৎকর্ম করে, তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য আছে মহা প্রতিদান।

وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ
عَذَابًا اَلِيْمًا ۝١٠

১০. আর সতর্ক করে দেয় যে, যারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে না তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

[১]

وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ؕ
وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ۝١١

১১. মানুষ সেইভাবেই অমঙ্গল প্রার্থনা করে, যেভাবে তার মঙ্গল প্রার্থনা করা উচিত।[৬] বস্তুত মানুষ বড় ব্যস্তমতি।

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ
وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا
مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ

১২. আমি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শনরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর রাতের নিদর্শনকে তো অন্ধকার করেছি আর দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকিত, যাতে তোমরা নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ

করে ব্যাপক পাপাচারে লিপ্ত হয়। আর দ্বিতীয় শত্রুর কবলে পড়েছিল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধাচরণ করে। সামনে বলা হচ্ছে, তোমরা যদি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতায় লিপ্ত থাক, তবে তোমাদের সাথে পুনরায় একই আচরণ করা হবে।

৬. কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলত কুফরের কারণে যদি আমাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয় তবে এখনই নগদ নগদ কেন দেওয়া হচ্ছে না? এ আয়াতে তাদের সেই কথার দিকেই ইশারা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, তারা আযাবের মত মন্দ জিনিসকে এমন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে চাচ্ছে, যেন তা কোন ভালো জিনিস।

সন্ধান করতে পার[৭] এবং যাতে তোমরা বছর-সংখ্যা ও (মাসের) হিসাব জানতে পার। আমি সবকিছু পৃথক-পৃথকভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছি।

وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

১৩. আমি প্রত্যেক মানুষের (কাজের) পরিণাম তার গলদেশে সেঁটে দিয়েছি[৮] এবং কিয়ামতের দিন আমি (তার আমলনামা) লিপিবদ্ধরূপে তার সামনে বের করে দেব, যা সে উন্মুক্ত পাবে।

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿١٣﴾

১৪. (বলা হবে) তুমি নিজ আমলনামা পড়। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাব নেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿١٤﴾ؕ

১৫. যে ব্যক্তি সরল পথে চলে, সে তো নিজ মঙ্গলের জন্যই চলে আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে, সে নিজের ক্ষতির জন্যই তা অবলম্বন করে। কোনও ভার বহনকারী অন্য কারও ভার বহন করবে না। আমি কখনও কাউকে শাস্তি দেই না, যতক্ষণ না (তার কাছে) কোন রাসূল পাঠাই।

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾

১৬. যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তাদের বিত্তবান

وَاِذَاۤ اَرَدْنَاۤ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا

৭. অর্থাৎ, পালাক্রমে রাত ও দিনের শৃঙ্খলিত আগমন আল্লাহ তাআলার কুদরত, রহমত ও হিকমতেরই নিদর্শন। রাতের বেলা অন্ধকার ছেয়ে যায়, যাতে মানুষ তখন বিশ্রাম নিতে পারে। আবার দিনের বেলা আলো ছড়িয়ে পড়ে, ফলে মানুষ রুজি-রোজগারের সন্ধানে চলাফেরা করতে পারে। কুরআন মাজীদ রুজি-রোজগারকে 'আল্লাহ তাআলার করুণা' শব্দে ব্যক্ত করেছে (বিস্তারিত দ্র. সূরা নাহল, আয়াত ১৪-এর টীকা)। রাত ও দিনের পরিবর্তনের কারণেই তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

৮. 'পরিণাম গলদেশে সেঁটে দেওয়া'-এর অর্থ এই যে, প্রত্যেকের সমস্ত কর্ম প্রতি মুহূর্তে লেখা হচ্ছে, যা তার ভালো-মন্দ পরিণামের নিশানাদিহি করে। কিয়ামতের দিন তার এ আমলনামা তার সামনে খুলে দেওয়া হবে। যা সে নিজেই পড়তে পারবে। হযরত কাতাদা (রহ.) বলেন, দুনিয়ায় যে ব্যক্তি নিরক্ষর ছিল কিয়ামতের দিন তাকেও আমলনামা পড়ার ক্ষমতা দেওয়া হবে।

فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ⑯

লোকদেরকে (ঈমান ও আনুগত্যের) হুকুম দেই, কিন্তু তারা তাতে নাফরমানীতে লিপ্ত হয়, ফলে তাদের সম্পর্কে কথা চূড়ান্ত হয়ে যায় এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলি।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ⑰

১৭. আমি নূহের পর কত মানবগোষ্ঠীকেই ধ্বংস করেছি! তোমার প্রতিপালক নিজ বান্দাদের পাপরাশি সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত, তিনি সবকিছু দেখছেন।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ⑱

১৮. কেউ দুনিয়ার নগদ লাভ কামনা করলে আমি যাকে ইচ্ছা, যতটুকু ইচ্ছা, এখানেই তাকে তা নগদ দিয়ে দেই।[৯] তারপর আমি তার জন্য জাহান্নাম রেখে দিয়েছি, যাতে সে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িতরূপে প্রবেশ করবে।

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ⑲

১৯. আর যে ব্যক্তি আখেরাত (-এর লাভ) চায় এবং সেজন্য যথোচিতভাবে চেষ্টা করে, সে যদি মুমিন হয়, তবে এরূপ লোকের চেষ্টার পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে।

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ؕ

২০. (হে নবী! দুনিয়ায়) তোমার প্রতিপালকের দানের যে ব্যাপারটা, আমি তা দ্বারা এদেরকেও ধন্য করি

৯. এর দ্বারা সেই ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে দুনিয়ার উন্নতিকেই নিজ জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিয়েছে, আখেরাতকে সে হয় বিশ্বাসই করে না অথবা সে নিয়ে তার কোন চিন্তা নেই। এমন সব ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যারা সৎকাজ করে অর্থ-সম্পদ বা সুনাম-সুখ্যাতি লাভের জন্য, আল্লাহ তাআলাকে রাজি করার জন্য নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা যে দুনিয়ায় এসব পাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই এবং এরও কোনও নিশ্চয়তা নেই যে, তারা যা-যা কামনা করে সবই পাবে। হাঁ, তাদের মধ্যে আমি যাকে দেওয়া সমীচীন মনে করি এবং যে পরিমাণ দেওয়া সমীচীন মনে করি, দুনিয়ায় দিয়ে দেই। কিন্তু আখেরাতে তাদের ঠিকানা অবশ্যই জাহান্নাম।

وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿٢٠﴾

এবং ওদেরকেও।[১০] (দুনিয়ায়) তোমার প্রতিপালকের দান কারও জন্যই রুদ্ধ নয়।

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ وَلَلْاٰخِرَةُ
اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿٢١﴾

২১. লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।[১১] নিশ্চিত জেন, আখেরাত মর্যাদার দিক থেকেও মহত্তর এবং মাহাত্ম্যের দিক থেকেও শ্রেষ্ঠতর।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا
مَّخْذُوْلًا ﴿٢٢﴾

২২. আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে মাবুদ বানিও না। অন্যথায় তুমি নিন্দাযোগ্য (ও) নিঃসহায় হয়ে পড়বে।[১২]

[২]

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ
اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ
لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾

২৩. তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, পিতা-মাতার কোনও একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ্ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।

---

১০. এস্থলে عطاء (দান) দ্বারা রিযিক বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় মুমিন-কাফির, মুত্তাকী-ফাসেক নির্বিশেষে সকলকেই রিযিক দিয়ে থাকেন। রিযিকের দুয়ার কারও জন্যই বন্ধ নয়।

১১. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা নিজ হিকমত অনুযায়ী কাউকে বেশি রিযিক দেন এবং কাউকে কম। এটা একান্ত তাঁর ইচ্ছা। কাজেই এর ফিকিরে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বরং বান্দার পূর্ণ চেষ্টা যার পেছনে ব্যয় করা উচিত তা হচ্ছে আখেরাতের সাফল্য অর্জন। কেননা দুনিয়াবী স্বার্থের তুলনায় তা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ; বরং উভয়ের মধ্যে কোন তুলনাই চলে না।

১২. ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছিল, আখেরাতের কল্যাণ লাভের জন্য বান্দার কর্তব্য যথোচিত চেষ্টা করা। তার দ্বারা ইশারা ছিল আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার প্রতি। এবার এখান থেকে তাঁর কিছু বিধি-নিষেধের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। তা শুরু করা হয়েছে তাওহীদের হুকুম দ্বারা। কেননা তাওহীদে বিশ্বাস ছাড়া কোন আমল কবুল হয় না। তারপর 'হুকুকুল ইবাদ' সংক্রান্ত কিছু বিধান পেশ করা হয়েছে।

২৪. এবং তাদের প্রতি মমতাপূর্ণ আচরণের সাথে তাদের সামনে নিজেকে বিনয়াবনত করো এবং দু'আ করো, হে আমার প্রতিপালক! তারা যেভাবে আমার শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছে, তেমনি আপনিও তাদের প্রতি রহমতের আচরণ করুন।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ﴿٢٤﴾

২৫. তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে কি আছে তা ভালো জানেন। তোমরা যদি নেককার হয়ে যাও, তবে যারা বেশি বেশি তার দিকে রুজু হয় তিনি তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করেন।[১৩]

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٥﴾

২৬. আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক আদায় করো এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও (তাদের হক প্রদান করো)। আর নিজেদের অর্থ-সম্পদ অপ্রয়োজনীয় কাজে উড়াবে না।[১৪]

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾

২৭. জেনে রেখ, যারা অপ্রয়োজনীয় কাজে অর্থ উড়ায়, তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান নিজ প্রতিপালকের ঘোর অকৃতজ্ঞ।

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْۤا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

২৮. যদি কখনও তাদের (অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের) থেকে

وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا

---

১৩. অর্থাৎ, তোমরা যদি ঈমানদার হও এবং সামগ্রিকভাবে সৎকর্মে রত থাকার চেষ্টা কর, তবে এ অবস্থায় মানবীয় দুর্বলতা হেতু তোমাদের দ্বারা কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে এবং সেজন্য তোমরা আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে তাওবা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

১৪. কুরআন মাজীদ এস্থলে تَبْذِيْر শব্দ ব্যবহার করেছে। সাধারণত اِسْرَاف ও تَبْذِيْر উভয়ের অর্থ করা হয় 'অপব্যয়'। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। যদি বৈধ কাজে ব্যয় করা হয়, কিন্তু প্রয়োজনের বেশি বা মাত্রাতিরিক্ত করা হয়, তাকে 'ইসরাফ' বলে আর অবৈধ কাজে অর্থ ব্যয়কে বলে 'তাবযীর'। এ কারণেই এখানে তরজমা করা হয়েছে 'অপ্রয়োজনীয় কাজে অর্থ-সম্পদ উড়ানো'।

فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿٢٨﴾

এ কারণে তোমার মুখ ফেরানোর দরকার হয় যে, তুমি তোমার প্রতিপালকের রহমতের প্রত্যাশায় রয়েছ,[১৫] তবে সে ক্ষেত্রেও তাদের সাথে নম্রতার সাথে কথা বলো।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴿٢٩﴾

২৯. (কৃপণতাবশে) নিজের হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখ না এবং (অপব্যয়ী হয়ে) তা সম্পূর্ণরূপে খুলে রেখ না, যদ্দরুণ তোমাকে নিন্দাযোগ্য ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়তে হবে।

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿٣٠﴾

৩০. বস্তুত তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা করেন জীবিকা প্রশস্ত করে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন। জেনে রেখ, তিনি নিজ বান্দাদের অবস্থাদি সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং তাদেরকে তিনি ভালোভাবে দেখছেন।

[৩]

وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ﴿٣١﴾

৩১. দারিদ্র্যের ভয়ে নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করো না।[১৬] আমি তাদেরকেও রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চিত জেন, তাদেরকে হত্যা করা গুরুতর অপরাধ।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

৩২. এবং ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীলতা ও বিপথগামিতা।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ

৩৩. আল্লাহ যেই প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন তাকে হত্যা করো না, তবে

---

১৫. অর্থাৎ, নিজের কাছে টাকা-পয়সা না থাকা অবস্থায় যদি কোন অভাবগ্রস্ত আসে আর তখন তাকে কিছু দেওয়া সম্ভব না হয় কিন্তু এই আশায় থাক যে, আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিলে তখন তাদেরকে সাহায্য করবে, সেক্ষেত্রে তাদের কাছে নম্র ভাষায় অপারগতা প্রকাশ করবে।

১৬. আরব মুশরিকগণ অনেক সময় কন্যা সন্তানকে এ কারণে হত্যা করত যে, নিজ গৃহে কন্যা সন্তান থাকাকে তারা সামাজিকভাবে লজ্জাষ্কর মনে করত। আবার অনেক সময় ভয় করত খাওয়া-পরানোর খরচ যোগাতে গিয়ে গরীব হয়ে যাবে। আর এ কারণেও তারা সন্তান হত্যা করত।

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ۝

(শরীয়ত অনুযায়ী) তোমরা তার অধিকার লাভ করলে ভিন্ন কথা।[১৭] যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, আমি তার অলিকে (কিসাস গ্রহণের) অধিকার দিয়েছি। সুতরাং সে যেন হত্যাকার্যে সীমালংঘন না করে।[১৮] নিশ্চয়ই সে এর উপযুক্ত যে, তার সাহায্য করা হবে।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۠ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ۝

৩৪. এবং ইয়াতীম যতক্ষণ না পরিপক্কতায় উপনীত হয়, তার সম্পদের কাছেও যেও না, তবে এমন পন্থায় যা (তার পক্ষে) উত্তম।[১৯] আর অঙ্গীকার পূরণ করো। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে (তোমাদের) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝

৩৫. যখন পরিমাপ পাত্র দ্বারা কাউকে কোন জিনিস মেপে দাও, তখন পরিপূর্ণ মাপে দিও আর ওজন করার জন্য সঠিক দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করো। এ পন্থাই সঠিক এবং এরই পরিণাম উৎকৃষ্ট।

---

১৭. কাউকে হত্যা করার অধিকার লাভ হয় মাত্র কয়েকটি অবস্থায়। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার কথা পরবর্তী বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তা হল, কাউকে যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তবে তার অলি অর্থাৎ ওয়ারিশগণ আদালতী অনুষ্ঠানাদির পর হত্যাকারীকে হত্যা করা বা করানোর অধিকার সংরক্ষণ করে। পরিভাষায় একে 'কিসাস' বলা হয়।

১৮. নিহতের ওয়ারিশগণ কিসাসস্বরূপ ঘাতককে হত্যা করার অধিকার সংরক্ষণ করে বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সীমালংঘন জায়েয নয়। অর্থাৎ, হত্যার সাথে তার হাত-পা কেটে দেওয়া বা বাড়তি কষ্ট দেওয়ার জন্য অধিকতর কঠিন পন্থায় হত্যা করার অনুমতি নেই। এরূপ করলে কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে তা সীমালংঘনরূপে গণ্য হবে।

১৯. ইয়াতীমদের আত্মীয়-স্বজন, বিশেষত তার অভিভাবকদের লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে, ইয়াতীম যদি তার মৃত পিতার রেখে যাওয়া সম্পদের কোন অংশ পায়, তবে তাকে আমানত মনে করবে। সে সম্পদে ইয়াতীমের পক্ষে যা লাভজনক কেবল সে রকম কাজ-কারবারই জায়েয হবে। এমন কোনও কাজ তাতে করা যাবে না, যাতে তার ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে। যেমন তা থেকে কাউকে ঋণ দেওয়া বা তার পক্ষ হতে কাউকে কিছু উপহার দেওয়া ইত্যাদি। অবশ্য সে যখন পরিপক্কতায় উপনীত হবে, অর্থাৎ সাবালকত্ব লাভ করবে এবং নিজের লাভ-ক্ষতি উপলব্ধি করার মত বুঝ-সমঝ তার ভেতর এসে যাবে, তখন তার সম্পদ তার হাতে বুঝিয়ে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। সূরা নিসায় (৪ ঃ ২) এ মাসআলা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ۝٣٦

৩৬. যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই (তাকে সত্য মনে করে) তার পিছনে পড়ো না।[২০] জেনে রেখ, কান, চোখ ও অন্তর এর প্রতিটি সম্পর্কে (তোমাদেরকে) জিজ্ঞেস করা হবে।[২১]

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ۝٣٧

৩৭. ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে চলো না। তুমি তো ভূমিকে ফাটিয়ে ফেলতে পারবে না এবং উচ্চতায় পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।[২২]

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ۝٣٨

৩৮. এ সবই এমন মন্দ কাজ, যা তোমার প্রতিপালক বিলকুল পসন্দ করেন না।

ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ؕ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۝٣٩

৩৯. (হে নবী!) এগুলো এমন হিকমতের কথা, যা তোমার প্রতিপালক ওহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পৌঁছিয়েছেন এবং (হে মানুষ!) আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মাবুদ বানিও না, অন্যথায় তুমি নিন্দিত ও ধিকৃত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

---

২০. অর্থাৎ, কারও সম্পর্কে যদি অভিযোগ ওঠে সে কোনও অপরাধ বা কোনও গুনাহের কাজ করেছে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত শরয়ী সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেমন কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়, তেমনি সত্যিই সে ওই অপরাধ বা গুনাহের কাজটি করেছে, অন্তরে এরূপ বিশ্বাস পোষণও আদৌ জায়েয নয়। আয়াতের অর্থ এরূপও হতে পারে যে, যে বিষয় নিশ্চিতভাবে জানা নেই এবং তা জানার উপর দুনিয়া ও আখেরাতের কোনও কাজও নির্ভরশীল নয়, অহেতুক এরূপ বিষয়ের খোঁজ-খবর ও তত্ত্ব তালাশে লেগে পড়া জায়েয নয়।

২১. কেউ যদি শরয়ী সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া কারও সম্পর্কে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে অমুক অপরাধে লিপ্ত হয়েছে, তবে এটা অন্তরের গুনাহ হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং এ কারণে আখেরাতে তার কাছে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

২২. দম্ভভরে চলার ধরন দু'টি। (ক) কেউ তো মাটির উপর জোরে-জোরে পা ফেলে এবং (খ) কেউ কেউ বুকটান করে চলার চেষ্টা করে। প্রথম অবস্থার জন্য বলা হয়েছে, তোমরা পা যতই জোরে ফেল না কেন, মাটি ফাটিয়ে তো ফেলতে পারবে না! আর দ্বিতীয় অবস্থার জন্য বলা হয়েছে, বুকটান করে নিজেকে লম্বা করার চেষ্টা করছ না কি? তা যতই চেষ্টা কর না কেন পাহাড় সমান তো আর উঁচু হতে পারবে না! লম্বা ও উঁচু হওয়াটাই যদি মর্যাদার মাপকাঠি হয়, তবে তোমাদের তুলনায় তো পাহাড়েরই মর্যাদা বেশি হওয়ার কথা ছিল।

৪০. তোমাদের প্রতিপালক পুত্র সন্তান দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে বেছে নিয়েছেন আর নিজের জন্য বুঝি ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন?[২৩] প্রকৃতপক্ষে তোমরা বড় গুরুতর কথা বলছ।

أَفَأَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ إِنَاثًا ۗ إِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ۝

[৪]

৪১. আমি এ কুরআনে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাদান করেছি, যাতে মানুষ সচেতন হয়, কিন্তু তারা এমনই লোক যে, এর দ্বারা তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ۗ وَمَا يَزِيْدُهُمْ إِلَّا نُفُوْرًا ۝

৪২. বলে দাও, আল্লাহর সঙ্গে যদি আরও খোদা থাকত, তবে তারা আরশ-অধিপতি (প্রকৃত খোদা)-এর উপর প্রভাব বিস্তারের কোন পথ খুঁজে নিত।[২৪]

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا ۝

৪৩. বস্তুত তারা যেসব কথা বলে, তার সত্তা তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও সমুচ্চ।

سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝

৪৪. সাত আসমান ও যমীন এবং এদের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সৃষ্টি তাঁর পবিত্র বর্ণনা

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ

---

২৩. পিছনে কয়েক জায়গায় গেছে, আরব মুশরিকগণ ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা বলত, অথচ তারা নিজেদের জন্য মেয়ে-সন্তানের জন্ম পসন্দ করত না; বরং অত্যন্ত গ্লানিকর মনে করত। সর্বদা আশা করত যেন তাদের পুত্র সন্তান জন্মায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, এটা বড় আজব ব্যাপার যে, তোমাদের ধারণা মতে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তো পুত্র দেওয়ার জন্য বাছাই করেছেন আবার নিজের জন্য রেখেছেন মেয়ে, যা কিনা তোমাদের দৃষ্টিতে বাবার পক্ষে গ্লানিকর।

২৪. এটা তাওহীদের পক্ষে ও শিরকের বিরুদ্ধে এমন এক দলীল, যা যে-কারও পক্ষেই বোঝা সহজ। দলীলটির সারমর্ম হল, খোদা এমন কোনও সত্তাকেই বলা যায়, যিনি হবেন সর্বশক্তিমান, যে-কোনও রকমের কাজ করার ক্ষমতা যার আছে এবং যিনি কারও অধীন হবেন না। বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলা ছাড়া আরও খোদা থাকলে, প্রত্যেকেই এ গুণের অধিকারী হত। ফলে প্রত্যেকেই অন্যের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হত এবং প্রত্যেকেরই ক্ষমতা হত পরিপূর্ণ। আর সেক্ষেত্রে সব খোদা মিলে আরশ অধিপতি খোদার উপর প্রভাবও বিস্তার করতে সক্ষম হত। যদি বলা হয়, আল্লাহর উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা তাদের নেই, বরং তারা আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্বাধীন, তবে তারা কেমন খোদা হল? এর দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায় প্রকৃত খোদা একজনই। তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নয়।

فِيْهِنَّ ۗ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤٤﴾

করে, এমন কোন জিনিস নেই, যা তাঁর সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে না। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার না।[২৫] বস্তুত তিনি পরম সহিষ্ণু, অতি ক্ষমাশীল।

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ﴿٤٥﴾

৪৫. (হে নবী!) তুমি যখন কুরআন পড়, তখন আমি তোমার এবং যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না তাদের মধ্যে এক অদৃশ্য পর্দা রেখে দেই।[২৬]

وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴿٤٦﴾

৪৬. আর আমি তাদের অন্তরের উপর আচ্ছাদন রেখে দিয়েছি, যাতে তারা তা বুঝতে না পারে। তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করে দেই। আর তুমি যখন কুরআনে তোমার একমাত্র প্রতিপালকের উল্লেখ কর, তখন তারা বিতৃষ্ণাভরে পিছন ফিরিয়ে চলে যায়।

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖۤ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ

৪৭. তারা যখন তোমার কথা কান পেতে শোনে, তখন কেন শোনে তা আমি

---

২৫. এর দুই ব্যাখ্যা হতে পারে- (ক) যাবতীয় বস্তু তাদের নিজ-নিজ অবস্থা দ্বারা আল্লাহ তাআলার তাসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করে। কেননা প্রতিটি বস্তুই এমন যে, তার সৃজন ও সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ শক্তি ও তাঁর একত্বের প্রমাণ মেলে এবং উপলব্ধি করা যায় প্রতিটি বস্তু একান্তভাবে তাঁরই আজ্ঞাধীন। (খ) এটাও অসম্ভব নয় যে, প্রতিটি বস্তু প্রকৃত অর্থেই তাসবীহ পাঠ করে, কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারি না। কেননা আল্লাহ তাআলা জগতের প্রতিটি জিনিস, এমনকি পাথরের ভেতরও এক রকমের অনুভূতি-শক্তি দান করেছেন। যে শক্তি দ্বারা সবকিছুর পক্ষেই তাসবীহ পাঠ সম্ভব। কুরআন মাজীদের বেশ ক'টি আয়াতের আলোকে এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই বেশি সঠিক মনে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করে নিয়েছে যে, পাথরের মধ্যেও এক ধরনের অনুভব শক্তি আছে।

২৬. যারা নিজ সংশোধন ও আখেরাতের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন, কেবল দুনিয়ার ধান্ধা নিয়ে ব্যস্ত, যাদের অন্তরে সত্য জানার কোন আগ্রহ নেই; বরং সত্যের বিপরীতে জেদ ও হঠকারিতা প্রদর্শনকেই নীতি বানিয়ে নিয়েছে, তারা সত্য সম্পর্কে চিন্তা করার ও সত্য বোঝার তাওফীক থেকে বঞ্চিত থাকে। এটাই সেই অদৃশ্য পর্দা, যা তাদের ও নবীর মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, এটাই সেই আচ্ছাদন, যা দ্বারা তাদের অন্তর ঢেকে দেওয়া হয় এবং এটাই সেই বধিরতা যদ্দরুণ তারা সত্য কথা শোনার যোগ্যতা হতে বঞ্চিত থাকে।

وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ
إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾

ভালো করে জানি এবং যখন তারা পরস্পরে কানাকানি করে, যখন জালেমগণ (তাদের স্বগোত্রীয় মুসলিমদেরকে) বলে, তোমরা তো কেবল একজন যাদুগ্রস্ত লোকের অনুসরণ করছ (তখন তাদের সে কথাও আমি ভালোভাবে জানি)।

انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا
يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾

৪৮. লক্ষ্য কর, তারা তোমার প্রতি কেমন (পরিহাসমূলক) দৃষ্টান্ত আরোপ করছে। তারা পথ হারিয়েছে সুতরাং তারা আর পথে আসতে পারবে না।

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾

৪৯. তারা বলে, আমাদের অস্তিত্ব যখন অস্থিতে পরিণত হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তারপরও কি আমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করে উঠানো হবে?

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾

৫০. বলে দাও, তবে তোমরা পাথর বা লোহা হয়ে যাও!

أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ
مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ
فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ
هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾

৫১. অথবা এমন কোন সৃষ্টি হয়ে যাও, যে সম্পর্কে তোমাদের মনের ভাবনা হল যে, তা (জীবিত করা) আরও কঠিন। (তবুও তোমাদেরকে ঠিকই জীবিত করা হবে)। অতঃপর তারা বলবে, কে আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবে? বলে দিও, তিনিই জীবিত করবেন, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন।[27] তারপর তারা তোমাদের সামনে মাথা নেড়ে-নেড়ে বলবে, এরূপ কখন হবে? বলে দিও, সম্ভবত সে সময়টি কাছেই এসে গেছে।

---

২৭. ইশারা করা হচ্ছে, কোন জিনিসকে প্রথমবার নাস্তি থেকে অস্তিতে আনাই বেশি কঠিন হয়ে থাকে। একবার সৃষ্টি করার পর পুনরায় সৃষ্টি অতটা কঠিন হয় না। যেই আল্লাহ প্রথমবার সৃষ্টির মত কঠিনতর কাজটিও নিজ কুদরতে অনায়াসে সম্পন্ন করতে পেরেছেন, তিনি যে আবারও সৃষ্টি করতে পারবেন– এটা মানতে সমস্যা কোথায়?

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

৫২. যে দিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন, তোমরা তাঁর প্রশংসারত হয়ে তাঁর হুকুম পালন করবে এবং তোমাদের মনে হবে (দুনিয়ায়) তোমরা অল্প কিছুকালই অবস্থান করেছিলে।

[৫]

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿٥٣﴾

৫৩. আমার (মুমিন) বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন এমন কথাই বলে, যা উত্তম। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।[২৮]

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾

৫৪. তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে ভালোভাবেই জানেন। তিনি চাইলে তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং চাইলে তোমাদেরকে শাস্তি দেন। (হে নবী!) আমি তোমাকে তাদের কাজকর্মের যিম্মাদার বানিয়ে পাঠাইনি।

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾

৫৫. যারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে, তোমার প্রতিপালক তাদেরকে ভালোভাবে জানেন। আমি কতক নবীকে কতক নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। আর আমি দাউদকে যাবূর দিয়েছিলাম।

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾

৫৬. (যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদ মানে, তাদেরকে) বলে দাও, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মাবুদ মনে করেছ, তাদেরকে ডাক দিয়ে দেখ। ফল হবে এই যে, তারা তোমাদের কোন কষ্ট দূর

---

২৮. এ আয়াতে মুসলিমদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যখন কাফেরদের সাথে কথা বলবে, তখন তাদের সাথেও যেন সৌজন্যমূলকভাবে কথা বলে। কেননা রাগের অবস্থায় যে রূঢ় কথা বলা হয়, তাতে উপকারের বদলে ক্ষতিই হয়ে থাকে। শয়তানই মানুষকে দিয়ে এরূপ কথা বলায়, যাতে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি হয়।

করতে পারবে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারবে না।

৫৭. তারা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই তো তাদের প্রতিপালক পর্যন্ত পৌঁছার অছিলা সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে আল্লাহর বেশি নিকটবর্তী হতে পারে এবং তারা তাঁর রহমতের আশা করে ও তাঁর আযাবকে ভয় করে।[২৯] নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের আযাব এমন জিনিস, যাকে ভয় করাই উচিত।

أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

৫৮. এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কিয়ামতের আগে ধ্বংস করব না অথবা তাকে অন্য কোন কঠিন শাস্তি দেব না। একথা (তাকদীরের) কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।[৩০]

وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَٰبِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾

৫৯. (কাফেরদের ফরমায়েশী নিদর্শন) পাঠানো হতে আমাকে অন্য কোন জিনিস নয়; বরং এ বিষয়টাই বিরত রেখেছিল যে, পূর্ববর্তীগণ এরূপ নিদর্শন অস্বীকার করেছিল।[৩১] আমি ছামুদ

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِالْأَيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ

২৯. এর দ্বারা প্রতিমা নয়, বরং সেই সকল ফিরিশতা ও জিনকে বোঝানো হয়েছে, আরব মুশরিকগণ যাদেরকে প্রভুত্বের আসনে বসিয়েছিল। আয়াতের সারমর্ম হল, তারা খোদা হবে কি, তারা নিজেরাই তো আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি এবং তারা সর্বদা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায় খোঁজে।

৩০. অর্থাৎ, কাফেরদের উপর এই মুহূর্তে শাস্তি অবতীর্ণ হচ্ছে না বলে তারা যেন মনে না করে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি পেয়ে গেছে। নিষ্কৃতি তারা পাবে না। হতে পারে এই দুনিয়াতেই তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। আর তা যদি নাও হয়, তবে কিয়ামত যে হবে তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। তখন সকলেই ধ্বংস হবে। তারপর আখেরাতে তাদেরকে অনন্তকাল শাস্তিভোগ করতে হবে।

৩১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু সুস্পষ্ট মুজিযা দেখা সত্ত্বেও মুশরিকগণ তাঁর কাছে নিত্য নতুন মুজিযা দাবী করত। এটা তাদের সেই দাবীর জবাব। বলা হচ্ছে, ফরমায়েশী মুজিযা দেখানোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার একটা নীতি আছে। নীতিটি হল, এরূপ মুজিযা দেখানোর পরও যদি কাফেরগণ ঈমান না আনে, তবে তাদেরকে আযাব

وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ﴿٥٩﴾

জাতিকে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম, যা চোখ খোলার জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল। আমি নিদর্শন পাঠাই ভয় দেখানোরই জন্য।

وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ؕ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ ؕ وَنُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴿٦٠﴾

৬০. (হে নবী!) সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি বলেছিলাম, তোমার প্রতিপালক (নিজ জ্ঞান দ্বারা) সমস্ত মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন।[৩২] আর আমি তোমাকে যে দৃশ্য দেখিয়েছি, তাকে কাফেরদের জন্য কেবল পরীক্ষার বিষয়ই বানিয়েছি[৩৩] এবং কুরআনে বর্ণিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিকেও। আমি

দিয়ে ধ্বংস করে ফেলা হয়। তার একটা দৃষ্টান্ত হল ছামুদ জাতি। তাদের দাবী অনুযায়ী পাহাড় থেকে একটি উটনী বের করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনেনি। ফলে তারা শাস্তিতে নিপতিত হয়। আল্লাহ তাআলার জানা আছে, ফরমায়েশী মুজিযা দেখানো হলেও মুশরিকগণ ঈমান আনবে না। পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মত তারাও নবীকে বরাবর অস্বীকার করতে থাকবে। ফলে তাদেরকে ধ্বংস করা অনিবার্য হয়ে যাবে। কিন্তু এখনই যেহেতু তাদেরকে ধ্বংস করা আল্লাহ তাআলার হিকমতের অনুকূল নয়, তাই তাদেরকে ফরমায়েশী মুজিযা দেখানো হচ্ছে না।

৩২. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি ভালোভাবেই জানেন এসব হঠকারী লোক কোন অবস্থাতেই ঈমান আনবে না। অতঃপর তাদের হঠকারিতার দু'টি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। (এক) আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিরাজের সফরে যেসব দৃশ্য দেখিয়েছিলেন, তা ছিল তাঁর নবুওয়াতের খোলা দলীল। কাফেরগণ বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে বহু প্রশ্ন তাঁকে করেছিল। তিনি সবগুলোর ঠিক-ঠিক উত্তরও দিয়েছিলেন, যা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল তিনি সত্যিই রাতের ভেতর এ সফর করে এসেছেন। কিন্তু এ রকম সাক্ষাত প্রমাণ লাভের পরও তারা ঈমান আনেনি; বরং নিজেদের জিদকেই ধরে রাখে। (দুই) কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, জাহান্নামীদের খাবার হবে 'যাক্কূম' গাছ। আরও বলা হয়েছে, এ গাছ জাহান্নামেই জন্মায়। একথা শুনে কাফেরগণ ঈমান আনবে কি উল্টো ঠাট্টা করতে লাগল যে, শোন কথা, আগুনের ভেতর নাকি গাছ জন্মাবে! এটাও কী সম্ভব? তারা চিন্তা করল না যেই সত্তা আগুন সৃষ্টি করেছেন, তিনি যদি সেই আগুনের ভেতর অন্যান্য উদ্ভিদ থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের কোন গাছ সৃষ্টি করে দেন, আগুনের তাপ যার জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং উপযোগী, তাতে আশ্চর্যের কী আছে?

৩৩. অর্থাৎ, তারা তা দ্বারা হিদায়াত লাভ করল না; বরং আরও গোমরাহীতে লিপ্ত হল। উপরের টীকায় এটা বিস্তারিত বলা হয়েছে।

তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে যাচ্ছি, কিন্তু তাতে তাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[৬]

৬১. এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমকে সিজদা কর। তখন তারা সিজদা করল, কিন্তু ইবলীস করল না। সে বলল, আমি কি তাকে সিজদা করব, যাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন?

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ﴿۶۱﴾

৬২. সে বলতে লাগল, বলুন তো, এই কি সেই সৃষ্টি, যাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করেছেন! আপনি যদি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দেন, তবে আমি তার বংশধরদের মধ্যে অল্পসংখ্যক ছাড়া বাকি সকলের চোয়ালে লাগাম পরিয়ে দেব।[৩৪]

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ ز لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۶۲﴾

৬৩. আল্লাহ বললেন, যাও, তাদের মধ্যে যে-কেউ তোমার অনুগামী হবে, জাহান্নামই হবে তোমাদের সকলের শাস্তি– পরিপূর্ণ শাস্তি।

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ﴿۶۳﴾

৬৪. তাদের মধ্যে যার উপর তোমার ক্ষমতা চলে নিজ ডাক দ্বারা বিভ্রান্ত কর,[৩৫] তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদের উপর চড়াও হও,[৩৬]

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ

---

৩৪. অর্থাৎ, চোয়ালে লাগাম পরিয়ে যেমন ঘোড়া ও অন্যান্য পশুকে নিজ আয়ত্তে রাখা হয়, তেমনি তাদেরকে আমার কর্তৃত্বাধীন করে নেব।

৩৫. 'ডাক দ্বারা বিভ্রান্ত করা'-এর অর্থ অন্তরে পাপকর্মের প্ররোচনা দেওয়া হয়, যেমন কোন কোন মুফাসসিরের মত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা গান-বাদ্যের শব্দ বোঝানো হয়েছে, যার আছরে মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হয়।

৩৬. শয়তানকে শত্রুর সেনাবাহিনীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা সেনাবাহিনীতে যেমন আরোহী, পদাতিক বিভিন্ন বিভাগ থাকে, তেমনি শয়তানের সেনাদলেও বিভিন্ন বিভাগ আছে। কোনও ভাগে দুষ্ট জিন কর্মরত এবং কোনও ভাগে দুষ্টু মানুষ। তারা সম্মিলিতভাবে মানব জাতিকে বিপথগামী করার কাজে শয়তানের সহযোগিতা করে।

وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿۶۴﴾

তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হয়ে যাও[৩৭] এবং তাদেরকে যত পার প্রতিশ্রুতি দাও। বস্তুত শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়।

اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰنٌ ؕ وَكَفٰی بِرَبِّكَ وَكِیْلًا ﴿۶۵﴾

৬৫. নিশ্চিত থেক আমার যারা বান্দা তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না।[৩৮] (তাদের) রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

رَبُّكُمُ الَّذِیْ یُزْجِیْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِی الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِیْمًا ﴿۶۶﴾

৬৬. তিনিই তোমাদের প্রতিপালক, যিনি সাগরে তোমাদের জন্য নৌযান চালান, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ সন্ধান কর। তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়াসুলভ আচরণ করেন।

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِی الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّاۤ اِیَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَی الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ﴿۶۷﴾

৬৭. সাগরে যখন তোমাদের কোন বিপদ দেখা দেয়, তখন তোমরা যাদেরকে (অর্থাৎ যেই দেবতাদেরকে) ডাক তারা অন্তর্হিত হয়ে যায়, সঙ্গে থাকেন কেবল আল্লাহ। তিনি যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছিয়ে দেন, অমনি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ یَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ یُرْسِلَ عَلَیْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِیْلًا ﴿۶۸﴾

৬৮. তবে কি তোমরা এর থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আল্লাহ স্থলেরই কোথাও তোমাদেরকে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন অথবা তোমাদের প্রতি পাথরবর্ষী ঝড় পাঠাতে পারেন, তখন আর তোমরা নিজেদের কোন রক্ষাকর্তা পাবে না?

---

৩৭. ইশারা করা হয়েছে, কেউ যদি অবৈধ পন্থায় অর্থ-সম্পদের মালিক হয় বা নাজায়েজ পথে সন্তান-সন্ততি লাভ করে কিংবা শরীয়ত বিরোধী কাজে এসব ব্যবহার করে তবে সেটা নিজ সন্তান ও সম্পদের ভেতর শয়তানকে অংশীদার বানানোর নামান্তর হয়।

৩৮. 'আমার বান্দা' বলে সেই সকল মুখলিস ও নিষ্ঠাবান বান্দাদের বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে সচেষ্ট থাকে।

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

৬৯. না কি তোমরা এর থেকেও নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদেরকে আবার তাতেই (অর্থাৎ সাগরে) নিয়ে যেতে পারেন, তারপর তোমাদের প্রতি প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠিয়ে অকৃতজ্ঞতার শাস্তি-স্বরূপ তোমাদেরকে ডুবিয়ে দেবেন, যখন তোমরা এমন কাউকে পাবে না, যে এ ব্যাপারে আমার পিছনে লাগতে পারে।[৩৯]

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

৭০. বাস্তবিকপক্ষে আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং স্থলে ও জলে তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করেছি, তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমারবহু মাখলুকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

[৭]

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾

৭১. সেই দিনকে স্মরণ কর, যখন আমি সমস্ত মানুষকে তাদের আমলনামাসহ ডাকব। তারপর যাদেরকে তাদের আমলনামা দেওয়া হবে ডান হাতে, তারা তাদের আমলনামা পড়বে এবং তাদের প্রতি সুতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

৭২. আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় অন্ধ হয়ে থেকেছে তারা আখেরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট থাকবে।[৪০]

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

৭৩. (হে নবী!) আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি, কাফেরগণ তোমাকে ফেতনায় ফেলে তা থেকে বিচ্যুত করার

---

৩৯. অর্থাৎ, আমি তাদেরকে কেন ধ্বংস করেছি এ বিষয়ে যেমন আম .ক জিজ্ঞাসাবাদ করার ক্ষমতা কারও নেই, তেমনি আমার ফায়সালা টলানোর জন্যও আমার পিছনে লাগার সাধ্য কেউ রাখে না।

৪০. এখানে অন্ধ হয়ে থাকার অর্থ দুনিয়ায় সত্য না দেখা ও সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে রাখা। যে ব্যক্তি এরূপ করবে আখেরাতেও সে মুক্তির পথ দেখতে পাবে না।

لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾

উপক্রম করছিল, যাতে তুমি এর পরিবর্তে অন্য কোন কথা রচনা করে আমার নামে পেশ কর। সেক্ষেত্রে তারা তোমাকে অবশ্যই নিজেদের পরম বন্ধু বানিয়ে নিত।

وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾

৭৪. আমি যদি তোমাকে অবিচলিত না রাখতাম, তবে তুমিও তাদের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ার উপক্রম করতে।

إِذًا لَّأَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

৭৫. আর তা হলে আমি দুনিয়ায়ও তোমাকে দ্বিগুণ শাস্তি দিতাম এবং মৃত্যুর পরও দ্বিগুণ। অতঃপর আমার বিরুদ্ধে তুমি কোন সাহায্যকারী পেতে না।[৪১]

وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلٰفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾

৭৬. তাছাড়া তারা এই ভূমি (মক্কা) থেকে তোমাদেরকে উচ্ছেদ করার ফিকিরে আছে, যাতে তোমাদেরকে এখান থেকে বের করে দিতে পারে। আর সে রকম হলে তোমার পর তারাও এখানে বেশি দিন থাকতে পারবে না।[৪২]

---

৪১. আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে মাছুম বানিয়েছিলেন। আর সে কারণে তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্থির ও অবিচল থাকেন। তিনি কাফেরদের কোন কথা শুনবেন বা সেইমত কাজ করবেন এর তো দূর-দূরান্তেরও কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা নাফরমানী করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে বলে শাসিয়ে দিয়েছেন। আসলে তাঁর ক্ষেত্রে এটা কেবলই ধরে নেওয়ার পর্যায়ভুক্ত। মূল উদ্দেশ্য উম্মতকে সতর্ক করা। বোঝানো হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের একমাত্র ভিত্তি সৎকর্ম। এটা সকলের জন্যই সাধারণ নিয়ম। সুতরাং কোন ব্যক্তি, সে আল্লাহ তাআলার যতই নৈকট্যপ্রাপ্ত হোক, যদি নাফরমানী করে বসে, তবে সে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে, বরং নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে তার শাস্তি হবে দ্বিগুণ।

৪২. অর্থাৎ, মক্কা মুকাররমা থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে চলে যাওয়ার পর কাফেরগণও এখানে বেশি কাল থাকতে পারবে না। সুতরাং বাস্তবে তাই হয়েছিল। হিজরতের আট বছর পর মক্কা মুকাররমায় ইসলামের বিজয় অর্জিত হয় এবং নবম বছর সমস্ত কাফেরকে এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হয়। সূরা তাওবার শুরুতে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ﴿٧٧﴾

৭৭. এটা আমার নিয়ম, যা আমি তোমার পূর্বে আমার যে রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম, তাদের ক্ষেত্রে অবলম্বন করেছিলাম। তুমি আমার নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না।

[৭]

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿٧٨﴾

৭৮. (হে নবী!) সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর[৪৩] এবং ফজরের সময় কুরআন পাঠে যত্নবান থাক। স্মরণ রেখ, ফজরের তিলাওয়াতে ঘটে থাকে সমাবেশ।[৪৪]

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿٧٩﴾

৭৯. রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়বে, যা তোমার জন্য এক অতিরিক্ত ইবাদত।[৪৫] আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে 'মাকামে মাহমুদ'-এ পৌঁছাবেন।[৪৬]

---

৪৩. সূর্য হেলার পর থেকে রাতের অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত নামায কায়েম দ্বারা জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা-এই চার নামাযের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। ফজরের নামাযকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ, ফজরের নামায আদায়ের জন্য মানুষকে ঘুম থেকে জাগতে হয়। ফলে অন্য নামায অপেক্ষা এ নামাযে কষ্ট বেশি হয়। তাই আলাদাভাবে উল্লেখ করে এ নামাযের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৪৪. মুফাসসিরগণ এর দু' রকম ব্যাখ্যা করেছেন। (এক) অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, ফজরের নামাযে যে তিলাওয়াত করা হয়, তাতে ফিরিশতাদের দল উপস্থিত থাকে। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায়, মানুষের তত্ত্বাবধানের কাজে যে সকল ফিরিশতা নিয়োজিত আছে, তারা নিজেদের দায়িত্ব পালাক্রমে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। একদল আসে ফজরের সময়। তারা দিনের বেলা দায়িত্ব পালন করে। আরেক দল আসে আসরের সময়। তারা রাতের বেলা দায়িত্ব পালন করে। প্রথম দল ফজরের নামাযে এসে শরীক হয় এবং কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শোনে। আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। (দুই) একদল মুফাসসির বলেন, এর দ্বারা মুসল্লীদের উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, ফজরের নামাযে মানুষ যেহেতু ঘুম থেকে উঠে শরীক হয়, তাই তারা যাতে ঠিকভাবে নামায ধরতে পারে, সে লক্ষ্যে নামাযে তিলাওয়াত দীর্ঘ করা বাঞ্ছনীয়।

৪৫. 'অতিরিক্ত ইবাদত' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে দু'টি মত আছে। (ক) কতক মুফাসসির বলেন, এ নামায অর্থাৎ, তাহাজ্জুদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি অতিরিক্ত ফরয ছিল। সাধারণ মুসলিমদের প্রতি এটা ফরয করা হয়নি। (খ) কারও মতে অতিরিক্ত হওয়ার অর্থ নফল হওয়া। অর্থাৎ, তাহাজ্জুদ একটি নফল ইবাদত, যেমন আম মুসলিমদের জন্য, তেমনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যও।

৪৬. 'মাকামে মাহমূদ'-এর শাব্দিক অর্থ 'প্রশংসনীয় স্থান'। হাদীস দ্বারা জানা যায়, 'মাকামে মাহমূদ' হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিশেষ পদমর্যাদা। এ মর্যাদার কারণে তাকে শাফায়াত করার অধিকার দেওয়া হবে।

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿٨٠﴾

৮০. এবং দু'আ কর– 'হে প্রতিপালক! আমাকে যেখানে প্রবেশ করাবে, কল্যাণের সাথে প্রবেশ করিও এবং যেখান থেকে বের করবে কল্যাণের সাথে বের করো এবং আমাকে তোমার নিকট থেকে বিশেষভাবে এমন ক্ষমতা দান করো, যার সাথে (তোমার) সাহায্য থাকবে।[৪৭]

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿٨١﴾

৮১. এবং বল, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয়ই মিথ্যা এমন জিনিস, যা বিলুপ্ত হওয়ারই।[৪৮]

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

৮২. আমি নাযিল করছি এমন কুরআন, যা মুমিনদের পক্ষে শেফা ও রহমতের ব্যবস্থা। তবে জালেমদের ক্ষেত্রে এর দ্বারা ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি হয় না।

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوْسًا ﴿٨٣﴾

৮৩. আমি মানুষকে যখন কোন নেয়ামত দেই, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও পাশ কাটিয়ে যায়। আর যদি কোন অনিষ্ট তাকে স্পর্শ করে তবে সে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়ে।

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿٨٤﴾

৮৪. বলে দাও, প্রত্যেকে নিজ-নিজ পন্থায় কাজ করছে, কে বেশি সঠিক পথে তা তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন।

---

৪৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় নিজ ঠিকানা বানানোর হুকুম দেওয়া হয়, সেই পটভূমিতেই এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। তখনই তাকে এরূপ দু'আ করতে বলা হয়েছিল। এতে প্রবেশ করানো বলতে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করানো এবং বের করা বলতে মক্কা মুকাররমা থেকে বের করা বোঝানো হয়েছে। তবে শব্দমালা সাধারণ। কাজেই যখন কেউ কোন নতুন জায়গায় যাওয়ার বা নতুন কোন কাজ করায় ইচ্ছা করে, তখনও সে এ দু'আ পড়তে পারে।

৪৮. এ আয়াতে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, সত্য তথা ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হবে। সুতরাং যখন মক্কা বিজয় হয় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কাবায় ঢুকে তাতে স্থাপিত মূর্তিসমূহ অপসারণ করেন, তখন তাঁর পবিত্র মুখে এ আয়াতই উচ্চারিত হচ্ছিল।

[৯]

৮৫. (হে নবী!) তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, রূহ আমার প্রতিপালকের হুকুমঘটিত। তোমাদেরকে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তা সামান্য মাত্র।[৪৯]

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۸۵﴾

৮৬. আমি ইচ্ছা করলে তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি, তা সবই প্রত্যাহার করতে পারতাম, তারপর তুমি তা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারীও পেতে না।

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ﴿۸۶﴾

৮৭. কিন্তু তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এটা এক রহমত (যে, ওহীর ধারা চালু আছে)। বস্তুত তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার প্রতি যে অনুগ্রহ রয়েছে, তা সুবিপুল।

اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ﴿۸۷﴾

৮৮. বলে দাও, এই কুরআনের মত বাণী তৈরি করে আনার জন্য যদি সমস্ত মানুষ ও জিন একত্র হয়ে যায়, তবুও তারা এ রকম কিছু আনতে পারবে না, তাতে তারা একে অন্যের যতই সাহায্য করুক।

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ﴿۸۸﴾

---

৪৯. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, কতিপয় ইয়াহুদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা করার অভিপ্রায়ে প্রশ্ন করেছিল, রূহ কি জিনিস? তারই উত্তরে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। উত্তরে কেবল ততটুকু কথাই বলা হয়েছে, যতটুকু মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব। অর্থাৎ, কেবল এতটুকু কথা যে, ‘রূহ সরাসরি আল্লাহ তাআলার আদেশ দ্বারা সৃষ্টি। মানুষের দেহ ও অন্যান্য মাখলুকের ক্ষেত্রে তো লক্ষ্য করা যায়, তাদের সৃষ্টিতে বাহ্যিক আসবাব-উপকরণের কিছু ভূমিকা আছে। যেমন নর-নারীর মিলনে বাচ্চা জন্ম নেয়। কিন্তু রূহের বিষয়টা এ রকম নয়। তার সৃষ্টিতে এ রকম কোন কিছুর ভূমিকা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। এটা সরাসরি আল্লাহ তাআলার হুকুমে অস্তিত্ব লাভ করে। রূহ সম্পর্কে এর বেশি বোঝা মানব বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বলা হয়েছে, তোমাদেরকে অতি সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। ফলে অনেক কিছুই তোমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। অনেক জিনিসই তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؗ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿۸۹﴾

৮৯. আমি মানুষের কল্যাণার্থে এ কুরআনে সর্বপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয় নানাভাবে বর্ণনা করেছি, তা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক অস্বীকৃতি ছাড়া অন্য কিছুতে রাজি নয়।

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ﴿۹۰﴾

৯০. তারা বলে, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রতি ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি ভূমি থেকে আমাদের জন্য এক প্রস্রবণ বের করে দেবে।

اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ﴿۹۱﴾

৯১. অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান হয়ে যাবে এবং তুমি তার ফাঁকে-ফাঁকে মাটি ফেড়ে নদী-নালা প্রবাহিত করে দেবে।

اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ﴿۹۲﴾

৯২. অথবা তুমি যেমন দাবী করে থাক, আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলে দেবে কিংবা আল্লাহ ও ফিরিশতাগণকে আমাদের সামনা-সামনি নিয়ে আসবে।

اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ؕ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿۹۳﴾

৯৩. অথবা তোমার জন্য একটি সোনার ঘর হয়ে যাবে অথবা তুমি আকাশে আরোহন করবে, কিন্তু আমরা তোমার আকাশে আরোহনকেও ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করবে, যা আমরা পড়তে পারব। (হে নবী!) বলে দাও, আমার প্রতিপালক পবিত্র। আমি তো একজন মানুষ মাত্র, যাকে রাসূল করে পাঠানো হয়েছে।[৫০]

---

৫০. ৮৯ থেকে ৯২ পর্যন্ত আয়াতসমূহে মক্কার মুশরিকদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া বর্ণিত হয়েছে। তাদের এসব দাবী ছিল কেবলই জেদপ্রসূত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন মুজিযা তাদের সামনে প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁর কাছে নিত্য-নতুন মুজিযার ফরমায়েশ করত। আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের সমস্ত ফরমায়েশের জবাবে সংক্ষেপে জানিয়ে দিতে বলেছেন যে,

[১০]

৯৪. যখন তাদের কাছে হিদায়াতের বার্তা আসল তখন তাদেরকে কেবল এ বিষয়টাই ঈমান আনতে বাধা দিয়েছিল যে, তারা বলত, আল্লাহ কি একজন মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنۡ يُّؤۡمِنُوۡۤا اِذۡ جَآءَهُمُ الۡهُدٰۤى اِلَّاۤ اَنۡ قَالُوۡۤا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوۡلًا ﴿۹۴﴾

৯৫. বলে দাও, পৃথিবীতে যদি ফিরিশতাগণ নিশ্চিন্তে বিচরণ করত, তবে আমি নিশ্চয়ই কোন ফিরিশতাকে তাদের কাছে রাসূল করে পাঠাতাম।[৫১]

قُلۡ لَّوۡ كَانَ فِى الۡاَرۡضِ مَلٰۤـئِكَةٌ يَّمۡشُوۡنَ مُطۡمَئِنِّيۡنَ لَنَزَّلۡنَا عَلَيۡهِمۡ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَـكًا رَّسُوۡلًا ﴿۹۵﴾

৯৬. বল, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হওয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তিনি নিজ বান্দাদের সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অবগত, তিনি সবকিছু দেখছেন।

قُلۡ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيۡدًۢا بَيۡنِىۡ وَبَيۡنَكُمۡ‌ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيۡرًۢا بَصِيۡرًا ﴿۹۶﴾

৯৭. আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন সেই সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন, তার জন্য তুমি কিছুতেই তাকে ছাড়া অন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না। কিয়ামতের দিন তাদেরকে অন্ধ, বোবা ও বধিররূপে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় সমবেত করব। তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যখনই তার আগুন স্তিমিত হতে শুরু

وَمَنۡ يَّهۡدِ اللّٰهُ فَهُوَ الۡمُهۡتَدِ‌ۚ وَمَنۡ يُّضۡلِلۡ فَلَنۡ تَجِدَ لَهُمۡ اَوۡلِيَآءَ مِنۡ دُوۡنِهٖ‌ؕ وَنَحۡشُرُهُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوۡهِهِمۡ عُمۡيًا وَّبُكۡمًا وَّصُمًّا‌ؕ مَاۡوٰٮهُمۡ جَهَنَّمُ‌ؕ كُلَّمَا خَبَتۡ زِدۡنٰهُمۡ سَعِيۡرًا ﴿۹۷﴾

আমি খোদা নই যে, এসব কাজ আমার এখতিয়ারে থাকবে। আমি তো কেবলই একজন মানুষ। তবে আল্লাহ তাআলা আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন এবং সে কারণে তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী আমাকে কিছু মুজিযা দান করেছেন। আমি নিজ ক্ষমতাবলে সেসব মুজিযার বাইরে কোন মুজিযা দেখাতে পারি না।

৫১. অর্থাৎ, নবীর জন্য এটা জরুরী যে, যাদের কাছে তাকে পাঠানো হবে তিনি তাদের সমজাতীয় হবেন, যাতে তিনি তাদের স্বভাবগত চাহিদা বুঝতে পারেন, তাদের মনস্তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী তাদের পথ প্রদর্শন করতে পারেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো নবী করে পাঠানো হয়েছে মানব জাতির কাছে। তাই তাঁর মানুষ হওয়াটা আপত্তির বিষয় হতে পারে না; বরং এটাই সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। হাঁ, দুনিয়ায় যদি ফিরিশতা বসবাস করত, তবে নিঃসন্দেহে তাদের কাছে একজন ফিরিশতাকেই রাসূল করে পাঠানো হত।

করবে অমনি আমি তা আরও বেশি উত্তপ্ত করে দেব।

৯৮. এটাই তাদের শাস্তি। কেননা তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং বলেছিল, আমরা যখন (মরে) অস্থিতে পরিণত হব ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তারপরও আমাদেরকে নতুনভাবে জীবিত করে ওঠানো হবে?

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾

৯৯. তাদের কি এতটুকু কথাও বুঝে আসল না যে, যেই আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের মত মানুষ পুনরায় সৃষ্টি করতেও সক্ষম? তিনি তাদের জন্য স্থির করে রেখেছেন এমন এক কাল, যার (আসার) মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তথাপি জালেমগণ অস্বীকৃতি ছাড়া অন্য কিছুতে সম্মত নয়।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۗ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٩٩﴾

১০০. (হে নবী! কাফেরদেরকে) বলে দাও, আমার প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডার যদি তোমাদের এখতিয়ারাধীন থাকত, তবে খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমরা অবশ্যই হাত বন্ধ করে রাখতে।[৫২] মানুষ বড়ই সংকীর্ণমনা।

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ۗ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿١٠٠﴾

[১১]

১০১. আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম।[৫৩] বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ

৫২. এখানে রহমতের ভাণ্ডার দ্বারা নবুওয়াত দানের এখতিয়ার বোঝানো হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে অস্বীকার করে মক্কার কাফেরগণ বলত, এটা মক্কা ও তায়েফের বড় কোন ব্যক্তিকে কেন দেওয়া হল না। যেন তারা বলতে চাচ্ছিল, কাউকে নবুওয়াত দিলে সেটা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী দেওয়া উচিত ছিল। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলছেন, নবুওয়াত দেওয়ার ক্ষমতা যদি তোমাদের হাতে ছাড়া হত, তবে তোমরা অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে যেমন কার্পণ্য কর, এক্ষেত্রেও তেমনি কার্পণ্য করতে। ফলে খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তা কাউকে দিতে না।

৫৩. নিদর্শনগুলো কী ছিল? একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, এগুলো ছিল নয়টি বিধান, যথা- ১. শিরক করবে না।

إِسْرَآءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُۥ فِرْعَوْنُ إِنِّى
لَأَظُنُّكَ يَٰمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾

করে দেখ, সে যখন তাদের কাছে আসল, তখন ফিরাউন তাকে বলেছিল, হে মূসা! তোমার সম্পর্কে তো আমার ধারণা কেউ তোমাকে যাদু করেছে।

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يَٰفِرْعَوْنُ
مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾

১০২. মূসা বলল, তুমি ভালো করেই জান, এসব নিদর্শন অন্য কেউ নয়; বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই সুস্পষ্ট উপলব্ধি সৃষ্টির জন্য অবতীর্ণ করেছেন। আর হে ফিরাউন! তোমার সম্পর্কে তো আমার ধারণা তোমার ধ্বংস আসন্ন।

فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَٰهُ
وَمَن مَّعَهُۥ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾

১০৩. তারপর ফিরাউন সংকল্প করেছিল, তাদেরকে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে) সে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে, কিন্তু আমি তাকে এবং তার সঙ্গীগণকে– সকলকে নিমজ্জিত করলাম।

وَقُلْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ لِبَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ ٱسْكُنُوا۟ ٱلْأَرْضَ
فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْءَاخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. তারপর বনী ইসরাঈলকে বললাম, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস কর, তারপর যখন আখেরাতের ওয়াদা পূরণের সময় এসে যাবে, তখন আমি তোমাদের সকলকে একত্র করে উপস্থিত করব।

وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَٰهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ
إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾

১০৫. আমি এ কুরআনকে সত্যসহই নাযিল করেছি এবং সত্যসহই এটা অবতীর্ণ হয়েছে। (হে নবী!) আমি তোমাকে অন্য কোন কাজের জন্য নয়, বরং কেবল এজন্যই পাঠিয়েছি যে, তুমি (অনুগতদেরকে) সুসংবাদ দেবে এবং (অবাধ্যদেরকে) সতর্ক করবে।

---

২. চুরি করবে না। ৩. ব্যভিচার করবে না। ৪. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে না। ৫. মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কাউকে হত্যা বা অন্য কোন শাস্তির সম্মুখীন করবে না। ৬. যাদু করবে না। ৭. সুদ খাবে না। ৮. চরিত্রবতী নারীদেরকে অপবাদ দেবে না এবং ৯. রণক্ষেত্র হতে পলায়ন করবে না। (আবু দাউদ; নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿١٠٦﴾

১০৬. আমি কুরআনকে আলাদা আলাদা অংশ করে দিয়েছি, যাতে তুমি তা মানুষের সামনে থেমে থেমে পড়তে পার আর আমি এটা নাযিল করেছি অল্প-অল্প করে।

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۙ﴿١٠٧﴾

১০৭. (কাফেরদেরকে) বলে দাও, তোমরা এতে ঈমান আন বা নাই আন, যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, তাদের সামনে যখন (কুরআন) পড়া হয় তখন তারা থুত্‌নি ফেলে সিজদায় পড়ে যায়।

وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾

১০৮. এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েই থাকে।[৫৪]

وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۩﴿١٠٩﴾

১০৯. এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে থুতনির উপর লুটিয়ে পড়ে এবং এটা (অর্থাৎ কুরআন) তাদের অন্তরের বিনয় আরও বৃদ্ধি করে।[৫৫]

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ

১১০. বলে দাও, তোমরা আল্লাহকে ডাক বা রহমানকে ডাক, যে নামেই তোমরা (আল্লাহকে) ডাক, (একই কথা। কেননা) সমস্ত সুন্দর নাম তো তাঁরই।[৫৬] তুমি

---

৫৪. এর দ্বারা যাদেরকে তাওরাত ও ইনজীলের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। এসব কিতাবে শেষ নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তাই এর অকৃত্রিম অনুসারীরা কুরআন মাজীদ শুনে বলত, আল্লাহ তাআলা আখেরী যামানায় যে কিতাব নাযিলের এবং যেই নবী পাঠানোর ওয়াদা করেছিলেন, তা পূর্ণ হয়ে গেছে।

৫৫. এটা সিজদার আয়াত। আরবীতে এ আয়াত যখনই তিলাওয়াত করা হবে সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। অবশ্য কেবল তরজমা পড়ার দ্বারা সিজদা ওয়াজিব হয় না। মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে পড়লেও সিজদা ওয়াজিব হয় না।

৫৬. এ আয়াতের পটভূমি নিম্নরূপ, মুশরিকরা জানত না আল্লাহ তাআলার একটি নাম রহমান। ফলে মুসলিমগণ যখন 'ইয়া আল্লাহ', 'ইয়া রহমান' বলে ডাকত, মুশরিকরা তা নিয়ে ঠাট্টা

وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١١٠﴾

নিজের নামায বেশি উঁচু স্বরে পড়বে না এবং অতি নিচু স্বরেও নয়; বরং উভয়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করবে।[৫৭]

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ﴿١١١﴾

১১১. বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর রাজত্বে কোন অংশীদার নেই এবং অক্ষমতা হতে রক্ষার জন্য তাঁর কোন অভিভাবকের প্রয়োজন নেই।[৫৮] তাঁর মহিমা বর্ণনা কর, ঠিক যেভাবে তাঁর মহিমা বর্ণনা করা উচিত।

করত। তারা বলত, একদিকে তো তোমরা বলছ 'আল্লাহ এক'। অন্যদিকে দুই খোদাকে ডাকছ। আল্লাহকে এবং তাঁর সাথে রহমানকে। এ আয়াতের তাদের সেই অবান্তর কথার উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, 'আল্লাহ' ও 'রহমান' উভয়ই আল্লাহ তাআলারই নাম। বরং তাঁর এ ছাড়াও আরও অনেক ভালো ভালো নাম আছে। সেগুলোকে 'আল-আসমাউল হুসনা' বলে। তাঁকে তার যে-কোনও নামেই ডাকা যায়। তাতে তাওহীদের আকীদা দূষিত হয় না।

৫৭. নামাযে যখন উঁচু আওয়াজে তিলাওয়াত করা হত, তখন মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং তিলাওয়াতে ব্যাঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করত, তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বেশি উঁচু আওয়াজে পড়ো না। কেননা তার তো কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া এমনিতে মধ্যম আওয়াজই বেশি পসন্দনীয়।

৫৮. বহু মুশরিকের ধারণা ছিল, যেই সত্তার পুত্র সন্তান নেই এবং যার রাজত্বেও কোন অংশীদার নেই সে তো বড়ই দুর্বল হবে। এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সন্তান বা সাহায্যকারীর দরকার তো তারই হয়, যে নিজে দুর্বল। আল্লাহ তাআলার সত্তা অসীম শক্তিমান। কাজেই দুর্বলতা দূর করার জন্য তার না সন্তানের দরকার আছে, না সাহায্যকারীর।

আল-হামদু লিল্লাহ! আজ ২৩ রজব ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬ খৃ. শনিবার সূরা বনী ইসরাঈলের তরজমা ও টীকার কাজ ইসলামাবাদ থেকে করাচী যাওয়ার পথে P.I.A-এর বিমানে বসে শেষ হল। এ সূরাটির সম্পূর্ণ কাজই কিরগিজিস্তান, বৃটেন, আলবেনিয়া ও ইসলামাবাদের সফরকালে করা হয়েছে (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৭ মে ২০১০ খৃ. ২ জুমাদাস সানিয়া, সোমবার)।

১৮

সূরা কাহ্‌ফ

সূরা কাহ্ফ পরিচিতি

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে এ সূরার যে শানে নুযুল বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ, তাওরাত ও ইনজীলের আলেমগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত দাবী সম্পর্কে কী বলে, তা জানার জন্য মক্কা মুকাররমার নেতৃবর্গ মদীনা মুনাওয়ারার ইয়াহুদীদের কাছে দু'জন লোক পাঠাল। ইয়াহুদী আলেমগণ তাদেরকে বলল, আপনারা হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি প্রশ্ন করুন। এর জবাব দিতে পারলে বুঝতে হবে তিনি সত্যিই আল্লাহ তাআলার নবী। আর তিনি যদি সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হন, তবে প্রমাণ হবে, তাঁর নবুওয়াতের দাবী সঠিক নয়। ১. কোনও এক কালে যে একদল যুবক শিরক থেকে মুক্তির লক্ষ্যে জন্মভূমি ত্যাগ করে একটি পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছিল, তাদের ঘটনা বলুন। ২. সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত বলুন, যে উদয়াচল থেকে অস্তাচল পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করেছিল। ৩. রূহের স্বরূপ কী? এই তিনটি প্রশ্ন আপনারা তাকে করুন। তাদের এ পরামর্শ নিয়ে লোক দু'টি মক্কা মুকাররমায় ফিরে আসল। সেমতে মুশরিকরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ প্রশ্নগুলো করল। তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তর তো এর আগের সূরায় (১৭ ঃ ৮৫) চলে গেছে। আর প্রথমোক্ত দুই প্রশ্নের উত্তরে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। এতে গুহায় আত্মগোপনকারী যুবক দলের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। তাদেরকেই 'আসহাকে কাহ্ফ' বলা হয়। 'কাহ্ফ' অর্থ গুহা। 'আসহাবে কাহ্ফ' মানে গুহাবাসী। এ গুহার নামেই সূরাটিকে 'সূরা কাহ্ফ' বলা হয়। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে এ সূরার শেষে 'যুলকারনাইন'-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনিই পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত সারা পৃথিবী সফর করেছিলেন।

এ সূরাতেই হযরত খাজির আলাইহিস সালামের সাথে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাক্ষাতকারের প্রসিদ্ধ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে, যাতে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন এবং কয়েক দিন তাঁর সঙ্গে সফর করেছিলেন।

উল্লিখিত ঘটনা তিনটি হল এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। তাছাড়া 'হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার পুত্র' -এই খ্রিস্টীয় বিশ্বাসকে বিশেষভাবে রদ করা হয়েছে এবং যারা সত্য অস্বীকার করে তাদেরকে শাস্তির সতর্কবাণী শোনানোর পাশাপাশি যারা সত্য শিরোধার্য করে তাদের শুভ পরিণামের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন হাদীসে সূরা কাহ্ফের বিশেষ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত জুমুআর দিন এ সূরা তিলাওয়াত করার প্রভূত ফযীলত রয়েছে। এ কারণেই বুযুর্গানে দ্বীন প্রতি জুমুআর দিন এ সূরাটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে তিলাওয়াত করে থাকেন। [এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি এ সূরার প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে– মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী।

অপর এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত পড়বে সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে– আহমদ, নাসায়ী।]

سُوْرَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١١٠ رُكُوْعَاتُهَا ١٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১৮ – সূরা কাহ্ফ – ৬৯

মক্কী; আয়াত ১১০; রুকূ ১২

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ①

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নিজ বান্দার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোনও রকমের ত্রুটি রাখেননি।

قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ②

২. এক সরল-সোজা কিতাব, যা তিনি নাযিল করেছেন মানুষকে নিজের পক্ষ থেকে এক কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার এবং যে সকল মুমিন সৎকর্ম করে, তাদেরকে এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্য যে, তাদের জন্য রয়েছে উৎকৃষ্ট প্রতিদান–

مّٰكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ③

৩. যাতে তারা সর্বদা থাকবে।

وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ④

৪. এবং সেই সকল লোককে সতর্ক করার জন্য, যারা বলে, আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেছেন।

مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ⑤

৫. এ বিষয়ের কোন জ্ঞানগত প্রমাণ না তাদের নিজেদের কাছে আছে আর না তাদের বাপ-দাদাদের কাছে ছিল। অতি গুরুতর কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে। তারা যা বলছে তা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ⑥

৬. (হে নবী! অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়) তারা (কুরআনের) এ বাণীর প্রতি ঈমান না আনলে যেন তুমি আক্ষেপ করে করে তাদের পেছনে নিজের প্রাণনাশ করে বসবে।

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ⑦

৭. নিশ্চিত জেন, ভূপৃষ্ঠে যা-কিছু আছে আমি সেগুলোকে তার জন্য শোভাকর বানিয়েছি, মানুষকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তাদের মধ্যে বেশি ভালো কাজ করে।[১]

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ⑧

৮. এবং এই বিশ্বাসও রেখ যে, ভূপৃষ্ঠে যা-কিছু আছে, একদিন আমি তা সমতল প্রান্তরে পরিণত করব।[২]

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ⑨

৯. তুমি কি মনে কর গুহা ও রাকীমবাসীরা[৩] আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে (বেশি) বিস্ময়কর ছিল?[৪]

---

১. মুশরিকদের কুফর ও তাদের বৈরীসুলভ আচরণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে বড়ই দুঃখ পেতেন। এ আয়াতসমূহে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এ দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। লক্ষ্য করা হবে কে দুনিয়ার সৌন্দর্যে মাতোয়ারা হয়ে আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যায় আর কে একে আল্লাহ তাআলার হুকুম মত ব্যবহার করে নিজের জন্য আখেরাতের পুঁজি সঞ্চয় করে। তো এটা যখন পরীক্ষাক্ষেত্র তখন এখানে দু' রকমের লোকই পাওয়া যাবে। একদল কৃতকার্য এবং একদল অকৃতকার্য। সুতরাং ওই সব লোক যদি কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়ে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই এবং সেজন্য আপনার এতটা দুঃখ পাওয়াও উচিত নয়, যদ্দরুণ আপনি আত্মবিনাশী হয়ে পড়বেন।

২. অর্থাৎ, যেসব বস্তুর কারণে ভূ-পৃষ্ঠকে শোভাময় ও মনোরম দেখা যায়, একদিন তা সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। ঘর-বাড়ি, ইমারত, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষরাজি কিছুই থাকবে না। পৃথিবীকে এক সমতল প্রান্তরে পরিণত করা হবে। তখন এ সত্য পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, দুনিয়ার বাহ্যিক সৌন্দর্য বড়ই ক্ষণস্থায়ী। এটাই সেই সময়, যখন আপনার সাথে জেদ ও শত্রুতামূলক আচরণকারীরা নিজেদের অশুভ পরিণামে উপনীত হবে। সুতরাং দুনিয়ায় তাদেরকে ঢিল দেওয়া হচ্ছে তার মানে দুষ্কর্ম সত্ত্বেও তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এমন নয়। সুতরাং তাদের আচরণে আপনি অতটা ব্যথিত হবেন না এবং তাদের কঠিন পরিণতির জন্যও চিন্তিত হবেন না। আপনার কাজ তাবলীগ ও প্রচারকার্য চালানো। আপনি তাতেই মশগুল থাকুন।

৩. কুরআন মাজীদের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের ঘটনা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ জনা কয়েক যুবক একটি মুশরিক রাজার আমলে তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল। এ কারণে তাদের উপর রাজার রোষ দৃষ্টি পড়ে। তাই তারা নগর ছেড়ে একটা পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছিল। সেখানে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে গভীরভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন করে দিলেন। ফলে সেই গুহায় তারা তিনশ' নয় বছর পর্যন্ত ঘুমের ভেতর পড়ে থাকল। আল্লাহ তাআলার কুদরতের কী মহিমা এতটা দীর্ঘ কাল পরিক্রমা সত্ত্বেও তাদের জীবন সম্পূর্ণ সহীহ-সালামত থাকে। তাদের দেহে বিন্দুমাত্র পচন ধরেনি।

তিনশ' নয় বছর পর যখন তাদের চোখ খুলল, তখন তারা ধারণাই করতে পারেনি এতটা দীর্ঘ সময় তারা ঘুমে ছিল। সুতরাং যখন ক্ষুধা অনুভব হল নিজেদের একজনকে খাদ্য কেনার জন্য শহরে পাঠাল। তবে সতর্ক করে দিল যেন সাবধানে থাকে। রাজার লোক যেন জানতে না পারে। ওদিকে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় এই তিনশ' বছর কালের ভেতর সেই জালেম রাজার মৃত্যু ঘটেছিল। তারপর বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের একজল ভালো লোক সিংহাসন লাভ করেছিল। এ যাবৎকালের ভেতর পরিবেশ-পরিস্থিতির বিপুল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।

এহেন অবস্থায় প্রেরিত ব্যক্তি শহরে পৌঁছল এবং খাদ্য ক্রয়ের জন্য সেই তিনশ' বছর আগের পুরানো মুদ্রা পেশ করল। দোকানী যখন সেই মুদ্রা দেখল তখন একে-একে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ পেয়ে গেল। বুঝতে বাকি রইল না যে, যুবক দল একাধারে তিনশ' বছর ঘুমের ভেতর পার করেছে। নতুন রাজা ঘটনা জানতে পেরে তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। পরিশেষে যখন তাদের ওফাত হয়ে গেল, তিনি তাদের স্মৃতি স্বরূপ সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন।

খৃষ্ট সম্প্রদায়ে এ ঘটনাটি Seven Sleepers (সপ্ত ঘুমন্ত) নামে প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন 'রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলেন, সেই রাজার নাম ছিল 'ডোসিস'। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের উপর সে কঠিন জুলুম-নির্যাতন চালাত। আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল তুরস্কের 'আফসুস' নামক শহরে। যেই ন্যায়পরায়ণ রাজার আমলে তাদের ঘুম ভেঙ্গেছিল, গিবনের বর্ণনা অনুযায়ী তার নাম থিওডোসিস। মুসলিম ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরগণ ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছেন তা গিবনের বর্ণনারই কাছাকাছি। তারা জালেম রাজার নাম বলেছেন 'দিক্য়ানূস'।

কোন কোন আধুনিক গবেষকের মতে এ ঘটনা ঘটেছিল জর্ডানের রাজধানী আম্মানের নিকটবর্তী এক স্থানে। সেখানে একটি গুহার ভেতর কয়েকটি লাশ অদ্যাবধি বিদ্যমান। আমি আমার 'জাহানে দীদাহ' নামক সফরনামায় তাদের সে গবেষণা-প্রতিবেদন সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। কিন্তু এসব মতামতের কোনওটিই এমন প্রমাণসিদ্ধ নয়, যার উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করা যেতে পারে। কুরআন মাজীদের রীতি হল ঘটনার কেবল শিক্ষণীয় অংশটুকুই বর্ণনা করা। তার অতিরিক্ত ঘটনার খুঁটিনাটি বিবরণ সে কখনও দেয় না। কাজেই আমাদেরও তার পেছনে পড়ার কোনও দরকার নেই।

সে যুবক দল গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল বলে তাদেরকে আসহাবে কাহাফ (গুহাবাসী) বলা হয়। এতটুকু তো স্পষ্ট। কিন্তু তাদেরকে 'রাকীমবাসী' বলার কারণ কী? এ সম্পর্কে মুফাসরিদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। কারও মতে 'রাকীম' হল সেই গুহার নিম্নস্থ উপত্যকার নাম। কেউ বলেন, রাকীম হল ফলকলিপি। যুবক দলটি মারা যাওয়ার পর একটি ফলকে তাদের নাম-পরিচয় লিখে দেওয়া হয়েছিল। তাই তাদেরকে 'আসহাবুর রাকীম'ও বলা হয়। আবার কেউ মনে করেন, তারা যে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল সেই পাহাড়টির নাম ছিল রাকীম। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

৪. যারা সে যুবক দলটি সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল, তারা একথাও বলেছিল যে, তাদের ঘটনা বড়ই আশ্চর্যজনক। এ আয়াতে তাদের সে কথারই বরাত দিয়ে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা অসীম কুদরত ও ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর কুদরতের প্রতি লক্ষ্য করলে এ ঘটনা অতি বিস্ময়কর কিছু নয়। কেননা তাঁর কুদরতের কারিশমা তো অগণন। সে কারিশমার তালিকায় এর চেয়েও বিস্ময়কর বহু ঘটনা আছে।

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا
مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا
رَشَدًا ⑩

১০. এটা সেই সময়ের কথা, যখন যুবক দলটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং (আল্লাহ্ তাআলার কাছে দু'আ করে) বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি আপনার নিকট থেকে বিশেষ রহমত নাযিল করুন এবং আমাদের এ পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য কল্যাণকর পথের ব্যবস্থা করে দিন।

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ
عَدَدًا ⑪

১১. সুতরাং আমি তাদের কানে চাপড় দিয়ে তাদেরকে কয়েক বছর গুহার ভেতর ঘুম পাড়িয়ে রাখলাম।[৫]

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا
لَبِثُوا أَمَدًا ⑫

১২. তারপর তাদেরকে জাগিয়ে দিলাম, এটা লক্ষ্য করার জন্য যে, তাদের দুই দলের মধ্যে কোন দল নিজেদের ঘুমে থাকার মেয়াদকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।[৬]

[১]

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ
آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ⑬

১৩. আমি তোমার কাছে তাদের ঘটনা যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল একদল যুবক, যারা নিজ প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদেরকে হিদায়াতে প্রভূত উৎকর্ষ দান করেছিলাম।

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا

১৪. আমি তাদের অন্তর সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম।[৭] এটা সেই সময়ের কথা, যখন তারা উঠল এবং বলল, আমাদের

---

৫. 'কানে চাপড় মারা' একটি আরবী প্রবচন। এর অর্থ গভীর নিদ্রা চাপিয়ে দেওয়া। এর তাৎপর্য হল, মানুষ ঘুমের শুরুভাগে কানে শুনতে পায়। কানের শোনা বন্ধ হয় তখনই যখন ঘুম গভীর হয়ে যায়।

৬. সামনে আসছে, জাগ্রত হওয়ার পর যুবক দল পরস্পর বলাবলি করতে লাগল তারা কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল। আয়াতের ইঙ্গিত সে দিকেই।

৭. ইবনে কাছীর (রহ.)-এর একটি বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, রাজা যখন তাদের আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে পারল, তখন তাদেরকে নিজ দরবারে ডেকে পাঠাল এবং তাদেরকে তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তারা নির্বিকচিত্তে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাওহীদের আকীদা তুলে

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَاۡ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ۝١٤

প্রতিপালক তিনিই, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক। আমরা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বানিয়ে কখনই ডাকব না। আমরা যদি সে রকম করি, তবে নিঃসন্দেহে আমরা চরম অবাস্তব কথা বলব।

هٰۤؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝١٥

১৫. এই আমাদের সম্প্রদায়ের লোকজন, যারা ওই প্রতিপালকের পরিবর্তে আরও বহু মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে। (তাদের বিশ্বাস সত্য হলে) তারা নিজ মাবুদদের সপক্ষে স্পষ্ট কোন প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে?

وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ۝١٦

১৬. (সাথী বন্ধুরা!) তোমরা যখন তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকেও, তখন চলো, ওই গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর।[৮] তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য নিজ রহমত বিস্তার করে দেবেন এবং তোমাদের বিষয়টা যাতে সহজ হয় সেই ব্যবস্থা করে দেবেন।

وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ

১৭. (সে গুহাটি এমন ছিল যে,) তুমি সূর্যকে তার উদয়কালে দেখতে পেতে তা তাদের গুহার ডান দিক থেকে সরে

ধরল, যার বিবরণ সামনে আসছে। তাদের অন্তরের সেই দৃঢ়তা ও অবিচলতার প্রতিই এ আয়াতে ইশারা করা হয়েছে।

৮. অর্থাৎ, তোমরা যখন সত্য দ্বীন অবলম্বন করেছ এবং তোমাদের শহরবাসী তোমাদের শত্রু হয়ে গেছে, তখন এ দ্বীন অনুসারে ইবাদত-বন্দেগী করার উপায় কেবল এই যে, তোমরা শহর ত্যাগ করে পাহাড়ে চলে যাও এবং তার গুহায় গিয়ে আশ্রয় নাও। তাহলে কেউ তোমাদের খুঁজে পাবে না।

الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ
اللّٰهِ ۗ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ
فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿۱۷﴾

চলে যায় এবং অস্তকালে বা দিক থেকে তার পাশ কেটে যায়।[৯] আর তারা ছিল গুহার প্রশস্ত অংশে (শায়িত)। এসব আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত।[১০] আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত হয় আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তার এমন কোন সাহায্যকারী পাবে না, যে তাকে সৎপথে আনবে।

[২]

وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۖ وَّنُقَلِّبُهُمْ
ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ
بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ
لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿۱۸﴾

১৮. (তাদের দেখলে) তোমার মনে হত তারা জাগ্রত, অথচ তারা ছিল নিদ্রিত।[১১] আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাচ্ছিলাম ডানে ও বামে। আর তাদের কুকুর গুহামুখে সামনের পা দু'টি ছড়িয়ে (বসা) ছিল। তুমি যদি তাদেরকে উঁকি মেরে দেখতে, তবে তুমি তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে এবং তাদের ভয়ে পরিপূর্ণরূপে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ
مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ
قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۚ فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ

১৯. আমি (তাদেরকে যেমন নিদ্রাচ্ছন্ন করেছিলাম) এভাবেই তাদেরকে জাগিয়ে দিলাম, যাতে তারা পরস্পরে একে অন্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের মধ্যে একজন বলল, তোমরা এ অবস্থায়

---

৯. গুহাটির অবস্থানস্থল এমন ছিল যে, তাতে রোদ ঢুকত না, সকাল বেলা সূর্য ডান দিক থেকে এবং বিকাল বেলা বাম দিক থেকে ঘুরে যেত। এভাবে তারা রোদের তাপ থেকে রক্ষা পেত। আর এতে করে যেমন তাদের দেহ ও কাপড় নষ্ট হতে পারেনি, তেমনি কাছাকাছি স্থানে রোদ পড়ার কারণে তারা আলো ও উষ্ণতার উপকারও লাভ করত।

১০. অর্থাৎ, গুহায় তাদের আশ্রয় গ্রহণ, সুদীর্ঘকাল নিদ্রা যাপন, রোদ থেকে রক্ষা পাওয়া– এসব কিছু ছিল আল্লাহ তাআলার কুদরত ও হিকমতের নিদর্শন।

১১. অর্থাৎ, ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুমের যেসব আলামত দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের মাঝে তার কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বরং তাদের দেখলে মনে হত, তারা জাগ্রত অবস্থায় শুয়ে আছে।

بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَاۤ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿١٩﴾

কতকাল থেকেছ? কেউ কেউ বলল, আমরা একদিন বা তার কিছু কম (ঘুমে) থেকে থাকব। অন্যরা বলল, তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন তোমরা এ অবস্থায় কতকাল থেকেছ। এখন নিজেদের কোন একজনকে রূপার মুদ্রা দিয়ে নগরে পাঠাও। সে গিয়ে দেখুক তার কোন এলাকায় ভালো খাদ্য আছে[১২] এবং সেখান থেকে তোমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসুক। সে যেন সতর্কতার সাথে কাজ করে এবং সে যেন তোমাদের সম্পর্কে কাউকে অবহিত হতে না দেয়।

اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْۤا اِذًا اَبَدًا ﴿٢٠﴾

২০. কেননা তারা (শহরবাসী) যদি তোমাদের সন্ধান পেয়ে যায়, তবে তারা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরে যেতে বাধ্য করবে। আর তাহলে তোমরা কখনও সফলতা লাভ করতে পারবে না।

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْۤا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ

২১. এভাবে আমি মানুষের কানে তাদের সংবাদ পৌঁছিয়ে দিলাম,[১৩] যাতে তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পারে আল্লাহর

---

১২. এটাই প্রকাশ যে, উত্তম খাদ্য দ্বারা হালাল খাদ্য বোঝানো হয়েছে। তাদের ভাবনা ছিল, পৌত্তলিকদের শহরে হালাল খাদ্য পাওয়া তো সহজ নয়। তাই যাকে পাঠিয়েছিল তাকে সতর্ক করে দিল, যেন এমন জায়গা থেকে খাবার কেনে যেখানে হালাল খাদ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া তাদের ধারণা মতে সেখানে তখনও পর্যন্ত পৌত্তলিক রাজারই শাসন চলছিল। তাই তাদের দ্বিতীয় চিন্তা ছিল, পাছে এ গুহায় তাদের আত্মগোপনের কথা সে জেনে ফেলে। তাই তাকে সতর্ক করে দিল, সে যেন খাদ্য কিনতে গিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে।

১৩. যাকে খাদ্য কিনতে পাঠানো হয়েছিল, কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী তার নাম 'তামলীখা'। সে যথারীতি খাদ্য কেনার জন্য শহরে গেল এবং দোকানদারকে তিনশ' বছর আগের মুদ্রা দিল, যাতে সেই যুগের রাজার ছাপ লাগানো ছিল। দোকানদার তো সে মুদ্রা দেখে অবাক হয়ে গেল। সে তাকে বর্তমান রাজার কাছে নিয়ে গেল। নতুন রাজা ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ। তার এই ঘটনা জানা ছিল যে, রাজা দিকয়ানূসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে

حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ؕ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰۤى اَمْرِهِمْ

ওয়াদা সত্য এবং এটাও যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী,[১৪] তাতে কোন সন্দেহ নেই। (অতঃপর সেই সময়ও আসল) যখন লোকে তাদের সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল।[১৫] কিছু লোক বলল, তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর। তাদের প্রতিপালকই তাদের বিষয়ে ভালো জানেন।[১৬] (শেষ পর্যন্ত) তাদের বিষয়ে

একদল যুবক নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। রাজা আরও খোঁজ-খবর নিলেন। শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া গেল, এরাই সেই যুবক দল। রাজা তাদেরকে খুব সম্মান ও খাতির-যত্ন করলেন। কিন্তু তারা পুনরায় সেই গুহায় চলে গেল এবং সেখানেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মৃত্যু দান করলেন।

১৪. আসহাবে কাহ্‌ফের এই সুদীর্ঘকাল ঘুমিয়ে থাকা এবং তারপর আবার জেগে ওঠা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার অপার কুদরতেরই নিদর্শন ছিল। এ ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে যে-কোনও ব্যক্তির অতি সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কথা যে, যেই সত্তা সেই যুবক দলকে তাদের সুদীর্ঘকালীন ঘুমের পর জীবিতরূপে জাগাতে পেরেছেন, নিঃসন্দেহে তিনি গোটা মানব জাতিকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, সে সময়ের রাজা নিজে তো কিয়ামত ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখতেন, কিন্তু প্রজাদের মধ্যে কিছু লোক আখেরাত সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করত, তাই রাজা দু'আ করেছিলেন, আল্লাহ তাআলা যেন তাদেরকে এমন কোন ঘটনা দেখিয়ে দেন, যা দ্বারা তারা আখেরাত সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের অন্তরে এ বিশ্বাস পাকাপোক্ত হয়ে যাবে যে, আখেরাত সত্যিই আছে। সেই পটভূমিতেই আল্লাহ তাআলা যুবক দলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেন এবং এভাবে নিজ কুদরতের কারিশমা দেখিয়ে দেন।

১৫. যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, ঘুম থেকে জাগার পর যুবকেরা বেশিকাল বেঁচে থাকেনি। অবিলম্বে সেই গুহাতেই তাদের ইন্তিকাল হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের আরেক কারিশমা দেখালেন। যে শহরে এককালে তাদের জীবনের কোন আশা ছিল না সেই শহরেই এখন তাদের আশাতীত সম্মান। তাদের জন্য এখন স্মৃতিসৌধ নির্মাণের চিন্তা করা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল তারা সিদ্ধান্ত নিল, তাদের গুহার পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে। প্রকাশ থাকে যে, আম্মানের কাছে যে গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে, তাতে খনন কার্য চালানো হলে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষও পাওয়া যায়। আরও প্রকাশ থাকে, তাদের মৃত্যুস্থানে মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখনকার ক্ষমতাসীন লোকজন। কুরআন মাজীদে তাদের সে সিদ্ধান্তের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। কাজেই এ আয়াত দ্বারা কবরস্থানে স্মৃতিসৌধ বানানো বা কবরস্থানকে ইবাদতখানা বানানোর বৈধতা প্রমাণ হয় না। বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদীসে এ জাতীয় কাজ করতে নিষেধ করেছেন।

১৬. বিভিন্ন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যখন তাদের কবরে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের প্রস্তাব আসল, তখন অনেকে চিন্তা করেছিল, তাদের সকলের নাম-ঠিকানা ধর্মমত ইত্যাদিও নামফলক আকারে লিখে দেওয়া হোক। কিন্তু তাদের বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে যেহেতু কেউ জ্ঞাত ছিল

لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ۝٢١

যাদের মত প্রবল হল, তারা বলল, আমরা অবশ্যই তাদের উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করব।

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ؕ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۬ۙ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۪ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ۝٢٢

২২. কিছু লোক বলবে, তারা ছিল তিনজন আর চতুর্থটি তাদের কুকুর। কিছু লোক বলবে, তারা ছিল পাঁচজন আর ষষ্ঠটি তাদের কুকুর। এসবই তাদের অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া জাতীয় কথা। কিছু লোক বলবে, তারা ছিল সাতজন, আর অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বলে দাও আমার প্রতিপালকই তাদের প্রকৃত সংখ্যা ভালো জানেন। অল্প কিছু লোক ছাড়া কেউ তাদের সম্পর্কে পুরোপুরি জানে না। সুতরাং তাদের সম্পর্কে সাদামাঠা কথাবার্তার বেশি কিছু আলোচনা করো না এবং তাদের সম্বন্ধে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করো না।[১৭]

না, তাই শেষে তারা বলল, তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ তাআলারই আছে, অন্য কারও নয়। কাজেই আমরা তাদের নাম-ঠিকানা ইত্যাদির পেছনে না পড়ে, বরং কেবল স্মৃতিসৌধই নির্মাণ করে দেই।

১৭. এ আয়াত আমাদেরকে আলাদাভাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দান করছে। তা এই যে, যে বিষয়ে মানুষের কোনও ব্যবহারিক ও কর্মগত মাসআলা নির্ভরশীল নয়, সে বিষয়ে অহেতুক খোঁড়াখুঁড়ি ও তত্ত্ব তালাশে লেগে পড়া উচিত নয়। আসহাবে কাহাফের ঘটনা থেকে মৌলিকভাবে যে শিক্ষা লাভ হয়, তা হল প্রতিকূল পরিস্থিতির ভেতর সত্যের উপর অটল থাকার চেষ্টা করলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সাহায্য করেন, যেমন যুবক দলটি সত্যের উপর অটল থাকার চেষ্টা করেছিল এবং শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আপন বিশ্বাস থেকে টলেনি; বরং সত্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিল, ফলে আল্লাহ তাআলা কিভাবে তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন!

বাকি থাকল এই প্রশ্ন যে, তারা সংখ্যায় কতজন ছিল? বস্তুত এটা মজলিস সরগরম করে তোলার মত কোন প্রশ্ন নয়, যেহেতু এর উপর বিশেষ কোন মাসআলা নির্ভরশীল নয়। তাই এ নিয়ে মাথা গরম করারও কোন প্রয়োজন নেই। বরং উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কেউ যদি এ নিয়ে আলোচনা উঠায়ও, তবে সাদামাঠা উত্তর দিয়ে কথা শেষ করে ফেল। অহেতুক এর পেছনে সময় নষ্ট করো না।

[৩]

২৩. (হে নবী!) কোন কাজ সম্পর্কেই কখনও বলো না 'আমি এ কাজ আগামীকাল করব'।

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَایْءٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ﴿۲۳﴾

২৪. তবে (বলো) আল্লাহ যদি চান (তবে করব)।[১৮] আর কখনও ভুলে গেলে নিজ প্রতিপালককে স্মরণ কর এবং বল, আমি আশা করি আমার প্রতিপালক এমন কোনও বিষয়ের প্রতি আমাকে পথনির্দেশ করবেন, যা এর চেয়েও হিদায়াতের বেশি নিকটবর্তী হবে।[১৯]

اِلَّاۤ اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ ؗ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِیْتَ وَقُلْ عَسٰۤی اَنْ یَّهْدِیَنِ رَبِّیْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴿۲۴﴾

২৫. তারা (অর্থাৎ আসহাবে কাহ্ফ) তাদের গুহায় তিনশ' বছর এবং অতিরিক্ত নয় বছর (নিদ্রিত অবস্থায়) ছিল।

وَلَبِثُوْا فِیْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِیْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ﴿۲۵﴾

২৬. (কেউ যদি এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে) বল, আল্লাহই ভালো জানেন, তারা

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَیْبُ السَّمٰوٰتِ

---

১৮. যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আসহাবে কাহাফ' ও 'যুলকারনাইন' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি প্রশ্ন কর্তাদেরকে এক ধরনের ওয়াদা দিয়েছিলেন যে, আমি এ প্রশ্নের উত্তর তোমাদেরকে আগামীকাল দেব। সে সময় তিনি 'ইনশাআল্লাহ' বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল, আগামীকালের ভেতর ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এসব ঘটনা সম্পর্কে অবগত করা হবে। এটাই আলোচ্য আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট। আয়াতে এ ঘটনার প্রতি ইশারা করে আল্লাহ তাআলা একটি স্বতন্ত্র নির্দেশনা দান করেছেন। ইরশাদ করেছেন যে, মুসলিম মাত্রেরই 'ইনশাআল্লাহ' বলতে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। ভবিষ্যত সম্পর্কিত কোন কথাই 'ইনশাআল্লাহ' যোগ না করে বলা উচিত নয়। কোন কোন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, এ বিষয়ে তিনি যে ওয়াদা করেছিলেন, তাতে যেহেতু 'ইনশাআল্লাহ' বলতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাই পরবর্তী দিন ওহী আসেনি; বরং একাধারে কয়েক দিন ওহী বন্ধ থাকে। অবশেষে ওহী নাযিল হয় এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সাথে সাথে তাতে এ বিষয়েও শিক্ষাদান করা হয়।

১৯. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত সত্য কিনা তার প্রমাণ হিসেবেই প্রশ্ন কর্তারা তাঁর কাছে আসহাবে কাহাফের ঘটনা জানতে চেয়েছিল। এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুওয়াতের আরও বহু দলীল-প্রমাণ দান করেছেন, যা তাঁর নবুওয়াত প্রতিষ্ঠার সপক্ষে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা শোনানো অপেক্ষাও বেশি স্পষ্ট। কেউ ঈমান আনতে চাইলে প্রমাণ হিসেবে সেগুলো আরও বেশি কার্যকর।

وَالْاَرْضِ ؕ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ ۫ وَّلَا یُشْرِكُ فِیْ حُكْمِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۶﴾

কতকাল (ঘুমিয়ে) ছিল।[২০] আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্ত জ্ঞান তাঁরই আছে। তিনি কত উত্তম দ্রষ্টা! কত উত্তম শ্রোতা! তিনি ব্যতীত তাদের আর কোন অভিভাবক নেই। তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।

وَاتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ۫ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿۲۷﴾

২৭. (হে নবী!) তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে ওহী পাঠানো হয়েছে, তা পড়ে শোনাও। এমন কেউ নেই যে, তাঁর বাণী পরিবর্তন করতে পারে এবং তুমি তাঁকে ছাড়া অন্য কোনও আশ্রয়স্থল পাবে না কখনই।[২১]

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِیِّ یُرِیْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ

২৮. ধৈর্য-স্থৈর্যের সাথে নিজেকে সেই সকল লোকের সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও সন্ধ্যায় নিজেদের প্রতিপালককে এ কারণে ডাকে যে, তারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।[২২] পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য

---

২০. আল্লাহ যদিও জানিয়ে দিয়েছেন যুবক দল তাদের গুহায় তিনশ' নয় বছর নিদ্রিত ছিল। কিন্তু এটা জানানোর পর পুনরায় সে কথাই বলে দিয়েছেন যে, এ বিষয়ে কেবল অনুমানের ভিত্তিতে কোন কথা বলা উচিত নয়। কেউ যদি মেয়াদ সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশ করে, তবে তর্কের দুয়ার বন্ধ করার জন্য বলে দাও, মেয়াদ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ তাআলারই আছে। কাজেই তিনি যে মেয়াদ বর্ণনা করেছেন সেটাই সঠিক। ঈমানদার হয়ে থাকলে তোমার কর্তব্য সেটাই গ্রহণ করা।

২১. কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাবী করত, আপনি আমাদের ইচ্ছা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এ কুরআনকে পরিবর্তন করে দিন। তা করলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতে প্রস্তুত আছি। পূর্বে সূরা ইউনুসে (১০ ঃ ১৫) তাদের এ দাবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত তাদেরকে শোনানোর লক্ষ্যেই আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্ভাষণ করে এ আয়াতের বক্তব্য পেশ করেছেন। এতে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার কালামে রদবদল করার কোন এখতিয়ার কারও নেই। কেউ যদি এমনটা করে, তবে আল্লাহ তাআলার আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সে কোনও আশ্রয়স্থল পাবে না।

২২. কোন কোন কাফের এ দাবীও করত যে, যে সব গরীব ও সাধারণ স্তরের মুসলিম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে থাকে, তিনি যেন তাদেরকে দূর করে দেন। তা

عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

কামনায় তোমার দৃষ্টি যেন তাদের থেকে সরে না যায়। এমন কোন ব্যক্তির কথা মানবে না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে রেখেছি, যে নিজ খেয়াল-খুশীর পেছনে পড়ে রয়েছে এবং যার কার্যকলাপ সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

২৯. বলে দাও, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তো সত্য এসে গেছে। এখন যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফর অবলম্বন করুক।[২৩] আমি জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার প্রাচীর তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে। তারা পানি চাইলে তাদেরকে তেলের তলানী সদৃশ পানীয় দেওয়া হবে, যা তাদের চেহারা ঝলসে দেবে। কতই না মন্দ সে পানীয় এবং কতই না নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

৩০. তবে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা নিশ্চিত থাকুক, আমি সৎকর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করি না।

করলে তারা তাঁর কথা শুনতে প্রস্তুত থাকবে। অন্যথায় ওইসব সাধারণ স্তরের লোকদের সাথে বসে তাঁর কথা শোনা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের সে দাবীর রদকল্পেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি যেন তাদের কথায় কর্ণপাত না করেন এবং গরীব সাহাবীগণের সাহচর্য ত্যাগ না করেন। প্রসঙ্গত গরীব সাহাবায়ে কেরামের ফযীলত এবং তাদের বিপরীতে ধনবান কাফেরদের হীনতা বর্ণনা করা হয়েছে। এই একই বিষয়বস্তু সূরা আনআমেও (৬ : ৫২) গত হয়েছে।

২৩. অর্থাৎ, সত্য পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর ঈমান আনার জন্য কারও উপর শক্তি আরোপ করা যায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান আনবে না, আখেরাতে অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

[৪]

৩১. তাদেরই জন্য রয়েছে স্থায়ীভাবে থাকার উদ্যান, যার তলদেশে নহর প্রবহমান থাকবে। তাদেরকে সেখানে স্বর্ণকঙ্কনে অলংকৃত করা হবে। আর তারা উচ্চ আসনে হেলান দেওয়া অবস্থায় মিহি ও পুরু রেশমী কাপড় পরিহিত থাকবে। কতই না উৎকৃষ্ট প্রতিদান এবং কত সুন্দর বিশ্রামস্থল।

أُولَٰٓئِكَ لَهُمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ ۚ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

৩২. (হে নবী!) তাদের সামনে সেই দুই ব্যক্তির উপমা পেশ কর,[২৪] যাদের একজনকে আমি আঙ্গুরের দু'টি বাগান দিয়েছিলাম এবং সে দু'টিকে খেজুর গাছ দ্বারা ঘেরাও দিয়ে রেখেছিলাম আর বাগান দু'টির মাঝখানকে শস্যক্ষেত্র বানিয়েছিলাম।

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَٰبٍ وَحَفَفْنَٰهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾

৩৩. উভয় বাগান পরিপূর্ণ ফল দান করত এবং কোনওটিই ফলদানে কোন ত্রুটি করত না। আমি বাগান দু'টির মাঝখানে একটি নহর প্রবাহিত করেছিলাম।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْـًٔا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾

---

২৪. ২৮ নং আয়াতে কাফের নেতৃবর্গের অহমিকার প্রতি ইশারা করা হয়েছিল, যে অহমিকার কারণে তারা গরীব মুসলিমদের সাথে বসতে পসন্দ করত না। এবার আল্লাহ তাআলা এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করছেন, যা দ্বারা অর্থ-সম্পদের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে যায় এবং সমঝদার ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে সক্ষম হয় সম্পদের প্রাচুর্য এমন কোন জিনিস নয়, যার কারণে অহমিকা প্রকাশ করা যায়। আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক মজবুত না থাকলে বড় বড় মালদারকেও পরিণামে আফসোস করতে হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক যদি ঠিক থাকে, তবে নিতান্ত গরীবও ধনবানদেরকে পিছনে ফেলে বহু দূর এগিয়ে যায়। এখানে যে দুই ব্যক্তির উপমা দেওয়া হয়েছে, নির্ভরযোগ্য কোনও বর্ণনায় তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। কোন কোন মুফাসসির উল্লেখ করেছেন, তারা ছিল বনী ইসরাঈলের লোক। উত্তরাধিকার সূত্রে তারা তাদের পিতার থেকে বিপুল সম্পদ পেয়েছিল। তাদের একজন ছিল কাফের। সে অর্থ-সম্পদেই মত্ত থাকল। অপরজন তার সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকল। এক পর্যায়ে অন্যজন অপেক্ষা তার সম্পদের পরিমাণ কমে গেল। কিন্তু তার প্রতি আল্লাহর রহমত ছিল। অপরজন কুফরী হেতু তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হল এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহর গযবে তার অর্থ-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল। তখন আফসোস করা ছাড়া তার আর কিছু করার থাকল না।

وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

৩৪. সেই ব্যক্তির প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জিত হল। অতঃপর সে কথাচ্ছলে তার সঙ্গীকে বলল, আমার অর্থ-সম্পদও তোমার চেয়ে বেশি এবং আমার দলবলও তোমার চেয়ে শক্তিশালী।

وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا ۙ﴿٣٥﴾

৩৫. নিজ সত্তার প্রতি সে জুলুম করেছিল আর এ অবস্থায় সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমি মনে করি না এ বাগান কখনও ধ্বংস হবে।

وَّمَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾

৩৬. আমার ধারণা কিয়ামত কখনই হবে না। আর আমাকে আমার প্রতিপালকের কাছে যদি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আমি নিশ্চিত (সেখানে) আমি এর চেয়েও উৎকৃষ্ট স্থান পাব।

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾

৩৭. তার সাথী কথাচ্ছলে তাকে বলল, তুমি কি সেই সত্তার সাথে কুফরী আচরণ করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, তারপর শুক্র হতে এবং তারপর তোমাকে একজন সুস্থ-সবল মানুষে পরিণত করেছেন?

لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّيْۤ اَحَدًا ﴿٣٨﴾

৩৮. আমার ব্যাপার তো এই যে, আমি বিশ্বাস করি আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং আমি আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক মানি না।

وَلَوْلَاۤ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٣٩﴾

৩৯. তুমি যখন নিজ বাগানে প্রবেশ করছিলে, তখন তুমি কেন বললে না– 'মা-শা-আল্লাহ, লা-কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (আল্লাহ যা চান তাই হয়। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া কারও কোন ক্ষমতা নেই)। তোমার দৃষ্টিতে যদি আমার সম্পদ ও সন্তান তোমা অপেক্ষা কম হয়ে থাকে,

فَعَسٰی رَبِّیۡۤ اَنۡ یُّؤۡتِیَنِ خَیۡرًا مِّنۡ جَنَّتِکَ وَ یُرۡسِلَ عَلَیۡهَا حُسۡبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصۡبِحَ صَعِیۡدًا زَلَقًا ﴿۴۰﴾

৪০. তবে আমার প্রতিপালকের পক্ষে অসম্ভব নয় যে, তিনি আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিনিস দান করবেন এবং তোমার বাগানে আসমান থেকে কোন বালা পাঠাবেন, ফলে তা তরুহীন প্রান্তরে পরিণত হবে।

اَوۡ یُصۡبِحَ مَآؤُهَا غَوۡرًا فَلَنۡ تَسۡتَطِیۡعَ لَهٗ طَلَبًا ﴿۴۱﴾

৪১. অথবা তার পানি ভূগর্ভে নেমে যাবে, অতঃপর তুমি তার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না।

وَ اُحِیۡطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصۡبَحَ یُقَلِّبُ کَفَّیۡهِ عَلٰی مَاۤ اَنۡفَقَ فِیۡهَا وَ هِیَ خَاوِیَۃٌ عَلٰی عُرُوۡشِهَا وَ یَقُوۡلُ یٰلَیۡتَنِیۡ لَمۡ اُشۡرِکۡ بِرَبِّیۡۤ اَحَدًا ﴿۴۲﴾

৪২. (অতঃপর এই ঘটল যে,) তার সমুদয় সম্পদ আযাববেষ্টিত হয়ে গেল এবং তার ভোর হল এমন অবস্থায় যে, বাগানে যা-কিছু ব্যয় করেছিল তজ্জন্য শুধু আক্ষেপ করতে লাগল, যখন তার বাগান মাচানসহ ভূমিসাৎ হয়েছিল। সে বলছিল, হায়! আমি যদি আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক না করতাম!

وَ لَمۡ تَکُنۡ لَّهٗ فِئَۃٌ یَّنۡصُرُوۡنَهٗ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَ مَا کَانَ مُنۡتَصِرًا ﴿ؕ۴۳﴾

৪৩. আর আল্লাহ ছাড়া তার এমন কোন দলবল মিলল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে আর সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ ছিল না।

هُنَالِکَ الۡوَلَایَۃُ لِلّٰهِ الۡحَقِّ ؕ هُوَ خَیۡرٌ ثَوَابًا وَّ خَیۡرٌ عُقۡبًا ﴿۴۴﴾

৪৪. এরূপ পরিস্থিতিতে (মানুষ উপলব্ধি করতে পারে) সাহায্য করার ক্ষমতা কেবল পরম সত্য আল্লাহরই আছে। তিনিই উত্তম পুরস্কার দান করেন এবং উত্তম পরিণাম প্রদর্শন করেন।

[৫]

وَ اضۡرِبۡ لَهُمۡ مَّثَلَ الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا کَمَآءٍ اَنۡزَلۡنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخۡتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الۡاَرۡضِ فَاَصۡبَحَ هَشِیۡمًا تَذۡرُوۡهُ الرِّیٰحُ ؕ وَ کَانَ اللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ

৪৫. তাদের কাছে পার্থিব জীবনের এই উপমাও পেশ কর যে, তা পানির মত, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি, ফলে ভূমিজ উদ্ভিদ নিবিড় ঘন হয়ে যায়, তারপর তা এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়,

مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾

যা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়।[২৫] আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ﴿٤٦﴾

৪৬. সম্পদ ও সন্তান পার্থিব জীবনের শোভা। তবে যে সৎকর্ম স্থায়ী, তোমার প্রতিপালকের নিকট তা সওয়াবের দিক থেকেও উৎকৃষ্ট এবং আশা পোষণের দিক থেকেও উৎকৃষ্ট।[২৬]

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿٤٧﴾

৪৭. এবং (সেই দিনকেও স্মরণ রাখ) যে দিন আমি পর্বতসমূহ সঞ্চালিত করব[২৭] এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে উন্মুক্ত পড়ে আছে[২৮] এবং আমি তাদের সকলকে একত্র করব, তাদের কাউকে ছাড়ব না।

وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ۗ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا

৪৮. সকলকে তোমার প্রতিপালকের সামনে সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত করা হবে। (তাদেরকে বলা হবে) তোমাদেরকে

---

২৫. অর্থাৎ, ভূমিতে উৎপন্ন উদ্ভিদরাজি অতি ক্ষণস্থায়ী। প্রথম দিকে তো তার শোভা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু পরিশেষে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। পার্থিব জীবনও এ রকমই। শুরুতে তো বড় মনোহর মনে হয়, কিন্তু শেষ পরিণতি ধ্বংস ছাড়া কিছুই নয়।

২৬. দুনিয়া ছলনাময়। এর সম্পদ ও সামগ্রীতে দিল লাগালে চিরকাল তা আপন হয়ে থাকে না। একদিন না একদিন ধোকা দিয়ে চলে যাবেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যে সব সৎকর্ম করা হয়, তা কখনও বিফল যায় না, তার জন্য যে সওয়াবের আশা করা হয় তা অবশ্যই পূরণ হবে।

২৭. কুরআন মাজীদের আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায়, কিয়ামতের সময় পাহাড়সমূহকে প্রথমে আপন স্থান থেকে হটিয়ে সঞ্চালিত করা হবে। তারপর তাকে কুটে পিষে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে এবং ধুলোবালির মত বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া হবে। সঞ্চালিত করার বিষয়টা সূরা নামল (২৭ ঃ ৮৮) ও সূরা তাকবীর (৮১ ঃ ৩)-এও বর্ণিত হয়েছে। আর কুটে-পিষে ধুলায় পরিণত করার কথা সূরা তোয়াহা (২০ ঃ ১০৫), সূরা ওয়াকিয়া (৫৬ ঃ ৫–৬) ও সূরা মুরসালাত (৭৭ ঃ ১০)-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

২৮. এর দ্বারা যেমন বোঝানো হয়েছে, ভূগর্ভে যা-কিছু গুপ্ত আছে সব সামনে এসে যাবে। সূরা ইনশিকাকে (৮৪ ঃ ৪)-এ কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, তেমনি একথাও বোঝানো হয়েছে যে, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা ও ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর যতদূর দৃষ্টি যায় সারাটা পৃথিবী সমতল দেখা যাবে। কোথাও উচু-নিচু থাকবে না, যেমনটা সূরা তোয়াহায় ইরশাদ হয়েছে (২০ ঃ ১০, ১০৭)।

خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ز بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ
نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۝٤٨

আমি প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম, পরিশেষে সেভাবেই তোমরা আমার কাছে চলে এসেছ। অথচ তোমাদের দাবী ছিল আমি তোমাদের জন্য (এই) নির্ধারিত কাল কখনই উপস্থিত করব না।

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ
مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ
لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰهَا ۚ
وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ط وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ
اَحَدًا ۝٤٩

৪৯. আর 'আমলনামা' সামনে রেখে দেওয়া হবে। তখন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে, তাতে যা লেখা আছে, তার কারণে তারা আতঙ্কিত এবং তারা বলছে, হায়! আমাদের দুর্ভোগ! এটা কেমন কিতাব, যা আমাদের ছোট-বড় যত কর্ম আছে, সবই পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করে রেখেছে, তারা তাদের সমস্ত কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। তোমার প্রতিপালক কারও প্রতি কোন জুলুম করবেন না।

[৬]

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا
اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ط كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ
رَبِّهٖ ط اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗۤ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ
وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ط بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ۝٥٠

৫০. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমের সামনে সিজদা কর। তখন সকলেই সিজদা করল– এক ইবলীস ছাড়া।[২৯] সে ছিল জিনদের একজন। সে তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল। তারপরও কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানাচ্ছ, অথচ তারা তোমাদের শত্রু? (এটা) কতই না নিকৃষ্ট পরিবর্তন, যা জালেমগণ লাভ করেছে![৩০]

---

২৯. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা বাকারা (২ ঃ ৩১-৩৬), টীকাসহ।

৩০. অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে কত নিকৃষ্ট অভিভাবক বেছে নিয়েছে।

مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۖ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ﴿٥١﴾

৫১. আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালেও তাদেরকে হাজির করিনি আর খোদ তাদেরকে সৃষ্টি করার সময় না।[৩১] আমি এমন নই যে, পথভ্রষ্ট-কারীদেরকে নিজের সহযোগী বানাব।

وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾

৫২. এবং সেই দিনকে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ (মুশরিকদেরকে) বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার প্রভুত্বের শরীক মনে করছ তাদেরকে ডাক। সুতরাং তারা ডাকবে। কিন্তু তারা তাদেরকে কোন সাড়া দেবে না। আমি তাদের মাঝখানে এক ধ্বংসকর অন্তরাল খাড়া করে দেব।

وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾

৫৩. অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝতে পারবে, তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে। তারা তা থেকে পরিত্রাণের কোন পথ পাবে না।

[৭]

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

৫৪. আমি মানুষের উপকারার্থে এই কুরআনে সব রকম বিষয়বস্তু বিভিন্নভাবে বিবৃত করেছি, কিন্তু মানুষ সর্বাপেক্ষা বেশি তর্কপ্রিয়।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ

৫৫. মানুষের কাছে যখন হিদায়াত এসে গেছে, তখন ঈমান আনয়ন ও নিজেদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা হতে তাদেরকে এ ছাড়া (অর্থাৎ, এই দাবী ছাড়া) অন্য কিছুই বিরত রাখছে না যে,

---

৩১. অর্থাৎ, কাফেরগণ যেই শয়তানদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়েছে, আমি বিশ্বজগত সৃজনের দৃশ্য দেখানো বা সৃজন কার্যে সাহায্য গ্রহণের জন্য তাদেরকে কাছে ডাকিনি যে, তারা সৃষ্টির রহস্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত থাকবে। অথচ কাফেরগণ মনে করছে, শয়তানেরা সব রহস্য জানে। ফলে তাদের প্ররোচনায় পড়ে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তাদেরকে অথবা তাদের কথামত অন্য কাউকে শরীক করে এবং বিশ্বাস করে তারা প্রভূত্বে আল্লাহ তাআলার অংশীদার।

الْأَوَّلِيْنَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾

তাদের ক্ষেত্রেও পূর্ববর্তীদের অনুরূপ ঘটনা ঘটুক অথবা আযাব তাদের একেবারে সামনে এসে যাক।[৩২]

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

৫৬. আমি রাসূলগণকে পাঠাই কেবল এজন্য যে, তারা (মুমিনদেরকে) সুসংবাদ দেবে এবং (কাফেরদেরকে শাস্তি সম্পর্কে) সতর্ক করবে। যারা কুফুর অবলম্বন করেছে, তারা মিথ্যাকে আশ্রয় করে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়, যাতে তার দ্বারা সত্যকে টলিয়ে দিতে পারে। তারা আমার আয়াতসমূহ এবং যে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তাকে ঠাট্টার বিষয় বানিয়ে নিয়েছে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ۚ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٥٧﴾

৫৭. সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হলে সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজ কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়? বস্তুত আমি (তাদের কৃতকর্মের কারণে) তাদের অন্তরের উপর ঘেরাটোপ লাগিয়ে দিয়েছি, যদ্দরুণ তারা এ কুরআন বুঝতে পারে না এবং তাদের কানে ছিপি এঁটে দিয়েছি। সুতরাং তুমি তাদেরকে হিদায়াতের দিকে ডাকলেও তারা কখনও সৎপথে আসবে না।

---

৩২. অর্থাৎ, তাদের সামনে সব রকম দলীল-প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এখন নিজেদের কুফরের পক্ষে তাদের হাতে এছাড়া আর কোন প্রমাণ অবশিষ্ট নেই যে, তারা নবীর কাছে দাবী করবে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে যেমন শাস্তি দেওয়া হয়েছে, আমরা ভুল পথে থাকলে আমাদের উপরও সে রকম শাস্তি নিয়ে এসো। সুতরাং তারা এ দাবীই করেছিল। আল্লাহ তাআলা সামনে এর উত্তর দিয়েছেন যে, নিজ এখতিয়ারে শাস্তি অবতীর্ণ করা নবীর কাজ নয়। নবীর কাজ কেবল মানুষকে শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা। আর আল্লাহ তাআলার নীতি হল, অবাধ্যদেরকে চটজলদি শাস্তি না দেওয়া; বরং তিনি নিজ দয়ায় তাদেরকে অবকাশ দেন, যাতে সেই অবকাশের ভেতর যাদের ঈমান আনার তারা ঈমান আনতে পারে। হ্যাঁ, অবাধ্যদেরকে শাস্তি দানের জন্য তিনি একটা সময় ঠিকই স্থির করে রেখেছেন। সেই সময় যখন আসবে, তখন আর তাদের শাস্তি টলানো যাবে না।

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾

৫৮. তোমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, দয়াময়। তিনি যদি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতে চাইতেন, তবে তাদেরকে অচিরেই শাস্তি দিতেন, কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক স্থিরীকৃত সময়, যা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তারা কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾

৫৯. ওইসব জনপদ তো (তোমাদের সামনে) রয়েছে। তারা যখন জুলুমের নীতি অবলম্বন করল, তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। তাদের ধ্বংসের জন্য (-ও) আমি একটি সময় স্থির করেছিলাম।

[৮]

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾

৬০. এবং (সেই সময়ের বৃত্তান্ত শোন) যখন মূসা তার যুবক (শিষ্য)কে বলেছিল, আমি দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত চলতেই থাকব অথবা আমি চলতে থাকব বছরের পর বছর।[৩৩]

---

৩৩. এখান থেকে ৮২ নং আয়াত পর্যন্ত হযরত খাজির আলাইহিস সালামের সাথে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাক্ষাতকারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দীর্ঘ হাদীসে এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বিবৃত করেছেন। বুখারী শরীফে কয়েকটি সনদে তা উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীসটির সারসংক্ষেপ এস্থলে উল্লেখ করা যাচ্ছে– একবার কেউ হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করল, বর্তমান বিশ্বে সর্বাপেক্ষা বড় আলেম কে? যেহেতু প্রত্যেক নবী তার সমকালীন বিশ্বে দ্বীনের সর্বাপেক্ষা বড় আলেম হয়ে থাকেন, তাই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম জবাব দিলেন, আমিই সবচেয়ে বড় আলেম। এ জবাব আল্লাহ তাআলার পসন্দ হল না। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে অবহিত করা হল যে, প্রশ্নের সঠিক উত্তর ছিল– আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন কে সবচেয়ে বড় আলেম।

এতদসঙ্গে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সামনে জ্ঞানের এমন এক দিগন্ত উন্মোচিত করতে চাইলেন, যে সম্পর্কে এ যাবৎকাল তার কোন ধারণা ছিল না। সুতরাং তাঁকে হুকুম দেওয়া হল, তিনি যেন হযরত খাজির আলাইহিস সালামের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। পথ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হল যে, যেখানে দু'টি সাগর মিলিত হয়েছে, সেটাই হবে তার গন্তব্যস্থল। আর সেখানে একটা জায়গা এমন আসবে, যেখানে তাঁর সঙ্গে নেওয়া মাছ হারিয়ে যাবে। মাছ হারানোর সে জায়গাতেই হযরত খাজির

৬১. সুতরাং তারা যখন দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে পৌঁছল, তখন উভয়েই তাদের মাছের কথা ভুলে গেল। সেটি সাগরের ভেতর সুড়ঙ্গের মত একটি পথ তৈরি করে নিল।[৩৪]

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝٦١

৬২. তারপর তারা যখন সে স্থান অতিক্রম করে গেল, তখন মূসা তার (সঙ্গী) যুবককে বলল, আমাদের নাশতা লও। সত্যি বলতে কি, এ সফরে আমরা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ۫ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ۝٦٢

আলাইহিস সালামের সাক্ষাত পাওয়া যাবে। সুতরাং হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তার যুবক শিষ্য হযরত ইউশা আলাইহিস সালামকে সঙ্গে নিয়ে, যিনি পরবর্তীকালে নবী হয়েছিলেন, সফর শুরু করে দিলেন। এর পরের ঘটনা কুরআন মাজীদেই আসছে।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের এ সফরকে সাধারণ কোন ভ্রমণের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। তাঁর এ সফরের ভেতর আল্লাহ তাআলার বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। একটা উদ্দেশ্য তো অতি পরিষ্কার। আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, নিজেকে নিজে সকলের বড় আলেম বলা কারও পক্ষেই শোভা পায় না। ইলম বা জ্ঞান হচ্ছে কুল-কিনারাহীন এক অথৈ সাগর। এর কোন দিক সম্পর্কে কে বেশি জানে তা বলা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ তাআলা নিজ জ্ঞান ও হিকমত দ্বারা মহা বিশ্ব কিভাবে চালাচ্ছেন তার একটা ঝলক হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দেওয়া।

মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনে দুনিয়ায় বহু ঘটনা ঘটতে দেখে। অনেক সময় এমন কাণ্ড-কারখানাও তার চোখে পড়ে যার কোন ব্যাখ্যা সে খুঁজে পায় না এবং যার উদ্দেশ্য তার বুঝে আসে না। অথচ প্রতিটি ঘটনার ভেতরই আল্লাহ তাআলার কোন না কোন হিকমত নিহিত থাকে। মানুষের দৃষ্টি যেহেতু সীমাবদ্ধ তাই সে অনেক সময় তাঁর রহস্য বুঝতে সক্ষম হয় না। কিন্তু যেই সর্বশক্তিমান মালিকের হাতে বিশ্ব জগতের বাগডোর তিনি জানেন কখন কী ঘটনা ঘটা উচিত। ঘটনাটির শেষে এ বিষয়ে আরও আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ। (৪১ নং টীকা দেখুন।)

৩৪. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এক জায়গায় পৌঁছে একটি পাথরের চাঁইয়ের উপর কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, এ সময় সঙ্গে আনা মাছটি ঝুড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে গেল এবং ঘেঁষড়াতে ঘেঁষড়াতে সাগরে গিয়ে পড়ল। যেখানে সেটি পড়েছিল, সেখানে পানিতে সুড়ঙ্গের মত তৈরি হয়ে গেল এবং তার ভেতর সেটি অদৃশ্য হয়ে গেল। হযরত ইউশা আলাইহিস সালাম তখন জেগেই ছিলেন, তিনি মাছটির এ বিস্ময়কর কাণ্ড দেখতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ঘুমিয়ে থাকায় তিনি তাঁকে জাগানো সমীচীন মনে করলেন না। তারপর যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘুম ভাঙল এবং সামনে এগিয়ে চললেন, তখনও হযরত ইউশা আলাইহিস সালাম তাঁকে সে কথা জানাতে ভুলে গেলেন। তাঁর সে কথা মনে পড়ল যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে নাশতা চাইলেন।

قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ
الْحُوْتَ ز وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ
وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

৬৩. সে বলল, আপনি কি জানেন (কী আজব কাণ্ড ঘটেছে?) আমরা যখন পাথরের চাঁইয়ের উপর বিশ্রাম করছিলাম, তখন মাছটির কথা (আপনাকে বলতে) ভুলে গিয়েছিলাম। সেটির কথা বলতে আমাকে আর কেউ নয়, শয়তানই ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর সেটি (অর্থাৎ মাছটি) অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে সাগরে নিজের পথ করে নিয়েছিল।

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا
قَصَصًا ﴿٦٤﴾

৬৪. মূসা বলল, আমরা তো এটাই সন্ধান করছিলাম।[৩৫] অতএব তারা তাদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল।

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً
مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

৬৫. অনন্তর তারা আমার বান্দাদের মধ্য হতে এক বান্দার সাক্ষাত পেল, যাকে আমি আমার বিশেষ রহমত দান করেছিলাম এবং আমার পক্ষ হতে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।[৩৬]

قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ
مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

৬৬. মূসা তাকে বলল, আমি কি আপনার সঙ্গে এই উদ্দেশ্যে থাকতে পারি যে, আপনাকে যে কল্যাণকর জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তা থেকে খানিকটা আমাকে শেখাবেন?

---

৩৫. হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে আলামত বলে দেওয়া হয়েছিল এটাই যে, যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই হযরত খাজির আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত হবে। তাই হযরত ইউশা আলাইহিস সালাম তো ঘটনাটি তাঁকে ভয়ে-ভয়ে শুনিয়েছিলেন, কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস সালাম শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি যে গন্তব্যের সন্ধান পেয়ে গেছেন!

৩৬. বুখারী শরীফের একটি হাদীস দ্বারা জানা যায়, ইনিই ছিলেন হযরত খাজির আলাইহিস সালাম। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন পাথরের চাঁইটির কাছে ফিরে আসলেন, তখন তিনি সেখানে চাদর মুড়ি দিয়ে শোওয়া ছিলেন। তাঁকে যে বিশেষ জ্ঞান দেওয়ার কথা আয়াতে বলা হয়েছে, তা হল সৃষ্টি জগতের গুপ্ত রহস্য সংক্রান্ত জ্ঞান, যার ব্যাখ্যা এ ঘটনার শেষে আসছে।

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾

৬৭. সে বলল, আমি নিশ্চিত আমার সঙ্গে থাকার ধৈর্য আপনি রক্ষা করতে পারবেন না।

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿٦٨﴾

৬৮. আর যে বিষয়ে আপনি পরিপূর্ণ জ্ঞাত নন, তাতে আপনি ধৈর্য রাখবেনই বা কিভাবে।[৩৭]

قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ﴿٦٩﴾

৬৯. মূসা বলল, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন এবং আমি আপনার কোন হুকুম অমান্য করব না।

قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

৭০. সে বলল, আচ্ছা! আপনি যদি আমার সঙ্গে চলেন, তবে যতক্ষন না আমি নিজে কোন বিষয় আপনাকে খুলে বলি, ততক্ষণ পর্যন্ত সে বিষয়ে আপনি আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না।

[৯]

فَانْطَلَقَا ۫ حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ؕ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ﴿٧١﴾

৭১. তারপর তারা চলতে শুরু করল। এক পর্যায়ে তারা যখন একটি নৌকায় চড়ল, তখন সে নৌকাটি ফুঁটো করে দিল।[৩৮] মূসা বলল, আরে! আপনি এটি ফুঁটো করে দিলেন এর যাত্রীদেরকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য? আপনি তো একটা বিপজ্জনক কাজ করলেন?

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾

৭২. সে বলল, আমি কি বলিনি আমার সঙ্গে থেকে আপনি ধৈর্য রাখতে পারবেন না?

---

৩৭. বুখারী শরীফের হাদীসে আছে, হযরত খাজির আলাইহিস সালাম হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে একথাও বলেছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন এক জ্ঞান দিয়েছেন, যে জ্ঞান আপনার নেই অর্থাৎ, সৃষ্টি জগতের গুপ্ত রহস্য সংক্রান্ত জ্ঞান। আবার আপনাকে এমন জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, যা আমার নেই অর্থাৎ, শরীয়তের জ্ঞান।

৩৮. বুখারী শরীফের হাদীসে আছে, হযরত খাজির আলাইহিস নৌকার একটি তক্তা খুলে ফেলেছিলেন, যাতে সেটিতে এক বিশাল ছিদ্র হয়ে যায়।

قَالَ لَا تُؤَاخِذۡنِیۡ بِمَا نَسِیۡتُ وَ لَا تُرۡهِقۡنِیۡ مِنۡ اَمۡرِیۡ عُسۡرًا ﴿۷۳﴾

৭৩. মূসা বলল, আমার দ্বারা যে ভুল হয়ে গেছে, তার জন্য আমাকে ধরবেন না এবং আমার কাজকে কঠিন করবেন না।

فَانۡطَلَقَا ٜ حَتّٰۤی اِذَا لَقِیَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلۡتَ نَفۡسًا زَکِیَّۃًۢ بِغَیۡرِ نَفۡسٍ ؕ لَقَدۡ جِئۡتَ شَیۡـًٔا نُّکۡرًا ﴿۷۴﴾

৭৪. অতঃপর তারা আবার চলতে শুরু করল। চলতে চলতে যখন একটি বালকের সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হল তখন বালকটিকে সে হত্যা করে ফেলল।[৩৯] মূসা বলল, আপনি কি একটা নির্দোষ জীবন নাশ করলেন, যে কিনা কারও জীবন নাশ করেনি? আপনি খুবই অন্যায় কাজ করেছেন?

[ষোল পারা]

قَالَ اَلَمۡ اَقُلۡ لَّکَ اِنَّکَ لَنۡ تَسۡتَطِیۡعَ مَعِیَ صَبۡرًا ﴿۷۵﴾

৭৫. সে বলল, আমি কি আপনাকে বলিনি, আপনি আমার সাথে থাকার ধৈর্য রাখতে পারবেন না?

قَالَ اِنۡ سَاَلۡتُکَ عَنۡ شَیۡءٍۭ بَعۡدَهَا فَلَا تُصٰحِبۡنِیۡ ۚ قَدۡ بَلَغۡتَ مِنۡ لَّدُنِّیۡ عُذۡرًا ﴿۷۶﴾

৭৬. মূসা বলল, এরপর যদি আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করি, তবে আপনি আমাকে আর সাথে রাখবেন না। নিশ্চয়ই আপনি আমার দিক থেকে ওজরের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন।

فَانۡطَلَقَا ٜ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَتَیَاۤ اَهۡلَ قَرۡیَۃِۣ اسۡتَطۡعَمَاۤ اَهۡلَهَا فَاَبَوۡا اَنۡ یُّضَیِّفُوۡهُمَا فَوَجَدَا فِیۡهَا جِدَارًا یُّرِیۡدُ اَنۡ یَّنۡقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَیۡهِ اَجۡرًا ﴿۷۷﴾

৭৭. অতঃপর তারা চলতে থাকল। চলতে চলতে যখন এক জনপদবাসীর কাছে পৌঁছল, তখন তাদের কাছে খাবার চাইল। কিন্তু জনপদবাসী তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল। প্রাচীরটি সে খাড়া করে দিল। মূসা বলল, আপনি ইচ্ছা করলে এ কাজের জন্য কিছু পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।[৪০]

---

৩৯. বুখারী শরীফের উল্লিখিত হাদীসে আছে, বালকটি অন্যান্য বালকদের সাথে খেলায় লিপ্ত ছিল। হযরত খাজির আলাইহিস সালাম তার ধড় থেকে মাথা আলগা করে ফেললেন।

৪০. অর্থাৎ, এ জনপদের অধিবাসীরা আমাদেরকে মেহমানদারী করতে অস্বীকার করেছিল। এখন আপনি যে তাদের প্রাচীরটি মেরামত করে দিলেন, ইচ্ছা করলে তো এর জন্য কোন

قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيۡنِیۡ وَبَيۡنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ
بِتَاۡوِيۡلِ مَا لَمۡ تَسۡتَطِعۡ عَّلَيۡهِ صَبۡرًا ﴿۷۸﴾

৭৮. সে বলল, এবার আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময় এসে গেছে। সুতরাং যেসব বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি, এখন আমি আপনাকে তার রহস্য বলে দিচ্ছি।

اَمَّا السَّفِيۡنَةُ فَكَانَتۡ لِمَسٰكِيۡنَ يَعۡمَلُوۡنَ فِى
الۡبَحۡرِ فَاَرَدْتُّ اَنۡ اَعِيۡبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمۡ
مَّلِكٌ يَّاۡخُذُ كُلَّ سَفِيۡنَةٍ غَصۡبًا ﴿۷۹﴾

৭৯. নৌকাটির ব্যাপার তো এই, সেটি ছিল কয়েকজন গরীব লোকের, যারা সাগরে কাজ করত। আমি সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম। (কেননা) তাদের সামনে ছিল এক রাজা, যে বলপ্রয়োগে সব (ভালো) নৌকা কেড়ে নিত।

وَاَمَّا الۡغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤۡمِنَيۡنِ
فَخَشِيۡنَاۤ اَنۡ يُّرۡهِقَهُمَا طُغۡيَانًا وَّكُفۡرًا ۚ ﴿۸۰﴾

৮০. আর বালকটির ব্যাপার এই, তার পিতা-মাতা ছিল মুমিন। আমার আশঙ্কা হল, সে কিনা তাদেরকে অবাধ্যতা ও কুফরীতে ফাঁসিয়ে দেয়।

فَاَرَدۡنَاۤ اَنۡ يُّبۡدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيۡرًا مِّنۡهُ زَكٰوةً
وَّاَقۡرَبَ رُحۡمًا ﴿۸۱﴾

৮১. তাই আমি চাইলাম তাদের প্রতিপালক যেন তাদের এই বালকটির পরিবর্তে এমন এক সন্তান দান করেন, যে পবিত্রতায় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সদাচরণেও এর চেয়ে অগ্রগামী হবে।

وَاَمَّا الۡجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيۡنِ يَتِيۡمَيۡنِ فِى الۡمَدِيۡنَةِ
وَكَانَ تَحۡتَهٗ كَنۡزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوۡهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ
رَبُّكَ اَنۡ يَّبۡلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا وَيَسۡتَخۡرِجَا كَنۡزَهُمَا ۖ رَحۡمَةً
مِّنۡ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلۡتُهٗ عَنۡ اَمۡرِىۡ ؕ ذٰلِكَ تَاۡوِيۡلُ مَا
لَمۡ تَسۡطِعۡ عَّلَيۡهِ صَبۡرًا ؕ ﴿۸۲﴾

৮২. বাকি থাকল প্রাচীরটি। তো এটি ছিল এই শহরে বসবাসকারী দুই ইয়াতীমের। এর নিচে তাদের গুপ্তধন ছিল এবং তাদের পিতা ছিল একজন সৎলোক। সুতরাং আপনার প্রতিপালক চাইলেন ছেলে দু'টো প্রাপ্তবয়সে উপনীত হোক এবং নিজেদের গুপ্তধন বের করে নিক। এসব আপনার প্রতিপালকের রহমতেই ঘটেছে। আমি

পারিশ্রমিক নিতে পারতেন, তাহলে আমরা তা দ্বারা আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারতাম।

কোন কাজই মনগড়াভাবে করিনি। আপনি যেসব ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি, এই হল তার ব্যাখ্যা।[৪১]

---

৪১. হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দিয়ে হযরত খাজির আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত করানো এবং এসব ঘটনা তাকে প্রত্যক্ষ করানোর মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি বাস্তব সত্যের সাথে তাকে পরিচিত করানো। সে সত্যকে পরিষ্কার করে দেওয়ার লক্ষ্যেই কুরআন মাজীদ তাদের সাক্ষাতকারের ঘটনাটি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছে।

অন্যের মালিকানায় তার অনুমতি ছাড়া কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয। বিশেষত অন্যের মালিকানাধীন বস্তুর কোনরূপ ক্ষতিসাধন করার অনুমতি ইসলাম কাউকে দেয়নি। এমনকি সে ক্ষতি যদি মালিকের উপকার করার অভিপ্রায়েও হয়ে থাকে। কিন্তু কুরআন মাজীদ হযরত খাজির আলাইহিস সালামের যে ঘটনা বর্ণনা করেছে, আমরা তাতে অন্য রকম দৃশ্য দেখতে পাই। তিনি মালিকদের অনুমতি ছাড়াই নৌকার তক্তা খুলে ফেলেন।

এমনিভাবে কোন নিরপরাধ লোককে হত্যা করা শরীয়তে একটি গুরুতর পাপ। বিশেষত কোন শিশুকে হত্যা করা তো যুদ্ধাবস্থায়ও জায়েয নয়। এমনকি যদি জানা থাকে সে শিশু বড় হয়ে দেশ ও দশের পক্ষে মুসিবতের কারণ হবে, তবুও এখনই তাকে হত্যা করা কোনক্রমেই বৈধ নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত খিজির আলাইহিস সালাম একটি শিশুকে হত্যা করে ফেলেন। তাঁর এ কাজ দু'টি যেহেতু শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয ছিল না, তাই হযরত মূসা আলাইহিস সালামের পক্ষে চুপ থাকা সম্ভব হয়নি। তিনি সঙ্গে-সঙ্গেই আপত্তি জানিয়েছিলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে হযরত খাজির আলাইহিস সালাম এহেন শরীয়ত বিরোধী কাজ কিভাবে করলেন?

এ প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য প্রথমে একটা বিষয় বুঝে নেওয়া জরুরি। বিশ্ব-জগতে যত ঘটনা ঘটে, আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে তা ভালো মনে হোক বা মন্দ, প্রকৃতপক্ষে তার সম্পর্ক এক অলক্ষ্য জগতের সাথে; এমন এক জগতের সাথে যা আমাদের চোখের আড়ালে। পরিভাষায় তাকে 'তাকবীনী জগত' বলে। সে জগত সরাসরি আল্লাহ তাআলার হিকমত এবং সৃজন ও বিনাশ সংক্রান্ত বিধানাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কোন ব্যক্তি কতকাল জীবিত থাকবে, কখন তার মৃত্যু হবে, কতকাল সুস্থ থাকবে, কখন রোগাক্রান্ত হবে, তার পেশা কী হবে এবং তার মাধ্যমে সে কী পরিমাণ উপার্জন করবে, এবংবিধ যাবতীয় বিষয় আল্লাহ তাআলা স্বয়ং সরাসরি স্থির করেন। একেই তাকবীনী হুকুম বলে। সে হুকুম কার্যকর করার জন্য তিনি বিশেষ কর্মীবাহিনী নিযুক্ত করে রেখেছেন, যারা আমাদের অলক্ষ্যে থেকে আল্লাহ তাআলার এ জাতীয় হুকুম বাস্তবায়িত করেন।

উদাহরণত, আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মৃত্যুর ফিরিশতা তার 'রূহ কবয' (প্রাণ সংহার)-এর জন্য পৌঁছে যায়। সে যখন আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনার্থে কারও মৃত্যু ঘটায়, তখন সে কোন অপরাধ করে না; বরং আল্লাহ তাআলার হুকুম তামিল করে মাত্র। কোন মানুষের কিন্তু অপর কোন মানুষের প্রাণনাশ করার অধিকার নেই, কিন্তু আল্লাহ তাআলা যেই ফিরিশতাকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেছেন, তার পক্ষে এটা কোন অপরাধ নয়। বরং সম্পূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ, যেহেতু সে আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করছে।

আল্লাহ তাআলার তাকবীনী হুকুম কার্যকর করার জন্য সাধারণত ফিরিশতাদেরকেই নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি চাইলে যে-কারও উপর এ ভার অর্পণ করতে পারেন। হযরত খাজির আলাইহিস সালাম যদিও মানুষ ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে ফিরিশতাদের মত তাকবীনী জগতের 'বার্তাবাহক' বানিয়েছিলেন। তিনি যা-কিছু করেছিলেন আল্লাহ তাআলার তাকবীনী হুকুমের অধীনে করেছিলেন সুতরাং মৃত্যুর ফিরিশতা সম্পর্কে যেমন প্রশ্ন তোলা যায় না সে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাল কেন কিংবা বলা যায় না যে, এ কাজ করে সে একটা অপরাধ করেছে, যেহেতু সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ কাজের জন্য আদিষ্ট ছিল, তেমনিভাবে হযরত খাজির আলাইহিস সালামের প্রতিও তাঁর কর্মকাণ্ডের কারণে কোন আপত্তি তোলা যাবে না। কেননা তিনিও নৌকাটিতে খুঁত সৃষ্টি করা ও শিশুটিকে হত্যা করার কাজে আল্লাহ তাআলার তাকবীনী হুকুমের দ্বারা আদিষ্ট ছিলেন। ফলে তাঁর সে কাজ কোন অপরাধ ছিল না।

কিন্তু আমাদের ব্যাপার ভিন্ন। আমরা দুনিয়ায় শরয়ী বিধানাবলীর অধীন। আমাদেরকে তাকবীনী জগতের কোন জ্ঞানও দেওয়া হয়নি এবং সেই জগত সম্পর্কিত কোন দায়িত্বও আমাদের উপর অর্পিত হয়নি। আমরা দৃশ্যমান জগতে বাস করি, জাগ্রত জীবনে বিচরণ করি। চাক্ষুষ যা দেখতে পাই তাকে কেন্দ্র করেই আমাদের আবর্তন। তাই আমাদেরকে যেসব বিধান দেওয়া হয়েছে, তা দৃশ্যজগত ও চাক্ষুষ কার্যাবলীর সাথেই সম্পৃক্ত। তাকে 'শরয়ী হুকুম' বা শরীয়ত বলে।

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এই চাক্ষুষ ও জাগ্রত জগতের নবী ছিলেন। তাকে এক শরীয়ত দেওয়া হয়েছিল। তিনি তার অধীন ছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে না হযরত খাজির আলাইহিস সালামের কর্মকাণ্ড দেখে চুপ থাকা সম্ভব হয়েছে, আর না তিনি পরবর্তীতে তাঁর সঙ্গে সফর অব্যাহত রাখতে পেরেছেন। পর পর ব্যতিক্রমধর্মী তিনটি ঘটনা দেখে তিনি বুঝে ফেলেছেন হযরত খাজির আলাইহিস সালামের কর্মক্ষেত্র তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং তাঁর পক্ষে তাঁর সঙ্গে চলা সম্ভব নয়। তবে তাঁর সঙ্গে আর থাকা সম্ভব না হলেও এ ঘটনার মাধ্যমে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে খোলা চোখে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিশ্বজগতে যা-কিছু ঘটছে তার পেছনে আল্লাহ তাআলার অপার হিকমত সক্রিয় রয়েছে। কোন ঘটনার রহস্য ও তাৎপর্য যদি খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে তার ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলার ফায়সালা সম্পর্কে কোন আপত্তি তোলার সুযোগ আমাদের নেই। কেননা বিষয়টা যেহেতু তাকবীনী জগতের, তাই এর রহস্য উন্মোচনও সে জগতেই হতে পারে, কিন্তু সে জগত তো আমাদের চোখের আড়ালে।

দৈনন্দিন জীবনে এমন বহু ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে যা আমাদের অন্তর ব্যথিত করে। অনেক সময় নিরীহ-নিরপরাধ লোককে নিগৃহীত হতে দেখে আমাদের অন্তরে নানা সংশয় দেখা দেয়, যা নিরসনের কোন দাওয়াই আমাদের হাতে ছিল না। আল্লাহ তাআলা হযরত খাজির আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাকবীনী জগতের রঙ্গমঞ্চ থেকে খানিকটা পর্দা সরিয়ে এক ঝলক তার দৃশ্য দেখিয়ে দিলেন এবং এভাবে মুমিনের অন্তরে যাতে এরূপ সংশয় সৃষ্টি হতে না পারে তার ব্যবস্থা করে দিলেন।

স্মরণ রাখতে হবে তাকবীনী জগত এক অদৃশ্য জগত এবং তার কর্মীগণ আমাদের চোখের আড়াল। হযরত খাজির আলাইহিস সালামও অদৃশ্যই ছিলেন। তাকবীনী জগতের খানিকটা দৃশ্য দেখানোর লক্ষ্যে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে ওহীর মাধ্যমে তাঁর সন্ধান দেওয়া হয়েছিল। এখন যেহেতু ওহীর দরজা বন্ধ, তাই এখন কারও পক্ষে নিশ্চিতভাবে তাকবীনী

[১০]

৮৩. তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।[৪২] বলে দাও, 'আমি তার কিছুটা বৃত্তান্ত তোমাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ۗ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾

৮৪. নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে তাকে ক্ষমতা দান করেছিলাম এবং তাকে সবকিছুর উপকরণ দিয়েছিলাম।

اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾

৮৫. ফলে সে একটি পথের অনুগামী হল।

فَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾

৮৬. যেতে যেতে যখন সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছল, তখন সে দেখতে পেল, সেটি

حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ

জগতের কোন কর্মীর সন্ধান ও সাক্ষাত লাভ সম্ভব নয়। এমনিভাবে দৃশ্যমান জগতের কোন ব্যক্তির পক্ষে এ দাবী করারও অবকাশ নেই যে, সে তাকবীনী জগতের একজন দায়িত্বশীল এবং সেই জগতের বিভিন্ন ক্ষমতা তার উপর ন্যস্ত আছে।

কাজেই হযরত খাজির আলাইহিস সালামের ঘটনাকে ভিত্তি করে যারা শরীয়তের বিধি-বিধানকে স্থগিত করা বা তার বিপরীত কাজকে বৈধ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করছে, নিঃসন্দেহে তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত এবং তারা সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ঘৃণ্য তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। কোন কোন নামধারী দরবেশ তাসাওউফের নাম নিয়ে বলে থাকে, 'শরীয়তের বিধান কেবল স্থূলদর্শী লোকদের জন্য, আমরা তা থেকে ব্যতিক্রম'। নিঃসন্দেহে এটা চরম পথভ্রষ্টতা। এখন শরীয়তের বিধান সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কারও কাছে এমন কোন দলীল নেই, যার বলে সে শরীয়তের বিধান থেকে ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

৪২. সূরাটির পরিচিতিতে বলা হয়েছে, মুশরিকগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি প্রশ্ন করেছিল। একটি প্রশ্ন ছিল, এক ব্যক্তি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছিল। কে সেই ব্যক্তি এবং কী তার বৃত্তান্ত? এবার তাদের এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, সেই ব্যক্তির নাম ছিল 'যুলকারনাইন'।

'যুলকারনাইন'-এর শাব্দিক অর্থ দুই শিং-বিশিষ্ট। এটা এক বাদশাহর উপাধি। এ উপাধির কারণ অজ্ঞাত। কুরআন মাজীদে এ বাদশাহর পরিচয় এবং তার শাসনকাল সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। তবে আমাদের সমকালীন ঐতিহাসিক ও গবেষকদের অধিকাংশেই মনে করেন, ইনি ছিলেন ইরানের সম্রাট 'সাইরাস', যিনি বনী ইসরাঈলকে বাবিলের নির্বাসিত জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় ফিলিস্তিনে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কুরআন মাজীদ কেবল তার তিনটি দীর্ঘ সফরের কথা উল্লেখ করেছে। প্রথম সফর ছিল পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত। দ্বিতীয় সফর ছিল পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত আর তৃতীয়টি উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত, যেখানে তিনি ইয়াজুজ-মাজুজের বর্বরোচিত হামলা থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য একটি প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন।

فِىۡ عَيۡنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنۡدَهَا قَوۡمًا ؕ قُلۡنَا يٰذَا الۡقَرۡنَيۡنِ اِمَّاۤ اَنۡ تُعَذِّبَ وَاِمَّاۤ اَنۡ تَتَّخِذَ فِيۡهِمۡ حُسۡنًا ﴿۸۶﴾

এক কর্দমাক্ত (কালো) জলাধারে অস্ত যাচ্ছে[৪৩] এবং সেখানে সে একটি সম্প্রদায়ের সাক্ষাত পেল। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! (তোমার সামনে দুটি পথ আছে।) হয় তুমি তাদেরকে শাস্তি দেবে, নয়ত তাদের ব্যাপারে উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[৪৪]

قَالَ اَمَّا مَنۡ ظَلَمَ فَسَوۡفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكۡرًا ﴿۸۷﴾

৮৭. সে বলল, তাদের মধ্যে যে-কেউ সীমালংঘন করবে তাকে আমি শাস্তি দেব। তারপর তাকে তার প্রতিপালকের কাছে পৌঁছানো হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।

وَاَمَّا مَنۡ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨالۡحُسۡنٰى ۚ وَسَنَقُوۡلُ لَهٗ مِنۡ اَمۡرِنَا يُسۡرًا ﴿۸۸﴾

৮৮. তবে যে ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, সে উত্তম প্রতিদানের উপযুক্ত হবে এবং আমিও আদেশ দান কালে তাকে সহজ কথা বলব।[৪৫]

ثُمَّ اَتۡبَعَ سَبَبًا ﴿۸۹﴾

৮৯. তারপর সে আরেক পথ ধরে চলল।

---

৪৩. এটা তাঁর প্রথম ভ্রমণ। তখন পশ্চিম দিকে মানব বসতি যতদূর বিস্তার লাভ করেছিল, তিনি তার শেষ প্রান্তে পৌঁছেছিলেন। এরপর আর কোন লোকালয় ছিল না; ছিল আদিগন্ত বিস্তৃত সাগর। সে সাগরও ছিল কালো পঙ্কময়। সন্ধ্যাকালে যখন সূর্য অস্ত যেত তখন দর্শকের কাছে মনে হত, যেন সেটি কোন কর্দমাক্ত জলাধারে অস্ত যাচ্ছে।

৪৪. সে অঞ্চলে যারা বসবাস করত তারা ছিল কাফের। যুলকারনাইন যখন সেখানে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করলেন, আল্লাহ তাঁকে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে অন্যান্য বিজেতাদের মত ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে তাদেরকে মিসমার করে দিতে পার কিংবা চাইলে তাদের সাথে ভালো ব্যবহারও করতে পার। দ্বিতীয় পন্থাকে 'ভালো ব্যবহার' শব্দে ব্যক্ত করে আল্লাহ তাআলা ইশারা করেছেন এ পন্থা অবলম্বনই শ্রেয়। 'যুলকারনাইন' নবী ছিলেন কিনা এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তিনি নবী হয়ে থাকলে আল্লাহ তাআলা তাকে একথা বলেছিলেন ওহীর মাধ্যমে। আর যদি নবী না হন, তবে সম্ভবত সে যুগের কোন নবীর মাধ্যমে তাকে একথা জানানো হয়েছিল। এমনও হতে পারে যে, ইলহামের মাধ্যমে একথা তার অন্তরে সঞ্চারিত করা হয়েছিল।

৪৫. যুলকারনাইন যে উত্তর দিয়েছিলেন তার সারমর্ম হল, আমি তাদেরকে সরল পথে চলার দাওয়াত দিব, যারা সে দাওয়াত কবুল করবে না এবং এভাবে জুলুমের পথ অবলম্বন করবে আমি তাদেরকে শাস্তি দেব। আর যারা দাওয়াত কবুল করে ঈমান আনবে ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে, তাদের প্রতি আমি সহজ ও সদয় আচরণ করব।

حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ۙ﴿۹۰﴾

৯০. চলতে চলতে যখন সূর্যোদয়ের স্থানে পৌঁছল, তখন সে দেখল সেটি উদয় হচ্ছে এমন এক জাতির উপর, যাদের জন্য আমি তা থেকে (অর্থাৎ তার রোদ থেকে) বাঁচার কোন অন্তরালের ব্যবস্থা করিনি।[৪৬]

كَذٰلِكَ ؕ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿۹۱﴾

৯১. ঘটনা এমনই ঘটল। যুলকারনাইনের কাছে যা-কিছু (উপকরণ) ছিল সে সম্পর্কে আমি পূর্ণ অবগত ছিলাম।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿۹۲﴾

৯২. তারপর সে আরেক পথ ধরে চলল।

حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿۹۳﴾

৯৩. চলতে চলতে যখন দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল, তখন সে পাহাড়ের কাছে এমন এক জাতির সাক্ষাত পেল, যাদের সম্পর্কে মনে হচ্ছিল, যেন তারা কোন কথা বুঝতে পারছে না।[৪৭]

قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ

৯৪. তারা বলল, হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ এ দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়। আমরা কি আপনাকে কিছু কর দেব, যার বিনিময়ে আপনি আমাদের ও

---

৪৬. এটা যুলকারনাইনের দ্বিতীয় সফরের বৃত্তান্ত। তিনি এ সফরে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেখানে এমন কিছু লোক বাস করত, যারা তখনও পর্যন্ত সভ্যতার আলো পায়নি। তারা ঘর-বাড়ি নির্মাণ জানত না এবং রোদ থেকে বাঁচার জন্য ছাউনি তৈরির কলা-কৌশল বুঝত না। সকলে খোলা মাঠে থাকত। সূর্যের রোদ ও তাপ তাদের উপর সরাসরি পড়ত।

৪৭. এটা যুলকারনাইনের তৃতীয় সফর। কুরআন মাজীদে তাঁর এ সফরের কোন দিক বর্ণনা করা হয়নি। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে তার এ সফর ছিল দুনিয়ার উত্তর দিকে। তিনি সে দিকে লোকালয়ের শেষ মাথায় গিয়ে পৌঁছান। সেখানকার মানুষের ভাষা সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিল। সম্ভবত আকার-আকৃতিও ভিন্ন ধরনের ছিল, যদ্দরুণ তারা কথা বুঝতে পারছে কি না তার কোন আভাস তাদের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয় তা সম্ভবত কোন দোভাষীর মাধ্যমে হয়েছিল কিংবা ইশারার মাধ্যমে।

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন?[৪৮]

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾

৯৫. যুলকারনাইন বলল, আল্লাহ আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন সেটাই (আমার জন্য) শ্রেয়। সুতরাং তোমরা (তোমাদের হাত-পায়ের শক্তি দ্বারা) আমাকে সহযোগিতা কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি মজবুত প্রাচীর গড়ে দেব।

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

৯৬. তোমরা আমাকে লোহার পিণ্ড এনে দাও। অবশেষে সে যখন (মাঝখানের ফাঁকা পূর্ণ করে) উভয় পাহাড়ের চূড়া পরস্পর বরাবর করে মিলিয়ে দিল, তখন বলল, এবার আগুনে হাওয়া দাও।[৪৯] যখন সেটিকে (প্রাচীর) জ্বলন্ত কয়লায় পরিণত করল, তখন বলল, তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো। আমি তা এর উপর ঢেলে দেব।

---

৪৮. ইয়াজুজ ও মাজুজ দু'টি অসভ্য মানবগোষ্ঠীর নাম। তারা পাহাড়ের অপর দিকে বাস করত। তারা কিছুদিন পর-পর গিরিপথ দিয়ে এ-পাশে আসত এবং লুটতরাজ ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যেত। তাদের কারণে এ-পাশের মানুষের দুঃখের কোন সীমা ছিল না। কাজেই তারা যখন দেখল যুলকারনাইন একজন অমিত শক্তিশালী সম্রাট এবং সব রকম আসবাব-উপকরণ তার করায়ত্ত, তখন তারা তাকে অনুরোধ জানাল, যেন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকাটি একটি প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করে দেন, যাতে ইয়াজুজ-মাজুজের আসার পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা আর এ-পাশে এসে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে না পারে। তারা এ কাজের জন্য কিছু অর্থ জোগাবে বলেও প্রস্তাব করল। কিন্তু হযরত যুলকারনাইন কোন রকম বিনিময় নিতে অস্বীকার করলেন। তবে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা লোকবল দিয়ে আমাকে সাহায্য কর, তাহলে আমি নিজের তরফ থেকে এ প্রাচীর তৈরি করে দেব।

৪৯. যুলকারনাইন প্রথমে লোহার বড় বড় পিণ্ড ফেলে দুই পাহাড়ের মাঝখানটা ভরে ফেললেন। লোহার সে স্তূপ পাহাড় সমান উঁচু হয়ে গেল। তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। যখন তা পুরোপুরি উত্তপ্ত হল, তার উপর গলিত তামা ঢেলে দিলেন, যাতে তা লৌহপিণ্ডের ফাঁকে-ফাঁকে গিয়ে সব ফাঁক-ফোকর ভরাট করে ফেলে। এভাবে সেটি এক মজবুত প্রাচীর হয়ে গেল।

فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾

৯৭. (এভাবে প্রাচীরটি নির্মিত হয়ে গেল) ফলে ইয়াজুজ মাজুজ না তাতে চড়তে সক্ষম হচ্ছিল আর না তাতে ফোকর বানাতে পারছিল।

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ﴿٩٨﴾

৯৮. যুলকারনাইন বলল, এটা আমার রবের রহমত (যে, তিনি এ রকম একটা প্রাচীর বানানোর তাওফীক দিয়েছেন)। অতঃপর আমার রবের প্রতিশ্রুত সময় যখন আসবে, তখন তিনি এ প্রাচীরটি ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন।[৫০] আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত সত্য।

---

৫০. মহাপ্রাচীর নির্মাণের এত বড় কাজ যখন সমাপ্তিতে পৌঁছল, তখন যুলকারনাইন দু'টি পরম সত্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। (এক) তিনি বললেন, এ-কাজ আমার বাহুবলের মাহাত্ম্য নয়। বরং এটা আল্লাহ তাআলারই রহমত। তিনি আমাকে তাওফীক দিয়েছেন বলেই আমার দ্বারা এটা করা সম্ভব হয়েছে। (দুই) দ্বিতীয়ত তিনি স্পষ্ট করে দেন, যদিও প্রাচীরটি এখন অত্যন্ত মজবুতভাবে তৈরি হয়েছে, যা শত্রুর পক্ষে ভেদ করা সম্ভব নয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষে এটা ভেঙ্গে ফেলা কিছু কঠিন কাজ নয়। আল্লাহ তাআলা যত দিন চাইবেন এটা প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারপর তিনি এর বিনাশের জন্য যেই সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, সেই সময় যখন আসবে, তখন এটা বিধ্বস্ত হয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে। যুলকারনাইনের এ বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করলে এ প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে বলে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কুরআন মাজীদের ভাষা দ্ব্যর্থহীনভাবে তার প্রতি নির্দেশ করে না। বরং কিয়ামতের আগেও এটা বিধ্বস্ত হওয়ার অবকাশ আছে।

কোন কোন গবেষক মনে করেন, প্রাচীরটি নির্মিত হয়েছিল রাশিয়ার দাগিস্তানের অন্তর্গত 'দরবন্দ' নামক স্থানে। এখন সেটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। [অবশ্য তার যে ধ্বংসাবশেষ এখনও সেখানে বিদ্যমান আছে, গবেষকগণ অনুসন্ধান করে দেখেছেন কুরআন মাজীদে বর্ণিত নির্মাণ পদ্ধতির সাথে তার বেশ মিল রয়েছে]। ইয়াজুজ-মাজুজের বিভিন্ন বাহিনী বিভিন্ন সময় সভ্য এলাকায় নেমে এসে মহা ত্রাস সৃষ্টি করেছে এবং পর্যায়ক্রমে সভ্য মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে তারা নিজেরাও সভ্য হয়ে গেছে। তাদের সর্বশেষ ঢল নামবে কিয়ামতের কিছু আগে (দ্র. সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ৯৬)।

এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণালব্ধ ও তথ্যবহুল আলোচনা হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান রহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'কাসাসুল কুরআন' ও হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাআরিফুল কুরআনে দেখা যেতে পারে।

যুলকারনাইন সবশেষে বলেছেন, 'আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য'। এর দ্বারা কিয়ামত সংঘটিত করার প্রতিশ্রুতি বোঝানো হয়েছে। তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, আমি যে এই প্রাচীর নির্মাণ করলাম এটা কবে ধ্বংস হবে এবং তার জন্য আল্লাহ তাআলা কোন

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾

৯৯. সে দিন আমি তাদের অবস্থা এমন করে দেব যে, তারা তরঙ্গের মত একে অন্যের উপর আছড়ে পড়বে[৫১] এবং শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সকলকে একত্র করব।

وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾

১০০. সে দিন আমি জাহান্নামকে কাফেরদের সামনে সরাসরিভাবে উপস্থিত করব–

الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

১০১. (দুনিয়ায়) যাদের চোখে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে পর্দা পড়ে রয়েছিল এবং যারা শুনতেও সক্ষম ছিল না।

[১১]

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ؕ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

১০২. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা কি এরপরও মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমারই বান্দারদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? নিশ্চিত থেক আমি এরূপ কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾

১০৩. বলে দাও, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব, কর্মে কারা সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত?

সময়কে নির্দিষ্ট করেছেন, তা তো এখনই কেউ বলতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ তাআলার একটা প্রতিশ্রুতি আমরা সুস্পষ্টভাবেই জানি। সকলেরই জানা আছে একদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। যখন তা ঘটবে তখন যত মজবুত জিনিসই হোক না কেন তা ভেঙ্গে-চুরে চুরমার হয়ে যাবে। যুলকারনাইন এস্থলে যে কিয়ামত বিষয়ের অবতারণা করেছেন, সেই প্রসঙ্গ ধরে আল্লাহ তাআলা সামনে কিয়ামতের কিছু অবস্থা তুলে ধরেছেন।

৫১. এর দ্বারা কিয়ামতের প্রাক্কালে ইয়াজুজ ও মাজুজের যে ঢল নেমে আসবে তাও বোঝানো হতে পারে আর সে হিসেবে এর ব্যাখ্যা হবে, কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে তারা যখন বের হয়ে আসবে, তখন তাদের অবস্থা হবে বিশৃঙ্খল ভেড়ার পালের মত এবং তারা ঢেউয়ের মত একে অন্যের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে অথবা এটাও সম্ভব যে, এর দ্বারা কিয়ামতের সময় মানুষের যে ভীত-বিহ্বল অবস্থা হবে সেটা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা দেখে মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কোন সীমা থাকবে না। তারা দিশেহারা হয়ে একে অন্যের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. তারা সেই সব লোক, পার্থিব জীবনে যাদের সমস্ত দৌড়-ঝাপ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, অথচ তারা মনে করে তারা খুবই ভালো কাজ করছে।[৫২]

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

১০৫. এরাই সেই সব লোক, যারা নিজ প্রতিপালকের আয়াতসমূহ ও তাঁর সামনে উপস্থিতির বিষয়টিকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। আমি কিয়ামতের দিন তাদের কোন ওজন গণ্য করব না।

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ﴿١٠٦﴾

১০৬. জাহান্নামরূপে এটাই তাদের শাস্তি। কেননা তারা কুফরী নীতি অবলম্বন করেছিল এবং আমার আয়াতসমূহ ও আমার রাসূলগণকে পরিহাসের বস্তু বানিয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾

১০৭. (অপর দিকে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের আপ্যায়নের জন্য অবশ্যই ফিরদাউসের উদ্যান রয়েছে।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

১০৮. তাতে তারা সর্বদা থাকবে (এবং) তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও যেতে চাইবে না।

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

১০৯. (হে নবী! মানুষকে) বলে দাও, আমার প্রতিপালকের কথা লেখার জন্য যদি সাগর কালি হয়ে যায়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার আগেই সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে, তাতে

---

৫২. এ আয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি তুলে ধরেছে। বলা হচ্ছে যে, কোন কাজ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কেবল সহীহ নিয়তই যথেষ্ট নয়। বরং পথ সঠিক হওয়াও জরুরি। বহু কাফেরও অনেক কাজ খাঁটি নিয়তে করে থাকে। কিন্তু সে কাজ যেহেতু তাদের মনগড়া; আল্লাহ তাআলা বা তাঁর প্রেরিত রাসূলগণ তা শিক্ষা দেননি, তাই নিয়ত সহীহ হওয়া সত্ত্বেও তাদের সমস্ত শ্রম বিফল হয়ে যায়।

সাগরের কমতি পূরণের জন্য অনুরূপ আরও সাগর নিয়ে আসি না কেন![৫৩]

১১০. বলে দাও, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ। (তবে) আমার প্রতি এই ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ কেবল একই মাবুদ। সুতরাং যে-কেউ নিজ মালিকের সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে, যে সেন সৎকর্ম করে এবং নিজ মালিকের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে।

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾

---

৫৩. 'আল্লাহ তাআলার কথা' দ্বারা তার সিফাত ও গুণাবলী বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার কুদরত, তাঁর হিকমত ও গুণাবলী এত বিপুল যে, যদি তা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয় আর সেজন্য সবগুলো সাগরের পানি কালি হয়ে যায়, তবে সবগুলো সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার গুণাবলী ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা শেষ হবে না। অনিঃশেষ আমাদের প্রতিপালকের মহিমা!

আল-হামদু লিল্লাহ! আজ ২৯ রমাযানুল মুবারক ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২৪ অক্টোবর ২০০৬ খৃ. সোমবার রাত চারটায় সাহরীর কিছু আগে সূরা কাহাফের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল (অনুবাদ শেষ হল আজ ৯ জুমাদাস সানিয়া ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৪ মে ২০১০ খৃ. সোমবার)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

সূরা মারইয়াম পরিচিতি

এ সূরার মূল উদ্দেশ্য হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর মা হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালাম সম্পর্কে বিশুদ্ধ আকীদা তুলে ধরা ও তাঁদের সম্পর্কে খ্রিস্টানদের ধ্যান-ধারণা রদ করা। এ সূরা যেখানে নাযিল হয়েছে সেই মক্কা মুকাররমায় যদিও খ্রিস্টানদের উল্লেখযোগ্য বসতি ছিল না, কিন্তু এখানকার পৌত্তলিকরা অনেক সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে মিথ্যা প্রমাণ করার লক্ষ্যে খ্রিস্টানদের সাহায্য গ্রহণ করত, তাছাড়া বহু সাহাবী মক্কায় কাফেরদের জুলুম-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে যেহেতু হাবশায় হিজরত করেছিলেন, সেখানকার শাসনক্ষমতা ছিল খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের হাতে, তাই হযরত ঈসা, হযরত মারইয়াম, হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে মুসলিমদের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান থাকা জরুরী ছিল। এ প্রেক্ষাপটে আলোচ্য সূরায় এ সকল মহাত্মা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে।

খ্রিস্টানদের বিশ্বাস হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার পুত্র, কিন্তু তাদের এ দাবী যে সর্বৈব ভ্রান্ত এবং তিনি আল্লাহ তাআলার পুত্র নন, বরং নবী-রাসূলগণের সুমহান ধারারই এক কীর্তিমান সদস্য, এটা পরিষ্কার করে দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁর সম্পর্কে আলোকপাতের পাশাপাশি সংক্ষেপে অন্যান্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের বৃত্তান্তও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অলৌকিক জন্ম এবং হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামের তখনকার মানসিক অবস্থা এ সূরায়ই সবচেয়ে বেশি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর সে কারণেই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে 'সূরা মারইয়াম'।

১৯ – সূরা মারইয়াম– ৪৪

سُوْرَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ৯৮; রুকূ ৬

اٰيَاتُهَا ٩٨ رُكُوْعَاتُهَا ٦

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كٓهٰيٰعٓصٓ ①

১. কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ।[১]

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ②

২. এটা সেই রহমতের বর্ণনা, যা তোমার প্রতিপালক নিজ বান্দা যাকারিয়ার প্রতি করেছিলেন।

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ③

৩. এটা সেই সময়ের কথা যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকেছিল চুপিসারে।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ④

৪. সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্থিরাজি পর্যন্ত জীর্ণ হয়ে গেছে, মাথা বার্ধক্যজনিত শুভ্রতায় উজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করে কখনও ব্যর্থকাম হইনি।

وَاِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ⑤

৫. আমি আমার পর আমার চাচাত ভাইদের ব্যাপারে শঙ্কা বোধ করছি[২] এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং আপনি আপনার নিকট থেকে আমাকে এমন এক উত্তরাধিকারী দান করুন–

---

১. সূরা বাকারার শুরুতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন সূরার শুরুতে যে বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ আছে, যাকে 'আল-হুরূফুল মুকাত্তাআত' বলা হয়, তার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। সুতরাং অহেতুক এর অর্থ সন্ধানের পেছনে না পড়ে এই ঈমান রাখাই যথেষ্ট যে, এটা আল্লাহর কালামের অংশ এবং এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলাই জানেন।

২. অর্থাৎ, আমার নিজের তো কোন সন্তান নেই আবার আমার চাচাত ভাইয়েরাও জ্ঞান-গরিমা ও তাকওয়া-পরহেজগারীতে এ পর্যায়ের নয় যে, তারা আমার মিশন অব্যাহত রাখবে। তারা দ্বীনের খেদমত কতটুকু আঞ্জাম দিতে পারবে সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট ভয়। সুতরাং আমার নবুওয়াতী ইলমের উত্তরাধিকারী হতে পারে এমন এক পুত্র সন্তান আমাকে দান করুন। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের এ দু'আ এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে তা গৃহীত হওয়া এবং সেমতে তাঁকে পুত্র সন্তান দান করা, এ সবই পূর্বে সূরা আলে ইমরানে (৩ : ৩৮–৪০) বর্ণিত হয়েছে এবং টীকায় প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। সুতরাং টীকাসহ সেই সকল আয়াত দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৬. যে আমারও উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর উত্তরাধিকারও লাভ করবে[৩] এবং হে আমার প্রতিপালক! তাকে এমন বানান, যে (আপনার নিজেরও) সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হবে।

يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ⑥

৭. (উত্তর আসল) হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এমন এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে ইয়াহইয়া। আমি এর আগে এ নামের কাউকে সৃষ্টি করিনি।

يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ِۨ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ⑦

৮. যাকারিয়া বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার কিভাবে পুত্র-সন্তান জন্ম নেবে, যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি এমন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি যে, আমার দেহ শুকিয়ে গেছে।[৪]

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ⑧

৯. তিনি বললেন, এভাবেই হবে। তোমার প্রতিপালক বলেছেন, এটা তো আমার পক্ষে মামুলি ব্যাপার। তাছাড়া এর আগে তো আমি তোমাকেও সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না।[৫]

قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ⑨

---

৩. আয়াতের শব্দাবলী দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম বৈষয়িক উত্তরাধিকার বোঝাতে চাননি। বরং তিনি নবুওয়াতী ইলমের উত্তরাধিকার লাভ করার কথা বুঝিয়েছিলেন। কেননা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আওলাদ থেকে বৈষয়িক উত্তরাধিকার লাভের কোন প্রশ্নই আসে না। সুতরাং প্রসিদ্ধ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইরশাদ করেছেন, "নবীগণের রেখে যাওয়া সম্পদ তাদের ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন হয় না", হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের দু'আ তার সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

৪. হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের এ বিস্ময় প্রকাশ নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ তাআলার কুদরতের ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ থেকে উৎপন্ন নয়; বরং এটা ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এ অভাবনীয় নেয়ামতের কারণে আনন্দ প্রকাশের ভাষা এবং শোকর আদায়ের এক বিশেষ ভঙ্গি।

৫. অর্থাৎ, তুমি নিজেও তো এক সময় অস্তিত্বহীন ছিলে। যেই আল্লাহ তাআলা তোমাকে তা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন, তিনি তোমাকে তোমার বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দিতে পারবেন না? আলবৎ পারবেন!

১৯

সূরা মারইয়াম

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ⑩

১০. যাকারিয়া বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য কোন নিদর্শন স্থির করে দিন।[৬] তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন হল তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিন রাত পর্যন্ত মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না।[৭]

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ⑪

১১. সুতরাং সে ইবাদতখানা থেকে বের হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের সামনে আসল এবং তাদেরকে ইশারায় হুকুম দিল, তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) কর।

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ⑫

১২. (অতঃপর যখন ইয়াহইয়া জন্মগ্রহণ করল এবং সে বড়ও হয়ে গেল, তখন আমি তাকে বললাম) হে ইয়াহইয়া! (আল্লাহর) কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর।[৮] আমি তাকে তার শৈশবেই জ্ঞানবত্তা দান করেছিলাম[৯]

وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا ⑬

১৩. এবং বিশেষভাবে আমার নিজের পক্ষ থেকে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতাও। আর সে ছিল বড়ই পরহেজগার।

وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ⑭

১৪. এবং নিজ পিতা-মাতার খেদমতগার। সে অহংকারী ও অবাধ্য ছিল না।

وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ

১৫. এবং (আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে) তার প্রতি সালাম যে দিন সে জন্মগ্রহণ

---

৬. অর্থাৎ, এমন কোন আলামত বলে দিন, যা দ্বারা আমি বুঝতে পারব গর্ভ সঞ্চার হয়ে গেছে।

৭. অর্থাৎ, যখন গর্ভ সঞ্চার হয়ে যাবে, তখন তিন দিনের জন্য তোমার বাকশক্তি কেড়ে নেওয়া হবে। অবশ্য আল্লাহ তাআলার তাসবীহ ও হামদ আদায় করতে পারবে।

৮. কিতাব দ্বারা তাওরাত-গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে। দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরার অর্থ হল নিজেও তার অনুসরণ করা অন্যকেও তার অনুসরণ করার জন্য উপদেশ দেওয়া।

[৯. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁকে শৈশবেই সমঝদারি, বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলেন, কিতাব ও শরীয়তী জ্ঞানের অধিকারী করেছিলেন এবং ইবাদত-বন্দেগীর রীতি-নীতি ও সেবামূলক কাজের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি দান করেছিলেন– অনুবাদক, তাফসীরে উসমানীর বরাতে]।

يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾

করেছে, যে দিন তার মৃত্যু হবে এবং যে দিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।

[১]

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾

১৬. এ কিতাবে মারইয়ামের বৃত্তান্তও বিবৃত কর। সেই সময়ের বৃত্তান্ত, যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব দিকের এক স্থানে চলে গেল।

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۚ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

১৭. তারপর সে তাদের ও নিজের মাঝখানে একটি পর্দা ফেলে দিল।[৯] এ সময় আমি তার কাছে আমার রূহ (অর্থাৎ একজন ফিরিশতা) পাঠালাম, যে তার সামনে এক পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।

قَالَتْ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾

১৮. মারইয়াম বলল, আমি তোমার থেকে দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি– যদি তুমি আল্লাহকে ভয় কর (তবে এখান থেকে সরে যাও)।

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِأَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

১৯. ফিরিশতা বলল, আমি তো তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত (ফিরিশতা আর আমি এসেছি) তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য।[১০]

قَالَتْ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾

২০. মারইয়াম বলল, আমার পুত্র হবে কেমন করে, যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি নই কোন ব্যভিচারিণী নারী?

---

৯. হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালাম পৃথক স্থানে গিয়ে পর্দা ফেলেছিলেন কেন এ সম্পর্কে মুফাসসিরদের বিভিন্ন মত আছে। কেউ বলেন, তিনি গোসল করতে চাচ্ছিলেন। কারও মতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইবাদত-বন্দেগীর জন্য নির্জনতা অবলম্বন করা। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) এ মতকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

১০. পবিত্র পুত্র বলতে এমন পুত্র বোঝানো হয়েছে, যে বংশ-পরিচয় ও স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকে পবিত্র হবে।

২১. ফিরিশতা বলল, এভাবেই হবে। তোমার রব বলেছেন, আমার পক্ষে এটা একটা মামুলি কাজ। আমি এটা করব এজন্য যে, তাকে মানুষের জন্য (আমার কুদরতের) এক নিদর্শন বানাব ও আমার নিকট হতে রহমতের প্রকাশ ঘটাব।[১১] এটা সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয়ে গেছে।

قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾

২২. অতঃপর এই ঘটল যে, মারইয়াম সেই শিশুকে গর্ভে ধারণ করল (এবং যখন জন্মের সময় কাছে এসে গেল) তখন সে তাকে নিয়ে দূরে এক নিভৃত স্থানে চলে গেল।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾

২৩. তারপর প্রসব-বেদনা তাকে একটি খেজুর গাছের কাছে নিয়ে গেল। সে বলতে লাগল, হায়! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং সম্পূর্ণ বিস্মৃত-বিলুপ্ত হয়ে যেতাম![১২]

فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾

---

১১. দুনিয়ায় মানুষের আগমনের সাধারণ নিয়ম এই যে, সে নর-নারীর মিলনের ফলে জন্ম নেয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালাম, হযরত হাওয়া ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে এ নিয়মের অধীনে সৃষ্টি করেননি। হযরত আদম আলাইহিস সালামের সৃজনে তা পুরুষ ও নারী কারোই কোন ভূমিকা ছিল না। হযরত হাওয়াকে যেহেতু তাঁরই পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়, সে হিসেবে তাঁর সৃজনে পুরুষের তো এক রকম ভূমিকা ছিল, কিন্তু নারীর কোন ভূমিকা ছিল না। আল্লাহ তাআলা চাইলেন মানব সৃষ্টির চতুর্থ এক পন্থার মাধ্যমে মানুষকে নিজ কুদরতের মহিমা দেখাবেন। সুতরাং তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে পিতার ভূমিকা ছাড়া কেবল মা হতে সৃষ্টি করলেন। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার এক উদ্দেশ্য তো ছিল মানুষকে নিজ কুদরতের প্রকাশ দেখিয়ে দেওয়া, দ্বিতীয় এটা স্পষ্ট করে দেওয়া যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম একজন নবীরূপে মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ আগমন করছেন।

১২. একজন সতী-সাধ্বী কুমারী নারী গর্ভবতী হয়ে পড়লে তাতে তার উদ্বেগ ও অস্থিরতা কী পরিমাণ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। যদিও সাধারণ অবস্থায় মৃত্যু কামনা করা নিষেধ, কিন্তু কোন দ্বীনী ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিলে এরূপ কামনা দূষনীয় নয়। খুব সম্ভব হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম প্রচণ্ড মানসিক চাপের কারণে সাময়িকভাবে ফিরিশতার দেওয়া সুসংবাদের প্রতি বে-খেয়াল হয়ে পড়েছিলেন এবং সেই অবকাশে হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে এ কথাটি বের হয়ে পড়ে।

فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝٢٤

২৪. তখন ফিরিশতা তার নিচে এক স্থান থেকে তাকে ডাক দিয়ে বলল, তুমি দুঃখ করো না, তোমার প্রতিপালক তোমার নিচে একটি উৎস সৃষ্টি করেছেন।

وَهُزِّيْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۝٢٥

২৫. এবং খেজুর গাছের ডালাকে নিজের দিকে নাড়া দাও, তা থেকে পাকা তাজা খেজুর তোমার উপর ঝরে পড়বে।

فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِيْٓ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ۝٢٦

২৬. তারপর খাও ও পান কর এবং চোখ জুড়াও,[১৩] মানুষের মধ্যে কাউকে আসতে দেখলে (ইশারায়) বলে দিও, আজ আমি দয়াময় আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি রোজা মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কোন মানুষের সাথে কথা বলব না।[১৪]

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ؕ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ

২৭. তারপর সে শিশুটি নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে আসল।[১৫] তারা বলে

---

১৩. হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম যেখানে গিয়েছিলেন, তা কিছুটা উঁচুতে অবস্থিত ছিল (সম্ভবত এ স্থানকেই বায়তুল লাহ্‌ম বা 'বেথেলহাম' বলে। এটা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মাইল কয়েক দূরে অবস্থিত)। এর নিচের সমতল থেকে ফেরেশতা তাকে লক্ষ্য করে সান্ত্বনামূলক কথা বলেছিল। ফিরিশতা তাকে বলেছিল, আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য এখানে পানাহারের কী উত্তম ব্যবস্থা করেছেন দেখুন। নিচে একটা উৎস প্রবহমান রয়েছে আর সামান্য চেষ্টাতেই আপনি পেতে পারেন পাকা তাজা খেজুর। গাছের ডালা ধরে ঈষৎ ঝাঁকুনি দিলেই তা আপনার উপর ঝরে পড়বে। এর ভেতর খাদ্যগুণ তো আছেই। সেই সঙ্গে আছে শক্তিরও উপাদান।

১৪. বিগত শরীয়তসমূহের কোন-কোনটিতে কথাবার্তা না বলে চুপচাপ থাকাও এক ধরনের রোযা ও ইবাদত ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে ইবাদতের এ পন্থা রহিত করে দেওয়া হয়েছে। এখন এরূপ রোযা রাখা জায়েয নয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামকে নির্দেশ করা হয়েছিল, তিনি যেন এরূপ রোযার মানত করেন। অতঃপর যদি কথা বলার প্রয়োজন পড়ে, তবে তা যেন ইশারা দ্বারা সেরে নেন এবং বুঝিয়ে দেন আমি রোযা রেখেছি। এতে করে মানুষের অহেতুক সওয়াল-জওয়াবের ঝামেলা থেকে বেঁচে যাবেন এবং কিছুটা হলেও স্বস্তিতে থাকতে পারবেন।

১৫. শিশুর জন্মের পর হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালাম পরিপূর্ণ নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, যেই আল্লাহ নিজের বিশেষ কুদরত দ্বারা এই শিশুটির জন্ম দিয়েছেন, তিনিই মানুষের কাছে

شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾

উঠল, মারইয়াম! তুমি তো বড় খতরনাক কাজ করেছ!

يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

২৮. ওহে হারূনের বোন![১৬] তোমার পিতাও কোন খারাপ লোক ছিল না এবং তোমার মাও ছিল না অসতী নারী।

فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ۗ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾

২৯. তখন মারইয়াম শিশুটির দিকে ইশারা করলেন। তারা বলল, আমরা এই দোলনার শিশুর সাথে কিভাবে কথা বলব?

قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ ۗ اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا ﴿٣٠﴾

৩০. অমনি শিশুটি বলে উঠল, আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন।[১৭]

وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

৩১. এবং আমি যেখানেই থাকি না কেন আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যত দিন জীবিত থাকি আমাকে নামায ও যাকাত আদায়ের হুকুম দিয়েছেন।[১৮]

পরিষ্কার করে দেবেন যে, তাঁর গায়ে কোন কলঙ্ক নেই। তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। কাজেই তিনি নিশ্চিত মনে নিজেই শিশুটিকে কোলে নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে চলে আসলেন।

১৬. 'হারূনের বোন' কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে। (ক) সম্ভবত হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালাম হযরত হারূন আলাইহিস সালামের বংশধর ছিলেন আর সে হিসেবেই তাকে 'হারূনের বোন' বলা হয়েছে, যেমন হযরত হুদ আলাইহিস সালামকে 'আদের ভাই' বলা হয়েছে। (খ) আবার এটাও সম্ভব যে, তাঁর কোন ভাইয়ের নাম ছিল হারূন, যিনি একজন বুযুর্গ লোক ছিলেন। এ কারণে হয়ত তিরস্কারকে তীব্রতর করার লক্ষ্যে তারা তাঁর নাম উল্লেখ করেছিল।

১৭. অর্থাৎ, বড় হলে আমাকে ইনজীল দেওয়া হবে এবং আমাকে নবী বানানো হবে। আর এ বিষয়টা এমনই নিশ্চিত, যেন ঘটে গেছে। এ কারণেই তিনি কথাটি অতীতবাচক ক্রিয়াপদে ব্যক্ত করেছেন। সবগুলো কথাই অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। তেজস্বী ও ওজনদারও বটে। দুধের শিশুর এ রকম ভাষণ ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি খোলা মুজিযা। এর মাধ্যমে তিনি হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামের চারিত্রিক নির্মলতা ও পবিত্রতা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

১৮. অর্থাৎ, আমি যত দিন দুনিয়ায় জীবিত থাকব আমার উপর নামায ও যাকাত ফরয থাকবে।

৩২. এবং আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত বানিয়েছেন। আমাকে অহংকারী ও রূঢ় বানাননি।

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝٣٢

৩৩. এবং (আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে) আমার প্রতি সালাম যে দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যে দিন আমার মৃত্যু হবে এবং যে দিন আমাকে পুনরায় জীবিত করে ওঠানো হবে।

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝٣٣

৩৪. এই হল মারইয়ামের পুত্র ঈসা। তার (প্রকৃত অবস্থা) সম্পর্কে এটাই সত্য কথা, যে সম্পর্কে তারা তর্ক-বিতর্ক করছে।[১৯]

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝٣٤

৩৫. এটা আল্লাহর শান নয় যে, তিনি কোন পুত্র গ্রহণ করবেন। তাঁর সত্তা পবিত্র। তিনি যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থির করেন, তখন কেবল বলেন, 'হয়ে যাও'। অমনি তা হয়ে যায়।

مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ سُبْحَانَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۝٣٥

৩৬. (হে নবী! মানুষকে) বলে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই সরল পথ।

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝٣٦

---

১৯. এই সম্পূর্ণ ঘটনাটি উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা। এ ঘটনার দ্বারা আপনা-আপনিই এ সিদ্ধান্ত বের হয়ে আসে যে, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাঁর সম্পর্কে যে বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং আপন-আপন অবস্থানে তারা যে চরম বাড়াবাড়ি করছে তা সর্বৈব ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। ইয়াহুদী সম্প্রদায় তাঁর সম্পর্কে যে অভিযোগ করছে তা যেমন মিথ্যাচার, তেমনি খ্রিস্ট সম্প্রদায় যা বলছে তাও সত্যের অপলাপ। তাদের এ বিশ্বাস বিলকুল ভ্রান্ত যে, তিনি আল্লাহ তাআলার পুত্র। আল্লাহ তাআলার কোন পুত্রের দরকার নেই। এটাই সত্য কথা যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও নবী।

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝٣٧

৩৭. তা সত্ত্বেও তাদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন মত সৃষ্টি করেছে। সুতরাং যে দিন তারা এক মহা দিবস প্রত্যক্ষ করবে, সে দিন যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস।

اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ ۙ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٣٨

৩৮. যে দিন তারা আমার কাছে আসবে সে দিন তারা কতইনা শুনবে এবং কতইনা দেখবে! কিন্তু জালেমগণ আজ স্পষ্ট গোমরাহীতে নিপতিত রয়েছে।

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ ۘ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٣٩

৩৯. (হে নবী!) তাদেরকে সেই আক্ষেপের দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যে দিন সকল বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাবে, অথচ মানুষ (এখন) গাফলতিতে পড়ে আছে এবং তারা ঈমান আনছে না।

اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ۝٤٠

৪০. নিশ্চিত জেন, পৃথিবী এবং এর উপর যারা আছে, সকলের ওয়ারিশ হব আমিই এবং আমারই কাছে তাদের সকলকে ফিরিয়ে আনা হবে।

[২]

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ؕ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۝٤١

৪১. এ কিতাবে ইবরাহীমের বৃত্তান্তও বিবৃত কর। নিশ্চয়ই সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ۝٤٢

৪২. স্মরণ কর, যখন সে নিজ পিতাকে বলেছিল, আব্বাজী! আপনি এমন জিনিসের ইবাদত কেন করেন, যা কিছু শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোন কাজও করতে পারে না?[২০]

يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ

৪৩. আব্বাজী! আমার নিকট এমন এক জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে

২০. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতা আযর ছিল পৌত্তলিক। সে কেবল মূর্তির পূজাই করত না; মূর্তি নির্মাণও করত।

فَاتَّبِعْنِيْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾

আসেনি। কাজেই আপনি আমার কথা শুনুন, আমি আপনাকে সরল পথ বাতলে দেব।

يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾

৪৪. আব্বাজী! শয়তানের ইবাদত করবেন না।[২১] নিশ্চিত জানুন শয়তান দয়াময় আল্লাহর অবাধ্য।

يٰٓاَبَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

৪৫. আব্বাজী! আমার আশঙ্কা দয়াময়ের পক্ষ হতে কোন শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে। ফলে আপনি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবেন।[২২]

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾

৪৬. তার পিতা বলল, ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ? মনে রেখ, তুমি যদি এর থেকে নিবৃত্ত না হও, তবে আমি অবশ্যই তোমার উপর পাথর নিক্ষেপ করব। আর এখন তুমি চিরদিনের জন্য আমার থেকে দূর হয়ে যাও।

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ﴿٤٧﴾

৪৭. ইবরাহীম বলল, আমি আপনাকে (বিদায়ী) সালাম জানাচ্ছি।[২৩] আমি আমার প্রতিপালকের কাছে আপনার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করব।[২৪] নিঃসন্দেহে তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

---

২১. মূর্তিপূজার ধারণাটি মূলত শয়তানের উদ্ভাবিত। কাজেই মূর্তিপূজা প্রকারান্তরে শয়তানেরই পূজা। মানুষ যেন শয়তানকে আনুগত্যের উপযুক্ত মনে করে তারই ইবাদত করছে।

২২. শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাওয়ার অর্থ, শয়তানের যে পরিণাম হবে অর্থাৎ, জাহান্নাম বাস, সেই পরিণাম আপনাকেও ভোগ করতে হবে।

২৩. সাধারণ অবস্থায় কাফেরদেরকে নিজের থেকে সালাম দেওয়া জায়েয নয়, কিন্তু যদি এমন কোন বিশেষ পরিস্থিতি দেখা দেয়, যখন সালাম দেওয়ার ভেতর দ্বীনী স্বার্থ হাসিলের আশা থাকে, তবে 'আল্লাহ তাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে রাখুন'– এই নিয়তে কাফেরকে সালাম দেওয়ার অবকাশ আছে।

২৪. সূরা তাওবায় (৯ : ১১৪) আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এই প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস

৪৮. আমি আপনাদের থেকেও পৃথক হয়ে যাচ্ছি এবং আপনারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করেন তাদের থেকেও। আমি আমার প্রতিপালককে ডাকতে থাকব। আমি পরিপূর্ণ আশাবাদী যে, আমি আমার প্রতিপালককে ডেকে ব্যর্থকাম হব না।

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَأَدْعُوا
رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾

৪৯. সুতরাং যখন সে তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে (অর্থাৎ যেই প্রতিমাদেরকে) ডাকত তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল, তখন আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব (-এর মত সন্তান) দান করলাম এবং তাদের প্রত্যেককে নবী বানালাম।

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ
وَهَبْنَا لَهُ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾

৫০. এবং তাদেরকে দান করলাম আমার রহমত আর তাদের দিলাম সমুচ্চ সুখ্যাতি।[২৫]

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ
صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

[৩]

৫১. এ কিতাবে মূসার বৃত্তান্তও বিবৃত কর। নিশ্চয়ই সে ছিল আল্লাহর মনোনীত বান্দা এবং (তাঁর) রাসূল ও নবী।[২৬]

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوسٰىٓ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا
وَّكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾

৫২. আমি তাকে তূর পাহাড়ের ডান দিক থেকে ডাক দিলাম এবং তাকে আমার অন্তরঙ্গরূপে নৈকট্য দান করলাম।

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ
وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾

৫৩. আর আমি তার ভাই হারূনকে নবী বানিয়ে নিজ রহমতে তাকে (একজন সাহায্যকারী) দান করলাম।

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هٰرُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾

সালাম পিতার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করার এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই সময়, যখন 'পিতার ভাগ্যেই ঈমান নেই'-একথা তার জানা ছিল না। পরবর্তীতে যখন এটা তিনি জানতে পারলেন, তখন এরূপ দু'আ করা থেকে নিবৃত্ত হলেন।

২৫. সুতরাং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে কেবল মুসলিমগণই নয়, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরাও নিজেদের আদর্শ মনে করে।

২৬. হযরত মূসা ও হযরত হারূন আলাইহিমাস সালামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সামনের সূরায় আসছে।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾

৫৪. এবং এ কিতাবে ইসমাঈলের বৃত্তান্তও বিবৃত কর। নিশ্চয়ই সে ছিল প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে সত্যবাদী এবং রাসূল ও নবী।[২৭]

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۪ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

৫৫. সে নিজ পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাত আদায়ের হুকুম করত এবং সে ছিল নিজ প্রতিপালকের সন্তোষভাজন।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾

৫৬. এ কিতাবে ইদরীসের বৃত্তান্তও বিবৃত কর। নিশ্চয়ই সে ছিল একজন সত্যনিষ্ঠ নবী!

وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

৫৭. আমি তাকে এক উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম।[২৮]

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ

৫৮. আদমের বংশধরদের মধ্যে এরাই সেই সকল নবী, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ

---

২৭. পূর্বে ৪৯ নং আয়াতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আওলাদের মধ্যে পুত্র ইসহাক আলাইহিস সালাম ও পৌত্র ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নাম তো উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের নাম উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ খুব সম্ভব এই যে, তাঁর বিশেষ গুরুত্বের কারণে স্বতন্ত্রভাবে তাঁর বৃত্তান্ত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল, যা এ আয়াতে করা হয়েছে।

এমনিতে প্রত্যেক নবীই ওয়াদা রক্ষায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকেন। তা সত্ত্বেও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে বিশেষভাবে এ বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে এ সম্পর্কিত তাঁর এক অসাধারণ ঘটনার কারণে। যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাঁকে যবেহ করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি পিতার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন, যবেহকালে তিনি পরিপূর্ণ ধৈর্য ধারণ করবেন (সূরা সাফফাতে সে ঘটনা বিস্তারিত আসবে)। পিতা যখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মত তাকে যবেহ করতে উদ্যত হন এবং তিনি সাক্ষাত মৃত্যুর সম্মুখীন হন, তখনও নিজ ওয়াদার কথা ভোলেননি; বরং ধৈর্য-স্থৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। মুফাসসিরগণ তাঁর ওয়াদা রক্ষার এ ছাড়া আরও কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

২৮. 'উচ্চ মর্যাদা' দ্বারা নবুওয়াত ও রিসালাত এবং তাকওয়া ও পরহেজগারী বোঝানো হয়েছে। মানুষের পক্ষে এটাই সর্বোচ্চ মর্যাদা। হযরত ইদরীস আলাইহিস সালামের যামানায় আল্লাহ তাআলা তাঁকেই এ মর্যাদা দান করেছিলেন। বাইবেলে তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নিয়েছিলেন। কোন-কোন তাফসীর গ্রন্থেও এ রকমের কিছু রিওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতের ইশারা সে ঘটনার দিকেই। কিন্তু সনদের বিচারে সেসব রিওয়ায়াত নিতান্তই দুর্বল, যার উপর মোটেই নির্ভর করা যায় না।

ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ؕ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ۩ ﴿۵۸﴾

করেছেন। এদের কতিপয় সেই সব লোকের বংশধর, যাদেরকে আমি নূহের সাথে (নৌকায়) আরোহন করিয়েছিলাম এবং কতিপয় ইবরাহীম ও ইসরাঈল (অর্থাৎ হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম)-এর বংশধর। আমি যাদেরকে হিদায়াত দিয়েছিলাম ও (আমার দ্বীনের জন্য) মনোনীত করেছিলাম, এরা তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সামনে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হত, তখন তারা কাঁদকে কাঁদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত।[২৯]

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿۵۹﴾

৫৯. তারপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল এমন লোক, যারা নামায নষ্ট করল এবং ইন্দ্রিয়-চাহিদার অনুগামী হল। সুতরাং তারা অচিরেই তাদের পথভ্রষ্টতার সম্মুখীন হবে।[৩০]

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ﴿۶۰﴾

৬০. অবশ্য যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।

جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨالَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ﴿۶۱﴾

৬১. (তারা প্রবেশ করবে) এমন স্থায়ী উদ্যানরাজিতে, দয়াময় আল্লাহ নিজ বান্দাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের অলক্ষ্যে। নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিশ্রুতি এমন যে, তারা সে পর্যন্ত অবশ্যই পৌঁছবে।

---

২৯. এটা সিজদার আয়াত। যে ব্যক্তি আরবীতে এ আয়াত পড়বে বা শুনবে তার উপর সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

৩০. 'পথভ্রষ্টতার সম্মুখীন হওয়া'-এর অর্থ পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হওয়ার পরিণামে তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে শাস্তির সম্মুখীন হবে।

لَا يَسۡمَعُوۡنَ فِيۡهَا لَغۡوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَلَهُمۡ رِزۡقُهُمۡ فِيۡهَا بُكۡرَةً وَّعَشِيًّا ﴿۶۲﴾

৬২. তারা সেখানে শান্তিমূলক কথা ছাড়া কোন বেহুদা কথা শুনবে না এবং তারা সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় জীবিকা লাভ করবে।

تِلۡكَ الۡجَنَّةُ الَّتِیۡ نُوۡرِثُ مِنۡ عِبَادِنَا مَنۡ كَانَ تَقِيًّا ﴿۶۳﴾

৬৩. এটাই সেই জান্নাত যার ওয়ারিশ বানাব আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মুত্তাকী তাদেরকে।

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمۡرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَيۡنَ اَيۡدِيۡنَا وَمَا خَلۡفَنَا وَمَا بَيۡنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿۶۴﴾

৬৪. (এবং ফেরেশতাগণ তোমাকে বলে,) আমরা আপনার প্রতিপালকের হুকুম ছাড়া অবতরণ করি না।[৩১] যা-কিছু আমাদের সামনে, যা-কিছু আমাদের পিছনে এবং যা-কিছু এ দু'য়ের মাঝখানে আছে, তা সব তাঁরই মালিকানাধীন। তোমার প্রতিপালক ভুলে যাওয়ার নন।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا فَاعۡبُدۡهُ وَاصۡطَبِرۡ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ﴿۶۵﴾

৬৫. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক এবং এ দু'য়ের মাঝখানে যা আছে তারও। সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর ইবাদতে অবিচলিত থাক। তোমার জানা মতে তাঁর সমগুণসম্পন্ন কেউ আছে কি?

---

৩১. বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একবার হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতে বেশ বিলম্ব করছিলেন। তখন কতিপয় কাফের এই বলে উপহাস করছিল যে, তার আল্লাহ তাকে পরিত্যাগ করেছে (নাউযুবিল্লাহ)। অবশেষে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখন আসলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, আপনি আমার কাছে আরও ঘন ঘন আসেন না কেন? সেই প্রেক্ষাপটেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের উত্তর বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের অবতরণ সর্বদা আল্লাহ তাআলার আদেশক্রমেই হয়ে থাকে। বিশ্বজগতের পক্ষে কখন কোনটা কল্যাণকর একমাত্র তিনিই তা ভালো জানেন, যেহেতু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের অন্তর্গত সবকিছুর মালিক তিনিই। আমার আগমন কখনও দেরীতে হলে তার পেছনেও আল্লাহ তাআলার কোন হেকমত নিহিত থাকে, যা কেবল তিনিই জানেন। আমার আগমন বিলম্বিত হওয়ার কারণ এ নয় যে, তিনি ওহী নাযিল করার বিষয়টা ভুলে গেছেন (নাউযুবিল্লাহ)।

[৪]

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾

৬৬. আর মানুষ (অর্থাৎ কাফেরগণ) বলে, আমার যখন মৃত্যু হয়ে যাবে, তখন বাস্তবিকই কি আমাকে আবার জীবিতরূপে উঠানো হবে?

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٦٧﴾

৬৭. মানুষের কি স্মরণ পড়ে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি, যখন সে কিছুই ছিল না?[৩২]

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

৬৮. সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের। আমি তাদেরকে তাদের শয়তানদেরসহ অবশ্যই সমবেত করব[৩৩] তারপর তাদেরকে জাহান্নামের আশেপাশে এভাবে উপস্থিত করব যে, তারা সকলে নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে।

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾

৬৯. তারপর তাদের প্রত্যেক দলের মধ্যে যারা দয়াময় আল্লাহর অবাধ্যতায় প্রচণ্ডতম, তাদেরকে টেনে বের করব।

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾

৭০. আর সেই সকল লোক সম্পর্কে আমিই ভালো জানি, যারা জাহান্নামে পৌঁছার বেশি উপযুক্ত।

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٧١﴾

৭১. তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তা (অর্থাৎ জাহান্নাম) অতিক্রম করবে না।[৩৪] আল্লাহ চূড়ান্তরূপে এ বিষয়ের জিম্মা গ্রহণ করেছেন।

---

৩২. অর্থাৎ, এই মানুষের তো এক সময় অস্তিত্ব মাত্র ছিল না। আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতে তাকে সৃষ্টি করেছেন। অস্তিত্ব প্রাপ্তির পর সে যখন মারা যায়, তার দেহের কিছু না কিছু যেভাবেই হোক অবশিষ্ট থাকে। এ অবস্থায় তাকে পুনরায় জীবিত করে তোলা কি করে কঠিন হতে পারে, যখন আল্লাহ তাআলা ইতঃপূর্বে তাকে বিলকুল নাস্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন?

৩৩. অর্থাৎ, সেই সকল শয়তানকে, যারা তাদেরকে বিপথগামী করার তৎপরতায় লিপ্ত ছিল। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পথভ্রষ্ট ব্যক্তির সাথে সেই শয়তানকেও উপস্থিত করা হবে, যে তাকে গোমরাহ করেছিল (তাফসীরে উসমানী)।

৩৪. এর দ্বারা পুলসিরাত বোঝানো হয়েছে, যা জাহান্নামের উপর স্থাপিত। মুসলিম-কাফির ও পুণ্যবান-পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে সকলকেই তা পার হতে হবে। হ্যাঁ, পার হতে গিয়ে কার অবস্থা

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

৭২. অতঃপর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদেরকে আমি নিষ্কৃতি দেব আর যারা জালেম, তাদেরকে তাতে (জাহান্নামে) নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا ۙ اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾

৭৩. তাদের সামনে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন কাফেরগণ মুমিনদেরকে বলে, বল, আমাদের এ দুই দলের মধ্যে কোন দল মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর এবং কোন দলের মজলিস বেশি ভালো?

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ﴿٧٤﴾

৭৪. (তারা কি দেখে না) তাদের আগে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, যারা নিজেদের আসবাব-উপকরণ ও বাহ্য আড়ম্বরে তাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল।

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ ؕ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾

৭৫. বলে দাও, যারা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে, তাদের জন্য এটাই সমীচীন যে, দয়াময় আল্লাহ তাদেরকে প্রচুর ঢিল দিতে থাকবেন। পরিশেষে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে তা যখন নিজেরা দেখে নেবে, তা শাস্তি হোক বা কিয়ামত, তখন তারা জানতে পারবে

কেমন হবে তা পরবর্তী আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মুমিন ও নেককার লোক তো এমনভাবে পার হবে যে, জাহান্নামের কোন কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে না। তারা নিরাপদে তা পার হয়ে জান্নাতে চলে যাবে। পক্ষান্তরে যারা কাফের ও পাপী, তারা তা পার হতে পারবে না। তারা জাহান্নামে পতিত হবে। অতঃপর যাদের অন্তরে ঈমান থাকবে, শাস্তি ভোগের পর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। কিন্তু যাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমান থাকবে না তারা মুক্তি পাবে না। চিরকাল তাদেরকে জাহান্নামেই থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা তা থেকে পানাহ চাই। পুণ্যবানদেরকে জাহান্নাম পার হতে হবে কেন? এটা এজন্য যে, জাহান্নামের বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখার পর যখন জান্নাতে যাবে, তখন জান্নাতের মর্যাদা তারা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবে।

নিকৃষ্ট মর্যাদা কার এবং কার বাহিনী বেশি দুর্বল।

৭৬. আর যারা সরল পথ অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াতের ক্ষেত্রে অধিকতর উৎকর্ষ দান করেন এবং যে সৎকর্ম স্থায়ী, আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান হবে উৎকৃষ্ট এবং তার (সামগ্রিক) পরিণামও শ্রেষ্ঠতর।

وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ۭ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝

৭৭. তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ, যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে (আখেরাতেও) আমাকে অবশ্যই সম্পদ ও সন্তান দেওয়া হবে।[৩৫]

اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ۝

৭৮. তবে কি সে অদৃশ্য জগতে উঁকি মেরে দেখেছে, না কি সে দয়াময় আল্লাহর থেকে কোন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে?

اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝

৭৯. কখনও নয়। সে যা কিছু বলছে আমি তাও লিখে রাখব এবং তার শাস্তি আরও বৃদ্ধি করে দেব।

كَلَّا ۭ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝

৮০. এবং সে যার কথা বলছে, তার (অর্থাৎ সেই ধন ও জনের) ওয়ারিশ আমিই হব। আর সে একাকীই আমার কাছে আসবে।

وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا ۝

---

৩৫. সহীহ বুখারীতে হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত্ত (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি মক্কা মুকাররমায় লৌহকর্মের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করতাম। সেই সুবাদে মক্কা মুকাররমার এক কাফের সর্দারের কাছে আমার কিছু পাওনা সাব্যস্ত হয়েছিল। সর্দারের নাম ছিল আস ইবনে ওয়াইল। আমি তার কাছে পাওনা চাইতে গেলে সে বলল, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ তোমার টাকা দেব না। আমি বললাম, তুমি যদি মর, তারপর আবার জীবিত হও, তবুও আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করতে পারব না। আস ইবনে ওয়াইল এ কথার জবাবে বলল, ঠিক আছে, মৃত্যুর পর যদি আমি জীবিত হই, তবে সেখানেও আমার প্রচুর অর্থ-সম্পদ ও সন্তানাদি থাকবে। কাজেই তখনই আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

৮১. তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাবুদ গ্রহণ করেছে এজন্য, যাতে তারা তাদের সহায়তা করতে পারে।[৩৬]

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ﴿۸۱﴾

৮২. এসব তাদের ভ্রান্ত ধারণা। তারা তো তাদের ইবাদতকেই অস্বীকার করবে এবং উল্টো তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।

كَلَّا ؕ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿۸۲﴾

[৫]

৮৩. (হে নবী!) তুমি কি জ্ঞাত নও আমি কাফেরদের প্রতি শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি, যারা তাদেরকে অবিরত প্ররোচনা দেয়?

اَلَمْ تَرَ اَنَّاۤ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ﴿۸۳﴾

৮৪. সুতরাং তুমি তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। আমি তো তাদের জন্য দিনক্ষণ গুণছি।

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿۸۴﴾

৮৫. (সেই দিনকে ভুলো না) যে দিন আমি মুত্তাকীগণকে অতিথিরূপে দয়াময় (আল্লাহ)-এর কাছে একত্র করব।

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿۸۵﴾

৮৬. আর অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত জন্তুর মত হাঁকিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব।

وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿۸۶﴾

---

৩৬. মুশরিকরা বলত, আমরা লাত, উয্যা প্রভৃতি প্রতিমা ও অন্যান্য উপাস্যদের ইবাদত তো এজন্য করি যে, তারা আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে (সূরা ইউনুস ১৮ ঃ ১০)। এ আয়াতে তাদের সেই বিশ্বাসের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। উত্তরে বলা হচ্ছে, তারা যে দেব-দেবীর উপর ভরসা করে বসে আছে, কিয়ামতের দিন তারা এ কথা স্বীকারই করবে না যে, তাদের ইবাদত করা হত। তারা সুপারিশ করবে তো দূরের কথা, বরং সে দিন তারা এ পূজারীদের বিরোধী হয়ে যাবে। সূরা নাহলেও (১৬ ঃ ৮৬) এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সেখানে আরয করা হয়েছিল, খুব সম্ভব আল্লাহ তাআলা তাদের উপাস্যদেরকে বাকশক্তি দান করবেন। ফলে তারা দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দেবে যে, তারা মিথ্যাবাদী। কেননা দুনিয়ায় নিষ্প্রাণ হওয়ার কারণে তাদের খবরই ছিল না যে, তাদের ইবাদত করা হচ্ছে। এমনও হতে পারে যে, তারা তাদের ভাব-ভঙ্গি দ্বারা একথা বোঝাবে। আর শয়তান তো বাস্তবিক অর্থেই এরূপ কথা বলে তাদের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করবে।

لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝٨٧

৮৭. মানুষ কারও জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখবে না, তারা ছাড়া, যারা দয়াময় (আল্লাহ)-এর নিকট থেকে অনুমতি লাভ করেছে।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۝٨٨

৮৮. তারা বলে, দয়াময়ের পুত্র আছে।

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا اِدًّا ۝٨٩

৮৯. তোমরা (যারা এরূপ কথা বলছ, তারা) প্রকৃতপক্ষে অতি গুরুতর কথার অবতারণা করেছ।

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝٩٠

৯০. অসম্ভব নয় এর কারণে আকাশ ফেটে যাবে, ভূমি বিদীর্ণ হবে এবং পাহাড় ভেঙ্গে-চুরে পড়বে।

اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۝٩١

৯১. যেহেতু তারা দয়াময়ের সন্তান আছে বলে দাবী করে।

وَمَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۝٩٢

৯২. অথচ এটা দয়াময়ের শান নয় যে, তার সন্তান থাকবে।

اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۝٩٣

৯৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের দরবারে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না।

لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝٩٤

৯৪. নিশ্চিত জেন, তিনি সকলকে বেষ্টন করে রেখেছেন এবং তাদেরকে ভালোভাবে গুণে রেখেছেন।

وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۝٩٥

৯৫. কিয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেকে তার কাছে একাকী উপস্থিত হবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ۝٩٦

৯৬. (তবে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে নিশ্চয়ই দয়াময় (আল্লাহ) তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালোবাসা।[৩৭]

---

৩৭. এখন তো মুসলিমগণ কঠিন সময় অতিক্রম করছে, কাফেরগণ সর্বক্ষণ তাদের শত্রুতা করে যাচ্ছে। কিন্তু সে দিন দূরে নয় যে দিন মানব সাধারণের অন্তরে তাদের প্রতি গভীর মহব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যাবে।

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾

৯৭. সুতরাং (হে নবী!) আমি এ কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি এর মাধ্যমে মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দাও এবং এর মাধ্যমেই সেই সব লোককে সতর্ক কর, যারা জেদের বশবর্তীতে বিতণ্ডায় লেগে থাকে।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ؕ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

৯৮. তাদের আগে আমি কত মানব-গোষ্ঠীকেই ধ্বংস করেছি। তুমি কি হাতড়িয়েও তাদের কারও সন্ধান পাও কিংবা তুমি কি তাদের কোন সাড়া-শব্দ শুনতে পাও?

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ২ রা যূ-কা'দা ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২৩ নভেম্বর ২০০৬ খৃ., জুমুআর রাতে সূরা মারইয়ামের তরজমা ও টীকার কাজ সমাপ্ত হল। স্থান বাহরাইন। (অনুবাদ শেষ হল আজ বৃহস্পতিবার ১২ই জুমাদাস্ সানিয়া ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৭ মে ২০১০ খৃ.)। আল্লাহ তাআলা এই ক্ষুদ্র খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অন্যান্য সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন।

সূরা তোয়াহা পরিচিতি

এ সূরাটি মক্কী জীবনের একদম শুরুর দিকে নাযিল হয়েছে। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত, হযরত উমর (রাযি.) এ সূরাটি শুনেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বোন হযরত ফাতিমা ও ভগ্নিপতি হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাযি.) তাঁর আগেই গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যা তাঁর জানা ছিল না। একদিন তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বের হলেন। পথে নুআয়ম ইবনে আবদুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির সাথে দেখা হল। নুআয়ম তার অভিপ্রায় জানতে পেরে বলল, আগে তো নিজ ঘরের খবর নাও। তোমার বোন ও ভগ্নিপতিও তো ইসলাম গ্রহণ করেছে।

এ খবর শুনে হযরত উমর (রাযি.)-এর রাগের সীমা থাকল না। তিনি বোন-ভগ্নিপতির খবর নিতে চললেন। তখন তারা সূরা তোয়াহা পড়ছিলেন। হযরত উমর (রাযি.)কে আসতে দেখে তারা সূরা তোয়াহা লেখা খণ্ডটি লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু তিনি তো পড়ার আওয়াজ শুনে ফেলেছিলেন। তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি তোমরা মুসলিম হয়ে গেছ। একথা বলেই তিনি বোন-ভগ্নিপতি উভয়কেই মারতে শুরু করলেন। তারা বললেন, তুমি আমাদেরকে যতই পীড়ন কর না কেন, আমরা যে ইসলাম গ্রহণ করেছি তা ত্যাগ করবার নই। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে কালাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে এতক্ষণ আমরা তাই পড়ছিলাম। হযরত উমর (রাযি.) বললেন, ঠিক আছে আমাকেও তা দেখাও। কেমন সে কালাম দেখি। বোন তাকে গোসল করতে বললেন। তারপর তার হাতে তা দিলেন।

হযরত উমর (রাযি.) সূরা তোয়াহা পড়ছিলেন আর এর অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর হৃদয়-মনকে আলোড়িত করছিল। এর আলোকচ্ছটা তাঁর অন্তর্লোককে উদ্ভাসিত করছিল। পড়া যখন শেষ হল তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্ময়াভিভূত। তাঁর আর বুঝতে বাকি থাকল না এটা আল্লাহর কালাম; কোন মানুষের কথা নয়। সুতরাং তার হৃদয় জগতে ওলট-পালট শুরু হয়ে গেল। হযরত খাব্বাব (রাযি.)ও তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ! আবু জাহল ও উমর ইবনুল খাত্তাব এ দু'জনের যে-কোন একজনকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দাও এবং তার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী কর। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই দু'আরই ফল যে, হযরত উমর সেই মুহূর্তে ছুটে চললেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

এ সূরা যখন নাযিল হয় তখন মুসলিমগণ জুলুম-নির্যাতনের একটা কঠিন সময় অতিক্রম করছিলেন। মক্কার কাফেরগণ তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তাই এ সূরার মূল লক্ষ্য ছিল তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া। এতে জানানো হয়েছে যে, সত্যের পতাকাবাহীদেরকে সব যুগেই এ রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সত্যের পথে তাদেরকে অসহনীয় জুলুম-নির্যাতনের মুকাবেলা করতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছে তারাই। এ প্রসঙ্গেই মুসলিমদের সামনে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর ঘটনার সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত বিবরণ এ সূরাতেই পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়। (ক) মুমিনদেরকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং (খ) শেষ পর্যন্ত তারাই সফলকাম ও জয়যুক্ত হয়। এ সূরা দ্বারা আরও প্রমাণ করা উদ্দেশ্য, সমস্ত নবী-রাসূলের বুনিয়াদী দাওয়াত একটাই। আর তা হল মানুষ যেন এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে।

২০ – সূরা তোয়াহা – ৪৫

سُوْرَةُ طٰهٰ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ১৩৫; রুকূ ৮

اٰيَاتُهَا ١٣٥ رُكُوْعَاتُهَا ٨

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. তোয়া-হা।[১]

طٰهٰ ①

২. আমি তোমার প্রতি কুরআন এজন্য নাযিল করিনি যে, তুমি কষ্ট ভোগ করবে।[২]

مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰۤى ②

৩. বরং এটা সেই ব্যক্তির জন্য নসীহত, যে ভয় করে[৩]–

اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ③

৪. এটা সেই সত্তার পক্ষ হতে অল্প-অল্প করে নাযিল করা হচ্ছে, যিনি পৃথিবী ও সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন।

تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ④

৫. তিনি অতি দয়াময়, আরশে 'ইসতিওয়া' গ্রহণ করে আছেন।[৪]

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ⑤

---

১. কোন কোন মুফাসসিরের মতে 'তোয়াহা' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি নাম। কেউ বলেন, বিভিন্ন সূরার শুরুতে যে 'আল-হুরূফুল মুকাত্তাআত' আছে, طه -ও সেই রকমেরই 'আল-হুরূফুল মুকাত্তাআত'। এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না।

২. এর দু'টো ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) কাফেরদের পক্ষ হতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে জুলুম ও নির্যাতন করা হত, সেই কষ্টের কথা বলা হয়েছে। এ হিসাবে আয়াতের মর্ম হল, এসব কষ্ট বেশি দিন থাকবে না। অচিরেই আল্লাহ তাআলা এ পরিস্থিতির অবসান ঘটাবেন এবং আপনাকে বিজয় দান করবেন। (দুই) কোন কোন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিকে সারা রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী করতেন। এমনকি তাতে তাঁর মুবারক পা ফুলে যেত। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলছেন, আপনার এত কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে তিনি রাতের প্রথম অংশে ঘুমাতেন এবং শেষ অংশে ইবাদত করতেন।

৩. যার এই ভয় ও চিন্তা আছে যে, আমার কাজ-কর্ম সঠিক হচ্ছে কি না, তার জন্যই এ উপদেশ ফলপ্রসূ হবে। কিংবা বলা যায়, যার অন্তরে সত্য জানার আগ্রহ আছে, জেদের বশবর্তীতে স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করে না এবং নিজ পরিণাম সম্পর্কে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকে না, তার মত লোকই এ উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয়।

৪. এর ব্যাখ্যা পূর্বে সূরা আরাফ (৭ ঃ ৫৪)-এর টীকায় চলে গেছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا وَ مَا تَحْتَ الثَّرٰی ﴿۶﴾

৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে এবং যা-কিছু আছে এ দুয়ের মাঝখানে, সব তাঁরই মালিকানাধীন। আর যা-কিছু ভূ-গর্ভে আছে তাও।

وَ اِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ اَخْفٰی ﴿۷﴾

৭. তোমরা যদি কোন কথা উচ্চস্বরে বল (বা নিম্নস্বরে), তবে তিনি তো নিম্নস্বরে বলা কথা, বরং গুপ্ততম বিষয়াবলীও জানেন।[৫]

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی ﴿۸﴾

৮. তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই।

وَ هَلْ اَتٰىكَ حَدِیْثُ مُوْسٰی ﴿۹﴾

৯. (হে নবী!) মূসার বৃত্তান্ত কি তোমার কাছে পৌঁছেছে?

اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّیْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّیْۤ اٰتِیْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَی النَّارِ هُدًی ﴿۱۰﴾

১০. এটা সেই সময়ের কথা, যখন সে এক আগুন দেখতে পেয়ে তার পরিবারবর্গকে বলেছিল, তোমরা এখানে থাক। আমি এক আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু জ্বলন্ত অংগার নিয়ে আসতে পারব কিংবা সে আগুনের কাছে আমি পথের কোন দিশা পেয়ে যাব।[৬]

---

৫. 'গুপ্ততম বিষয়' বলতে মানুষ যা মুখে উচ্চারণ করে না, মনে মনে কল্পনা করে মাত্র, তাই বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মনের সেই অব্যক্ত কথা সম্পর্কেও পরিপূর্ণ অবগত।

৬. এ আয়াতে ঘটনাটি খুব সংক্ষেপে এসেছে। এটা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, সূরা কাসাসে। সেখানে আছে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম মাদয়ানে দীর্ঘকাল অবস্থান করার পর এক সময় আবার মিসরের উদ্দেশ্যে ওয়াপস রওয়ানা হলেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও ছিল। সিনাই মরুভূমিতে পৌছলে তিনি পথ হারিয়ে ফেললেন। খুব শীতও লাগছিল। কোথায় কিভাবে পথের সন্ধান পাওয়া যায় এবং শীত নিবারণেরই বা কী উপায় হতে পারে এজন্য তিনি বড় পেরেশান ছিলেন। এ সময় হঠাৎ দূরে আগুনমত একটা কিছু তাঁর চোখে পড়ল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল এক নূর, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাঁকে দেখানো হচ্ছিল। তখন তিনি স্ত্রীকে সেখানে থাকতে বললেন এবং নিজে আগুনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ﴿١١﴾

১১. যখন সে আগুনের কাছে পৌঁছল, ডাক দেওয়া হল হে মূসা!

اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾

১২. নিশ্চিতভাবে জেনে নাও, আমিই তোমার প্রতিপালক।[৭] সুতরাং তোমার জুতা খুলে ফেল। কেননা তুমি এখন পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছো।[৮]

وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ﴿١٣﴾

১৩. আমি তোমাকে (নবুওয়াতের জন্য) মনোনীত করেছি। সুতরাং ওহীর মাধ্যমে তোমাকে যে কথা বলা হচ্ছে মনোযোগ দিয়ে শোন।

اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ﴿١٤﴾

১৪. নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।

اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰى ﴿١٥﴾

১৫. নিশ্চিত জেন, কিয়ামত অবশ্যই আসবে। আমি তা (অর্থাৎ তার সময়) গোপন রাখতে চাই। যাতে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিফল লাভ করে।

---

৭. প্রশ্ন হতে পারে, এ ডাক যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসছিল, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সে ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন কি করে? এর উত্তর হল, আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে এই প্রতীতি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তাআলারই সাথে তাঁর বাক্যালাপ হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা পরিপার্শ্বিক অবস্থাকেও এই প্রত্যয় সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক করে দিয়েছিলেন। কোন কোন রিওয়ায়াত দ্বারা প্রকাশ, তিনি যখন সেই আগুনের কাছে গেলেন, এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে পেলেন, তিনি দেখলেন সে আগুন একটা গাছে শিখাপাত করছে, অথচ কোন একটি পাতা পুড়ছে না। তিনি অপেক্ষা করছিলেন হয়ত কোন স্ফুলিঙ্গ উড়ে তার কাছে আসবে। কিন্তু তাও আসল না। শেষে তিনি কিছু ঘাস-পাতা তুলে নিয়ে তা আগুনের দিকে এগিয়ে দিলেন, যাতে আগুন ধরে। কিন্তু তাতে আগুন ধরল না; বরং আগুন পিছনে সরে গেল। আর তখনই ডাক শোনা গেল 'হে মূসা...!' সে আওয়াজ বিশেষ কোন দিক থেকে নয়; বরং চতুর্দিক থেকে অনুভূত হচ্ছিল এবং মূসা আলাইহিস সালামও কেবল কান দ্বারা নয়; বরং সর্বাঙ্গ দ্বারা তা শুনতে পাচ্ছিলেন।

৮. 'তুওয়া' তূর পাহাড় সংলগ্ন উপত্যকার নাম। আল্লাহ তাআলা যে সকল স্থানকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন 'তুওয়া' উপত্যকাও তার একটি। এর বিশেষ মর্যাদার কারণেই হযরত মূসা

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ
هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٦﴾

১৬. সুতরাং কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে– এমন কোন ব্যক্তি যেন তোমাকে তা হতে গাফেল করতে না পারে। অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٧﴾

১৭. হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কী?

قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى
غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ﴿١٨﴾

১৮. মূসা বলল, এটা আমার লাঠি। আমি এতে ভর করি, এর দ্বারা আমার মেষপালের জন্য (গাছ থেকে) পাতা ঝাড়ি এবং এর দ্বারা আমার অন্যান্য প্রয়োজনও সমাধা হয়।

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿١٩﴾

১৯. তিনি বললেন, হে মূসা! ওটা নিচে ফেলে দাও।

فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢٠﴾

২০. মূসা সেটি ফেলে দিল। অমনি সেটা ধাবমান সাপ হয়ে গেল।

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ٚ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ﴿٢١﴾

২১. আল্লাহ বললেন, ওটা ধর। ভয় করো না। আমি এখনই ওটা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিচ্ছি।

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ
غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ﴿٢٢﴾

২২. আর তোমার হাত নিজ বগলে রাখ। তা কোনরূপ রোগ ছাড়া শুভ্র উজ্জ্বল হয়ে বের হবে।[৯] এটা হবে (তোমার নবুওয়াতের) আরেক নিদর্শন।

لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿٢٣﴾

২৩. (এটা করছি) আমার বড় বড় নিদর্শন থেকে কিছু তোমাকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য।

আলাইহিস সালামকে জুতা খুলে ফেলার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া তখন যেহেতু আল্লাহ তাআলার সাথে তাঁর কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ হচ্ছিল, তাই সেটা ছিল আদব ও বিনয় প্রদর্শনের উপযুক্ত সময় আর সে কারণেও জুতা খোলা সমীচীন ছিল।

৯. অর্থাৎ, বগল থেকে যখন হাত বের করবে, তা শুভ্রতায় ঝলমল করবে। আর সে শুভ্রতা শ্বেতী বা অন্য কোন রোগের কারণে নয়। বরং তা হবে তোমার নবুওয়াত প্রাপ্তির এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

২০

সূরা তোয়াহা

২৪. এবার ফিরাউনের কাছে যাও। সে অবাধ্যতায় সীমালংঘন করেছে।

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٢٤﴾

[১]

২৫. মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ খুলে দিন।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿٢٥﴾

২৬. এবং আমার কাজ সহজ করে দিন।

وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٢٦﴾

২৭. আমার জিহ্বায় যে জড়তা আছে তা দূর করে দিন।[১০]

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿٢٧﴾

২৮. যাতে মানুষ আমার কথা বুঝতে পারে।

يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴿٢٨﴾

২৯. আমার স্বজনদের মধ্য হতে একজনকে আমার সহযোগী বানিয়ে দিন।

وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾

৩০. অর্থাৎ আমার ভাই হারূনকে।

هٰرُوْنَ اَخِي ﴿٣٠﴾

৩১. তার মাধ্যমে আমার শক্তি দৃঢ় করুন।

اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ﴿٣١﴾

৩২. এবং তাকে আমার কাজে শরীক বানিয়ে দিন।

وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٣٢﴾

৩৩. যাতে আমরা বেশি পরিমাণে আপনার তাসবীহ করতে পারি।

كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٣﴾

৩৪. এবং বেশি পরিমাণে আপনার যিকির করতে পারি।[১১]

وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٤﴾

৩৫. নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের সম্যক দ্রষ্টা।

اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿٣٥﴾

---

১০. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম শৈশবে এক জ্বলন্ত অঙ্গার মুখে দিয়েছিলেন। তার কারণে তাঁর মুখে কিছুটা তোতলামি ও জড়তা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেটাই দূর করে দেওয়ার দু'আ করেছেন।

১১. তাসবীহ ও যিকির যদিও একাকীও করা যায়, কিন্তু ভালো সঙ্গী-সাথী পেলে ও পরিবেশ অনুকূল হলে তা যিকিরের পক্ষে সহায়ক হয় ও প্রেরণা যোগায়।

قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ﴿٣٦﴾

৩৬. আল্লাহ বললেন, হে মূসা! তুমি যা-কিছু চেয়েছ তা তোমাকে দেওয়া হল।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى ﴿٣٧﴾

৩৭. এবং আমি তো তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম।

اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى ﴿٣٨﴾

৩৮. যখন আমি তোমার মাকে ওহীর মাধ্যমে বলেছিলাম সেই কথা, যা এখন ওহীর মাধ্যমে (তোমাকে) জানানো হচ্ছে–

اَنِ اقْذِفِيْهِ فِي التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّيْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ؕ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ ﴿٣٩﴾

৩৯. তুমি এ (শিশু)কে সিন্দুকের মধ্যে রাখ। তারপর সিন্দুকটি দরিয়ায় ফেলে দাও।[১২] তারপর দরিয়া সে সিন্দুকটিকে তীরে নিয়ে ফেলে দেবে। ফলে এমন এক ব্যক্তি তাকে তুলে নেবে, যে আমারও শত্রু এবং তারও শত্রু।[১৩] আমি আমার পক্ষ হতে তোমার প্রতি ভালোবাসা বর্ষণ করেছিলাম[১৪] আর

---

১২. কোন জ্যোতিষী ফিরাউনকে বলেছিল, বনী ইসরাঈলে এমন এক ব্যক্তির জন্ম হবে, যার হাতে আপনার রাজত্বের অবসান হবে। তাই সে ফরমান জারি করল, এখন থেকে বনী ইসরাঈলে যত শিশু জন্ম নেবে তাদেরকে হত্যা করা হোক। এ রকম পরিস্থিতির ভেতরই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন। আইন অনুসারে ফিরাউনের লোকজন তো তাকে হত্যা করে ফেলবে। স্বভাবতই তাঁর মা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা রদ করবে কে? তিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে রক্ষা করার জন্য নিজ কুদরতের মহিমা দেখালেন। তাঁর মাকে ইলহামের মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন, শিশুকে একটি সিন্দুকের ভেতর রেখে নীল নদীতে ফেলে দাও।

১৩. আল্লাহ তাআলা যা বলেছিলেন তাই হল। সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে ফিরাউনের রাজপ্রাসাদের কাছে কাছে এসে ঠেকল। ফিরাউনের কর্মচারীগণ সেটি তুলে দেখল ভেতরে একটি শিশু। তারা কালবিলম্ব না করে শিশুটিকে ফিরাউনের কাছে নিয়ে আসল। তার স্ত্রী আসিয়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শিশুটির প্রতি তার বড় মায়া ধরে গেল। তিনি তাকে পুত্র হিসেবে লালন-পালন করার জন্য ফিরাউনকে উদ্বুদ্ধ করলেন।

১৪. আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের চেহারার ভেতর এমন আকর্ষণ দান করেছিলেন যে, যে-কেউ তাঁকে দেখত ভালোবেসে ফেলত। এ কারণেই ফিরাউনও তাঁকে নিজ প্রাসাদে রাখতে সম্মত হয়ে গেল।

এসব করেছিলাম এজন্য, যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।[১৫]

৪০. সেই সময়ের কথা চিন্তা কর, যখন তোমার বোন ঘর থেকে বের হয়ে চলছে তারপর (ফিরাউনের কর্মচারীদেরকে) বলছে, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক নারীর সন্ধান দেব, যে একে লালন-পালন করবে?[১৬] এভাবে আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে চিন্তিত না থাকে। তুমি এক ব্যক্তিকে মেরে ফেলেছিলে।[১৭] তারপর আমি তোমাকে সে সংকট থেকে উদ্ধার করি। আর আমি তোমাকে

إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ ۖ فَرَجَعْنَٰكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ

১৫. এমনিতে তো প্রত্যেকেরই প্রতিপালন আল্লাহ তাআলাই করেন। তা সত্ত্বেও হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে লক্ষ্য করে 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হবে', বলা হয়েছে তার লালন-পালনের বিশেষত্বের কারণে। সাধারণত লালন-পালনের দুনিয়াবী ব্যবস্থা হল, পিতা-মাতা নিজেদের খরচায় ও নিজেদের তত্ত্বাবধানে সন্তানের লালন-পালন করে। কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে সে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ব্যতিক্রমভাবে সরাসরি নিজ তত্ত্বাবধানে রেখে তাঁর শত্রুর মাধ্যমে প্রতিপালন করিয়েছেন।

১৬. ফিরাউনের স্ত্রী তো শিশুটিকে লালন-পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল তার দুধ পান করানো নিয়ে। কত ধাত্রীই তালাশ করে আনা হল, কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কোন ধাত্রীরই দুধ মুখে নিচ্ছিলেন না। হযরত আসিয়া এমন কোন মহিলাকে খুঁজে আনার জন্য দাসীদেরকে পাঠিয়ে দিলেন, যার দুধ তিনি গ্রহণ করতে পারেন। ওদিকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মা সন্তানকে নদীতে তো ফেলে দিলেন, কিন্তু এরপর কী হবে সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি মূসা আলাইহিস সালামের বোনকে অনুসন্ধানের জন্য পাঠালেন। তিনি খুঁজতে খুঁজতে ফিরাউনের রাজপ্রাসাদে গিয়ে পৌছলেন। সেখানে পৌছে দেখেন তারা শিশুটিকে দুধ পান করানো নিয়ে ঝামেলায় পড়ে গেছে। দাসীরা উপযুক্ত ধাত্রীর সন্ধানে ছোটাছুটি করছে। তিনি সুযোগ পেয়ে গেলেন এবং এ দায়িত্ব তার মায়ের উপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব দিয়ে দিলেন। তারপর আর দেরি না করে মাকে সেখানে নিয়েও আসলেন। তিনি যখন দুধ পান করানোর ইচ্ছায় শিশুটিকে বুকে নিলেন অমনি সে মহানন্দে দুধ পান করতে লাগল। এভাবে আল্লাহ তাআলা নিজ ওয়াদা অনুযায়ী তাকে পুনরায় মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলেন।

১৭. এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা কাসাসে আসবে। ঘটনার সারমর্ম হল, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এক মজলুম ইসরাঈলীকে সাহায্য করতে গিয়ে জালেমকে একটা ঘুসি

قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ۝

বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করি।[১৮] তারপর তুমি কয়েক বছর মাদয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করলে। তারপর হে মূসা! এমন এক সময় এখানে আসলে, যা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল।

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ۝

৪১. এবং আমি তোমাকে বিশেষভাবে আমার জন্য তৈরি করেছি।

اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ۝

৪২. তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে যাও এবং আমার যিকিরে শৈথিল্য করো না।[১৯]

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝

৪৩. উভয়ে ফিরাউনের কাছে যাও। সে সীমালংঘন করেছে।

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۝

৪৪. তোমরা গিয়ে তার সাথে নম্র কথা বলবে। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা (আল্লাহকে) ভয় করবে।

قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ۝

৪৫. তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশঙ্কা করি সে কিনা আমাদের উপর অত্যাচার করে অথবা সীমালংঘন করতে উদ্যত হয়।

قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى ۝

৪৬. আল্লাহ বললেন, ভয় করো না। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আমি শুনি ও দেখি।

فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ

৪৭. সুতরাং তোমরা তার কাছে যাও এবং বল, আমরা তোমার প্রতিপালকের

মেরেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত করা, মেরে ফেলা নয়। কিন্তু সেই এক ঘুসিতে লোকটা মরেই গেল।

১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) একটি দীর্ঘ রেওয়ায়াতে সেসব পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনে কাসীর (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন। মাআরিফুল কুরআনে (৫ম খণ্ড, ৮৪–১০৩) তার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ তুলে দেওয়া হয়েছে।

১৯. এখানে সবক দেওয়া উদ্দেশ্য যে, সত্যের দাওয়াতদাতাকে সর্বদা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। সব সংকটে সাহায্য চাইতে হবে কেবল তাঁরই কাছে।

إِسْرَآءِيلَ ۥ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَٰكَ بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ ⁽٤٧⁾

রাসূল। কাজেই বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও এবং তাদেরকে শাস্তি দিও না। আমরা তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আর শান্তি তো তাদেরই প্রতি, যারা হিদায়াত অনুসরণ করে।

إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ⁽٤٨⁾

৪৮. আমাদের প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, শাস্তি হবে সেই ব্যক্তির উপর, যে (সত্যকে) অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَٰمُوسَىٰ ⁽٤٩⁾

৪৯. (এসব কথা শুনে) ফিরাউন বলল, হে মূসা! তোমাদের রব্ব কে?

قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ⁽٥٠⁾

৫০. মূসা বলল, আমাদের রব্ব তো তিনি, যিনি প্রত্যেককে তার উপযুক্ত আকৃতি দিয়েছেন, তারপর তার পথ প্রদর্শনও করেছেন।[২০]

قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ⁽٥١⁾

৫১. ফিরাউন বলল, তাহলে পূর্বে যেসব জাতি গত হয়েছে তাদের অবস্থা কী?[২১]

---

২০. অর্থাৎ প্রতিটি সৃষ্টির গঠন-প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ তাআলার কুদরত ও হিকমতের মাহাত্ম্য বিদ্যমান। তিনি যাকে যেই আদলে সৃষ্টি করেছেন, সে মোতাবেক নিজ দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার নিয়ম-নীতিও শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন জগতে আলো ও তাপ সরবরাহের জন্য সূর্যকে এক বিশেষ আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সেই আকৃতি অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের জন্য তার দরকার ছিল সৌর জাগতিক সুনির্দিষ্ট নিয়মে আপন কক্ষপথে আবর্তিত হতে থাকা। আল্লাহ তাআলা তাকে তা শিখিয়ে দিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেক প্রাণীকে শিক্ষা দিয়েছেন সে কিভাবে চলবে এবং কিভাবে নিজ জীবিকা সংগ্রহ করবে। মাছের পোনা পানিতে জন্ম নেয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে সাতারও কাটে। এটা তাকে কে শিক্ষা দিয়েছে? পাখীরা হাওয়ায় ওড়ার তালীম কার কাছে পেয়েছে? মোদ্দাকথা প্রতিটি মাখলুককে তার গঠন-প্রকৃতি অনুযায়ী জীবিত থাকা ও জীবনের রসদ সংগ্রহ করার নিয়ম আল্লাহ তাআলাই শিক্ষা দান করেছেন।

২১. এ প্রশ্ন দ্বারা ফিরাউন বোঝাতে চাচ্ছিল, আমার আগে এমন বহু জাতি গত হয়েছে, যারা তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল না, তা সত্ত্বেও তারা যত দিন জীবিত ছিল তাদের উপর কোন আযাব আসেনি। তাওহীদকে অস্বীকার করার কারণে মানুষ যদি আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়, তবে তাদের উপর শাস্তি আসল না কেন? হযরত মূসা

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾

৫২. মূসা বলল, তাদের জ্ঞান আমার প্রতিপালকের কাছে এক কিতাবে সংরক্ষিত আছে। আমার রব্বের কোন বিভ্রান্তি দেখা দেয় না এবং তিনি ভুলেও যান না।

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ؕ فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ﴿٥٣﴾

৫৩. তিনি সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা বানিয়েছেন, তাতে তোমাদের জন্য চলার পথ দিয়েছেন এবং আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেণ। তারপর আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি।

كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿٥٤﴾

৫৪. তোমরা নিজেরাও তা খাও এবং তোমাদের গবাদি পশুকেও চরাও। নিশ্চয়ই এসব বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন আছে।

[২]

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ﴿٥٥﴾

৫৫. আমি তোমাদেরকে এ মাটি হতেই সৃষ্টি করেছি, এরই মধ্যে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং পুনরায় তোমাদেরকে এরই মধ্য হতে বের করব।

وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى ﴿٥٦﴾

৫৬. বস্তুত আমি তাকে (অর্থাৎ ফিরাউনকে) আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম, কিন্তু সে কেবল অস্বীকারই করেছে ও অমান্য করেছে।

আলাইহিস সালাম এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ব্যক্তিকে জানেন এবং কে কি কাজ করে তাও তার ভালোভাবেই জানা আছে। তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী ফায়সালা করেন যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের মধ্যে কাকে ইহকালেই শাস্তি দেওয়া হবে এবং কার শাস্তি আখেরাতের জন্য মওকুফ রাখা হবে। যদি কোন কাফের সম্প্রদায় দুনিয়ায় নিরাপদ জীবন কাটিয়ে যায় এবং এখানে কোন শাস্তির সম্মুখীন না হয়, তবে তার অর্থ এ নয় যে, সে শাস্তি হতে বেঁচে গেছে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দিতে ভুলে গেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। বরং তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী দুনিয়ায় তাকে শাস্তি না দেওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাকে শাস্তি দিবেন আখেরাতে– জাহান্নামের আগুনে।

قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٥٧﴾

৫৭. সে বলল, হে মূসা! তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যই এসেছ যে, তোমার যাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের ভূমি থেকে বের করে দেবে?

فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَاۤ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾

৫৮. ঠিক আছে, আমরাও তোমার সামনে অবশ্যই অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব। সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে কোন উন্মুক্ত স্থানে পরস্পরে মুকাবেলা করার জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট কর, যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না।

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾

৫৯. মূসা বলল, যে দিন আনন্দ উদযাপন করা হয়,[২২] তোমাদের সাথে সে দিনই স্থিরীকৃত রইল এবং এটা স্থির থাকল যে, দিন চড়ে ওঠা মাত্রই মানুষকে সমবেত করা হবে।

فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ﴿٦٠﴾

৬০. অতঃপর ফিরাউন (নিজ জায়গায়) চলে গেল এবং সে নিজ কৌশলসমূহ একাট্টা করল। তারপর (মুকাবেলার জন্য) উপস্থিত হল।

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ

৬১. মূসা তাদেরকে (অর্থাৎ যাদুকরদেরকে) বলল, আফসোস তোমাদের প্রতি! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না।[২৩] তা করলে তিনি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দ্বারা নির্মূল

---

২২. এটা কোন উৎসবের দিন ছিল, যে দিন ফিরাউনের সম্প্রদায় আনন্দ উদযাপন করত। সে দিন যেহেতু প্রচুর লোক সমাগম হয়, তাই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এ দিনকেই বেছে নিলেন, যাতে উপস্থিত জনমণ্ডলীর সামনে সত্যকে পরিস্ফুট করা যায় এবং সত্যের জয় সকলে সচক্ষে দেখতে পায়।

২৩. অর্থাৎ, কুফরের পথ অবলম্বন করো না। কেননা কুফরের সব আকীদা-বিশ্বাসই ভ্রান্ত এবং তা আল্লাহ তাআলার প্রতি মিথ্যারোপের নামান্তর।

مَنِ افْتَرٰى ﴿٦١﴾

করে ফেলবেন। আর যে-কেউ মিথ্যা আরোপ করে, সে নিশ্চিতভাবে ব্যর্থকাম হয়।

فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ﴿٦٢﴾

৬২. এর ফলে তাদের মধ্যে নিজেদের করণীয় বিষয়ে বিরোধ দেখা দিল। তারা চুপিসারে পরামর্শ করতে লাগল।

قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ﴿٦٣﴾

৬৩. (পরিশেষে) তারা বলল, নিশ্চয়ই এ দু'জন (অর্থাৎ মূসা ও হারূন) যাদুকর। তারা চায় তোমাদেরকে তোমাদের ভূমি থেকে উৎখাত করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট (ধর্ম) ব্যবস্থার বিলোপ ঘটাতে।

فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ﴿٦٤﴾

৬৪. সুতরাং তোমরা তোমাদের কৌশল সংহত করে নাও, তারপর সারিবদ্ধ হয়ে এসে যাও। নিশ্চিত জেন, আজ যে জয়ী হবে সেই সফলতা লাভ করবে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٥﴾

৬৫. যাদুকরগণ বলল, হে মূসা! হয় তুমি আগে (নিজ লাঠি) নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾

৬৬. মূসা বলল, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাদের যাদু ক্রিয়ায় হঠাৎ মূসার মনে হল, তাদের রশি ও লাঠিগুলো ছোটাছুটি করছে।

فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾

৬৭. ফলে মূসা তার অন্তরে কিছুটা ভীতি অনুভব করল।[২৪]

قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾

৬৮. আমি বললাম, ভয় করো না। নিশ্চিত থাক তুমিই উপরে থাকবে।

---

২৪. এ ভয় ছিল স্বভাবগত। যাদুকরেরা যে ভেল্কিবাজী দেখিয়েছিল, আপাতদৃষ্টিতে যেহেতু তা অনেকটা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দেখানো মুজিযার অনুরূপ ছিল, তাই পাছে লোকজন তাঁর মুজিযাকেও যাদু মনে করে বসে– এ ভাবনাই হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মনে দেখা দিয়েছিল। তার ভয় ছিল এখানেই।

وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ۝

৬৯. তোমার ডান হাতে যা (অর্থাৎ যে লাঠি) আছে, তা (মাটিতে) নিক্ষেপ কর। সেটি তারা যে কারসাজি করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তাদের যাবতীয় কারসাজি তো যাদুকরের ভেল্কি ছাড়া কিছুই নয়। যাদুকর যেখানেই যাক, সফলকাম হবে না।

فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ۝

৭০. সুতরাং (তাই হল এবং) সমস্ত যাদুকরকে সিজদায় পাতিত করা হল।[২৫] তারা বলতে লাগল আমরা হারূন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ؕ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۫ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ۝

৭১. ফিরাউন বলল, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে! আমার বিশ্বাস সেই (অর্থাৎ মূসা) তোমাদের দলপতি, যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং আমিও সংকল্প স্থির করেছি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলে চড়াব। তোমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে আমাদের দু'জনের মধ্যে কার শাস্তি বেশি কঠিন ও বেশি স্থায়ী।

---

২৫. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন তাঁর লাঠিটি মাটিতে ফেললেন, অমনি সেটি আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুসারে বিরাট অজগর হয়ে গেল এবং যাদুকরেরা যে অলীক সাপ তৈরি করেছিল সেগুলোকে এক-এক করে গিলে ফেলল। এ অবস্থা দেখে যাদুকরগণ নিশ্চিত হয়ে গেল, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কোন যাদুকর নন; বরং তিনি আল্লাহ তাআলার রাসূল। এই উপলব্ধি হওয়া মাত্র তারা সিজদায় পড়ে গেল। লক্ষ্যণীয় যে, এস্থলে কুরআন মাজীদে 'তারা সিজদায় পড়ে গেল' না বলে বলা হয়েছে 'তাদেরকে সিজদায় পাতিত করা হল'। ইঙ্গিত এ বিষয়ের দিকে যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দেখানো মুজিযা এমন শক্তিশালী ছিল এবং তার প্রভাব এমন অপ্রতিরোধ্য ছিল যে, তা দেখার পর তাদের পক্ষে সিজদা না করে থাকা সম্ভব ছিল না। যেন সেই মুজিযাই তাদেরকে সিজদা করাল।

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ؕ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ؕ

৭২. যাদুকরগণ বলল, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সেই সত্তার কসম! আমাদের কাছে যে উজ্জল নিদর্শনাবলী এসেছে তার উপর আমরা তোমাকে কিছুতেই প্রাধান্য দিতে পারব না। সুতরাং তুমি যা করতে চাও কর। তুমি যাই কর না কেন তা এই পার্থিব জীবনেই হবে।

اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ۝

৭৩. আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি, যাতে তিনি ক্ষমা করে দেন আমাদের গুনাহসমূহ এবং তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছ তাও।[২৬] আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ট এবং চিরস্থায়ী।

اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ؕ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝

৭৪. বস্তুত যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের কাছে অপরাধী হয়ে আসবে, তার জন্য আছে জাহান্নাম, যার ভেতর সে মরবেও না, বাঁচবেও না।[২৭]

وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ۝

৭৫. যে ব্যক্তি তার নিকট মুমিন হয়ে আসবে এবং সে সৎকর্মও করে থাকবে, এরূপ লোকদের জন্যই রয়েছে সমুচ্চ মর্যাদা–

---

২৬. অনুমান করে দেখুন ঈমান যখন মানুষের অন্তরে বাসা বাঁধে তখন তা মানুষের চিন্তা-চেতনায় কত বড় বিপ্লব সাধিত করে। এরাই তো সেই যাদুকর, যাদের সর্বোচ্চ কামনা ছিল ফিরাউন তাদেরকে পুরস্কৃত করবে এবং নিজ সন্তুষ্টি ও নৈকট্য দান দ্বারা তাদেরকে ধন্য করবে। মুকাবেলায় নামার আগে তো ফিরাউনের কাছে তারা এরই প্রার্থনা জানিয়েছল। বলেছিল, আমরা যদি বিজয়ী হই, তবে আমাদেরকে কী পুরস্কার দেওয়া হবে? (দেখুন সূরা আরাফ ৭ ঃ ১১৩)। কিন্তু যখন তাদের সামনে সত্য উদঘাটিত হল এবং অন্তরে তার প্রতি ঈমান ও ইয়াকীন বসে গেল, তখন আর না থাকল ফিরাউনের অসন্তুষ্টির ভয়, না হাত-পা কাটা যাওয়া ও শূলবিদ্ধ হওয়ার পরওয়া– আল্লাহু আকবার!

২৭. মৃত্যু হবে না এ কারণে যে, সেখানে কোন মৃত্যু নেই আর 'বাঁচবে না' বলা হয়েছে এ কারণে যে, জাহান্নামে তাদের যে জীবন কাটবে তা মরণ অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর হবে। তাই তা বেঁচে

জَنّٰتُ عَدۡنٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنۡ تَزَکّٰی ﴿۷۶﴾

৭৬. স্থায়ী উদ্যানরাজি, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে। এটা তার পুরস্কার, যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে।

[৩]

وَ لَقَدۡ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلٰی مُوۡسٰۤی ۬ۙ اَنۡ اَسۡرِ بِعِبَادِیۡ فَاضۡرِبۡ لَهُمۡ طَرِیۡقًا فِی الۡبَحۡرِ یَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّ لَا تَخۡشٰی ﴿۷۷﴾

৭৭. আমি মূসার প্রতি ওহী নাযিল করেছিলাম, তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা রওয়ানা হয়ে যাও।[২৮] তারপর তাদের জন্য সাগরের ভেতর এমনভাবে শুকনো পথ তৈরি কর, যাতে পেছন থেকে (শত্রু এসে) তোমাকে ধরে ফেলার আশঙ্কা না থাকে এবং অন্য কোন ভয়ও না থাকে।[২৯]

فَاَتۡبَعَهُمۡ فِرۡعَوۡنُ بِجُنُوۡدِهٖ فَغَشِیَهُمۡ مِّنَ الۡیَمِّ مَا غَشِیَهُمۡ ﴿ؕ۷۸﴾

৭৮. অতঃপর ফিরাউন নিজ সেনাবাহিনীসহ তার পশ্চাদ্ধাবন করলে সাগরের যে (ভয়াল) জিনিস তাকে আচ্ছন্ন করার তা তাকে আচ্ছন্ন করল।[৩০]

থাকার মধ্যে গণ্য হওয়ারই উপযুক্ত নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন।

২৮. যাদুকরদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার পরও হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বহুকাল মিসরে কাটিয়েছেন। এ সময় ফিরাউনের সামনে তিনি তাওহীদ ও সত্য দ্বীনের তাবলীগ অব্যাহত রাখেন। তাঁর নবুওয়াত ও দাওয়াত যে সত্য তার প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একের পর এক বহু নিদর্শন প্রদর্শিত হতে থাকে। সূরা আরাফে তা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনক্রমেই যখন ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় সত্যের ডাকে সাড়া দিল না; বরং সত্যের বিরুদ্ধে দমননীতি অব্যাহত রাখল, তখন আল্লাহ তাআলা শেষ পর্যন্ত হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দিলেন, যেন বনী ইসরাঈলকে নিয়ে রাতারাতি মিসর ত্যাগ করেন।

২৯. অর্থাৎ, পথে তোমার সামনে সাগর পড়বে। তখন তুমি যদি সাগরে নিজ লাঠি দ্বারা আঘাত কর, তবে তোমার সম্প্রদায়ের চলার জন্য শুষ্ক পথ তৈরি হয়ে যাবে। সূরা ইউনুসেও (১০ ঃ ৮৯-৯২) এটা বিস্তারিত গত হয়েছে। সামনে সূরা শুআরায়ও (২৬ ঃ ৬০-৬৬) আসবে। যেহেতু এ পথ আল্লাহ তাআলা কেবল তোমার জন্যই সৃষ্টি করবেন, তাই ফিরাউনের বাহিনী তা দিয়ে চলে তোমাকে ধরতে পারবে না। কাজেই তোমাদের ধরা পড়ার বা ডুবে যাওয়ার কোন ভয় থাকবে না।

৩০. 'যে জিনিস তাকে আচ্ছন্ন করার তা তাকে আচ্ছন্ন করল', এভাবে আচ্ছন্নকারী বস্তুকে অব্যাখ্যাত রেখে ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, সে জিনিস বর্ণনাতীত বিভীষিকাময়। অর্থাৎ, ফিরাউন ও তার বাহিনী যেভাবে সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল সে দৃশ্য ছিল অতি ভয়াবহ।

وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ۝٧٩

৭৯. বস্তুত ফিরাউন তার জাতিকে বিপথগামী করেছিল। সে তাদেরকে সঠিক পথ দেখায়নি।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۝٨٠

৮০. হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে তূর পাহাড়ের ডান পাশে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আর তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম মান্ন ও সালওয়া।.

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى ۝٨١

৮১. যে পবিত্র রিযিক আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা হতে খাও। তাতে সীমালংঘন করো না। তা করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ বর্ষিত হবে। আর আমার ক্রোধ যার উপর বর্ষিত হয় সে অনিবার্যভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ۝٨٢

৮২. আর এটাও সত্য যে, যে ব্যক্তি ঈমান আনে, সৎকর্ম করে অতঃপর সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে আমি তার পক্ষে পরম ক্ষমাশীল।

وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ۝٨٣

৮৩. এবং (মূসা যখন সঙ্গের লোকজনের আগেই তূর পাহাড়ে চলে আসলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বললেন,) হে মূসা! তুমি তাড়াহুড়া করে তোমার সম্প্রদায়ের আগে আগে কেন আসলে?[৩১]

---

৩১. সিনাই মরুভূমিতে অবস্থানকালে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তূর পাহাড়ে ডেকেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, তিনি সেখানে চল্লিশ দিন ইতিকাফ করবেন, তারপর তাঁকে তাওরাত কিতাব দেওয়া হবে। শুরুতে সিদ্ধান্ত ছিল বনী ইসরাঈলের জন্য কয়েক বাছাইকৃত লোকও তাঁর সাথে যাবে। কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাদের আগেই তাড়াতাড়ি রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা ছিল বাকি সাথীরাও তাঁর পেছনে পেছনে এসে থাকবে। কিন্তু তারা আসল না।

قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾

৮৪. সে বলল, ওই তো তারা আমার পিছনেই আসল বলে। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে তাড়াতাড়ি এসেছি এজন্য, যাতে আপনি খুশী হন।

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾

৮৫. আল্লাহ বললেন, তোমার চলে আসার পর আমি তোমার সম্প্রদায়কে ফিতনায় ফেলেছি আর সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে।[৩২]

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ﴿٨٦﴾

৮৬. সুতরাং মূসা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি?[৩৩] তারপর কি তোমাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে?[৩৪] না কি তোমরা চাচ্ছিলে তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ বর্ষিত হোক– আর সে কারণে তোমরা আমার সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেছ?

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا

৮৭. তারা বলল, আমরা আপনার সাথে স্বেচ্ছায় ওয়াদা ভঙ্গ করিনি। বরং ব্যাপার এই যে, আমাদের উপর মানুষের অলংকারের বোঝা চাপানো ছিল।

৩২. সামেরী ছিল এক যাদুকর। সে মুখে মুখে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান এনেছিল, যে কারণে সে তাঁর সঙ্গ নিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল মুনাফেক।

৩৩. 'উত্তম প্রতিশ্রুতি' দ্বারা তূর পাহাড়ে তাওরাত দেওয়ার ওয়াদা বোঝানো হয়েছে।

৩৪. অর্থাৎ, আমার তূর পাহাড়ে গমনের পর তো এতটা লম্বা সময় গত হয়নি যে, তোমাদের ধৈর্য হারাতে হবে এবং আমার জন্য অপেক্ষা না করে এই বাছুরকে মাবুদ বানিয়ে নিতে হবে।

আমরা তা ফেলে দেই।[৩৫] তারপর একইভাবে সামেরীও কিছু ফেলে।[৩৬]

فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾

---

৩৫. এখানে যে অলঙ্কারের কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে দু'টি মত পাওয়া যায়। (এক) কোন কোন মুফাসসিরের ধারণা এসব অলংকার ছিল গনীমতের। এগুলো ফিরাউনের ধ্বংসপ্রাপ্ত বাহিনী থেকে বনী ইসরাঈলের হস্তগত হয়েছিল সে কালে গনীমত ভোগ করা জায়েয ছিল না। বরং তখনকার বিধান অনুযায়ী তা খোলা মাঠে রেখে দেওয়া হত। তারপর আসমান থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। তারা যে অলংকারগুলো নিক্ষেপ করেছিল, তা দ্বারা উদ্দেশ্য সম্ভবত এটাই ছিল যে, আসমান থেকে আগুন নেমে তা জ্বালিয়ে দেবে।

(দুই) সাধারণভাবে তাফসীর গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে যে রেওয়ায়াত পাওয়া যায়, তাতে বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল মিসর ত্যাগ করার আগে ফিরাউনের সম্প্রদায় তথা কিবতীদের থেকে এসব অলংকার ধার নিয়েছিল। তারা যখন মিসর ছেড়ে রওয়ানা হয়, তখন অলংকারগুলো তাদের সাথেই ছিল। এগুলো যেহেতু অন্যদের আমানত ছিল, তাই মালিকদের বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করা বনী ইসরাঈলের পক্ষে জায়েয ছিল না। অন্য দিকে তা ফেরত দেওয়ারও কোন উপায় ছিল না। অগত্যা হযরত হারূন আলাইহিস সালাম তাদেরকে বললেন, এগুলো এখানে ফেলে দাও এবং শত্রুদের থেকে অর্জিত গনীমতের ক্ষেত্রে যে নীতি অবলম্বন কর, এগুলোর ক্ষেত্রেও তাই কর।

কিন্তু এসব বর্ণনার মধ্যে কোনওটাই তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। সুতরাং এসব অলংকার সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না। এমনও হতে পারে যে, সামেরী তার ভোজবাজি দেখানোর জন্য মানুষকে বলেছিল, তোমরা নিজ-নিজ অলংকার নিচে রাখ। আমি তোমাদেরকে একটা খেলা দেখাই।

এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, বনী ইসরাঈল যে তাদের অলংকার নিক্ষেপ করেছিল তা ব্যক্ত করার জন্য আল্লাহ তাআলা قَذَفْ শব্দ ব্যবহার করেছেন আর সামেরীর নিক্ষেপকে বোঝানোর জন্য اِلْقَاءٌ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই প্রভেদের দু'টো ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) এটা করা হয়েছে কেবল বর্ণনায় বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য। (খ) অথবা সামেরীর নিক্ষেপ দ্বারা অলংকার নিক্ষেপ নয়; বরং তার ভোজবাজির কলা-কৌশল প্রয়োগকে বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে এ কারণে যে, اِلْقَاءٌ শব্দটি যাদুকরদের তেলেসমাতির জন্যও ব্যবহৃত হয়।

৩৬. অন্যরা যখন তাদের অলংকার নিক্ষেপ করল, তখন সামেরী তার মুঠোর ভেতর করে কিছু একটা নিয়ে আসল এবং হযরত হারূন আলাইহিস সালামকে বলল, আমিও কি নিক্ষেপ করব? হযরত হারূন আলাইহিস সালাম মনে করলেন, তাও কোন অলংকারই হবে। তাই বললেন, নিক্ষেপ কর। তখন সে বলল, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন নিক্ষেপ কালে আমি যা ইচ্ছা করি– তা যেন পূরণ হয়। হযরত হারূন আলাইহিস সালাম তার মুনাফেকী সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাঁর ধারণায় সে অন্যদের মতই খাঁটি মুমিন ছিল। কাজেই তিনি দু'আ করলেন। প্রকৃতপক্ষে তার মুঠোর ভেতর কোন অলংকার ছিল না। সে এক মুঠো মাটি নিয়ে এসেছিল। হযরত হারূন আলাইহিস সালামের অনুমতি পেয়ে সে সেই মাটি অলংকারের স্তূপে ফেলে দিল। তাতে সেগুলো গলে গেল। তারপর সে তা দ্বারা একটা বাছুর আকৃতির মূর্তি তৈরি করল, যা থেকে বাছুরের মত হাম্বা ধ্বনি বের হচ্ছিল।

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى ۚ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾

৮৮. তারপর সে মানুষের জন্য একটি বাছুর বের করে আনল, যা ছিল একটি দেহ কাঠামো আর তা থেকে আওয়াজ বের হচ্ছিল। তারা বলল, এই তো তোমাদের মাবুদ এবং মূসারও মাবুদ, কিন্তু মূসা ভুলে গিয়েছে।

اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

৮৯. তবে কি তাদের নজরে আসেনি যে, তা তাদের কথায় সাড়া দিত না এবং তাদের কোন অপকার বা উপকার করারও ক্ষমতা রাখত না?

[৪]

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ﴿٩٠﴾

৯০. হারূন তাদেরকে আগেই বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদেরকে এর (অর্থাৎ এই বাছুরটির) দ্বারা পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের রব্ব তো রহমান। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল।[৩৭]

قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ﴿٩١﴾

৯১. তারা বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত মূসা ফিরে না আসে, আমরা এর পূজায় রত থাকব।

قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ۙ ﴿٩٢﴾

৯২. মূসা (ফিরে এসে) বলল, হে হারূন! তুমি যখন দেখলে তারা বিপথগামী হয়ে গেছে, তখন কোন জিনিস তোমাকে নিবৃত্ত রেখেছিল–

اَلَّا تَتَّبِعَنِ ؕ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿٩٣﴾

৯৩. যে, তুমি আমার অনুসরণ করলে না? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?[৩৮]

---

৩৭. বাইবেলের একটি বর্ণনা আছে, হযরত হারূন আলাইহিস সালাম নিজেও বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন (নাউযুবিল্লাহ, দেখুন যাত্রা পুস্তক, ৩২ ঃ ১–৬)। কুরআন মাজীদের এ আয়াত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে বর্ণনাটি সহীহ নয়। তাছাড়া বর্ণনাটি যে সত্যের অপলাপ তা এমনিতেই বোঝা যায়। কেননা হযরত হারূন আলাইহিস সালাম একজন নবী ছিলেন, কোন নবী শিরকে লিপ্ত হবেন এটা কল্পনাও করা যায় না।

৩৮. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তূর পাহাড়ে যাওয়ার সময় হযরত হারূন আলাইহিস সালামকে নিজ স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন, তখন তাকে বলেছিলেন, 'আমার

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾

৯৪. হারূন বলল, ওহে আমার মায়ের পুত্র! আমার দাড়ি ধরো না এবং আমার মাথাও নয়। আসলে আমি আশঙ্কা করছিলাম তুমি বলবে, 'তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা আমলে নাওনি।[৩৯]

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾

৯৫. মূসা বলল, তা হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কী?

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾

৯৬. সে বলল, আমি এমন একটা জিনিস দেখেছিলাম, যা অন্যদের নজরে পড়েনি। তাই আমি রাসূলের পদচিহ্ন থেকে একমুঠো তুলে নিয়েছিলাম। সেটাই আমি (বাছুরের মুখে) ফেলে দেই।[৪০] আমার মন আমাকে এমনই কিছু বুঝিয়েছিল।

অনুপস্থিতিতে তুমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, তাদেরকে সংশোধন করবে এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবে না' (আরাফ ৭ঃ ১৪২)। এখানে তাঁর সেই নির্দেশের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। তাঁর কথার সারমর্ম এই যে, এরা যখন বিপথে চলছিল, তখন আপনার কর্তব্য ছিল অতি দ্রুত আমার কাছে চলে আসা। সেটা করলে এক তো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের সংশ্রব ত্যাগ করা হত, দ্বিতীয়ত আমার মাধ্যমে তাদেরকে শোধরানোরও চেষ্টা করা যেত।

৩৯. হযরত হারূন আলাইহিস সালামের এ বক্তব্যের অর্থ হল, আমি চলে গেলে এরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ত। কিছু লোক তো আমার অনুগামী হত। বাকিরা বিপথগামীদের সঙ্গে থাকত, যারা আমাকে হত্যা পর্যন্ত করার পাঁয়তারা করছিল (যেমন সূরা আরাফে ৭ঃ ১৫০ হযরত হারূন আলাইহিস সালামের জবানী বর্ণিত হয়েছে)। সুতরাং আপনি যে বলেছিলেন, 'তাদেরকে সংশোধন করবে', আমার ভয় হয়েছিল সেটা করলে আপনার এই নির্দেশ অমান্য করা হত।

৪০. 'রাসূলের পদচিহ্ন' বলে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের পদচিহ্ন বোঝানো হয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাফেলায় হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামও ছিলেন। মুফাসসিরগণ সাধারণভাবে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মানব বেশে একটি ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন। সামেরী লক্ষ্য করেছিল, তাঁর ঘোড়ার পা যেখানেই পড়ে সেখানে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সামেরী উপলব্ধি করল ঘোড়ার পা ফেলার স্থানে সঞ্জিবনী শক্তি আছে এবং এ শক্তিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। অর্থাৎ, নিষ্প্রাণ কোন বস্তুতে এ মাটি প্রয়োগ করলে তাতে জৈব

৯৭. মূসা বলল, তুমি চলে যাও। জীবনভর তোমার কাজ হবে মানুষকে এই বলতে থাকা যে, 'আমাকে ছুঁয়ো না'।[৪১] (তাছাড়া) তোমার জন্য আছে এক প্রতিশ্রুত কাল, যা তোমার থেকে টলানো যাবে না।[৪২] তুমি তোমার এই (অলীক) মাবুদকে দেখ, যার উপাসনায় তুমি স্থিত হয়ে গিয়েছিল, আমরা একে জ্বালিয়ে দেব। তারপর একে (অর্থাৎ এর ছাই) গুঁড়ো করে সাগরে ছিটিয়ে দেব।

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ أَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۪ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ إِلٰٓى إِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ؕ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

৯৮. প্রকৃতপক্ষে তোমাদের সকলের মাবুদ তো কেবল এক আল্লাহই, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তাঁর জ্ঞান সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে।

إِنَّمَآ إِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ؕ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾

৯৯. (হে নবী!) আমি এভাবে অতীতে যা ঘটেছে তার কিছু সংবাদ তোমাকে

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ

বৈশিষ্ট্য সঞ্চার হতে পারে। সুতরাং সে একমুঠো মাটি নিয়ে বাছুরের মূর্তিতে ঢুকিয়ে দিল। ফলে তার থেকে হাম্বা-রব বের হতে লাগল। কিন্তু কোন কোন মুফাসসির, যেমন হযরত মাওলানা হক্কানী (রহ.) তাঁর 'তাফসীরে হক্কানী'-তে (৩ খণ্ড, ২৭২-২৭৩) বলেন, সামেরীর এ বিবৃতি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। আসলে বাছুরের থেকে আওয়াজ বের হচ্ছিল বাতাস চলাচলের কারণে। কুরআন মাজীদ নিজে যেহেতু এ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেনি এবং সহীহ হাদীসেও এ সম্পর্কেও কিছু পাওয়া যায় না আবার এটা জানার উপর দ্বীনী জরুরী কোন বিষয়ও নির্ভরশীল নয়, তাই বাছুরটির রহস্য সন্ধানের পেছনে না পড়ে বিষয়টাকে আল্লাহ তাআলার উপর ন্যস্ত করাই শ্রেয় যে, তিনিই ভালো জানেন সেটির কী রহস্য।

৪১. বাছুর পূজার ক্ষেত্রে সামেরী মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। তাই তাকে এই শাস্তি দেওয়া হল যে, সকলে তাকে বয়কট করে চলবে। কেউ তাকে স্পর্শ করবে না এবং সেও কাউকে স্পর্শ করবে না। অর্থাৎ সে সম্পূর্ণ অস্পৃশ্য থাকবে। অস্পৃশ্য হওয়ার এ শাস্তি দুইভাবে হতে পারে। (ক) হয়ত আইনী হুকুম জারি করা হয়েছিল, কেউ যেন তাকে স্পর্শ না করে, (খ) অথবা কোন কোন রেওয়ায়াতে যেমন বলা হয়েছে, তার শরীরে এমন কোন রোগ দেখা দিয়েছিল, যদ্দরুণ কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারত না। স্পর্শ করলে তার নিজের ও স্পর্শকারীর উভয়েরই শরীরে জ্বর আসত।

৪২. 'প্রতিশ্রুত কাল' বলতে আখেরাত বোঝানো হয়েছে, যেখানে তাকে এ অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ۚ﴿٩٩﴾

অবহিত করি আর আমি তোমাকে আমার নিকট থেকে দান করেছি এক উপদেশবাণী।[৪৩]

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ۙ﴿١٠٠﴾

১০০. যারা এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে কিয়ামতের দিন তারা বহন করবে মস্ত বোঝা।

خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ؕ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ۙ﴿١٠١﴾

১০১. যার (শাস্তির) ভেতর তারা সর্বদা থাকবে। কিয়ামতের দিন তাদের জন্য এটা হবে নিকৃষ্টতর বোঝা।

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۚۖ﴿١٠٢﴾

১০২. যে দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, সে দিন আমি অপরাধীদেরকে ঘেরাও করে এভাবে সমবেত করব যে, তারা নীল বর্ণের হয়ে যাবে।

يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾

১০৩. তাদের নিজেদের মধ্যে চুপিসারে বলাবলি করবে, তোমরা (কবরে বা দুনিয়ায়) দশ দিনের বেশি থাকনি।[৪৪]

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً

১০৪. তারা যে বিষয়ে বলাবলি করবে তার প্রকৃত অবস্থা আমার ভালোভাবে জানা আছে,[৪৫] যখন তাদের মধ্যে যে

---

৪৩. হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার পর এ আয়াতে বলা হচ্ছে, একজন উম্মী ও নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও এবং জ্ঞানার্জন ও ইতিহাস সম্পর্কে অবগতি লাভের কোন মাধ্যম হাতে না থাকার পরও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে এসব ঘটনা বিবৃত হওয়া তাঁর রিসালাতের উজ্জ্বল দলীল। এটা প্রমাণ করে তিনি একজন সত্য রাসূল এবং তিনি যে সব আয়াত পাঠ করেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ।

৪৪. অর্থাৎ, কিয়ামত দিবস তাদের জন্য এমনই বিভীষিকাময় হবে যদ্দরুণ তাদের কাছে দুনিয়ার সমগ্র জীবন অতি সংক্ষিপ্ত মনে হবে। যেন সেটা দিন দশেকের ব্যাপার।

৪৫. অর্থাৎ, যে জীবনকে তারা মাত্র দশ দিন গণ্য করছে তার প্রকৃত মেয়াদ কি ছিল তা আমার জানা আছে।

إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝١٠٤

সর্বাপেক্ষা ভালো পথে ছিল সে বলবে, তোমরা এক দিনের বেশি অবস্থান করনি।[৪৬]

[৫]

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ
نَسْفًا ۝١٠٥

১০৫. লোকে তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (যে, কিয়ামতে তার কী অবস্থা হবে?) বলে দিন, আমার প্রতিপালক তা ধুলার মত উড়িয়ে দিবেন।

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝١٠٦

১০৬. আর ভূমিকে এমন সমতল প্রান্তরে পরিণত করবেন–

لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ۝١٠٧

১০৭. যাতে তুমি না কোন বক্রতা দেখতে পাবে না কোন উচ্চতা।

يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ
الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ۝١٠٨

১০৮. সে দিন সকলে আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে এমনভাবে যে, তার কাছে কোন বক্রতা পরিদৃষ্ট হবে না এবং দয়াময় আল্লাহর সামনে সব আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে। ফলে তুমি পায়ের মৃদু আওয়াজ ছাড়া কিছুই শুনতে পাবে না।

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ
لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ۝١٠٩

১০৯. সে দিন কারও সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, সেই ব্যক্তি (এর সুপারিশ) ছাড়া, যাকে দয়াময় আল্লাহ অনুমতি দিবেন ও যার কথা তিনি পসন্দ করবেন।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ۝١١٠

১১০. তিনি মানুষের অগ্র-পশ্চাৎ সবকিছুই জানেন। তারা তাঁর জ্ঞান আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়।

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ؕ وَقَدْ خَابَ مَنْ

১১১. আল-হায়্যুল কায়্যুমের সামনে সকল চেহারা নত হয়ে থাকবে। আর যে-কেউ

৪৬. অর্থাৎ, যে ব্যক্তিকে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান মনে করা হত, তার কাছে সে সময়টা আরও বেশি সংক্ষিপ্ত বোধ হবে। সে বলবে, দুনিয়ায় আমাদের জীবনকালের মেয়াদ বা কবরে অবস্থানের পরিমাণ ছিল মাত্র এক দিন। তার বেশি নয়।

حَمَلَ ظُلۡمًا ﴿١١١﴾

জুলুমের ভার বহন করবে, সে-ই ব্যর্থকাম হবে।

وَمَنۡ يَّعۡمَلۡ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤۡمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلۡمًا وَّلَا هَضۡمًا ﴿١١٢﴾

১১২. আর যে-কেউ সৎকর্ম করবে, সে যদি মুমিন হয়, তবে তার কোন জুলুমের ভয় থাকবে না এবং অধিকার খর্বেরও না।

وَكَذٰلِكَ اَنۡزَلۡنٰهُ قُرۡاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفۡنَا فِيۡهِ مِنَ الۡوَعِيۡدِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُوۡنَ اَوۡ يُحۡدِثُ لَهُمۡ ذِكۡرًا ﴿١١٣﴾

১১৩. এভাবেই আমি এ ওহীকে এক আরবী কুরআনরূপে নাযিল করেছি এবং তাতে সতর্কবাণী বর্ণনা করেছি বিভিন্নভাবে, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে অথবা এ কুরআন তাদের ভেতর কিছুটা চিন্তা-চেতনা উৎপাদন করে।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الۡمَلِكُ الۡحَقُّ ۚ وَلَا تَعۡجَلۡ بِالۡقُرۡاٰنِ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ يُّقۡضٰۤى اِلَيۡكَ وَحۡيُهٗ ۫ وَقُلۡ رَّبِّ زِدۡنِىۡ عِلۡمًا ﴿١١٤﴾

১১৪. এমনই উচ্চ আল্লাহর মাহাত্ম্য, যিনি প্রকৃত আধিপত্যের মালিক। (হে নবী!) ওহীর মাধ্যমে যখন কুরআন নাযিল হয়, তখন তা শেষ হওয়ার আগে কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করো না[৪৭] এবং দু'আ করতে থাক, হে আমার প্রতিপালক! জ্ঞানে আমাকে আরও উন্নতি দান কর।[৪৮]

وَلَقَدۡ عَهِدۡنَاۤ اِلٰۤى اٰدَمَ مِنۡ قَبۡلُ فَنَسِىَ

১১৫. আমি ইতঃপূর্বে আদমকে একটা বিষয়ে আদেশ করেছিলাম, কিন্তু সে তা

৪৭. হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখন ওহীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুরআন মাজীদের আয়াত নাযিল করতেন, তখন পাছে ভুলে যান এজন্য তিনি তা সঙ্গে সঙ্গে পড়তে থাকতেন। বলাবাহুল্য এতে তাঁর খুব কষ্ট হত। এ আয়াতে তাঁকে বলা হচ্ছে, আপনার এত পরিশ্রমের দরকার নেই। আল্লাহ তাআলা নিজেই আপনার বক্ষদেশে কুরআন মাজীদকে সংরক্ষিত করবেন। সূরা কিয়ামায়ও (৭৫ ঃ ১৬–১৮) এ বিষয়টা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

৪৮. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দু'আ শিক্ষা দিয়ে এই মহা সত্য স্পষ্ট করা হয়েছে যে, জ্ঞান এমনই এক মহা সাগর, যার কোন কুল-কিনারা নেই। কাজেই জ্ঞানের কোন স্তরেই পৌঁছে পরিতৃপ্তি বোধ করা উচিত নয় যে, যথেষ্ট হয়েছে। বরং সর্বদাই জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য চেষ্টারত থাকা ও দু'আ করা উচিত। এ দু'আ যেমন স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য করা চাই, তেমনি জ্ঞানের সমৃদ্ধি ও সঠিক বুঝের জন্যও।

ভুলে গেল এবং আমি তার মধ্যে পাইনি প্রতিজ্ঞা।[৪৯]

وَلَمۡ نَجِدۡ لَهٗ عَزۡمًا ﴿۱۱۵﴾

[৬]

১১৬. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমকে সিজদা কর। তখন সকলেই সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে অস্বীকার করল।

وَاِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلٰٓئِکَۃِ اسۡجُدُوۡا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوۡۤا اِلَّاۤ اِبۡلِیۡسَ ؕ اَبٰی ﴿۱۱۶﴾

১১৭. সুতরাং আমি বললাম, হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়। তাহলে তুমি কষ্টে পড়ে যাবে।[৫০]

فَقُلۡنَا یٰۤاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّکَ وَلِزَوۡجِکَ فَلَا یُخۡرِجَنَّکُمَا مِنَ الۡجَنَّۃِ فَتَشۡقٰی ﴿۱۱۷﴾

১১৮. এখানে তো তোমার এই সুবিধা আছে যে, তুমি ক্ষুধার্ত হবে না এবং বিবস্ত্রও না।

اِنَّ لَکَ اَلَّا تَجُوۡعَ فِیۡهَا وَلَا تَعۡرٰی ﴿۱۱۸﴾

১১৯. আর না এখানে তৃষ্ণার্ত হবে, না রোদের তাপ ভুগবে।

وَاَنَّکَ لَا تَظۡمَؤُا فِیۡهَا وَلَا تَضۡحٰی ﴿۱۱۹﴾

---

৪৯. এখানে যে আদেশের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা বিশেষ এক গাছের ফল না খাওয়ার নির্দেশ বোঝানো হয়েছে। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এবং এ সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহের উত্তর সূরা বাকারায় চলে গেছে (২ ঃ ৩৪–৩৯)। এখানে আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যে বলা হয়েছে 'আমি তার মধ্যে প্রতিজ্ঞা পাইনি' তার দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, গাছের ফল খেয়ে ফেলার যে ভুল তাঁর দ্বারা ঘটেছিল, তাতে তাঁর প্রতিজ্ঞার কোন ভূমিকা ছিল না। অর্থাৎ, তিনি তা খাওয়ার সংকল্প করেছিলেন বা নাফরমানী করার ইচ্ছায় হুকুম অমান্য করেছিলেন– এমন নয়; বরং অসতর্কতাবশত তার ভুল হয়ে গিয়েছিল।

(দুই) অন্যান্য মুফাসসিরগণ এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, শয়তানের প্ররোচনায় না পড়ার মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তার মধ্যে ছিল না। এর দ্বারা মানুষের সেই স্বভাব-প্রকৃতির দিকে ইশারা করা হয়েছে, যার ভেতর শয়তানী প্ররোচনা গ্রহণ করার প্রবণতা রয়েছে। কুরআন মাজীদ যেহেতু প্রতিজ্ঞা না থাকার কথাটিকে 'ভুলে যাওয়া'-এর সাথে মিলিয়ে বলেছে সে হিসেবে প্রথম অর্থই বেশি সঠিক মনে হয়।

৫০. এ আয়াতকে পরবর্তী আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়লে অর্থ হয়, জান্নাতে তো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি জীবনের সকল প্রয়োজনীয় জিনিস বিনা শ্রমেই তোমরা পেয়ে গেছ। কিন্তু জান্নাত থেকে বের হয়ে গেলে এসব জিনিস অর্জন করতে প্রচুর কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হবে।

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢٠﴾

১২০. অতঃপর শয়তান তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, হে আদম! তোমাকে কি এমন একটা গাছের সন্ধান দেব, যা দ্বারা অনন্ত জীবন ও এমন রাজত্ব লাভ হয়, যা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।[৫১]

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ز وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢١﴾

১২১. অতঃপর তারা সে গাছ থেকে কিছু খেয়ে ফেলল। ফলে তাদের লজ্জাস্থানসমূহ তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে গেল। তখন তারা জান্নাতের পাতা নিজেদের উপর জুড়তে লাগল। আর (এভাবে) আদম নিজ প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল ও বিভ্রান্ত হল।[৫২]

ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿١٢٢﴾

১২২. অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন। সুতরাং তার তাওবা কবুল করলেন ও তাঁকে পথ দেখালেন।

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿١٢٣﴾

১২৩. আল্লাহ বললেন, তোমরা উভয়ে এখান থেকে নিচে নেমে যাও। তোমরা একে অন্যের শত্রু হবে।[৫৩] অতঃপর তোমাদের কাছে আমার পক্ষ হতে যদি কোন হিদায়াত পৌঁছে, তবে যে আমার

---

৫১. এর সাথে শয়তান নিষেধাজ্ঞার এই ব্যাখ্যাও তাদের সামনে পেশ করল যে, এ গাছের ফল খেতে বারণ করা হয়েছিল সাময়িক কালের জন্য। অর্থাৎ, এর ফল খেয়ে হজম করার মত শক্তি তোমাদের তখন ছিল না। যেহেতু তোমরা দীর্ঘদিন জান্নাত বাসের ফলে এর পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে গেছ, তাই এখন আর এ ফল খেতে কোন বাধা নেই।

৫২. সূরা বাকারায় আমরা লিখে এসেছি যে, এটা ছিল হযরত আদম আলাইহিস সালামের ইজতিহাদী ভুল। উপরে ১১৪ নং আয়াতে এর দিকেই ইশারা করে বলা হয়েছে, তার দ্বারা ভুল হয়ে গিয়েছিল। ইজতিহাদী ত্রুটি ও ভুলক্রমে যে কাজ করা হয়, তাতে গুনাহ হয় না। কিন্তু নবীদের মর্যাদা যেহেতু অনেক উপরে, তাই ইজতিহাদী ভুল হওয়াও তাদের পক্ষে শোভনীয় নয়, যদিও সাধারণের পক্ষে সেটা গুরুতর বিষয় নয়। এ কারণেই আয়াতে তাঁর এ ভুলকে 'হুকুম অমান্য করা' ও 'বিভ্রান্ত হওয়া' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তার কারণেও তাওবা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

৫৩. অর্থাৎ, মানুষ ও শয়তান একে অন্যের শত্রু হবে।

হিদায়াত অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং কোন সংকটেও পড়বে না।

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ﴿١٢٤﴾

১২৪. আর যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে বড় সংকটময়। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাব।[৫৪]

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٥﴾

১২৫. সে বলবে, হে রব্ব! তুমি আমাকে অন্ধ করে উঠালে কেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম!

قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾

১২৬. আল্লাহ বলবেন, এভাবেই তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজ সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿١٢٧﴾

১২৭. যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে ও নিজ প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে না, তাকে আমি এভাবেই শাস্তি দেই। আর আখেরাতের আযাব বাস্তবিকই বেশি কঠিন ও অধিকতর স্থায়ী।

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ﴿١٢٨﴾

১২৮. অতঃপর এ বিষয়টিও কি তাদেরকে হিদায়াতের কোন সবক দিল না যে, আমি তাদের আগে কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, যাদের আবাসভূমিতে এরা চলাফেরা করে থাকে? নিশ্চয়ই যারা বিবেকসম্পন্ন, তাদের জন্য এ বিষয়ের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের বহু উপাদান আছে।

[৭]

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ

১২৯. তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে পূর্ব থেকেই যদি একটা কথা স্থিরীকৃত না

৫৪. অর্থাৎ, যখন কবর থেকে তুলে হাশরে নেওয়া হবে তখন তারা অন্ধ থাকবে। অবশ্য পরে তাদেরকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যেমন সূরা কাহাফের আয়াত দ্বারা জানা যায়। সেখানে বলা হয়েছে, 'তারা জাহান্নামের আগুন দেখবে' (১৮ ঃ ৫৩)।

لِزَامًا وَّ اَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾

থাকত এবং (তার ভিত্তিতে শাস্তির জন্য) একটা কাল নির্ধারিত না থাকত, তবে অবশ্যম্ভাবী শাস্তি (তাদেরকে) লেপটে ধরত।[৫৫]

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿١٣٠﴾

১৩০. সুতরাং (হে নবী!) তারা যেসব কথা বলে, তাতে সবর কর এবং সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে নিজ প্রতিপালকের তাসবীহ ও হামদে রত থাক এবং রাতের মুহূর্তগুলোতেও তাসবীহতে রত থাক এবং দিনের প্রান্তসমূহেও, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।[৫৬]

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ۬ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ﴿١٣١﴾

১৩১. তুমি পার্থিব জীবনের ওই চাকচিক্যের দিকে চোখ তুলে তাকিও না, যা আমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিভিন্ন শ্রেণীকে মজা লোটার জন্য দিয়ে রেখেছি, তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। বস্তুত তোমার রব্বের রিযিক সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বাধিক স্থায়ী।

---

৫৫. অর্থাৎ, কাফেরদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে সময় না আসবে, তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হতে থাকবে। এ কারণেই এত সব নাফরমানী ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও কাফেরদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হচ্ছে না। স্থিরীকৃত কথা বলতে নির্দিষ্ট সময় আসার আগে শাস্তি না দেওয়া বোঝানো হয়েছে। একথা যদি পূর্ব থেকে স্থিরীকৃত না থাকত, তবে তারা যে গুরুতর অপরাধ করছে, সেজন্য তাৎক্ষণিক শাস্তিতে তারা অবশ্যই আক্রান্ত হত।

৫৬. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, কাফেরগণ আপনার বিরুদ্ধে যে বেহুদা কথাবার্তা বলে তার কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই; বরং সবর করতে থাকুন ও আল্লাহ তাআলার তাসবীহ ও গুণকীর্তনে রত থাকুন। এর সর্বোত্তম পন্থা হল সালাত আদায়। কাজেই সূর্যোদয়ের আগে ফজরের নামায ও সূর্যাস্তের আগে আসরের নামায এবং রাতে ইশা ও তাহাজ্জুদের নামায আদায় করুন আর দিনের প্রান্তে পড়ুন মাগরিবের নামায। এ নিয়মে চললে আপনার পরিণাম ভালো হবে এবং আপনি আনন্দ লাভ করবেন। একে তো এ কারণে যে, এর কারণে আপনাকে যে পুরস্কার দেওয়া হবে তা অতি মহিমান্বিত ও সুবিপুল আর দ্বিতীয়ত এ কর্মপন্থা শত্রুর বিরুদ্ধে আপনার বিজয়কে নিশ্চিত করবে। তৃতীয়ত এর ফলে আপনি শাফায়াতের মহা মর্যাদায় আসীন হবেন। ফলে উম্মতের নাজাতপ্রাপ্তি আপনার মহানন্দের কারণ হবে।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٢﴾

১৩২. এবং নিজ পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ কর এবং নিজেও তাতে অবিচলিত থাক। আমি তোমার কাছে রিযিক চাই না।[৫৭] রিযিক তো আমিই দেব। আর শুভ পরিণাম তো তাকওয়ারই।

وَقَالُوْا لَوْلَا يَأْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٣٣﴾

১৩৩. তারা বলে, সে (অর্থাৎ নবী!) আমাদের কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোন নিদর্শন নিয়ে আসে না কেন? তবে কি তাদের কাছে পূর্ববর্তী (আসমানী) সহীফাসমূহে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সাক্ষ্য আসেনি?[৫৮]

---

৫৭. অর্থাৎ দুনিয়ায় মনিব যেমন তার দাস-দাসীকে আয়-রোজগারের কাজে লাগিয়ে তাদের মেহনত দ্বারা নিজ জীবিকা সংগ্রহ করে, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক সে রকমের নয়। তিনি বান্দার এ রকম বন্দেগী থেকে বেনিয়ায। বরং তিনি নিজের পক্ষ থেকেই তোমাদেরকে রিযিক দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। আয়াতটির ব্যাখ্যা এরূপও করা যেতে পারে যে, আমি তোমাদের উপর তোমাদের নিজেদের রিযিক সৃষ্টি করার দায়িত্ব ন্যস্ত করিনি। তোমরা বেশির বেশি যা করে থাক, তা কেবল এই যে, রিযিকের জন্য আসবাব-উপকরণ অবলম্বন কর, যেমন মাটিতে বীজ বপণ করা। কিন্তু সেই বীজ থেকে চারা ও শস্য উৎপাদনের কাজ আমি তোমাদের দায়িত্বে ছাড়িনি, বরং আমি নিজেই তা সম্পন্ন করি এবং এভাবে তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করি।

৫৮. এ আয়াতে بَيِّنَةٌ (সাক্ষ্য) দ্বারা কুরআন মাজীদ বোঝানো হয়েছে। 'সহীফা' হল পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব। এ আয়াতের ব্যাখ্যা দু'ভাবে করা যায়। (এক) কুরআন এমন এক কিতাব, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে যার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া হয়েছিল যে, আখেরী যামানায় এ কিতাব নাযিল করা হবে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, সে সব সহীফা কুরআন মাজীদের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল। (দুই) কুরআন মাজীদ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সমর্থন করে আর এভাবে এ কিতাব সেগুলোর আসমানী কিতাব হওয়ার সপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে, অথচ যার মুবারক মুখে এ বাণী উচ্চারিত হচ্ছে, সেই আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন উম্মী। তাঁর কাছে অতীতের কিতাবসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের কোন মাধ্যম নেই। তা সত্ত্বেও যখন তাঁর পবিত্র মুখে সেসব কিতাবের বিষয়বস্তু বিবৃত হচ্ছে, তখন এটা আপনা-আপনিই প্রমাণ হয়ে যায় যে, এসব বিষয়বস্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতেই এসেছে এবং কুরআন মাজীদ তাঁরই কিতাব। এরপরও তোমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের পক্ষে আর কী নিদর্শন দাবী করছ?

وَلَوْ اَنَّاۤ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ﴿۱۳۴﴾

১৩৪. আমি যদি তাদেরকে এর আগে (অর্থাৎ কুরআন নাযিলের আগে) কোন শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে তারা অবশ্যই বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠালেন না কেন, তাহলে তো আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার আগে আপনার আয়াতসমূহ অনুসরণ করতে পারতাম?

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ﴿۱۳۵﴾

১৩৫. (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাও, (আমাদের) সকলেই প্রতীক্ষা করছে। সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর।[৫৯] কেননা তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কারা সরল পথের অনুসারী এবং কারা হিদায়াতপ্রাপ্ত?

---

৫৯. অর্থাৎ, দলীল-প্রমাণ তো সবই চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এখন বাকি রয়েছে কেবল আল্লাহ তাআলার ফায়সালার। আমরা তাঁর সেই ফায়সালার অপেক্ষায় আছি। তোমরাও তার অপেক্ষা করতে থাক। সেই সময় দূরে নয়, যখন প্রত্যেকের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে কোনটা খাঁটি আর কোনটা ভেজাল।

আল-হামদুলিল্লাহ! আজ ৫ যুলহিজ্জা ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২৭ ডিসেম্বর ২০০৬ খ্রি. দুবাই থেকে করাচী যাওয়ার পথে বিমানে সূরা তোয়াহার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল (অনুবাদের কাজ শেষ হল আজ ১ জুন ২০১০ খৃ. মোতাবেক ১৬ জুমাদাস সানিয়া ১৪৩১ হিজরী মঙ্গলবার)। এ সূরার সিংহভাগ কাজ বাহরাইন, দুবাই, লাহোর ও ইসলামাবাদের সফর অবস্থায় করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

সূরা আম্বিয়া পরিচিতি

এ সূরার মূল বিষয়বস্তু ইসলামের বুনিয়াদী আকাইদ অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে সপ্রমাণ করা এবং এসব আকীদার বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরগণ যে সব প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করত তার উত্তর দেওয়া। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত সম্পর্কে তাদের একটি আপত্তি ছিল এই যে, আমাদের কাছে আমাদেরই মত একজন মানুষকে কেন নবী করে পাঠানো হল? এর জবাব দেওয়া হয়েছে, মানুষের কাছে নবী করে মানুষকেই পাঠানো যুক্তিযুক্ত ছিল। এটাকে স্পষ্ট করার জন্য পূর্ববর্তী বহু নবী-রাসূলের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা সকলেই মানুষ ছিলেন এবং তাদের প্রত্যেকে হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল আকীদা-বিশ্বাস প্রচার করছেন নিজ-নিজ উম্মতকে তারই তালীম দিয়েছিলেন। যেহেতু এ সূরায় বহু সংখ্যক নবী-রাসূলের বৃত্তান্ত পেশ করা হয়েছে তাই এ সূরার নামই রেখে দেওয়া হয়েছে 'সূরা আম্বিয়া'।

২১ – সূরা আম্বিয়া – ৭৩

মক্কী; আয়াত ১১২; রুকূ ৭

سُوۡرَةُ الۡاَنۡبِيَآءِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ۱۱۲ رُكُوۡعَاتُهَا ۷

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اِقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَهُمۡ فِىۡ غَفۡلَةٍ مُّعۡرِضُوۡنَ ۱

১. মানুষের জন্য তাদের হিসাবের সময় কাছে এসে গেছে। অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

مَا يَاۡتِيۡهِمۡ مِّنۡ ذِكۡرٍ مِّنۡ رَّبِّهِمۡ مُّحۡدَثٍ اِلَّا اسۡتَمَعُوۡهُ وَهُمۡ يَلۡعَبُوۡنَ ۲

২. যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নতুন কোন উপদেশ আসে, তখন তারা তামাশা রত হয়ে তা এমনভাবে শোনে যে,

لَاهِيَةً قُلُوۡبُهُمۡ ؕ وَاَسَرُّوا النَّجۡوَى ۖ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا ۖ هَلۡ هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُكُمۡ ۚ اَفَتَاۡتُوۡنَ السِّحۡرَ وَاَنۡتُمۡ تُبۡصِرُوۡنَ ۳

৩. তাদের অন্তর ফজুল কাজে মগ্ন থাকে। জালেমগণ চুপিসারে (একে অন্যের সাথে) কানাকানি করে যে, এই ব্যক্তি (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি তোমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু? তারপরও কি তোমরা দেখে শুনে যাদুর কথাই শুনে যাবে?

قٰلَ رَبِّىۡ يَعۡلَمُ الۡقَوۡلَ فِى السَّمَآءِ وَالۡاَرۡضِ ۡ وَهُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ ۴

৪. (উত্তরে) নবী বলল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু বলা হয়, আমার প্রতিপালক তা সবই জানেন। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।[১]

بَلۡ قَالُوۡۤا اَضۡغَاثُ اَحۡلَامٍۭ بَلِ افۡتَرٰىهُ بَلۡ هُوَ

৫. এতটুকুই নয়; বরং তারা একথাও বলে যে, এটা (অর্থাৎ কুরআন) অসংলগ্ন স্বপ্ন

---

১. কাফেরগণ গোপনে ইসলাম ও ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যেসব কথা বলাবলি করত, কখনও কখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হত এবং তিনি তা তাদের কাছে প্রকাশ করতেন। তখন তারা একে যাদু বলে মন্তব্য করত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেন, এটা যাদু নয়; বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ ওহী। তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু বলা হয় তা ভালোভাবে অবগত আছেন।

شَاعِرٌ ۚ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ⑤

সম্ভার; বরং সে নিজে এটা রচনা করেছে। কিংবা সে একজন কবি। তা সে আমাদের সামনে কোন নিদর্শন নিয়ে আসুক না, যেমন পূর্ববর্তী নবীগণ (নিদর্শনসহ) প্রেরিত হয়েছিল!

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ⑥

৬. অথচ তাদের পূর্বে আমি যত জনপদ ধ্বংস করেছি, তারা ঈমান আনেনি। তবে কি এরা ঈমান আনবে?[২]

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ⑦

৭. (হে নবী!) আমি তোমার আগে কেবল মানুষকেই রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম, যাদের প্রতি ওহী নাযিল করতাম। সুতরাং (কাফেরদেরকে বল) তোমরা নিজেরা যদি না জান তবে উপদেশ সম্পর্কে জ্ঞাতদেরকে জিজ্ঞেস কর।[৩]

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ⑧

৮. এবং আমি তাদের (অর্থাৎ রাসূলদের)-কে এমন দেহবিশিষ্ট বানাইনি, যারা খাবার খাবে না। আর তারা এমনও ছিল না যে, সর্বদা জীবিত থাকবে।

---

২. 'নিদর্শন' দ্বারা মুজিযা (অলৌকিক বিষয়) বোঝানো হয়েছে। কাফেরদের সামনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু মুজিযাই প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিত্য-নতুন মুজিযার দাবি করত। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে জানাচ্ছেন, পূর্বের জাতিসমূহও তাদের মত মুজিযা দাবি করত। কিন্তু তাদের দাবি অনুযায়ী যখন তাদেরকে মুজিযা দেখানো হত, তখন যে তারা ঈমান আনত তা নয়; বরং তখন তারা নতুন বাহানা দেখাত। পরিণামে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলার জানা আছে ফরমায়েশী মুজিযা দেখার পরও তারা ঈমান আনবে না। অথচ আল্লাহ তাআলার নীতি হল, কোন সম্প্রদায় তাদের ফরমায়েশী মুজিযা দেখার পরও যদি ঈমান না আনে, তবে তাদেরকে তিনি ধ্বংস করে দেন। কিন্তু এদেরকে তো এখনই ধ্বংস করা তাঁর অভিপ্রেত নয়। এ কারণেই তিনি তাদেরকে তাদের দাবি অনুযায়ী মুজিযা দেখাচ্ছেন না।

৩. 'উপদেশ সম্পর্কে জ্ঞাতদের' দ্বারা কিতাবীদেরকে বোঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণ সম্পর্কে তোমাদের নিজেদের যদি জানা না থাকে, তবে কিতাবীদেরকে জিজ্ঞেস কর। তারা এ কথার সমর্থন করবে যে, সমস্ত নবী-রাসূল মানুষই ছিলেন এবং মানুষের কাছে মানুষকেই নবী করে পাঠানো হয়েছিল।

ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ
وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٩﴾

৯. অতঃপর আমি তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা সত্যে পরিণত করি, অর্থাৎ আমি তাদেরকেও রক্ষা করি এবং (তাদের ছাড়া অন্য) যাদেরকে ইচ্ছা করেছিলাম তাদেরকেও। আর যারা সীমালংঘন করেছিল তাদেরকে করি ধ্বংস।

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠﴾

১০. (পরিশেষে) আমি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি এমন এক কিতাব, যার ভেতর তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে।[৪] তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

[১]

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً
وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿١١﴾

১১. আমি কত জনপদ পিষ্ট করেছি, যারা ছিল জালেম! তাদের পর আমি অন্যান্য জাতি সৃষ্টি করেছি।

فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ؕ ﴿١٢﴾

১২. অতঃপর তারা যখন আমার শাস্তির পূর্বাভাষ পেল, তখন তারা দ্রুত সেখান থেকে পালাতে লাগল।

لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ
وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. (তাদেরকে বলা হয়েছিল) পালিও না। বরং ফিরে এসো তোমাদের সেই ঘর-বাড়ি ও ভোগ-বিলাসের উপকরণের দিকে, যার মজা তোমরা লুটছিলে। হয়ত তোমাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে।[৫]

---

৪. এ আয়াতের তরজমা এভাবেও করা যেতে পারে যে, 'আমি তোমাদের প্রতি এমন এক কিতাব নাযিল করেছি, যার ভেতর তোমাদের সুখ্যাতির ব্যবস্থা আছে'। তখন এর ব্যাখ্যা হল, আমি এ কিতাব আরবী ভাষায় নাযিল করেছি। এতে সরাসরি তোমাদের আরবদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা তোমাদের জন্য অতি মর্যাদার বিষয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সার্বজনীন সর্বশেষ কিতাব তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন এবং তাও তোমাদেরই ভাষায়। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে পৃথিবীর অস্তিত্ব যত দিন থাকবে তত দিন তোমাদের সুনাম-সুখ্যাতিও অব্যাহত থাকবে।

৫. একথা বলা হয়েছে তাদের প্রতি পরিহাস স্বরূপ। অর্থাৎ তোমরা যখন ভোগ-বিলাসের ভেতর নিমজ্জিত ছিলে, তখন তোমাদের চাকর-বাকর তোমাদের হুকুম জানতে চাইত, কখন কী করতে হবে তা জিজ্ঞেস করত। সুতরাং এখন পালাও কেন, বাড়িতে ফিরে এসো, এসে দেখ তোমাদের চাকর-বাকর এখনও তোমাদের হুকুম জানতে চায় কি না। বস্তুত সেই অবকাশ

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝١٤

১৪. তারা বলল, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! প্রকৃতপক্ষে আমরাই জালেম ছিলাম।

فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ۝١٥

১৫. তাদের এই চিৎকারই চলতে থাকে যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত আগুনের মত করে ফেলি।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ۝١٦

১৬. আমি আকাশ, পৃথিবী ও এ দুয়ের মাঝখানে যা-কিছু আছে, তা খেলা করার জন্য সৃষ্টি করিনি।[৬]

لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ۝١٧

১৭. আমি যদি কোন খেলার ব্যবস্থা করতে চাইতাম, তবে আমি নিজের থেকেই তার কোন ব্যবস্থা করে নিতাম– একান্ত যদি আমার তা করতেই হত।[৭]

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۭ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ۝١٨

১৮. বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি, যা মিথ্যার মাথা গুঁড়ো করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ তা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[৮] তোমরা যে সব

আর নেই। তোমরা ফিরে আসলে তোমাদের ঘর-বাড়ির কোন চিহ্নই খুঁজে পাবে না। তোমাদের বিলাসিতার উপকরণও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আর কোথায়ই বা সেই চাকর-বাকর, যারা তোমাদের হুকুমের অপেক্ষায় থাকত!

৬. যারা পার্থিব জীবনকেই শেষ কথা মনে করে, আখেরাতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাদের কথার অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ তাআলা বিশ্ব জগতকে এমনিই সৃষ্টি করেছেন, এর পেছনে তাঁর বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নেই। এটা তার একটা খেলা মাত্র। তারা যেন বলছে, এ দুনিয়ায় যা-কিছু ঘটছে পরবর্তীতে কখনও এর কোন ফলাফল প্রকাশ পাবে না। না কেউ তার সৎকাজের কোন পুরস্কার পাবে, না কাউকে তার অসৎ কাজের শাস্তি ভোগ করতে হবে। বলার দরকার পড়ে না, আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ গুরুতর বেয়াদবী ও চরম ধৃষ্টতা।

৭. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কোন রকমের খেলা করতে চাচ্ছেন– এ রকমের ধারণা তাঁর সম্পর্কে করা বেহুদা অর্বাচীনতা। এই অসম্ভবকে যদি সম্ভব ধরেও নেওয়া হয় এবং বলা হয় একটু আনন্দ-ফূর্তি করাই তার উদ্দেশ্য ছিল (নাউজুবিল্লাহ), তবে সেজন্য এই বিস্ময়কর মহাবিশ্ব সৃষ্টির কী প্রয়োজন ছিল? তিনি তো নিজে নিজেই তার কোন ব্যবস্থা করে নিতে পারতেন।

৮. অর্থাৎ খেলাধুলা ও আনন্দ-ফূর্তি করা আমার কাজ নয়। আমি যা-কিছু করি তা হক ও সত্যই হয়ে থাকে। তার বিপরীতে কোন কিছু দাঁড়ালে তা হয় বাতিল ও মিথ্যা। আমি 'হক'-এর দ্বারা বাতিলকে চূর্ণ করি। ফলে বাতিল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

২১
সূরা আম্বিয়া

কথা বলছ, তার জন্য দুর্ভোগ রয়েছে তোমাদেরই।

وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ۚ﴿۱۹﴾

১৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারাই আছে, সকলেই আল্লাহর। আর যারা (অর্থাৎ যে সকল ফেরেশতা) তাঁর কাছে আছে, তারা অহংকারবশত তাঁর ইবাদত থেকে বিমুখ হয় না এবং তারা ক্লান্তিও বোধ করে না।

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿۲۰﴾

২০. তারা রাত-দিন তার তাসবীহতে লিপ্ত থাকে, কখনও অবসন্ন হয় না।

اَمِ اتَّخَذُوْۤا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ﴿۲۱﴾

২১. তবে কি তারা যমীন থেকে এমন মাবুদ বানিয়েছে, যারা নতুন জীবন দিতে পারে?[৯]

لَوْ كَانَ فِيْهِمَاۤ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۲۲﴾

২২. যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।[১০] সুতরাং তারা যা বলছে, আরশের মালিক আল্লাহ তা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

---

৯. অধিকাংশ মুফাসসির 'নতুন জীবন দান'-এর ব্যাখ্যা করেছেন, মৃত্যুর পর জীবন দান করা। অর্থাৎ মুশরিকগণ যেই দেব-দেবীকে প্রভুত্বের মর্যাদা দান করেছে, তারা কি মৃতদেরকে নতুন জীবন দান করার ক্ষমতা রাখে? যদিও মুশরিকগণ মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে স্বীকার করত না, কিন্তু যখন কোন সত্তাকে খোদা মানা হবে, তখন যুক্তির দাবি তো এটাই যে, সে সত্তা নতুন জীবন দানেও সক্ষম হবে। তা মুশরিকরা কি দেব-দেবীকে এরূপ ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে?
কিন্তু কোন কোন মুফাসসির নতুন জীবন দানের ব্যাখ্যা করেছেন এরূপ যে, মুশরিকদের বিশ্বাস ছিল দেব-দেবী ভূমিকে নতুন জীবন দান করে, ফলে তা সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে তাদের এ বিশ্বাসের ভিত্তি হল 'ঈশ্বর দু'জন'–এই মতবাদের উপর। এক শ্রেণীর কাফের বিশ্বাস করত আকাশের ঈশ্বর একজন এবং পৃথিবীর আরেকজন। আল্লাহ তাআলার প্রভুত্ব আকাশে আর দেব-দেবীর পৃথিবীতে। এই অবাস্তব ধারণা থেকেই তাদের এ বিশ্বাসের উৎপত্তি। সেটাকেই রদ করে বলা হয়েছে, তোমরা যাদেরকে পৃথিবীর প্রভু মনে করছ, তারা কি পৃথিবীকে সঞ্জিবীত করার ক্ষমতা রাখে?

১০. এটা তাওহীদের একটি সহজ-সরল প্রমাণ। এর ব্যাখ্যা হল, বিশ্ব জগতে যদি একের বেশি প্রভু থাকত, তবে প্রত্যেক প্রভু স্বতন্ত্র প্রভুত্বের অধিকারী হত এবং কেউ কারও অধীন হত

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তিনি যা-কিছু করেন, সেজন্য কারও কাছে তাঁর জবাবদিহি করতে হবে না, কিন্তু সকলকেই তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِیَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِیْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. তবে কি তারা তাকে ছেড়ে অন্য সব মাবুদ গ্রহণ করেছে? (হে নবী!) তাদেরকে বল, নিজেদের দলীল পেশ কর। এটাও (অর্থাৎ এ কুরআন) বর্তমান রয়েছে, এটা যারা আমার সঙ্গে আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং তাও (অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ)-ও সামনে রয়েছে। যার ভেতর আমার পূর্ববর্তী লোকদের জন্য উপদেশ ছিল।[১১] কিন্তু বাস্তবতা হল, তাদের অধিকাংশেই সত্যে বিশ্বাস করে না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

না। সে ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের সিদ্ধান্ত আলাদা হতে পারত, ফলে বিরোধ অনিবার্য হয়ে যেত। যখন দু'জনের সিদ্ধান্তে বিরোধ দেখা দিত, তখন তাদের একজন কি অন্যজনের কাছে হার মানত? হার মানলে সে কেমন খোদা হল, যে অন্যের বশ্যতা স্বীকার করে? আর যদি কেউ হার না মানে; বরং প্রত্যেকেই আপন-আপন সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সচেষ্ট হয়, তবে পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দ্বারা আসমান-যমীনের শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হয়ে যেত।

এ দলীলের অন্য রকম ব্যাখ্যাও করা যায়। যেমন, যারা আসমান ও যমীনের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন খোদার কথা বলে, তারা কি বিশ্ব জগতের ব্যবস্থাপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? তা করলে তাদের এ আকীদা আপনিই বাতিল সাব্যস্ত হত। কেননা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সমগ্র জগত একই নিয়ম নিগড়ে বাঁধা, একই সূত্রে গাথা। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র থেকে শুরু করে নদী-সাগর, পাহাড়-পর্বত, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থ পর্যন্ত সব কিছুই সুসমঞ্জস; কোথাও একটু বৈসাদৃশ্য নেই। এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে এগুলো একই ইচ্ছার প্রতিফলন এবং একই পরিকল্পনার অধীনে এরা নিজ-নিজ কাজে নিয়োজিত। আসমান ও যমীনের মালিক আলাদা হলে মহাবিশ্বের এই ঐকতান সম্ভব হত না, সর্বত্র এমন সাজুয্য থাকত না। বরং নানা ক্ষেত্রে নানা রকম অসঙ্গতি দেখা দিত। ফলে বিশ্ব জগতে ঘটত মহা বিপর্যয়।

১১. আল্লাহ তাআলা যে এক, এর এক বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ তো পূর্বের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং উপরের টীকায় তার ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। এবার এ আয়াতে নকলী (বর্ণনানির্ভর) দলীল বর্ণিত হচ্ছে যে, সমস্ত আসমানী কিতাবে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে যে বিষয়টা বর্ণিত হয়েছে, তা হল তাওহীদের আকীদা। কুরআন মাজীদে তো বটেই, এর আগেও যত কিতাব নাযিল করা হয়েছে, এ আকীদাই ছিল সবগুলোর প্রধান প্রতিপাদ্য।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ
اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿٢٥﴾

২৫. আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল পাঠাইনি, যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, 'আমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর'।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ
مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. তারা বলে, রহমান (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন[১২] (আর তাঁর সন্তান হল ফিরিশতাগণ)। সুবহানাল্লাহ! তারা তো তার সম্মানিত বান্দা।

لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. তারা তাঁকে ডিঙিয়ে কোন কথা বলে না এবং তারা তাঁর আদেশ মতই কাজ করে।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ
مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. তিনি তাদের সম্মুখ ও পিছনের সবকিছু জানেন। তারা কারও জন্য সুপারিশ করতে পারে না, কেবল তাদের ছাড়া, যাদের জন্য আল্লাহর পসন্দ হয়। তারা তাঁর ভয়ে থাকে ভীত।

[২]

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ
نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. তাদের মধ্যে কেউ যদি এমন কথা বলেও (যদিও সেটা অসম্ভব) যে, 'আল্লাহ ছাড়া আমিও একজন মাবুদ', তবে আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তি দেব। এরূপ জালেমদেরকে আমি এভাবেই শাস্তি দেই।

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ

৩০. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা কি জানে না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী রুদ্ধ ছিল, তারপর আমি তা উন্মুক্ত করি[১৩]

---

১২. আরবগণ ফিরিশতাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা বলত। আয়াতে সেটাই রদ করা হয়েছে।

১৩. অধিকাংশ মুফাসসিরে কেরামের তাফসীর অনুযায়ী 'আকাশমণ্ডলীর রুদ্ধ থাকা' –এর অর্থ হল, তা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত না হওয়া আর 'পৃথিবীর রুদ্ধ থাকা' –এর অর্থ তাতে কোন কিছু

كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝

এবং পানি হতে প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করি?[১৪] তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝

৩১. আমি পৃথিবীতে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত পাহাড় সৃষ্টি করেছি, যাতে তাদেরকে নিয়ে তা দোল না খায়[১৫] এবং তাতে তৈরি করেছি প্রশস্ত রাস্তা, যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে।

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ۝

৩২. এবং আমি আকাশকে করেছি এক সুরক্ষিত ছাদ।[১৬] কিন্তু তারা আকাশের নিদর্শনসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

৩৩. এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকেই কোনও না কোনও কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।[১৭]

উৎপন্ন না হওয়া। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এ দু'টোকে উন্মুক্ত করেছেন, অর্থাৎ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করলেন এবং ভূমিতে বিভিন্ন ফল-ফসল উৎপন্ন করতে লাগলেন। বহু সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। কিন্তু কোন কোন মুফাসসির তাফসীর করেছেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পরস্পর মিলিত ছিল, এদের আলাদা-আলাদা সত্তা ছিল না। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা এদেরকে পৃথক করে দেন।

১৪. এ আয়াত পরিষ্কার করে দিয়েছে, প্রতিটি প্রাণীর সৃজনে পানির কিছু না কিছু ভূমিকা আছে।

১৫. কুরআন মাজীদ একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেছে, প্রথমে যখন পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয়, তখন তা দোল খাচ্ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা বড় বড় পাহাড়-পর্বত তার উপর স্থাপিত করেন। ফলে পৃথিবী স্থির হয়ে যায়। শত-শত বছর পরে এসে আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করছে যে, বড়-বড় মহাদেশ এখনও সাগরের পানিতে মৃদু সঞ্চরণ করছে, কিন্তু সেটা এতই মৃদু যা সাধারণভাবে অনুভব করা যায় না।

১৬. অর্থাৎ ছাদসদৃশ আকাশকে এমনই সুরক্ষিত করেছেন, যা ধ্বসে যাওয়ার বা ভেঙ্গে-চুরে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। এমনিভাবে শয়তানের হস্তক্ষেপ থেকেও তা সংরক্ষিত। শয়তান তাতে পৌঁছতেই পারবে না।

১৭. 'কক্ষপথে সাঁতার কাটছে'। কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত শব্দ হল فَلَكٌ যার প্রকৃত অর্থ বৃত্ত। এ আয়াত যখন নাযিল হয়েছে, তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমিক মতবাদের জয়-জয়কার। টলেমির মতে চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র আকাশমণ্ডলের সাথে সংস্থাপিত। ফলে আকাশের ঘূর্ণনের সাথে নক্ষত্ররাজিও অনিবার্যভাবে ঘুরছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ

৩৪. (হে নবী!) আমি তোমার আগেও কোন মানুষের জন্য চিরদিন বেঁচে থাকার ফায়সালা করিনি।[১৮] সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে?

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ اَفَاۡئِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ﴿۳۴﴾

৩৫. জীবমাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো অবস্থাসম্পন্ন করি, এবং তোমাদের সকলকে আমারই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৬. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তাদের কাজ হয় কেবল তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। (তারা বলে,) এই লোকই কি সেই, যে তোমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করে (অর্থাৎ বলে, এদের কোন ভিত্তি নেই)। অথচ তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) অবস্থা হল, তারা 'রহমান'-এর উল্লেখ করার বিরোধী।[১৯]

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۭ اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۳۶﴾

আয়াতে যে শব্দমালা ব্যবহার করেছেন, তা টলেমির চিন্তাধারার সাথে পুরোপুরি খাপ খায় না। বরং এ আয়াতের বক্তব্য মতে প্রতিটি নক্ষত্রের নিজস্ব গতিপথ আছে। প্রত্যেকে আপন-আপন গতিপথে সন্তরণ করছে। 'সন্তরণ করা' শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এর দ্বারা এটাই প্রকাশ যে, তারা শূন্যমণ্ডলে আবর্তন করছে। 'গ্রহ-নক্ষত্ররা শূন্যমণ্ডলে আবর্তন করছে' –এই যে তত্ত্ব কুরআন মাজীদ বহু পূর্বেই জানিয়ে রেখেছে, বিজ্ঞানের এখানে পৌঁছতে অনেক দিন লেগেছে।

১৮. সূরা 'তূর' (৫২ ঃ ৩০)-এ আছে, মক্কার কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলত, আমরা তার মৃত্যুর অপেক্ষা করছি। বোঝাতে চাচ্ছিল, তাঁর ইন্তিকালে তারা আনন্দ উদযাপন করবে। তারই উত্তরে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মরণ সকলেরই হবে। যারা আনন্দ উদযাপনের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে, তারা নিজেরা কি মৃত্যু এড়াতে পারবে?

১৯. অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেব-দেবীর প্রভুত্ব যে ভিত্তিহীন– একথা প্রচার করলে তারা এটাকে তাঁর একটা বড় দোষ গণ্য করছিল এবং বলছিল, তিনি আমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করেন। অথচ তাদের নিজেদের অবস্থা হল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ তাআলার 'রহমান' নামটি উল্লেখ করতেন, তখন তারা আপত্তি জানাত এবং বলত, রহমান আবার কী? দেখুন সূরা ফুরকান (২৫ ঃ ৬০)।

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ؕ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿۳۷﴾

৩৭. মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ত্বরাপ্রবণ করে। আমি অচিরেই তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব। সুতরাং তোমরা আমাকে তাড়াতাড়ির জন্য চাপ দিও না।[২০]

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮. তারা (মুসলিমদেরকে) বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, (শাস্তির) এ ধমকি কবে পূর্ণ হবে?

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿۳۹﴾

৩৯. হায়! তারা যদি সেই সময়ের কথা কিছুটা জানতে পারত, যখন তারা তাদের চেহারা থেকে আগুন ফেরাতে পারবে না এবং তাদের পিঠ থেকেও নয় এবং তারা কোন সাহায্যও লাভ করবে না।

بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿۴۰﴾

৪০. বরং তা (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন) তাদের কাছে আসবে অতর্কিতভাবে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দেবে, ফলে না তারা তা হটাতে পারবে এবং না তাদেরকে কিছুমাত্র অবকাশ দেওয়া হবে।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۴۱﴾

৪১. (হে নবী!) তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল। পরিশেষে তারা তাদেরকে যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, সেটাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলে।

[৩]

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۴۲﴾

৪২. বল, রাতে ও দিনে কে তোমাদেরকে রহমান (-এর আযাব) থেকে রক্ষা করবে। বরং তারা নিজ প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

---

২০. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়া বা আখেরাতের শাস্তি সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করতেন, তখন কাফেরগণ তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তারা বলত, বেশ তো সেই শাস্তি এখনই নিয়ে এসো না! এ আয়াতসমূহে তারই জবাব দেওয়া হয়েছে।

৪৩. তবে কি তাদের জন্য আমি ছাড়া এমন কোন মাবুদও আছে, যে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তারা তো নিজেদেরই কোন সাহায্য করতে পারে না এবং আমার মুকাবিলায় কেউ তাদের সহযোগিতা করার ক্ষমতা রাখে না।

اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ۝

৪৪. প্রকৃত ব্যাপার হল, আমি তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাদেরকে ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলাম, এমনকি (এ অবস্থায়ই) তাদের জীবনের দীর্ঘকাল কেটে যায়,[২১] তবে কি তারা দেখতে পাচ্ছে না আমি ভূমিকে তার চতুর্দিক থেকে সঙ্কুচিত করে আনছি?[২২] তারপরও কি তারা বিজয় লাভ করবে?

بَلْ مَتَّعْنَا هٰۤؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

৪৫. বলে দাও, আমি তো কেবল ওহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি, কিন্তু যারা বধির, তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা কোন ডাক শোনে না।

قُلْ اِنَّمَاۤ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْىِ ۖؗ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ۝

৪৬. তোমার প্রতিপালকের শাস্তির একটা ঝাপটাও যদি তাদের লাগত, তবে তারা বলে ওঠত, হায় আমাদের দুর্ভোগ বাস্তবিকই আমরা জালেম ছিলাম।

وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَاۤ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝

৪৭. কিয়ামতের দিন আমি এমন তুলাদণ্ড স্থাপন করব, যা পুরোপুরি ন্যায়ানুগ হবে।[২৩] ফলে কারও প্রতি কোন জুলুম

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ

---

২১. অর্থাৎ আমি তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাদেরকে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছিলাম, তারা সুদীর্ঘকাল তা দ্বারা মজা লুটতে থাকে। তারা মনে করছিল সেটা তাদের অধিকার এবং তারা যা-কিছু করছে ঠিকই করছে। এই অহমিকা ও আত্মপ্রবঞ্চনাই তাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণ।

২২. এ আয়াতে যে ভূমি সংকোচনের কথা বলা হয়েছে এই একই কথা সূরা রাদ (১৩ ঃ ৪১)-এও চলে গেছে। এর মানে আরব উপদ্বীপের চতুর্দিক থেকে শিরক ও কুফরের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২৩. এ আয়াত স্পষ্ট জানাচ্ছে, কিয়ামতের দিন কেবল এতটুকুই নয় যে, সমস্ত মানুষের প্রতি ইনসাফ করা হবে, বরং সে ইনসাফ যাতে সমস্ত মানুষের নজরে আসে সে ব্যবস্থাও করা

خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ؕ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ۝

করা হবে না। যদি কোন কর্ম তিল পরিমাণও হয়, তবে তাও আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّ ذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

৪৮. আমি মূসা ও হারূনকে দিয়েছিলাম সত্য ও মিথ্যার এক মানদণ্ড, (হিদায়াতের) আলো ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ,

الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ۝

৪৯. যারা নিজ প্রতিপালককে ভয় করে না দেখেও এবং কিয়ামত সম্পর্কে যারা ভীত।

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ؕ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ۝

৫০. এটা (অর্থাৎ এই কুরআন) বরকতময় উপদেশবাণী, যা আমি নাযিল করেছি, তবুও কি তোমরা একে অস্বীকার কর।

[৪]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ۝

৫১. এর আগে আমি ইবরাহীমকে দিয়েছিলাম এমন বুদ্ধিমত্তা, যা তার উপযুক্ত ছিল। আমি তার সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত ছিলাম।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ۝

৫২. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন সে নিজ পিতা ও নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, এই মূর্তিগুলি কী, যার সামনে তোমরা ধর্না দিয়ে বসে থাক?

قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ۝

৫৩. তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি।

হবে। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা সর্বসমক্ষে তুলাদণ্ড স্থাপন করবেন। তাতে মানুষের আমল পরিমাপ করা হবে এবং আমলের ওজন অনুসারে মানুষের পরিণাম স্থির করা হবে। মানুষ যে আমলই করে, দুনিয়ায় যদিও তার কোন বস্তুগত অস্তিত্ব দেখা যায় না এবং তার কোন ওজনও অনুভূত হয় না, কিন্তু আখেরাতে আল্লাহ তাআলা পরিমাপের এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যা দ্বারা আমলের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট হয়ে যাবে। মানুষ যদি শীত ও তাপ মাপার জন্য নতুন-নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়, মানুষের স্রষ্টা বুঝি তাদের কর্ম পরিমাপের ব্যবস্থা করতে পারবেন না? আলবত পারবেন। তিনি অসীম ক্ষমতার মালিক।

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. ইবরাহীম বলল, প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের বাপ-দাদাগণ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছ।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে সত্যি-সত্যি কথা বলছ, না আমাদের সাথে পরিহাস করছ?[২৪]

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. ইবরাহীম বলল, না তোমাদের প্রতিপালক তো তিনিই, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক, যিনি এদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করছি।

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. আল্লাহর কসম! তোমরা যখন পিছন ফিরে চলে যাবে, তখন তোমাদের মূর্তিদের সাথে (এমন) একটি কাজ করব (যা দ্বারা এদের স্বরূপ উন্মোচন হয়ে যাবে)।

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. সুতরাং সবগুলো মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল তাদের প্রধানটি ছাড়া, যাতে তারা তার কাছে রুজূ করতে পারে।[২৫]

---

২৪. তাদের দেব-দেবী সম্পর্কে এরূপ কথা কেউ বলতে পারে এটা তাদের কল্পনায়ও ছিল না। তাই প্রথম দিকে তাদের সন্দেহ হয়েছিল হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম একথা হয়তবা পরিহাসছলে বলছেন।

২৫. এটা ছিল তাদের কোন উৎসবের দিন, যে দিন সমস্ত নগরবাসী আনন্দ উদযাপনের জন্য বাইরে চলে যেত, যেমন সূরা সাফফাতে আসবে (৩৭ ঃ ৮৮–৮৯)। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাদের সাথে যেতে অপারগতা প্রদর্শন করেছিলেন। তারপর যখন সকলে শহরের বাইরে চলে গেল, তিনি দেবালয়ে ঢুকে সবগুলো মূর্তি ভেঙ্গে ফেললেন। শুধু একটি মূর্তি রেখে দিলেন, যেটি ছিল সকলের বড়। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, যে কুড়ালটি দিয়ে তাদেরকে ভেঙ্গেছিলেন, সেটিও তিনি বড়টির গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাদের চোখ খুলে দেওয়া, যাতে তারা নিজ চোখে মূর্তিদের অক্ষমতা ও অসহায়তা দেখতে পায় এবং তাদের চিন্তা করার সুযোগ হয়, যে মূর্তি নিজেকেই নিজে রক্ষা করতে পারে না, সে অন্যের সাহায্য করবে কি করে? বড় মূর্তিটিকে কি কারণে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তা ৬৩ নং আয়াতে বর্ণিত প্রশ্নোত্তর দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে।

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٥٩

৫৯. তারা বলল, আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ আচরণ কে করল? নিশ্চয়ই সে ঘোর জালেম।

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ۝٦٠

৬০. কিছু লোক বলল, আমরা এক যুবককে তাদের সমালোচনা করতে শুনেছি। তাকে 'ইবরাহীম' বলা হয়।

قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ۝٦١

৬১. তারা বলল, তবে তাকে জনসমক্ষে হাজির কর, যাতে সকলে সাক্ষী হয়ে যায়।

قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۝٦٢

৬২. (তারপর যখন ইবরাহীমকে নিয়ে আসা হল, তখন) তারা বলল, হে ইবরাহীম! আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ আচরণ কি তুমিই করেছ?

قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ۝٦٣

৬৩. ইবরাহীম বলল, বরং এটা করেছে তাদের এই বড়টি। এই প্রতিমাদেরকেই জিজ্ঞেস কর না– যদি তারা কথা বলতে পারে।[২৬]

---

২৬. একথা বলে মূলত তাদের বিশ্বাসের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছিল। তারা মনে করত তাদের দেব-দেবীগণ বড় বড় কাজ করার ক্ষমতা রাখে। সর্বপ্রধান প্রতিমাটি সম্পর্কে বিশ্বাস ছিল, ছোটগুলোর উপর সে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখে। তারই প্রতি কটাক্ষ করে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, 'এ কাজ করেছে তাদের এই বড়টি'। অর্থাৎ বড়টিকে যখন তোমরা ছোট প্রতিমাদের সর্দার মনে করছ আর সর্দার তো তার অধীনস্থদের রক্ষক হয়ে থাকে, তখন এটা হতেই পারে না যে, অন্য কেউ তাদেরকে ভেঙ্গেছে। কেননা কেউ তাদেরকে ভাঙতে চাইলে বড় মূর্তিটি অবশ্যই তাকে বাধা দিত এবং তাদেরকে হেফাজত করত। এটা কখনওই সম্ভব নয় যে, হামলাকারী তাদের এ রকম নাকাল করবে আর বড়টি বর্সে বসে তামাশা দেখবে। কাজেই তোমাদের বিশ্বাস মতে সম্ভাবনা থাকে একটাই। এই বড়টিই কোন কারণে তাদের উপর নারাজ হয়ে গেছে এবং সেই তাদেরকে ভেঙেছে। এটা যে একটা বিদ্রূপাত্মক কথা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই এ কথার ভেতর বিভ্রান্তির কোন কারণ নেই।

অপর দিকে ছোট মূর্তিগুলোও তাদের বিশ্বাস মতে ছোট হওয়া সত্ত্বেও দেবতা ছিল অবশ্যই। তাই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ। অর্থাৎ, তাদের এতটুকু ক্ষমতা তো থাকা চাই যে, তাদের সাথে যে কাণ্ড করা হয়েছে, অন্ততপক্ষে তারা তা তোমাদেরকে বলতে পারবে। কাজেই তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর তাদের এ দশা কে ঘটিয়েছে।

فَرَجَعُوٓا إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّٰلِمُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪. এ কথায় তারা আপন মনে চিন্তা করতে লাগল এবং (স্বগতভাবে) বলতে লাগল, প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেরাই জালেম।

ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰٓؤُلَآءِ يَنطِقُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫. অতঃপর তারা তাদের মাথা নুইয়ে দিল এবং বলল, তুমি তো জানই তারা কথা বলতে পারে না।[২৭]

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾

৬৬. ইবরাহীম বলল, তবে কি তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে এমন জিনিসের ইবাদত করছ, যারা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং অপকারও নয়?

أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭. আফসোস তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করছ তাদেরও প্রতি। তোমাদের কি এতটুকু বোধও নেই?

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓا ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তারা (একে অন্যকে) বলতে লাগল, তোমরা তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দাও এবং নিজেদের দেবতাদেরকে সাহায্য কর, যদি তোমাদের কিছু করার থাকে।

قُلْنَا يَٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ﴿٦٩﴾

৬৯. (সুতরাং তারা ইবরাহীমকে আগুনে নিক্ষেপ করল) এবং আমি বললাম, হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং ইবরাহীমের পক্ষে শান্তিদায়ক হয়ে যাও।[২৮]

---

২৭. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রতিমাদের প্রকৃত অবস্থা তাদের সামনে পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা অত্যন্ত কার্যকর ছিল। তার ফলে তারা অন্তত পক্ষে এতটুকু চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, আমরা আসলে কী করছি, কাদের পূজায় নিজেদের রত রাখছি। তবে কি আমরা ভুল করছি, আমাদের পূজা-অর্চনা সব কি অন্যায়? পরিশেষে তাদের অন্তর থেকে সাক্ষ্য উদ্গত হল, হা এসবই অন্যায়, 'মূলত আমরাই জালেম'। তবে যুগ-যুগ ধরে লালিত বিশ্বাস ত্যাগ করার মত মনের জোরও তাদের ছিল না। লা-জবাব হয়ে তারা মাথা তো ঝুঁকিয়ে দিল, কিন্তু মচকাতে চাইল না। ভাব দেখাল যেন কোন ভুল তাদের নেই। বলল, এরা যে কথা বলে না সেটা তো আমরা আগে থেকেই জানি এবং তোমারও এটা অজানা নয়।

২৮. এ মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতের মহিমা প্রকাশ করলেন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পক্ষে আগুন ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে গেল। এটা ছিল একটা মুজিযা

৭০. তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে এক দুরভিসন্ধি আঁটল, কিন্তু আমি তাদেরকেই করলাম মহা ক্ষতিগ্রস্ত।

وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ۝٧٠

৭১. এবং আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে এমন এক ভূমিতে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য বরকত রেখেছি।[২৯]

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ۝٧١

৭২. এবং আমি পুরস্কার স্বরূপ তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব। আমি তাদের প্রত্যেককে বানিয়েছিলাম নেককার।

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ۝٧٢

৭৩. আমি তাদেরকে করেছিলাম নেতা, যারা আমার হুকুমে মানুষকে পথ দেখাত। আমি ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে সৎকর্ম করতে, নামায কায়েম করতে ও যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। তারা আমারই ইবাদত গোজার ছিল।

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۝٧٣

৭৪. আমি লূতকে হিকমত ও ইলম দিয়েছিলাম এবং এমন এক জনপদ

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ

বা আল্লাহ তাআলার কুদরতঘটিত অলৌকিক ব্যাপার। যারা মুজিযাকে অস্বীকার করে প্রকারান্তরে তারা আল্লাহ তাআলার কুদরত ও ক্ষমতার অসীমতাকে অস্বীকার করে। অথচ আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান থাকলে এটাও স্বীকার করা অপরিহার্য যে, আগুনের ভেতর উত্তাপ ও জ্বালানোর ক্ষমতা তাঁরই সৃষ্টি। তিনি যদি একজন মহান রাসূলকে শত্রুদের কবল থেকে মুক্তি দানের জন্য আগুনের সে শক্তি কেড়ে নেন তাতে আশ্চর্যের কি আছে?

২৯. হযরত লুত আলাইহিস সালাম ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভাতিজা। সূরা আনকাবুতের বর্ণনা (২৯ ঃ ২৬) দ্বারা জানা যায় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি তাঁর গোটা সম্প্রদায়ের মধ্যে একা লুত আলাইহিস সালামই ঈমান এনেছিলেন। ইতিহাসের বর্ণনায় প্রকাশ, তাকে অগ্নিদগ্ধ করার পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে গেলে নমরূদ মনে মনে ভড়কে গিয়েছিল। সে ক্ষান্ত হয়ে তাঁর পথ ছেড়ে দিল। তিনি আল্লাহ তাআলার হুকুমে ভাতিজাকে নিয়ে ইরাক থেকে শাম এলাকায় হিজরত করলেন। কুরআন মাজীদের কয়েকটি আয়াতে শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চলকে বরকতপূর্ণ এলাকা বলা হয়েছে।

الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ۙ﴿۷۴﴾

থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম, যার অধিবাসীরা এক কদর্য কাজ করত।[৩০] বস্তুত তারা ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট, নাফরমান সম্প্রদায়।

وَ اَدْخَلْنٰهُ فِىْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۷۵﴾

৭৫. এবং আমি লূতকে আমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করে নেই। নিশ্চয়ই সে ছিল নেক লোকদের একজন।

[৫]

وَ نُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿۷۶﴾

৭৬. এবং নূহকেও (হিকমত ও ইলম দিয়েছিলাম)। সেই সময়কে স্মরণ কর, এ ঘটনার আগে যখন সে আমাকে ডেকেছিল, আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম।

وَ نَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۷۷﴾

৭৭. এবং যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম। বস্তুত তারা ছিল অতি মন্দ লোক। তাই আমি তাদের সকলকে নিমজ্জিত করি।

وَ دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ۙ﴿۷۸﴾

৭৮. এবং দাউদ ও সুলায়মানকেও (হিকমত ও ইলম দিয়েছিলাম), যখন তারা একটি শস্য ক্ষেত্রের ব্যাপারে বিচার করছিল। তাতে রাতের বেলা একদল লোকের মেষপাল প্রবেশ করেছিল।[৩১] তাদের সম্পর্কে যে

---

৩০. এমনিতে তো এ জাতি নানা রকম অপকর্মে লিপ্ত ছিল। কিন্তু কুরআন মাজীদ বিশেষভাবে তাদের যে কদাচারের কথা উল্লেখ করেছে, যা তাদের আগে আর কোন জাতির মধ্যে ছিল না, তা হচ্ছে সমকাম বা পুরুষে-পুরুষে যৌনক্রিয়া। পূর্বে সূরা হুদে (১১ ঃ ৭৭-৮৩) তাদের বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে চলে গেছে।

৩১. ঘটনাটি এ রকম, এক ব্যক্তির মেষপাল রাতের বেলা অপর এক ব্যক্তির শস্যক্ষেত্রে ঢুকে সবটা ফসল নষ্ট করে দিয়েছিল। ক্ষেতের মালিক হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের

ফায়সালা হয় আমি নিজে তা প্রত্যক্ষ করছিলাম।

৭৯. আমি সুলায়মানকে সে ফায়সালার বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং (এমনিতে তো) আমি উভয়কেই হিকমত ও ইলম দান করেছিলাম।[৩২] আমি পর্বতসমূহকে দাউদের অধীন করে দিয়েছিলাম, যাতে তারা পাখিদেরকে সাথে নিয়ে তাসবীহরত থাকে।[৩৩] এসব কিছুর কর্তা ছিলাম আমিই।

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۫ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ؕ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ۝

আদালতে মামলা দায়ের করল। তিনি রায় দিলেন, মেষপালের মালিক ভুল করেছে। তার উচিত ছিল রাতে সেগুলো বেঁধে রাখা। কিন্তু সে তা রাখেনি। ফলে ক্ষেতের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন দেখতে হবে তার কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। পশুর মালিক তার সমমূল্যের মেষ তাকে প্রদান করবে। অতি সুন্দর ফায়সালা। এটা বিলকুল শরীয়তসম্মত ছিল। কিন্তু এ ফায়সালা নিয়ে তারা যখন বের হয়ে গেল, দরজার সামনে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের সঙ্গে সাক্ষাত হল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, মহান পিতা কী রায় দিয়েছেন? তারা তাঁকে রায় সম্পর্কে অবহিত করল। তিনি বললেন, আমার আরেকটি ফায়সালা বুঝে আসছে, যা উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর হবে।

তাঁর এ মন্তব্য হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের কাছে পৌঁছলে তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন, সে ফায়সালাটি কী? হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম বললেন, মেষপালের মালিক কিছু কালের জন্য তার মেষপালটি ক্ষেত-মালিকের হাতে সমর্পণ করবে। ক্ষেত-মালিক তা পালন করবে ও তার দুধ খাবে। আর সে তার শস্যক্ষেত্রটি মেষ মালিকের কাছে সমর্পণ করবে। সে তার যত্ন নিতে থাকবে। যখন ক্ষেতের ফসল পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে, অর্থাৎ মেষপাল নষ্ট করার আগে তা যে অবস্থায় ছিল, তখন মেষের মালিক ক্ষেতটিকে তার মালিকের হাতে প্রত্যার্পণ করবে এবং ক্ষেতওয়ালাও মেষপালটি তার মালিককে বুঝিয়ে দেবে। এটা ছিল এক রকমের আপোসরফা, যার ভেতর উভয়েরই উপকার ছিল। তাই হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের এটা পসন্দ হল এবং উভয় পক্ষ এতে খুশী হয়ে গেল।

৩২. হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম যে রায় দিয়েছিলেন তা ছিল শরীয়তের আইন মোতাবেক আর হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের প্রস্তাবটি ছিল উভয় পক্ষের সম্মতিসাপেক্ষ একটি আপোসরফা। উভয়টিই আপন-আপন স্থানে সঠিক ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা উভয়ের সম্পর্কে বলেছেন, আমি তাদের দু'জনকেই ইলম ও হিকমত দান করেছিলাম, কিন্তু হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম আপোসরফার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, আমি সুলায়মানকে সে ফায়সালার বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। এর দ্বারা বোঝা যায় মামলা-মোকদ্দমায় আইনগত ফায়সালা অপেক্ষা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে আপোসরফার এমন কোন পথ খোঁজা উত্তম, যা উভয় পক্ষের জন্য মঙ্গলজনক।

৩৩. আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে অসাধারণ হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠস্বর দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাঁকে মুজিযা দিয়েছিলেন যে, যখন তিনি আল্লাহ

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ۝٨٠

৮০. তোমাদের কল্যাণার্থে তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম সামরিক পোশাক (বর্ম) তৈরির কারিগরি, যাতে যুদ্ধকালে তা তোমাদেরকে পারস্পরিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।[৩৪] এবার বল, তোমরা কৃতজ্ঞ হবে কি?

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ۝٨١

৮১. এবং আমি ঝড়ো হাওয়াকে সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তার হুকুমে এমন ভূমির দিকে প্রবাহিত হত, যেখানে আমি বরকত রেখেছি।[৩৫] আমি প্রতিটি বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ

৮২. এবং কতক দুষ্ট জিনকেও আমি তার বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তার

তাআলার যিকির করতেন, তখন পাহাড়-পর্বতও তাঁর সঙ্গে যিকিরে মশগুল হয়ে যেত। এমনকি তাঁর যিকিরের আওয়াজ শুনে উড়ন্ত পাখিরাও থেমে যেত এবং তারাও তাঁর সাথে আল্লাহ তাআলার যিকিরে রত হত।

৩৪. সূরা সাবায় আছে (৩৪ ঃ ১০) আল্লাহ তাআলা তাঁর হাতে লোহাকে নমনীয় করে দিয়েছিলেন। এটা ছিল হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের একটি মুজিযা। তিনি লোহাকে যেভাবে চাইতেন ঘুরাতে-বাঁকাতে পারতেন। তিনি লোহা দ্বারা এমন নিখুঁত ও পরিমাপ মত বর্ম তৈরি করতে পারতেন, যার অংশসমূহ পরস্পর সুসমঞ্জস হত। উলামায়ে কেরাম এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এর দ্বারা ইশারা পাওয়া যায়, মানুষের উপকারে আসে এমন যে-কোন শিল্প ও কারিগরি বিদ্যা ইসলামে প্রশংসনীয়।

৩৫. আল্লাহ তাআলা লোহার মত কঠিন পদার্থকেও হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের জন্য নমনীয় করে দিয়েছিলেন আর হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের অধীন করেছিলেন বায়ুর মত কোমল জিনিসকে। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম সিংহাসনে আরোহন করে বাতাসকে হুকুম দিতেন অমুক জায়গায় নিয়ে যাও। বাতাস তার হুকুমমত তাঁকে যথাস্থানে পৌঁছে দিত। সূরা সাবায় আছে (৩৪ ঃ ১২) তিনি ভোরের ভ্রমণে এক মাসের পথ এবং বিকেলের ভ্রমণেও এক মাসের পথ অতিক্রম করতেন। আয়াতে যে বরকতপূর্ণ ভূমির কথা বলা হয়েছে, তা হল শাম ও ফিলিস্তিন এলাকা। বোঝানো উদ্দেশ্য, তিনি সফর করে বহু দূর-দূরান্তে চলে গেলেও বাতাস তাকে দ্রুতগতিতে তার নিজের বরকতপূর্ণ ভূমি ফিলিস্তিনে ফিরিয়ে নিয়ে আসত।

عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾

জন্য ডুবুরির কাজ করত[৩৬] এবং তাছাড়া অন্য কাজও করত। আর আমিই তাদের সকলের দেখাশোনা করছিলাম।

وَ اَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. এবং আয়্যুবকে দেখ, যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার এই কষ্ট দেখা দিয়েছে এবং তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।[৩৭]

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّ اٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. আমি তার দু'আ কবুল করলাম এবং সে যে কষ্টে আক্রান্ত ছিল তা দূর করে দিলাম। আর তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সমপরিমাণ আরও,[৩৮] যাতে আমার পক্ষ হতে রহমতের প্রকাশ ঘটে এবং ইবাদতকারীদের লাভ হয় স্মরণীয় শিক্ষা।

---

৩৬. 'দুষ্ট জিন' বলতে সেই সকল জিনকে বোঝানো উদ্দেশ্য যারা ঈমান আনেনি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের বশীভূত করে দিয়েছিলেন। তারা তাঁর হুকুমে সাগরে ডুব দিয়ে তাঁর জন্য মণি-মুক্তা আহরণ করত। এছাড়া আরও বিভিন্ন কাজ করত, যা বিস্তারিতভাবে সূরা সাবায় আসবে ইনশাআল্লাহ (৩৪ ঃ ১৩)।

৩৭. কুরআন মাজীদে হযরত আয়্যুব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কেবল এতটুকুই বলা হয়েছে যে, তিনি কোন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তাতে তিনি পরম ধৈর্য ধারণ করেন ও আল্লাহ তাআলাকে ডাকতে থাকেন। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁকে আরোগ্য দান করেন। বাকি তার রোগটা কী ছিল কুরআন মাজীদ তা প্রকাশের প্রয়োজন বোধ করেনি। কাজেই তার অনুসন্ধানে পড়ার কোন দরকার নেই। এ সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা প্রসিদ্ধ ও লোকমুখে চালু আছে, কিন্তু তার কোনওটি নির্ভরযোগ্য নয়।

৩৮. হযরত আয়্যুব আলাইহিস সালামের অসুস্থতা কালে একমাত্র তাঁর পতিব্রতা স্ত্রীই শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন। পরিবারের অন্য সদস্যগণ এক-এক করে তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এ সময় তিনি ধৈর্যের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তার প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাঁকে কেবল আরোগ্যই দান করেননি, বরং ধনে-জনেও তাঁকে সম্পন্নতা দান করেছিলেন। তাঁর ছেলে-মেয়ে ও নাতী-নাতনীর সংখ্যা যারা তাকে ত্যাগ করেছিল তাদেরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ۭ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝۸۵

৮৫. এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফলকে দেখ, তারা সকলেই ছিল ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত।[৩৯]

وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ۭ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝۸۶

৮৬. আমি তাদেরকে আমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। নিশ্চয়ই তারা নেক লোকদের মধ্যে গণ্য ছিল।

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ڰ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝۸۷

৮৭. এবং মাছ সম্পর্কিত (নবী ইউনুস আলাইহিস সালাম)কে দেখ, যখন সে ক্ষুব্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল, আমি তাকে পাকড়াও করব না। অতঃপর সে অন্ধকার থেকে ডাক দিয়েছিল, (হে আল্লাহ!) তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তুমি সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি অপরাধী।[৪০]

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۭ وَكَذٰلِكَ نُـــْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۸۸

৮৮. তখন আমি তার দু'আ কবুল করলাম এবং তাকে সংকট থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম। এভাবেই আমি ঈমানদারদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।

---

৩৯. পূর্বে সূরা মারইয়ামে হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইদরীস আলাইহিস সালামের বৃত্তান্ত গত হয়েছে। হযরত যুলকিফল আলাইহিস সালামের কথা এর আগে আর যায়নি। কুরআন মাজীদে তাঁর কেবল নামই পাওয়া যায়, তাঁর কোন ঘটনা বর্ণিত হয়নি। তিনি নবী ছিলেন কিনা এ সম্পর্কে মতভিন্নতা আছে। কোন কোন মুফাসসিরের মতে তিনি নবী ছিলেন আবার কেউ বলেন, নবী নয়, বরং তিনি একজন উচ্চস্তরের ওলী এবং হযরত ইউশা আলাইহিস সালামের খলীফা ছিলেন।

৪০. পূর্বে সূরা ইউনুসে (১০ ঃ ৯৭) হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা চলে গেছে। সেখানে বলা হয়েছে, তিনি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পাওয়ার আগেই নিজ এলাকা ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর এ কাজ আল্লাহ তাআলার পসন্দ হয়নি। ফলে তিনি মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হন। তিনি যে নৌকায় চড়ে যাচ্ছিলেন, তা থেকে তাঁকে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলে। তিনি তিন দিন সেই মাছের পেটে থাকেন। আয়াতে যে অন্ধকারের কথা বলা হয়েছে, তা হল মাছের পেটের অন্ধকার। সেখানে তিনি আল্লাহ তাআলাকে এই বলে ডাকতে থাকেন

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯. এবং যাকারিয়াকে দেখ, যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকে বলেছিল, হে আমার রব্ব! আমাকে একা রেখ না, আর তুমিই শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী।[৪১]

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۡ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. সুতরাং আমি তার দু'আ কবুল করলাম এবং তাকে ইয়াহইয়া (-এর মত পুত্র) দান করলাম। আর তার জন্য তার স্ত্রীকে ভালো করে দিলাম।[৪২] নিশ্চয়ই তারা সৎকাজে গতিশীলতা প্রদর্শন করত এবং আশা ও ভীতির সাথে আমাকে ডাকত আর তাদের অন্তর ছিল আমার সামনে বিনীত।

وَالَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩١﴾

৯১. এবং দেখ সেই নারীকে, যে নিজ সতীত্ব রক্ষা করেছিল, তারপর আমি তার ভেতর আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে সমগ্র জগতবাসীর জন্য এক নিদর্শন বানিয়েছিলাম।[৪৩]

اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٩٢﴾

৯২. (হে মানুষ!) নিশ্চিত জেন, এটাই তোমাদের দ্বীন, যা একই দ্বীন (সমস্ত নবী-রাসূল যার দাওয়াত দিত) এবং

'তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি একজন অপরাধী'। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা মাছকে হুকুম দিলেন সে যেন তাঁকে তীরে নিয়ে নিক্ষেপ করে। এভাবে তিনি সেই মহাবিপদ থেকে মুক্তি লাভ করেন। ইনশাআল্লাহ সূরা আস-সাফফাতে তার ঘটনা বিস্তারিত আসবে (৩৭ ঃ ১৩৯-১৪৮)।

৪১. হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করলেন যেন তাঁকে এক পুত্র সন্তান দান করেন। তাঁর দু'আ কবুল হল এবং হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের মত এক মহান পুত্র তাঁকে দেওয়া হল। এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আলে-ইমরানে গত হয়েছে (৩ ঃ ৩৭-৪০)।

৪২. অর্থাৎ, তাঁর স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। আল্লাহ তাআলা তাকে সন্তান ধারণের ক্ষমতা দান করলেন।

৪৩. এ আয়াতে বর্ণিত সতী-সাধ্বী নারী হলেন হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালাম। আল্লাহ তাআলা তাঁর পুত্র হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বিনা পিতায় সৃষ্টি করে তাঁদের মাতা-পুত্রকে নিজ কুদরতের এক মহা নিদর্শন বানিয়েছিলেন।

আমি তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর।

৯৩. কিন্তু মানুষ তাদের দ্বীনকে নিজেদের মধ্যে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করেছে। সকলকেই (একদিন) আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।

وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ۝٩٣

[৬]

৯৪. সুতরাং যে ব্যক্তি মুমিন হয়ে সৎকাজ করবে, তার প্রচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করা হবে না এবং আমি সে প্রচেষ্টা লিখে রাখি।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ۝٩٤

৯৫. আর আমি যে জনপদ (-এর মানুষ)-কে ধ্বংস করেছি, তার পক্ষে এটা অসম্ভব যে, সে (অর্থাৎ তার বাসিন্দাগণ) আবার (দুনিয়ায়) ফিরে আসবে।[৪৪]

وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝٩٥

৯৬. পরিশেষে যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে প্রতিটি উঁচু ভূমি থেকে পিছলে নামতে দেখা যাবে।[৪৫]

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ۝٩٦

৯৭. এবং সত্য ওয়াদা পূরণ হওয়ার কাল সমাসন্ন হবে, তখন অকস্মাৎ অবস্থা এমন হয়ে যাবে যে, যারা কুফর অবলম্বন করেছিল, তাদের চোখ

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ

---

৪৪. কাফেরগণ বলত, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া যদি অবধারিত হয়ে থাকে, তবে এ যাবৎকাল যে সকল কাফের মারা গেছে তাদেরকে জীবিত করে এখনই কেন তাদের হিসাব নেওয়া হচ্ছে না? এ আয়াত তাদের সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। বলা হয়েছে, হিসাব-নিকাশ এবং পুরস্কার ও শাস্তির জন্য আল্লাহ তাআলা একটি সময় স্থির করে রেখেছেন। তার আগে কারও জীবিত হয়ে ইহলোকে ফিরে আসা সম্ভব নয়।

৪৫. অর্থাৎ, মৃত্যুর পর মানুষকে যে পুনরায় জীবিত করা হবে, সেটা কিয়ামত কালে। কিয়ামতের বড়-বড় আলামতগুলোর মধ্যে একটি হল ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব। এই বিশাল বর্বর সম্প্রদায় এমন ক্ষিপ্রতায় সভ্য জগতে হামলা চালাবে, মনে হবে যেন তারা উঁচু স্থান থেকে পিছলে নেমে আসছে।

هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝٩٧

বিস্ফোরিত হয়ে যাবে (এবং তারা বলবে) হায় আমাদের দুর্ভাগ্য। আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম বরং আমরা বড়ই অন্যায় করেছিলাম।

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ؕ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ۝٩٨

৯৮. (হে মুশরিকগণ!) নিশ্চিত জেনে রেখ, তোমরা এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর, সকলেই জাহান্নামের জ্বালানি হবে।[৪৬] তোমাদেরকে সে জাহান্নামেই গিয়ে নামতে হবে।

لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ؕ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٩٩

৯৯. তারা বাস্তবিক মাবুদ হলে তাতে (অর্থাৎ জাহান্নামে) যেত না। তারা সকলেই তাতে সর্বদা থাকবে।

لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ۝١٠٠

১০০. সেখানে থাকবে তাদের আর্তনাদ। তারা সেখানে কিছুই শুনতে পাবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ۝١٠١

১০১. অবশ্য যাদের জন্য পূর্ব থেকেই আমার পক্ষ হতে কল্যাণ লেখা হয়েছে (অর্থাৎ যারা নেক ও মুমিন) তাদেরকে তা (অর্থাৎ জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে।

لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ۝١٠٢

১০২. তারা তার মৃদু শব্দও শুনতে পাবে না। তারা সর্বদা তাদের মনের কাঙ্ক্ষিত বস্তুরাজির মধ্যে থাকবে।

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝١٠٣

১০৩. তাদেরকে (কিয়ামতের) মহাভীতি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে না এবং ফিরিশতাগণ তাদেরকে (এই বলে) অভ্যর্থনা জানাবে যে, এটাই তোমাদের সেই দিন, যার ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হয়েছিল।

---

৪৬. মুশরিকগণ পাথরে গড়া যে সব দেব-দেবীর পূজা করত তাদেরকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অবশ্য সেটা তাদের শাস্তি হিসেবে নয়; বরং তাদের মুশরিক পূজারীদেরকে হাতেনাতে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য যে, তারা যাদেরকে ক্ষমতাবান মনে করে পূজা-অর্চনা করত, বাস্তবে তারা কতটা অক্ষম ও অসহায়।

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۭ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ۭ وَعْدًا عَلَيْنَا ۭ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৪. সেই দিনকে স্মরণ রাখ, যখন আমি আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে কাগজের বেলনে লেখাসমূহ গুটিয়ে রাখা হয়। আমি পুনরায় তাকে সৃষ্টি করব, যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম। এটা এক প্রতিশ্রুতি, যা পূরণ করার দায় আমার। আমি তা অবশ্যই করব।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. আমি যাবুরে উপদেশের পর লিখে দিয়েছিলাম, পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে আমার নেক বান্দাগণ।[৪৭]

اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. নিশ্চয়ই এতে (অর্থাৎ কুরআনে) ইবাদতনিষ্ঠদের জন্য যথেষ্ট বার্তা রয়েছে।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. (হে নবী!) আমি তোমাকে বিশ্ব জগতের জন্য কেবল রহমত করেই পাঠিয়েছি।

قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. বলে দাও, আমার প্রতি এই ওহীই অবতীর্ণ হয় যে, তোমাদের প্রভু একই প্রভু। সুতরাং তোমরা আনুগত্য স্বীকার করবে কি?

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ۭ وَاِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. তবুও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, আমি তোমাদেরকে প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছি। আমি জানি না তোমাদেরকে যে বিষয়ের (অর্থাৎ যে শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা নিকটবর্তী, না দূরে।

---

৪৭. অর্থাৎ আখেরাতে সমগ্র বিশ্বে কোন কাফেরের কিছুমাত্র অংশ থাকবে না; বরং আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাগণই সব কিছুর অধিকারী হবে।

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾

১১০. নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন যা উচ্চ স্বরে বলা হয় এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর।

وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾

১১১. আমি জানি না হয়ত এটা (অর্থাৎ শাস্তিকে বিলম্বিত করা) তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত ভোগের অবকাশ।

قُلَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

১১২. (পরিশেষে) রাসূল বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি সত্যের ফায়সালা করে দিন। আমাদের প্রতিপালক অতি দয়াবান। তোমরা যেসব কথা বলছ তার বিপরীতে প্রয়োজন তাঁরই সাহায্য।

আল-হামদু লিল্লাহ! আজ ২৬ মুহাররাম ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০০৭ খৃ. সূরা আম্বিয়ার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। স্থান– লন্ডন; সময় জুমুআর রাত, ইশার পর (অনুবাদ শেষ হল আজ ১০ই জুন ২০১০ খৃ. মোতাবেক ২৬ জুমাদাস সানিয়া, বৃহস্পতিবার)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ মেহনতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

সূরা হাজ্জ পরিচিতি

এ সূরার কিছু অংশ মক্কী, কিছু অংশ মাদানী। অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের আগেই মক্কা মুকাররমায় এ সূরাটির নাযিল শুরু হয়েছিল। সমাপ্ত হয় হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারায়। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যামানায় কিভাবে হজ্জ শুরু হয়েছিল এবং এর মূল আরকান কী তা এ সূরায়ই বর্ণিত হয়েছে। সে কারণেই এ সূরার নাম সূরা 'হাজ্জ'। মুশরিকগণ মক্কা মুকাররমায় মুসলিমদের প্রতি নানা রকম জুলুম-নির্যাতন চালাত। সেখানে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে বিশেষভাবে সবরের নির্দেশ ছিল। মদীনা মুনাওয়ারায় আসার পর পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। এবার মুসলিমদেরকে অবিশ্বাসীদের জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়। জিহাদের সে নির্দেশ সর্বপ্রথম এ সূরায়ই অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে, যে কাফেরগণ নিরবচ্ছিন্ন উৎপীড়ন চালিয়ে মুসলিমদেরকে তাদের দেশ ও ঘর-বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছে, এখন মুসলিমগণ তাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করতে পারে। এভাবে এ সূরায় জিহাদকে বৈধ করা হয়েছে এবং একে এক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, এর বিনিময় কেবল আখেরাতেই নয় দুনিয়াতেও পাওয়া যাবে। আখেরাতের সুনিশ্চিত ও অনিঃশেষ নেয়ামতের সাথে সাথে দুনিয়াতেও মুসলিমগণ বিজয় লাভ করবে– ইনশাআল্লাহ। তাছাড়া এ সূরায় ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা-বিশ্বাসও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং সূরাটির সূচনাই হয়েছে আখেরাতের বর্ণনা দ্বারা। এতে কিয়ামতের বিভীষিকাময় দৃশ্য এমন ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে, যা হৃদয়ে কাঁপন ধরিয়ে দেয়।

২২ – সূরা হাজ্জ – ১০৩

سُوْرَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ৭৮; রুকূ ১০

اٰيَاتُهَا ٧٨ رُكُوْعَاتُهَا ١٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِيْمٌ ①

১. হে মানুষ! নিজ প্রতিপালকের ক্রোধকে ভয় কর। জেনে রেখ, কিয়ামতের প্রকম্পন এক সাংঘাতিক জিনিস।

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰی وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰی وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ②

২. যে দিন তোমরা তা দেখতে পাবে, সে দিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী সেই শিশুকে (পর্যন্ত) ভুলে যাবে, যাকে সে দুধ পান করিয়েছে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত ঘটিয়ে ফেলবে আর মানুষকে তুমি এমন দেখবে, যেন তারা নেশাগ্রস্ত, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বরং (সে দিন) আল্লাহর শাস্তি হবে অতি কঠোর।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ③

৩. মানুষের মধ্যে কতক এমন আছে, যারা আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে-না বুঝে ঝগড়া করে এবং অনুগমন করে সেই অবাধ্য শয়তানের–

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰی عَذَابِ السَّعِيْرِ ④

৪. যার নিয়তিতে লিখে দেওয়া হয়েছে, যে-কেউ তাকে বন্ধু বানাবে, তাকে সে বিপথগামী করে ছাড়বে এবং তাকে নিয়ে যাবে প্রজ্বলিত জাহান্নামের শাস্তির দিকে।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِیْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ

৫. হে মানুষ! পুনরায় জীবিত হওয়া সম্পর্কে তোমাদের যদি কোন সন্দেহ থাকে, তবে (একটু চিন্তা কর) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে,[১]

---

১. যারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন অসম্ভব বা কঠিন মনে করে, তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা নিজেদের সৃজন প্রক্রিয়া সম্পর্কেই চিন্তা কর না! আল্লাহ তাআলা কী বিস্ময়কর পন্থায়

مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۭ وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاۗءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۭ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاۗءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝

তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট রক্ত থেকে, তারপর এক মাংসপিণ্ড থেকে, যা (কখনও) পূর্ণাকৃতি হয় এবং (কখনও) পূর্ণাকৃতি হয় না,[২] তোমাদের কাছে (তোমাদের) প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি (তোমাদেরকে) যত কাল ইচ্ছা মাতৃগর্ভে রাখি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য। তারপর তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি। তারপর (তোমাদেরকে প্রতিপালন করি) যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের কতককে (আগেই) দুনিয়া থেকে তুলে নেওয়া হয় এবং তোমাদের কতককে ফিরিয়ে দেওয়া হয় হীনতম বয়সে (অর্থাৎ চরম বার্ধক্যে), এমনকি তখন সে সব কিছু জানার পরও কিছুই জানে না।[৩] তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, তারপর যখন আমি তাতে বারি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত ও বাড়-বাড়ন্ত হয়ে ওঠে এবং তা উৎপন্ন করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।[৪]

কতগুলো ধাপ পার করে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ তাআলাই তোমাদেরকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তোমাদের প্রাণ ছিল না। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। যেই সত্তা তোমাদেরকে সম্পূর্ণ নাস্তি থেকে এরূপ বিস্ময়কর পন্থায় সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তোমাদেরকে তোমাদের মৃত লাশে পরিণত হওয়ার পর পুনরায় জীবন দান করতে পারবেন না? এটা তোমাদের কেমন ভাবনা?

২. অর্থাৎ, অনেক সময় মায়ের পেটে সেই গোশতের টুকরা পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুতে পরিণত হয় আবার অনেক সময় তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিপূর্ণতা লাভ করে না। কখনও সেই অপূর্ণ অবস্থায়ই মায়ের গর্ভপাত ঘটে যায় এবং কখনও অপূর্ণ শিশুই জন্মগ্রহণ করে।

৩. অর্থাৎ, অতিরিক্ত বৃদ্ধ অবস্থায় মানুষ শৈশব কালের মতই বোধ-বুদ্ধিহীনতার দিকে ফিরে যায়। যৌবনকালে সে যা-কিছু জ্ঞান-বিদ্যা অর্জন করে বৃদ্ধকালে তা সব অথবা বেশির ভাগই ভুলে যায়।

৪. এটা পুনর্জীবন দানের দ্বিতীয় দলীল। ভূমি শুকিয়ে গেলে তা নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। জীবনের সব আলামত তা থেকে মুছে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে তার ভেতর নব

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ﴿۶﴾

৬. এসব এজন্য যে, আল্লাহর অস্তিত্বই সত্য[৫] এবং তিনিই প্রাণহীনের ভেতর প্রাণ সঞ্চার করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَّ اَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ﴿۷﴾

৭. এবং এজন্য যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এজন্য যে, যারা কবরে আছে আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।[৬]

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ لَا هُدًى وَّ لَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۙ﴿۸﴾

৮. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমন, যে আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে, অথচ তার না আছে জ্ঞান, না হিদায়াত, আর না আছে কোন দীপ্তিদায়ক কিতাব।

জীবন সঞ্চার করেন। ফলে সেই নিষ্প্রাণ ভূমি নানা রকম বৃক্ষ-লতায় ভরে ওঠে, যা দেখে দর্শকের চোখ জুড়িয়ে যায়। যে আল্লাহ এটা করতে সক্ষম তিনি কি তোমাদেরকে পুনর্বার জীবন দান করতে পারবেন না?

৫. অর্থাৎ, তোমাদের সৃজনকার্য হোক বা মৃত ভূমিতে উদ্ভিদ উৎপন্ন করার ব্যাপার হোক, সব কিছুরই মূল কারণ কেবল এই যে, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বই সত্যিকারের অস্তিত্ব। তাঁর অস্তিত্ব অন্য কারও মুখাপেক্ষী নয়। অন্য সকলের অস্তিত্ব তাঁর কুদরত থেকেই প্রাপ্ত। তিনিই সকলকে নাস্তি থেকে অস্তিতে আনয়ন করেছেন। এই যে সর্বশক্তিমান সত্তা, তিনি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করারও ক্ষমতা রাখেন।

৬. মানব সৃষ্টির যে প্রক্রিয়ার কথা উপরে বলা হল, একদিকে তো তা আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে, যা দ্বারা প্রমাণ হয় আল্লাহ তাআলা মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম, অন্যদিকে এর দ্বারা পুনর্জীবনের প্রয়োজনীয়তাও প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ, দুনিয়ায় মানুষকে যে সৃষ্টি করা হয়েছে অতঃপর তার জীবন যাপনের যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তার ভেতরই এই দাবী নিহিত রয়েছে যে, তাকে যেন নতুন আরেক জীবন দান করা হয়। কেননা দুনিয়ায় মানুষ দুই ধারায় জীবন নির্বাহ করে। কেউ ভালো কাজ করে, কেউ করে মন্দ কাজ। কেউ হয় জালেম, কেউ মজলুম। এখন মৃত্যুর পর যদি আরেকটি জীবন না থাকে, তবে দুনিয়ায় যারা পুণ্যবান হিসেবে জীবন যাপন করেছে তারা ও পাপাচারীগণ এবং জালেম ও মজলুমগণ একই রকম হয়ে যায়।

বলাবাহুল্য আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে মানুষকে এজন্য সৃষ্টি করেননি যে, এখানে অন্যায়-অবিচারের সয়লাব বয়ে যাবে, যার ইচ্ছা সে অন্যের উপর জুলুম করবে কিংবা পাপাচারের স্তুপে সারা দুনিয়া ভরে ফেলবে আর সেই দুর্বৃত্তপনার কারণে তার কোন শাস্তিও ভোগ করতে হবে না। আবার এমনিভাবে যে ব্যক্তি নির্মল জীবন যাপন করেছে, অন্যায়- অনাচারে লিপ্ত হয়নি, তাকেও কোন পুরস্কার দেওয়া হবে না। না, কোন যুক্তি-বুদ্ধি এটা গ্রাহ্য করে না। আর এর দ্বারা আপনা-আপনিই এই সিদ্ধান্ত বের হয়ে আসে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে যখন

ثَانِيَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّ نُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ⑨

৯. সে অহংকারে নিজ পার্শ্বদেশ বাঁকিয়ে রাখে, যাতে অন্যদেরকেও আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। এরূপ ব্যক্তির জন্যই দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের স্বাদ গ্রহণ করাব।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ⑩

১০. (বলা হবে,) এটা তোমার সেই কৃতকর্মের ফল, যা তুমি নিজ হাতে সামনে পাঠিয়েছিলে। আর এটা স্থিরীকৃত বিষয় যে, আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।

[১]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ اِطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ اِنْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ⑪

১১. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যে আল্লাহর ইবাদত করে এক প্রান্তে থেকে। যদি (দুনিয়ায়) তার কোন কল্যাণ লাভ হয়, তবে তাতে সে আশ্বস্ত হয়ে যায় আর যদি সে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে (কুফরের দিকে) চলে যায়।[৭] এরূপ ব্যক্তি দুনিয়াও হারায় এবং আখেরাতও। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।

একবার এ দুনিয়ায় সৃষ্টি করেছেন, তখন আখেরাতে তাদেরকে আরেকটি জীবন দিয়ে তাদের পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থাও অবশ্যই করবেন।

৭. মদীনা মুনাওয়ারায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের পর ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে একদল স্বার্থান্বেষী মহলকেও এগিয়ে আসতে দেখা যায়। তাদের ইসলাম গ্রহণ কোন সদুদ্দেশ্যে ছিল না; বরং আশা করেছিল ইসলাম গ্রহণ করলে পার্থিব অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ হবে। কিন্তু যখন তাদের সে আশা পূরণ হল না; বরং কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হল, তখন পুনরায় কুফরের দিকে ফিরে গেল। এ আয়াতের ইশারা তাদেরই দিকে। বলা হচ্ছে, তারা সত্যকে সত্য বলে গ্রহণ করছে তা নয়; বরং তারা সত্য গ্রহণ করছে পার্থিব কোন স্বার্থে।

তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে কোন রণক্ষেত্রের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে এবং লক্ষ্য করে কোন পক্ষের জয়লাভের সম্ভাবনা বেশি। পূর্ব থেকে সে মনস্থির করতে পারে না কোন দলে থাকবে। বরং যখন কোনও এক দলের পাল্লা ভারী দেখে, তখন সেই দলে ভিড়ে যায় এবং আশা করে বিজয়ী দলের সুযোগ-সুবিধায় তারও একটা অংশ থাকবে। এ আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, পার্থিব কোন স্বার্থ উদ্ধার হবে- এই আশায় ইসলামের অনুসরণ করো

يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿۱۲﴾

১২. সে আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে ডাকে, যা তার কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং তার কোন উপকারও করতে পারে না। এটাই তো চরম পথভ্রষ্টতা।

يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ۚ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ﴿۱۳﴾

১৩. সে এমন কাউকে (অলীক প্রভুকে) ডাকে যার ক্ষতি তার উপকার অপেক্ষা বেশি নিকটবর্তী।[৮] কতই না মন্দ এই অভিভাবক এবং কতই না মন্দ এ সহচর।[৯]

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿۱۴﴾

১৪. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে দাখিল করবেন এমন উদ্যানরাজিতে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ করেন যা চান।

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ

১৫. যে ব্যক্তি মনে করত আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে (অর্থাৎ নবীকে) সাহায্য করবেন না, সে আকাশ পর্যন্ত একটি রশি টানিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করুক

না। বরং ইসলামের অনুসরণ করবে এ কারণে যে, ইসলাম সত্য দ্বীন। এটাই আল্লাহ তাআলার দাসত্বের দাবী। পার্থিব সুযোগ-সুবিধার যে মামলা, সেটা মূলত আল্লাহ তাআলার এখতিয়ারাধীন। তিনি নিজ হিকমত অনুসারে যাকে চান তা দিয়ে থাকেন। এমনও হতে পারে যে, ইসলাম গ্রহণের পর পার্থিব কোনও লাভও হাসিল হয়ে যাবে, যদ্দরুণ আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করতে হবে। আবার কোন পরীক্ষাও এসে যেতে পারে, যখন সবর ও ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিতে হবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করতে হবে, যেন তিনি সকল বিপদ দূর করে দেন ও পরীক্ষা থেকে মুক্তি দান করেন।

৮. বস্তুত তাদের অলীক উপাস্যদের না কোন উপকার করার শক্তি আছে, না কোন অপকার করার। অবশ্য তারা অপকারের কারণ বনতে পারে। আর তা এভাবে যে, কোন ব্যক্তি তাদেরকে আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বে অংশীদার সাব্যস্ত করলে সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে শাস্তির উপযুক্ত হবে।

৯. যার উপকার অপেক্ষা ক্ষতি বেশি, সে যেমন অভিভাবক হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, তেমনি সঙ্গী-সাথী হওয়ারও না। কাজেই এহেন মূর্তিদের কাছে কোন কিছুর আশাবাদী হওয়া চরম নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক।

২২
সূরা হাজ্জ

فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ⑮

তারপর দেখুক তার প্রচেষ্টা তার আক্রোশ দূর করে কি না![১০]

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ⑯

১৬. আমি এভাবেই একে (অর্থাৎ কুরআনকে) সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে অবতীর্ণ করেছি। আর আল্লাহ যাকে চান হিদায়াত দান করেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـِٕيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ⑰

১৭. নিশ্চয়ই মুমিন হোক বা ইয়াহুদী, সাবী হোক বা খ্রিস্টান ও মাজুসী কিংবা হোক তারা, যারা শিরক অবলম্বন করেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সকলের মধ্যে ফায়সালা করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের সাক্ষী।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ

১৮. তুমি কি দেখনি আল্লাহর সম্মুখে সিজদা করে যা-কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, যা-কিছু আছে

---

১০. 'রশি টানিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করা' -এর দু' রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) আরবী বাগ্‌ধারা অনুযায়ী এর অর্থ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করা। এ স্থলে যদি এ অর্থ গ্রহণ করা হয়, যেমন হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তবে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, যার ধারণা ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সফলতা অর্জন করতে পারবেন না, তার সে ধারণা তো সম্পূর্ণই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে, ভবিষ্যতেও তা সত্য হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এখন সেই গ্লানিতে যদি তার মনে আক্রোশ দেখা দেয়, তবে তা প্রশমিত করার জন্য সে আকাশের দিকে অর্থাৎ, উপর দিকে ছাদ বা অন্য কিছুর সাথে একটা রশি টানিয়ে নিজের গলায় নিজে ফাঁসি দিক আর এভাবে আত্মহত্যা করে ঝাল মেটাক।

(দুই) 'আকাশে রশি টানিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করা' -এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে হযরত জাবের ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত সাফল্য ও কৃতকার্যতা লাভ করছেন তার উৎস হল ওহী, যা আসমান থেকে তার প্রতি নাযিল হয়। অতএব তাঁর সাফল্য দেখে যদি কারও গাত্রদাহ হয় এবং তাঁর সে সাফল্যের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে চায়, তবে তার একটাই উপায় হতে পারে। সে একটা রশি টানিয়ে কোনও মতে আকাশে উঠে যাক এবং সেই যোগসূত্র ছিন্ন করে দিক, যার মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী আসছে আর একের পর এক সফলতা অর্জিত হচ্ছে। কিন্তু পারবে কি সে এ কাজ করতে? কখনও নয়। কারও পক্ষেই এটা কখনও সম্ভব নয়। অতএব, আয়াতের সারাৎসার হল, এরূপ বিদ্বেষপ্রবণ লোকের অর্জন হতাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। (রূহুল মাআনী)

وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿١٨﴾

পৃথিবীতে[১১] এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পাহাড়, বৃক্ষ, জীবজন্তু ও বহু মানুষ? আবার এমনও অনেক আছে, যাদের প্রতি শাস্তি অবধারিত হয়ে আছে। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তার কোন সম্মানদাতা নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ করেন যা তিনি চান।

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ؗ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿١٩﴾

১৯. এরা (মুমিন ও কাফের) দু'টি পক্ষ, যারা নিজ প্রতিপালক সম্পর্কে বিবাদ করছে। সুতরাং (এর মীমাংসা হবে এভাবে যে,) যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে আগুনের পোশাক। তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি।

يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿٢٠﴾

২০. যা দ্বারা তাদের উদরস্থ সবকিছু এবং চামড়া গলিয়ে দেওয়া হবে।

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿٢١﴾

২১. আর তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ি।

كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۗ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٢٢﴾

২২. যখনই তারা যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে তা থেকে বের হতে চাবে, তখনই তাদেরকে তার ভেতর ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বলা হবে, জ্বলন্ত আগুন আস্বাদন কর।

---

১১. এসব বস্তুর সিজদা করার অর্থ এরা আল্লাহ তাআলার আজ্ঞাধীন। সব কিছুই তাঁর হুকুম শিরোধার্য করে আছে, সকলেই তাঁর আদেশের সামনে নতশির। তবে এর দ্বারা ইবাদতের সিজদাও বোঝানো হতে পারে। কেননা বিশ্ব জগতের প্রতিটি বস্তুর এতটুকু উপলব্ধি আছে যে, তাকে আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন এবং তার কর্তব্য তাঁরই ইবাদত করা। অবশ্য সকল বস্তুর সিজদা একই রকম নয়। প্রত্যেকে সিজদা করে তার নিজের অবস্থা অনুযায়ী। সমগ্র সৃষ্টি জগতে একমাত্র মানুষই এমন মাখলুক, যার সদস্যবর্গের সকলে ইবাদতের এ সিজদা করে না। তাদের মধ্যে অনেকে এ সিজদা করে এবং অনেকে করে না। এ কারণেই মানুষের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'বহু মানুষও'। অর্থাৎ সকলেই নয়। প্রকাশ থাকে যে, এটি সিজদার আয়াত। যে ব্যক্তি মূল আরবীতে এ আয়াত পড়বে বা শুনবে তার উপর সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

[২]

إِنَّ اللّٰهَ يُدۡخِلُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجۡرِيۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ يُحَلَّوۡنَ فِيۡهَا مِنۡ اَسَاوِرَ مِنۡ ذَهَبٍ وَّلُؤۡلُؤًا ؕ وَلِبَاسُهُمۡ فِيۡهَا حَرِيۡرٌ ﴿۲۳﴾

২৩. (অপর দিকে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তাদেরকে সজ্জিত করা হবে সোনার কাঁকন ও মণি-মুক্তা দ্বারা। আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

وَهُدُوۡۤا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الۡقَوۡلِ ۚۖ وَهُدُوۡۤا اِلٰى صِرَاطِ الۡحَمِيۡدِ ﴿۲۴﴾

২৪. এবং (তার কারণ এই যে,) তাদেরকে পবিত্র কালিমায় (অর্থাৎ কালিমায়ে তাওহীদে) উপনীত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে পৌঁছানো হয়েছিল আল্লাহর পথে, যিনি সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত।

اِنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَيَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَالۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ الَّذِيۡ جَعَلۡنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ۨالۡعَاكِفُ فِيۡهِ وَالۡبَادِ ؕ وَمَنۡ يُّرِدۡ فِيۡهِ بِاِلۡحَادٍۢ بِظُلۡمٍ نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ اَلِيۡمٍ ﴿۲۵﴾

২৫. নিশ্চয়ই (সেই সব লোক শাস্তির উপযুক্ত) যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং যারা অন্যদেরকে বাধা দেয় আল্লাহর পথ থেকে ও মসজিদুল হারাম থেকে, যাকে আমি মানুষের জন্য এমন করেছি যে, স্থানীয় বাসিন্দা ও বহিরাগত সকলেই তাতে সমান।[১২] আর যে-কেউ এখানে জুলুমে রত হয়ে বাঁকা পথ বের করবে[১৩] আমি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব।

---

১২. মসজিদুল হারাম ও তার আশপাশের স্থানসমূহ, যাতে হজ্জের কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হয়, যেমন সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সায়ী করার স্থান, মিনা, আরাফা ও মুযদালিফা কারও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয়। বরং এসব স্থান বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য সাধারণভাবে ওয়াকফ। যে-কেউ এখানে অবাধে ইবাদত-বন্দেগী করতে পারে। এ ব্যাপারে স্থানীয় ও বহিরাগতের কোন প্রভেদ নেই।

১৩. 'বাঁকা পথ বের করা' –এর অর্থ কুফর ও শিরকে লিপ্ত হওয়া, হারাম শরীফের বিধানাবলী অমান্য করা, বরং যে-কোনও রকমের গুনাহে লিপ্ত হওয়া। হারাম শরীফে যেমন যে-কোন সৎকর্মের সওয়াব বহু গুণ বৃদ্ধি পায়, তেমনি এখানে কোন গুনাহ করলে তাও অধিকতর কঠিনরূপে গণ্য হয়, যেমন কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে।

[৩]

২৬. এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে সেই ঘর (অর্থাৎ কাবাগৃহ)-এর স্থান জানিয়ে দিয়েছিলাম।[১৪] (এবং তাকে হুকুম দিয়েছিলাম) আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার ঘরকে সেই সকল লোকের জন্য পবিত্র রেখ, যারা (এখানে) তাওয়াফ করে, ইবাদতের জন্য দাঁড়ায় এবং রুকূ-সিজদা আদায় করে।

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿٢٦﴾

২৭. এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পদযোগে এবং দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রমকারী উটের পিঠে সওয়ার হয়ে, যেগুলো (দীর্ঘ সফরের কারণে) রোগা হয়ে গেছে।

وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ﴿٢٧﴾

২৮. যাতে তারা তাদের জন্য স্থাপিত কল্যাণসমূহ প্রত্যক্ষ করে এবং নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে সেই সকল পশুতে যা তিনি তাদেরকে দিয়েছেন।[১৫] সুতরাং (হে মুসলিমগণ!) সেই পশুগুলি থেকে তোমরা নিজেরাও খাও এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকেও খাওয়াও।

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ﴿٢٨﴾

২৯. অতঃপর (যারা হজ্জ করে) তারা যেন তাদের মলিনতা দূর করে ও নিজেদের

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا

---

১৪. পূর্বে সূরা বাকারায় (২ ঃ ১২৭) গত হয়েছে যে, বাইতুল্লাহ শরীফ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আগেই নির্মিত হয়েছিল এবং কালক্রমে বিধ্বস্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা পুনঃনির্মাণের জন্য তাঁকে তার স্থান জানিয়ে দেন।

১৫. হজ্জের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ পশু কুরবানী করা অর্থাৎ, হারাম শরীফের এলাকায় আল্লাহ তাআলার নামে পশু যবাহ করা। এ আয়াতে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۝٢٩

মানত পূরণ করে এবং আতীক গৃহের তাওয়াফ করে।[১৬]

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ۝٣٠

৩০. এসব কথা স্মরণ রেখ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ যেসব জিনিসকে মর্যাদা দিয়েছেন তার মর্যাদা রক্ষা করবে, তার পক্ষে তার প্রতিপালকের কাছে এ কাজ অতি উত্তম। সব চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, সেই পশুগুলো ছাড়া যা বিস্তারিতভাবে তোমাদেরকে পড়ে শোনানো হয়েছে।[১৭] সুতরাং তোমরা প্রতিমাদের কলুষ পরিহার কর এবং মিথ্যা কথা থেকে এভাবে বেঁচে থাক যে,

---

১৬. হজ্জের সময় হাজীগণ ইহরাম অবস্থায় থাকে। তখন তার জন্য চুল ও নখ কাটা জায়েয নয়। হজ্জের কুরবানী না করা পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকে। কুরবানী করার পর এসব বৈধ হয়ে যায়। এ আয়াতে যে মলিনতা দূর করতে বলা হয়েছে, তার অর্থ কুরবানী করার পর হাজীগণ তাদের নখ-চুল কাটতে পারবে।

মানত পূরণের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার অর্থ বহু লোক ওয়াজিব কুরবানী ছাড়া এ রকম মানতও করে থাকে যে, হজ্জের সময় নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর নামে কুরবানী করব। তাদের জন্য সে মানত পূরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

কুরবানী করার পর বাইতুল্লাহ শরীফের যে তাওয়াফ করার কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা 'তাওয়াফে যিয়ারত' বুঝানো হয়েছে। সাধারণত এ তাওয়াফ করা হয় কুরবানী ও মাথা মুণ্ডন করার পর। এটা হজ্জের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোকন।

এস্থলে বাইতুল্লাহ শরীফকে 'আল-বাইতুল আতীক' বলা হয়েছে। 'আতীক'-এর এক অর্থ প্রাচীন। বাইতুল্লাহ শরীফ এ হিসেবে সর্বপ্রাচীন গৃহ যে, আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য সর্বপ্রথম নির্মিত ঘর এটিই। 'আতীক' -এর আরেক অর্থ মুক্ত। বাইতুল্লাহ শরীফকে আতীক বা 'মুক্ত গৃহ' বলার কারণ এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা এ গৃহকে জালেম ও আগ্রাসীদের আগ্রাসন থেকে মুক্ত রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত এর মর্যাদা সমুন্নত রাখুন।

১৭. পশু কুরবানীর আলোচনা প্রসঙ্গে আরব মুশরিকদের সেই অজ্ঞতাপ্রসূত রসমকেও রদ করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে তারা প্রতিমাদের নামে বহু পশু হারাম সাব্যস্ত করেছিল (বিস্তারিত দেখুন সূরা আনআম ৬ ঃ ১৩৭–১৪৪)। বলা হয়েছে, এসব পশু তোমাদের পক্ষে হালাল। ব্যতিক্রম কেবল সেগুলো যেগুলোকে কুরআন মাজীদে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে (দেখুন সূরা মায়েদা ৫ ঃ ৩)। মুশরিকরা প্রতিমাদেরকে আল্লাহ তাআলার শরীক বলে বিশ্বাস

৩১. তোমরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর অভিমুখী হয়ে থাকবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। যে-কেউ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পতিত হল, তারপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে দূরবর্তী স্থানে নিয়ে নিক্ষেপ করল।[১৮]

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿۳۱﴾

৩২. এসব বিষয় স্মরণ রেখ। আর কেউ আল্লাহর 'শাআইর'-কে সম্মান করলে এটা তো অন্তরস্থ তাকওয়া থেকেই অর্জিত হয়।[১৯]

ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿۳۲﴾

৩৩. এসব (পশু) দ্বারা এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের উপকার লাভের অধিকার আছে।[২০] অতঃপর তাদের

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ

করত এবং তাদের নামে জীবজন্তু ছেড়ে দিত। এই শিরকী কার্যক্রমের ভিত্তিতেই তারা সেসব পশুকে হারাম সাব্যস্ত করত। এ আয়াতে তাদের সেই হারামকরণের ভিত্তিকেই উৎপাটন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা প্রতিমাদের কলুষ ও অলীক-অবাস্তব কথা থেকে বেঁচে থাক।

১৮. এ উপমার ব্যাখ্যা এই যে, ঈমান আকাশতুল্য। যে ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হয়, সে এই আকাশ তথা ঈমানের সমুচ্চ স্থান থেকে নিচে পড়ে যায়। তারপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, অর্থাৎ, তার কুপ্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশী তাকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে এদিক-সেদিক নিয়ে যায়। তারপর বাতাস তাকে দূর-দূরান্তে নিয়ে ছুঁড়ে মারে, অর্থাৎ শয়তান তাকে আরও বেশি গোমরাহীতে লিপ্ত করে এবং সে বিপথগামীতায় বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। মোদ্দাকথা এরূপ ব্যক্তি ঈমানের উচ্চতর স্থান থেকে অধঃপতিত হয়ে কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের দাস হয়ে যায় ও তারা তাকে প্ররোচনা দিয়ে গোমরাহীর চরম সীমায় পৌঁছিয়ে দেয়।

১৯. 'শাআইর'-এর অর্থ এমন সব আলামত ও নিদর্শন, যা দেখলে অন্য কোন জিনিস স্মরণ হয়। আল্লাহ তাআলা যেসব ইবাদত ফরয করেছেন, বিশেষ যে সকল স্থানে হজ্জের কার্যাবলী নির্ধারণ করেছেন, সে সবই আল্লাহ তাআলার শাআইর। কেননা তা দ্বারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ইবাদতের কথা স্মরণ হয়। এসবকে সম্মান করা ঈমান ও তাকওয়ার দাবী।

২০. অর্থাৎ, তোমরা কোন পশুকে যতক্ষণ পর্যন্ত হজ্জের কুরবানী হিসেবে নির্দিষ্ট না কর ততক্ষণ সে পশুকে যে-কোন কাজে ব্যবহার করতে পার। তাতে সওয়ার হওয়া, তার দুধ পান করা, তার দেহ থেকে পশম সংগ্রহ করা সবই জায়েয। কিন্তু তাকে যখন হজ্জের কুরবানী হিসেবে নির্দিষ্ট করে ফেলা হবে, তখন সে পশুকে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তখন এ সবের

مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٣٣﴾

হালাল হওয়ার স্থান সেই প্রাচীন গৃহ (কাবা গৃহ)-এর আশেপাশে।

[৪]

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আল্লাহ তাদেরকে যে চতুষ্পদ জন্তুসমূহ দিয়েছেন তাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। তোমাদের মাবুদ একই মাবুদ। সুতরাং তোমরা তাঁরই আনুগত্য করবে। যাদের অন্তর আল্লাহর প্রতি বিনীত, তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও।

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. যাদের অবস্থা হল, তাদের সামনে আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর ভীত-কম্পিত হয়, যে-কোন বিপদ-আপদে আক্রান্ত হলে তারা ধৈর্যশীল থাকে, তারা সালাত কায়েমকারী এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ

৩৬. কুরবানীর উট ও গরুকে তোমাদের জন্য আল্লাহর 'শাআইর'-এর অন্তর্ভুক্ত করেছি। তোমাদের পক্ষে তাতে আছে কল্যাণ। সুতরাং যখন তা সারিবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়ানো থাকে, তোমরা তার উপর আল্লাহর নাম নাও। তারপর যখন (যবেহ হয়ে যাওয়ার পর) তা কাত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, তখন তার গোশত থেকে নিজেরাও খাও এবং ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকেও খাওয়াও এবং তাকেও,

---

কোনওটিই করা জায়েয হয় না। বরং হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়ার পর তাকে বাইতুল্লাহ শরীফের আশেপাশে অর্থাৎ, হারাম শরীফের সীমানার মধ্যে যবাহ করে হালাল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট করার বিভিন্ন আলামত আছে, যা ফিকহী গ্রন্থাবলীতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٣٦

যে নিজ অভাব প্রকাশ করে।[২১] এভাবেই আমি এসব পশুকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٣٧

৩৭. আল্লাহর কাছে না পৌঁছে তাদের গোশত আর না তাদের রক্ত, বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়াই পৌঁছে। এভাবেই তিনি এসব পশুকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা এ কারণে আল্লাহর তাকবীর বল যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। যারা সুচারুরূপে সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও।

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ۝٣٨

৩৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের প্রতিরক্ষা করেন, যারা ঈমান এনেছে।[২২] জেনে রেখ, আল্লাহ কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পসন্দ করেন না।

---

২১. কুরবানীর গোশত কাকে কাকে দেওয়া হবে, তা বোঝানোর জন্য কুরআন মাজীদ এখানে দুটি শব্দ ব্যবহার করেছে- اَلْقَانِعُ ও اَلْمُعْتَرُّ প্রথম শব্দ 'কানি' দ্বারা এমন লোককে বোঝানো হয়, যে অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজ অভাবের কথা কারও কাছে প্রকাশ করে না। বরং সবরের সাথে দিন গুজরান করে। আর দ্বিতীয় শব্দ 'মু'তার্‌র' দ্বারা বোঝানো হয় এমন ব্যক্তিকে, যে নিজ অভাব-অভিযোগের কথা কথায় বা কাজে অন্যের কাছে প্রকাশ করে।

২২. মক্কা মুকাররমায় কাফেরদের পক্ষ হতে মুসলিমদের প্রতি যে জুলুম-নির্যাতন চালানো হত, শুরুতে কুরআন মাজীদ সেক্ষেত্রে তাদেরকে বারবার সবর অবলম্বনের হুকুম দিয়েছে। অতঃপর এ আয়াতে তাদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, সবরের যে পরীক্ষা এ যাবৎকাল তারা দিয়ে এসেছে তার পালা এখন শেষ হতে যাচ্ছে। জালেমদেরকে তাদের জুলুমের জবাব দেওয়ার সময় এসে গেছে। সুতরাং পরবর্তী আয়াতে মুসলিমদেরকে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার আগে সুসংবাদ শোনানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা নিজেই মুসলিমদের প্রতিরক্ষা করবেন, তাদের পক্ষ থেকে শত্রুদের প্রতিরোধ ও দমন করবেন। কাজেই তারা নির্ভয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে যুদ্ধ করুক। কেননা যাদের সঙ্গে তাদের লড়াই হবে, তারা হচ্ছে শঠ ও প্রতারক এবং ঘোর অকৃতজ্ঞ। এরূপ লোককে আল্লাহ তাআলা পসন্দ করেন না। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকেই সাহায্য করবেন।

[৫]

৩৯. যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে (তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে পারে)। যেহেতু তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে।[২৩] নিশ্চিত জেনে রেখ, আল্লাহ তাদেরকে জয়যুক্ত করতে পরিপূর্ণ সক্ষম।

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ ﴿۳۹﴾

৪০. যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি হতে অন্যায়ভাবে কেবল এ কারণে বের করা হয়েছে যে, তারা বলেছিল, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দল (-এর অনিষ্ট)কে অন্য দলের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন, তবে ধ্বংস করে দেওয়া হত খানকাহ, গীর্জা, ইবাদতখানা ও মসজিদসমূহ[২৪]– যাতে আল্লাহর যিকির করা হয় বেশি-বেশি। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন, যারা তার (দ্বীনের) সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿۴۰﴾

---

২৩. মক্কা মুকাররমায় সুদীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত মুমিনদেরকে সবর ও সংযম অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তারাও সর্বোচ্চ ত্যাগের সাথে তা পালনে ব্রতী থেকেছেন। যত কঠিন নির্যাতনই করা হোক অস্ত্র দ্বারা তার মোকাবেলা করার অনুমতি ছিল না। ফলে মুসলিমগণ জুলুমের জবাব সবর দ্বারাই দিতেন। অবশেষে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় এবং সর্বপ্রথম এ আয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে তরবারি ওঠানোর অনুমতি দেওয়া হয়।

২৪. এ আয়াতে জিহাদের তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। দুনিয়ায় যত নবী-রাসূল আলাইহিস সালাম এসেছেন সকলেই আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগী শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে উদ্দেশ্যে ইবাদতখানা তৈরি করেছেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শরীয়তে এ কাজের জন্য খানকা ও গীর্জা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আরবীতে খানকাকে বলে সাওমা'আ (صَوْمَعَةٌ বহুবচনে صَوَامِعُ) আর গীর্জাকে বলে বী'আ (بِيْعَةٌ, বহুবচনে بِيَعٌ)। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের অনুসারীগণ যে ইবাদতখানা তৈরি করত তাকে বলে 'সালাওয়াত' আর মুসলিমদের ইবাদতখানা হল মসজিদ। সব যুগেই আসমানী দ্বীনের বিরোধীগণ এসব ইবাদতখানা ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। যদি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি না থাকত, তবে তারা দুনিয়া থেকে সকল ইবাদতখানা নিশ্চিহ্ন করে ফেলত।

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿۴۱﴾

৪১. তারা এমন যে, আমি যদি দুনিয়ায় তাদেরকে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, মানুষকে সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে।[২৫] সব কাজেই পরিণতি আল্লাহরই হাতে।

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ﴿۴۲﴾

৪২. (হে নবী!) তারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে, তবে তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং আদ ও ছামুদের সম্প্রদায়ও তো (নিজ-নিজ নবীকে) অস্বীকার করেছিল।

وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ﴿۴۳﴾

৪৩. এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায় ও লুতের সম্প্রদায়

وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿۴۴﴾

৪৪. এবং মাদয়ানবাসীরাও। তাছাড়া মূসাকেও অস্বীকার করা হয়েছিল। সুতরাং আমি সে কাফেরদেরকে কিছুটা অবকাশ দিয়েছিলাম। তারপর তাদেরকে পাকড়াও করি। এবার দেখ আমার ধরা কেমন ছিল!

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ﴿۴۵﴾

৪৫. মোদ্দাকথা আমি কত জনপদকেই ধ্বংস করেছি, যখন তারা জুলুমে রত ছিল! ফলে তা ছাদসহ পড়ে থেকেছে এবং কত কুয়া পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে এবং কত পাকা মহল (ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে)!

---

২৫. মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনায় মুমিনদেরকে যে সাহায্যের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, এ কাজে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করবেন কী কারণে? এ আয়াতে তারই উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, এ সকল লোক পৃথিবীতে ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হলে নিজেদের জান-মাল ব্যয় করে ইবাদত-বন্দেগীর আবহ তৈরি করবে। তারা নিজেরাও ইবাদত করবে, অন্যদেরকেও তা করার জন্য প্রস্তুত করবে। তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের দায়িত্ব পালন করবে। এভাবে এ আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্রের মৌল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বলে দেওয়া হয়েছে।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

৪৬. তবে কি তারা ভূমিতে চলাফেরা করেনি, যা দ্বারা তাদের এমন অন্তকরণ লাভ হত, যা তাদের বোধ-বুদ্ধি যোগাত কিংবা এমন কান লাভ হত, যা দ্বারা তা শুনতে পেত। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় সেই হৃদয়, যা বক্ষদেশে বিরাজ করে।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾

৪৭. তারা তোমাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি এনে দিতে বলে, অথচ আল্লাহ কখনই নিজ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। নিশ্চিত জেনে রেখ, তোমার প্রতিপালকের কাছে এক দিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান।[২৬]

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿٤٨﴾

৪৮. আমি কত জনপদকেই তো অবকাশ দিয়েছিলাম, যা ছিল জুলুমরত। অবশেষে আমি তাদেরকে পাকড়াও করি। আর শেষ পর্যন্ত সকলকে আমারই কাছে ফিরতে হবে।

---

২৬. আল্লাহ তাআলার কাছে এক দিন আমাদের হিসাবের এক হাজার বছরের সমান এ কথার অর্থ কি? এর যথাযথ মর্ম তো আল্লাহ তাআলাই জানেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একে মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে আয়াতটির অর্থ বোঝার জন্য এতটুকু ব্যাখ্যাই যথেষ্ট যে, কাফেরদেরকে যখন বলা হত কুফরের পরিণামে তাদেরকে দুনিয়া বা আখেরাতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে, তখন তারা একথা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং বলত, কই এত দিন পার হয়ে গেল, কোন শাস্তি তো আসল না! যদি সত্যিই শাস্তি আসার হয় তবে এখনই কেন আসছে না? এর উত্তরে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা যে ওয়াদা করেছেন, তা অবশ্যই পূরণ হবে। বাকি কখন তা পূরণ হবে সেটা নির্ভর করে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর। তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী তা স্থির করবেন। তোমরা যে মনে করছ তা আসতে অনেক বিলম্ব হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা তোমাদের হিসাবের ব্যাপার। আল্লাহর হিসাব অন্য রকম। তোমাদের হিসাব অনুযায়ী যা এক হাজার বছর আল্লাহর হিসাবে তা একদিন মাত্র। এ আয়াতের আরও ব্যাখ্যা সামনে সূরা মা'আরিজ (৭০ ঃ ৩)-এ আসবে ইনশাআল্লাহ তাআলা।

[৬]

৪৯. (হে নবী!) বলে দাও, আমি তো তোমার জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٩﴾

৫০. সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক রিযিক।

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٥٠﴾

৫১. আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে ব্যর্থ প্রমাণের জন্য দৌড়-ঝাঁপ করে, তারা হবে জাহান্নামবাসী।

وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾

৫২. (হে নবী!) তোমার পূর্বে যখনই আমি কোন রাসূল বা নবী পাঠিয়েছি, তার ক্ষেত্রে অবশ্যই এ ঘটনা ঘটেছে যে, যখন সে (আল্লাহর বাণী) পড়েছে শয়তান তার পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে (কাফেরদের অন্তরে) কোন প্রতিবন্ধ ফেলে দিয়েছে। অতঃপর শয়তান যে প্রতিবন্ধ ফেলে আল্লাহ তা অপসারণ করেন তারপর নিজ আয়াতসমূহ সুদৃঢ় করে দেন।[২৭] বস্তুত আল্লাহ প্রভূত জ্ঞান ও প্রভূত হিকমতের মালিক।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾

২৭. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, আপনার বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে যেসব সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে তা নতুন কোন বিষয় নয়। পূর্ব যুগের নবীদের ক্ষেত্রেও এরূপই ঘটেছে। তারা যখন মানুষকে আল্লাহ তাআলার কালাম পড়ে শোনাতেন, তখন শয়তান কাফেরদের অন্তরে নানা রকম সংশয় সন্দেহ সৃষ্টি করত, যে কারণে তারা ঈমান আনত না। কিন্তু তাদের সৃষ্ট সংশয়-সন্দেহ যেহেতু ভিত্তিহীন হত, তাই আল্লাহ তাআলা খাঁটি মুমিনদের অন্তরে তার কোন আছর বাকি থাকতে দিতেন না; বরং তা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতেন।

এ আয়াতের আরেক তরজমাও করা সম্ভব। তা এ রকম, 'আমি তোমার আগে যে-সকল রাসূল বা নবী পাঠিয়েছি তাদের ক্ষেত্রেও এ রকমই ঘটেছে যে, তাদের কেউ যখন কোন আকাঙ্ক্ষা করেছে, তখন শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় বিপত্তি সৃষ্টি করত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা শয়তানের সৃষ্ট বিপত্তি অপসারণ করে নিজ আয়াতসমূহকে আরও দৃঢ় করতেন। এ তরজমা অনুযায়ী ব্যাখ্যা হবে এ রকম, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম নিজ সম্প্রদায়ের ইসলামের জন্য কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করলে প্রথম দিকে শয়তান তাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে বাধা সৃষ্টি করত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার সে বাধা দূর করে নিজ আয়াতসমূহ

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ﴿۵۳﴾

৫৩. তা (অর্থাৎ শয়তান যে প্রতিবন্ধ ফেলত সেটা) এজন্য যে, শয়তান যে প্রতিবন্ধ ফেলে, আল্লাহ তাকে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাদের অন্তর শক্ত, তাদের জন্য ফিতনায় পরিণত করেন। নিশ্চয়ই জালেমগণ বিরোধিতায় বহু দূর পৌঁছে গেছে।

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۵۴﴾

৫৪. আর (আল্লাহ তাআলা সে প্রতিবন্ধ অপসারণ করেন) এজন্য যে, যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জেনে নেয় এটাই (অর্থাৎ এ কালামই) সত্য, যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে অতঃপর তারা যেন তাতে ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জন্য সরল পথের হিদায়াতদাতা।

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ﴿۵۵﴾

৫৫. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা এ সম্পর্কে (অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে) অব্যাহতভাবে সন্দেহে পতিত থাকবে, যাবৎ না তাদের উপর অকস্মাৎ কিয়ামত উপস্থিত হয় অথবা তাদের উপর এমন এক দিবসের শাস্তি এসে পড়ে যা (তাদের জন্য) কোনও রকমের মঙ্গল সাধনের যোগ্যতা রাখবে না।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿۵۶﴾

৫৬. সে দিন রাজত্ব হবে কেবল আল্লাহর। তিনি তাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা থাকবে নেয়ামত-আকীর্ণ জান্নাতে।

অধিকতর মজবুত করে দিতেন এবং নবীগণকে সাহায্য করার সুসংবাদ শোনাতেন। তবে শয়তানের সৃষ্ট বাধা কাফেরদের পক্ষে, যাদের অন্তরে সংশয়-সন্দেহের ব্যাধি ছিল, ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াত। তারা তাকে নবীগণের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে পেশ করত।

৫৭. আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে ও আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٥٧﴾

[৭]

৫৮. যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, তারপর তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে বা তাদের ইন্তিকাল হয়েছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করবেন, নিশ্চিত জেন, আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا
اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَاِنَّ
اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯. তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে পৌঁছাবেন, যা পেয়ে তারা খুশী হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞাত, পরম সহনশীল।

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ
لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿٥٩﴾

৬০. এসব স্থিরীকৃত বিষয় এবং (আরও জেনে রেখ) কোনও ব্যক্তি প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যদি ঠিক ততটুকু কষ্ট দেয়, যতটুকু কষ্ট তাকে দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর ফের তার প্রতি অত্যাচার করা হয়, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন।[২৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ
بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ
غَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾

---

২৮. পূর্বে ৩৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে সেই সকল কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলেন যারা তাদের উপর জুলুম-অত্যাচার করেছিল, যদিও এর আগে উপর্যুপরি তাদেরকে সবর ও ক্ষমা প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল। এবার এ স্থলে কেবল যুদ্ধের ক্ষেত্রেই নয়, বরং যে-কোন রকমের অত্যাচার-উৎপীড়নের ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। তবে শর্ত হল যে পরিমাণ জুলুম করা হয়েছে, প্রতিশোধ ঠিক সেই পরিমাণই হতে হবে। তার বেশি নয়। সেই সঙ্গে বলা হচ্ছে, ক্ষমা প্রদর্শনের নীতি যদিও সর্বোত্তম, কিন্তু ইনসাফ রক্ষা সাপেক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণও জায়েয এবং সে ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সাহায্যের ওয়াদা আছে। বরং এখানে আরও অগ্রসর হয়ে বলা হয়েছে, ইনসাফ রক্ষা করে প্রতিশোধ গ্রহণের পর ফের যদি তাদের উপর জুলুম করা হয়, তবে আল্লাহ তাআলা তখনও তাদেরকে সাহায্য করবেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾

৬১. এটা এজন্য যে, আল্লাহ (তাআলার শক্তি বিপুল। তিনি) রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করান[২৯] এবং এজন্য যে, আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٢﴾

৬২. এটা এজন্য যে, আল্লাহই সত্য। আর তারা তাঁকে ছেড়ে যেসব জিনিসের ইবাদত করে তা সবই মিথ্যা। আর আল্লাহই সেই সত্তা, যার মহিমা, সমুচ্চ, মর্যাদা বিপুল।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۫ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٦٣﴾ۚ

৬৩. তুমি কি দেখনি আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেন, যা দ্বারা ভূমি সবুজ-সজীব হয়ে ওঠে? বস্তুত আল্লাহ অশেষ দয়াবান, সর্ব বিষয়ে অবহিত।

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٦٤﴾ۚ

৬৪. যা-কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যা-কিছু আছে পৃথিবীতে সব তাঁরই। নিশ্চিত জেন, আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি সকলের থেকে অনপেক্ষ, প্রশংসার্হ।

[৮]

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ

৬৫. তুমি কি দেখনি আল্লাহ ভূমিস্থ সব কিছুকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত

---

২৯. অর্থাৎ এক মওসুমে যেটা থাকে দিনের অংশ অন্য মওসুমে আল্লাহ তাআলা তাকে রাত বানিয়ে দেন। আবার এক মওসুমে যেটা থাকে রাতের অংশ অন্য মওসুমে তাকে দিন বানিয়ে দেন। চাঁদ-সুরুজের পরিক্রমণকে আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার প্রজ্ঞায় এক অলংঘনীয় নিয়ম-নিগড়ে বেঁধে দিয়েছেন। কখনও তাতে এক মুহূর্তের হেরফের হয় না। এমনিতে তো আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শন অগণ্য। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে দিবা-রাত্রের এই পালা বদলের বিষয়টাকে উল্লেখ করা হয়েছে সম্ভবত এ কারণে যে, এখানে আলোচনা চলছে মজলুমের সাহায্য করা সম্পর্কে। সে প্রসঙ্গেই এ দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে, রাত-দিনের সময় যেমন পরিবর্তিত হয়, তেমনি জালেম-মজলুমের মধ্যেও সময়ের পালাবদল হয়। এক সময় যে ছিল মজলুম, আল্লাহ তাআলা জালেমের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করেন। ফলে সে শক্তিশালী হয়ে ওঠে ও জালেমের উপর ক্ষমতা বিস্তার করে। আর যে জালেম এতদিন প্রবল-পরাক্রান্ত ছিল সে এ যাবৎকাল যার উপর জুলুম করেছিল, তার সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়।

وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَ يُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

করে রেখেছেন এবং জলযানসমূহকেও, যা তার আদেশে সাগরে চলাচল করে? এবং তিনি আকাশকে এভাবে ধারণ করে রেখেছেন যে, তা তার অনুমতি ছাড়া পৃথিবীর উপর পতিত হবে না। বস্তুত আল্লাহ মানুষের প্রতি মমতাপূর্ণ আচরণকারী, পরম দয়ালু।

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَحْيَاكُمْ ز ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ۝

৬৬. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, তারপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন। সত্যিই মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ।

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ؕ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৬৭. আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের এক পদ্ধতি নির্দিষ্ট করেছি, যে অনুসারে তারা ইবাদত করে।[৩০] সুতরাং (হে নবী!) এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে যেন তারা বিতর্কে লিপ্ত না হয়। তুমি নিজ প্রতিপালকের দিকে দাওয়াত দিতে থাক। নিশ্চয়ই তুমি সরল পথে আছ।

وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

৬৮. তারা তোমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হলে বলে দাও, তোমরা যা-কিছু করছ আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।

اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

৬৯. যে সব বিষয়ে তোমরা বিতর্ক করছ, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসা করে দিবেন।

---

৩০. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল বিধি-বিধান পেশ করেছেন, তার মধ্যে কিছু এমনও আছে, যা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের দেওয়া বিধান থেকে আলাদা। এ কারণে কোন কোন কাফেরের আপত্তি ছিল। এ আয়াতে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। এতে আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন একেক নবীর শরীয়তে ইবাদতের একেক রকম নিয়ম বাতলানো হয়েছে এবং প্রত্যেক যুগের পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে বিধানাবলীর মধ্যেও কিছু প্রভেদ রাখা হয়েছিল। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে যে সব বিধান দেওয়া হয়েছে, তার কোনওটিকে পূর্বেকার শরীয়তসমূহ থেকে পৃথক মনে হলে তাতে আপত্তির কিছু নেই এবং তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়ারও কোন অবকাশ নেই।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

৭০. তুমি কি জান না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জানেন? এসব বিষয় একটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে। নিশ্চয়ই এ সকল কাজ আল্লাহ তাআলার পক্ষে অতি সহজ।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝

৭১. তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন সব জিনিসের ইবাদত করে যাদের (মাবুদ হওয়া) সম্পর্কে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং তাদের নিজেদেরও সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই।[৩১] (আখেরাতে) এ রকম জালেমদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ؕ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ؕ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

৭২. তাদেরকে যখন আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট বিবরণসহ পড়ে শোনানো হয়, তখন তুমি কাফেরদের চেহারায় বিতৃষ্ণা ভাব দেখতে পাও। যেন তারা তাদেরকে যারা আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনায় তাদের উপর আক্রমণ চালাবে। বল, হে মানুষ! আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে বেশি অপসন্দনীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত করব?[৩২] তা হল আগুন। আল্লাহ কাফেরদেরকে তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তা অতি মন্দ ঠিকানা।

---

৩১. অর্থাৎ, তাদের প্রতিমাগুলো যে বাস্তবিকই প্রভুত্বের মর্যাদা রাখে এ জ্ঞান অর্জন হতে পারে এমন কোন দলীল তাদের কাছে নেই।

৩২. অর্থাৎ, এখন তো তোমরা কেবল কুরআনের আয়াতসমূহকেই অপসন্দ করছ। আখেরাতে যখন জাহান্নামের আগুন সামনে এসে যাবে তখন টের পাবে প্রকৃত অপসন্দের জিনিস কাকে বলে?

[৯]

يَاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ۝

৭৩. হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে। মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমরা দু'আর জন্য আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাক, তারা একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, যদিও এ কাজের জন্য তারা সকলে একত্র হয়ে যায়। এমনকি মাছি যদি তাদের থেকে কোন জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তাও তারা তার থেকে উদ্ধার করতে পারে না। এরূপ দু'আকারীও বড় দুর্বল এবং যার কাছে দু'আ করা হয় সেও।

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

৭৪. তারা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ শক্তিরও মালিক, ক্ষমতারও মালিক।

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝

৭৫. আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য হতে তাঁর বার্তাবাহক মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্য হতেও।[৩৩] নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

৭৬. তিনি তাদের সামনের ও পিছনের যাবতীয় বিষয় জানেন। বস্তুত আল্লাহই সমস্ত বিষয়ের কেন্দ্রস্থল।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

৭৭. হে মুমিনগণ! রুকু কর, সিজদা কর, তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং সৎকর্ম কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পার।

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ

৭৮. এবং আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেভাবে জিহাদ করা উচিত।[৩৪] তিনি

---

৩৩. কোন কোন ফিরিশতা নবীগণের কাছে ওহীর বার্তা নিয়ে আসবে এবং মানুষের মধ্যে কাকে কাকে নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হবে তা নির্ধারণ আল্লাহ তাআলাই করেন।

৩৪. 'জিহাদ'-এর আভিধানিক অর্থ প্রচেষ্টা চালানো ও মেহনত করা। দ্বীনের পথে যে-কোন মেহনতকেই জিহাদ বলা হয়ে থাকে। সশস্ত্র প্রচেষ্টা তথা আল্লাহ তাআলার পথে যুদ্ধ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া শান্তিপূর্ণ মেহনত ও আত্মশুদ্ধিমূলক সাধনাও জিহাদই বটে।

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط
مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ط هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ
مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا
الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط هُوَ
مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٧٨﴾

তোমাদেরকে (তাঁর দ্বীনের জন্য) মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। নিজেদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর। সে পূর্বেও তোমাদের নাম রেখেছিল মুসলিম এবং এ কিতাবেও (অর্থাৎ কুরআনেও), যাতে এই রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হতে পারে আর তোমরা সাক্ষী হতে পার অন্যান্য মানুষের জন্য।[৩৫] সুতরাং নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে আকড়ে ধর। তিনি তোমাদের অভিভাবক। দেখ কত উত্তম অভিভাবক তিনি এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

---

৩৫. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন যে, তারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল আর তাঁর উম্মত অন্যান্য উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে যে, তাদের কাছে তাদের নবীগণ আল্লাহ তাআলার বাণী যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। এ বিষয়টা পূর্বে সূরা বাকারায়ও (২ ঃ ১৪৭) গত হয়েছে। সেখানে এ সম্পর্কে যে টীকা লেখা হয়েছে তা দেখে নিতে পারেন।

আল-হামদুলিল্লাহ আজ ১৫ই সফর ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ৫ই মার্চ ২০০৭ খৃ. সূরা হজ্জের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। সোমবার, মদীনা মুনাওয়ারা। (অনুবাদ শেষ হল আজ সোমবার ১লা রজব ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১৪ই জুন ২০১০ খৃ.)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলোর কাজও নিজ সন্তুষ্টি অনুযায়ী শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

২৩

সূরা মু'মিনুন

সূরা মুমিনুন পরিচিতি

আল্লাহ তাআলা এ সূরার শুরুতে বিশেষ কতগুলো গুণ উল্লেখ করেছেন। মৌলিক গুণ হিসেবে প্রতিটি মুসলিমের ভেতর এগুলো থাকা উচিত। 'মুসনাদে আহমদ'-এর একটি হাদীসে আছে, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, এ সূরার প্রথম দশটি আয়াতে যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি সেগুলোর অধিকারী হবে সে সোজা জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ কারণেই এ সূরার নাম 'মুমিনুন'। অর্থাৎ এমন সূরা, যা মুমিনদের কেমন হওয়া উচিত, তাদের মধ্যে কি গুণাবলী থাকা উচিত, তা বলে দেয়। নাসায়ী শরীফে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক-চরিত্র কেমন ছিল? জবাবে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সূরা মুমিনুনের প্রথম দশ আয়াত পড়ে শোনান এবং বলেন, এগুলোই ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র।

এ সূরার মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষ আসলে কী সে দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং তার দুনিয়ায় আসার লক্ষ কী, মৃত্যুর পর যে জীবন অবশ্যম্ভাবী সেখানে তার পরিণাম কী– এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার দাওয়াত দেওয়া।

হযরত নুহ আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত দুনিয়ায় যত নবী-রাসূল এসেছেন তাদের অনেকের ঘটনা এ সূরায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া উদ্দেশ্য, সমস্ত নবীর মূল দাওয়াত ছিল একই। প্রত্যেক নবী নিজ-নিজ উম্মতের কাছে তা স্পষ্টভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। যারা তা গ্রহণ করেছে তারা তো কৃতকার্য হয়েছে আর যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাদেরকে শাস্তির লক্ষবস্তুতে পরিণত হতে হয়েছে। মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলা উভয় শ্রেণীর মানুষকেই পুনরায় জীবিত করবেন। তখন সমস্ত মানুষের ভালো-মন্দ কাজের হিসাব নেওয়া হবে এবং প্রত্যেককে তার বিশ্বাস ও কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হবে। যার কর্ম ভালো হবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে আর যার কর্ম মন্দ তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। এ বিশ্বাসকে বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের যে রকমারি নিদর্শন উন্মুক্ত রয়েছে, তা দ্বারা সপ্রমাণ করা হয়েছে।

২৩ – সূরা মুমিনুন – ৭৪

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ১১৮; রুকূ ৬

اٰيَاتُهَا ١١٨ رُكُوْعَاتُهَا ٦

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ ①

২. যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত।[১]

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ ②

৩. যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে।[২]

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ ③

৪. যারা যাকাত সম্পাদনকারী[৩]

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ ④

৫. যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে[৪]

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ ⑤

---

১. এটা খুশু-এর অর্থ। আরবীতে খুযূ (خُضُوْعٌ) -এর অর্থ বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নত করা আর খুশু (خُشُوْعٌ) অর্থ অন্তরকে বিনয়ের সাথে নামাযের অভিমুখী রাখা। এর সহজ পন্থা হল, নামাযে মুখে যা পড়া হয় তার দিকে ধ্যান রাখা, অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন দিকে খেয়াল গেলে সেটা ধর্তব্য নয়। কিন্তু স্মরণ হওয়া মাত্র ফের নামাযের শব্দাবলীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া চাই।

২. لغو অর্থ অহেতুক কাজ, যাতে না দুনিয়ার কোন ফায়দা আছে, না আখেরাতের।

৩. 'যাকাত'-এর আভিধানিক অর্থ পাক-পবিত্র করা। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উপর ফরয করেছেন যে, তারা যেন তাদের সম্পদের একটা অংশ গরীবদের দান করে। এটা ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত। পরিভাষায় একে যাকাত বলে। এই আর্থিক ইবাদতকে যাকাত বলার কারণ এর ফলে ব্যক্তির অবশিষ্ট সম্পদ পবিত্র হয়ে যায় এবং পরিশুদ্ধ হয় তার অন্তরও। এস্থলে যাকাত দ্বারা যেমন আর্থিক প্রদেয়কে বোঝানো হতে পারে তেমনি বোঝানো হতে পারে 'তাযকিয়া'-ও। তাযকিয়া মানে নিজেকে মন্দ কাজ ও মন্দ চরিত্র থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা। কুরআন মাজীদ এস্থলে 'যাকাত আদায়কারী' না বলে যে 'যাকাত সম্পাদনকারী' বলেছে, এ কারণে অনেক মুফাসসির দ্বিতীয় অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

৪. অর্থাৎ, যৌন চাহিদা পূরণের জন্য কোন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে না আর এভাবে নিজ লজ্জাস্থানকে তা থেকে হেফাজত করে।

إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦

৬. নিজেদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে,[৫] কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না।

فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۝٧

৭. তবে কেউ এ ছাড়া অন্য পন্থা অবলম্বন করতে চাইলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।[৬]

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ۝٨

৮. এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝٩

৯. এবং যারা নিজেদের নামাযের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে[৭]

أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ ۝١٠

১০. এরাই হল সেই ওয়ারিশ,

ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ۝١١

১১. যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের মীরাস লাভ করবে।[৮] তারা তাতে সর্বদা থাকবে।

---

৫. এর দ্বারা এমন দাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা শরয়ী বিধান অনুসারে কারও মালিকানাধীন হয়ে গেছে। অবশ্য বর্তমানে এ রকম দাসীর কোন অস্তিত্ব কোথাও নেই।

৬. অর্থাৎ, স্ত্রী ও শরীয়তসম্মত দাসী ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে লিপ্ত হয়ে যৌন চাহিদা পূরণ করা যেহেতু হারাম, তাই কেউ যদি অন্যতে লিপ্ত হতে চায়, তবে সে শরীয়তের সীমা অতিক্রমকারী সাব্যস্ত হবে।

৭. নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ কথাটির অর্থ অতি ব্যাপক। যথাসময়ে নামায পড়া, নামাযের শর্ত, আদব ও অন্যান্য নিয়মাবলী রক্ষায় যত্নবান থাকা, সুন্দর ও সুচারুরূপে নামায আদায় করা, সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

৮. জান্নাতকে মুমিনদের মীরাস বলা হয়েছে এ কারণে যে, মালিকানা লাভের যতগুলো সূত্র আছে তার মধ্যে 'মীরাস' সূত্রটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট সম্পদ এ সূত্রে আপনা- আপনিই ব্যক্তির মালিকানায় এসে যায় এবং এসে যাওয়ার পর আর সে মালিকানা লুপ্ত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। ইশারা করা হচ্ছে, জান্নাত লাভের পর পাছে তার থেকে তা কেড়ে নেওয়া হয় মুমিন ব্যক্তির এরূপ কোন ভয় থাকবে না। নিশ্চিত মনে সে অনন্তকাল তাতে বসবাস করতে থাকবে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۚ ﴿١٢﴾

১২. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির সারাংশ দ্বারা।[৯]

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿١٣﴾

১৩. তারপর তাকে স্খলিত বিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত স্থানে রাখি।[১০]

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۭ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪. তারপর আমি সেই বিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করি। তারপর সেই জমাট রক্তকে গোশতপিণ্ড বানিয়ে দেই। তারপর সেই গোশতপিণ্ডকে অস্থিতে রূপান্তরিত করি। তারপর অস্থিরাজিতে গোশতের আচ্ছাদন লাগিয়ে দেই। তারপর এমনভাবে তার উত্থান ঘটাই যে, সে অন্য এক সৃষ্টিরূপে দাঁড়িয়ে যায়। বস্তুত আল্লাহ বড়ই মহিমময়, যিনি সকল কারিগরের শ্রেষ্ঠ কারিগর।

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫. অতঃপর এসবের পর অবশ্যই তোমাদের মৃত্যু ঘটবে।

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. তারপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَاۗىِٕقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. আমি তোমাদের উপর সৃষ্টি করেছি সাত স্তরবিশিষ্ট পথ। আর সৃষ্টি সম্বন্ধে আমি উদাসীন নই।[১১]

---

৯. মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করার এক অর্থ তো এই যে, আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারপর তার ঔরস থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় মানুষ জন্মলাভ করেছে। অর্থাৎ, সরাসরি মাটির সৃষ্টি কেবল হযরত আদম আলাইহিসস সালাম আর বাকি সকলে মাটির সৃষ্টি তাঁর মাধ্যমে। এর দ্বিতীয় অর্থ হল, মানুষ সৃষ্টির সূচনা হয় শুক্রবিন্দু হতে। শুক্রের মূল খাদ্য আর খাদ্য উৎপাদনে মাটির ভূমিকাই প্রধান। সুতরাং পরোক্ষভাবে সমস্ত মানুষ মাটির সৃষ্টি।

১০. সংরক্ষিত স্থান হল মায়ের গর্ভ।

১১. এখানে সাত আকাশকে 'সাত স্তরবিশিষ্ট পথ' বলা হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাগণ আকাশমণ্ডল থেকেই আসা যাওয়া করে। এ হিসেবে আকাশমণ্ডল তাদের

وَاَنۡزَلۡنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسۡكَنّٰهُ فِی الۡاَرۡضِ ٭ۖ وَاِنَّا عَلٰی ذَهَابٍۭ بِهٖ لَقٰدِرُوۡنَ ﴿۱۸﴾

১৮. আমি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে বারি বর্ষণ করি, তারপর তা ভূমিতে সংরক্ষণ করি।[১২] নিশ্চিত জেন, আমি তা অপসারণ করতেও সক্ষম।

فَاَنۡشَاۡنَا لَكُمۡ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنۡ نَّخِیۡلٍ وَّاَعۡنَابٍ ۘ لَكُمۡ فِیۡهَا فَوَاكِهُ كَثِیۡرَةٌ وَّمِنۡهَا تَاۡكُلُوۡنَ ﴿۱۹﴾

১৯. তারপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান উৎপন্ন করি, যা দ্বারা তোমাদের প্রচুর ফল অর্জিত হয় এবং তা থেকেই তোমরা খাও।

وَشَجَرَةً تَخۡرُجُ مِنۡ طُوۡرِ سَیۡنَآءَ تَنۡۢبُتُ بِالدُّهۡنِ وَصِبۡغٍ لِّلۡاٰكِلِیۡنَ ﴿۲۰﴾

২০. এবং সৃষ্টি করি সেই বৃক্ষও, যা সিনাই পর্বতে জন্ম নেয়[১৩] এবং যা আহারকারীদের জন্য তেল ও ব্যঞ্জনসহ উৎপন্ন হয়।

وَاِنَّ لَكُمۡ فِی الۡاَنۡعَامِ لَعِبۡرَةً ؕ نُسۡقِیۡكُمۡ مِّمَّا فِیۡ بُطُوۡنِهَا وَلَكُمۡ فِیۡهَا مَنَافِعُ كَثِیۡرَةٌ وَّمِنۡهَا تَاۡكُلُوۡنَ ﴿۲۱﴾

২১. নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য গবাদি পশুতে আছে উপদেশ গ্রহণের ব্যবস্থা। তার উদরে যা আছে তা (অর্থাৎ দুধ) থেকে আমি তোমাদেরকে পান করাই এবং তাতে তোমাদের জন্য আছে বহু উপকারিতা আর তা থেকে তোমরা খাদ্য গ্রহণ কর।

পথ। আয়াতের শেষে যে বলা হয়েছে 'আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন নই', এর মানে কোন সৃষ্টির কী প্রয়োজন, তাদের কল্যাণ কিসে নিহিত, সে সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। কাজেই আমার যাবতীয় সৃজনকর্ম সে দিকে লক্ষ রেখেই সম্পাদিত হয়।

১২. অর্থাৎ, আকাশ থেকে আমি যে বৃষ্টি বর্ষণ করি তোমাদেরকে যদি তা সংরক্ষণ করার দায়িত্ব দেওয়া হত, তবে তোমাদের পক্ষে তা সম্ভব হত না। আমি এ পানি পাহাড়-পর্বতে বর্ষণ করে বরফ আকারে জমা করে রাখি। তারপর সে বরফ গলে-গলে নদ-নদীর সৃষ্টি হয়। তা থেকে শিরা-উপশিরারূপে সে পানি ভূগর্ভে ছড়িয়ে পড়ে এবং মাটির স্তরে-স্তরে তা জমা হয়ে থাকে। কোথাও কুয়া ও প্রস্রবণের সৃষ্টি হয়।

১৩. এর দ্বারা যায়তুন গাছ বোঝানো হয়েছে। সাধারণত এ গাছ সিনাই পাহাড়ের এলাকাতেই বেশি জন্মায়। এর থেকে যে তেল উৎপন্ন হয়, তা যেমন তেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তেমনি আরব দেশসমূহে রুটির সাথে ব্যঞ্জনরূপেও এর বহুল ব্যবহার আছে। এস্থলে আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ হিসেবে বিশেষভাবে যয়তুন বৃক্ষের উল্লেখ করেছেন এ কারণে যে, এর উপকারিতা বহুবিধ।

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

২২. এবং তাতে ও নৌযানে তোমাদেরকে সওয়ারও করানো হয়ে থাকে।

[১]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং সে (তার সম্প্রদায়কে) বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না?

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚۖ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْۤ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. তখন তার সম্প্রদায়ের কাফের প্রধানগণ (একে অপরকে) বলল, এই ব্যক্তি তোমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া তো কিছু নয়। সে তোমাদের উপর নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আল্লাহ চাইলে কোন ফেরেশতাই নাযিল করতেন। আমরা তো এমন কথা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কখনও শুনিনি।

اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٢٥﴾

২৫. (প্রকৃতপক্ষে এ লোকটির ব্যাপার এই যে,) সে এমনই এক লোক, যার উন্মত্ততা দেখা দিয়েছে। সুতরাং তার ব্যাপারে তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা করে দেখ (হয়ত তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে)।

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٢٦﴾

২৬. নূহ বলল, হে আমার প্রতিপালক! তারা যে আমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছে, তাতে তুমিই আমাকে সাহায্য কর।

فَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ

২৭. সুতরাং আমি তার কাছে ওহী পাঠালাম, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী অনুসারে নৌযান নির্মাণ কর। তারপর যখন আমার হুকুম

فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾

আসবে এবং তান্নুর[১৪] উথলে উঠবে তখন প্রত্যেক জীব থেকে এক-এক জোড়া নিয়ে তা সেই নৌযানে তুলে নিও[১৫] এবং নিজ পরিবারবর্গকেও, তবে যাদের বিরুদ্ধে আগেই সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেছে তাদেরকে নয়।[১৬] আর সে জালেমদের সম্বন্ধে আমার সঙ্গে কোন কথা বলবে না। এটা স্থিরীকৃত বিষয় যে, তাদেরকে নিমজ্জিত করা হবে।

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾

২৮. তারপর যখন তুমি এবং তোমার সঙ্গীগণ নৌযানে ঠিকঠাক হয়ে বসে যাবে, তখন বলবে, শুকর আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. এবং বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন অবতরণ নসীব কর, যা হবে বরকতময়। আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾

৩০. এসব ঘটনায় আছে বহু নিদর্শন। আর নিশ্চিত কথা হল যে, আমি তো তোমাদেরকে পরীক্ষা করারই ছিলাম।

---

১৪. 'তান্নুর'-এর এক অর্থ চুলা, অন্য অর্থ ভূপৃষ্ঠ। কোন কোন রিওয়ায়াতে প্রকাশ যে, হযরত নুহ আলাইহিস সালামের সময়কার প্লাবন শুরু হয়েছিল চুলা থেকে। একদিন দেখা গেল চুলা থেকে পানি উথলে উঠছে এবং উপর থেকেও বৃষ্টিপাত হচ্ছে। দেখতে দেখতে তা ভয়াবহ প্লাবনের আকার ধারণ করল। হযরত নুহ আলাইহিস সালামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদ (১১ : ২৫–৪৮)-এ চলে গেছে।

১৫. প্রত্যেক জীব থেকে এক-এক জোড়া তুলে নিতে বলা হয়েছিল এ কারণে, যাতে মানুষের প্রয়োজনীয় জীব-জন্তুর বংশধারা রক্ষা পায়।

১৬. এর দ্বারা হযরত নুহ আলাইহিস সালামের খান্দানের যেসব লোক তখনও পর্যন্ত ঈমান আনেনি এবং তাদের নসীবেও ঈমান ছিল না, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যেমন হযরত নুহ আলাইহিস সালামের পুত্র কিনআন। সূরা হুদে তার ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝٣١

৩১. অতঃপর আমি তাদের পর অন্য মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করলাম।

فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝٣٢

৩২. এবং তাদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠালাম,[১৭] সে বলেছিল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না?

[২]

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ۝٣٣

৩৩. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফর অবলম্বন করেছিল ও আখেরাতের সাক্ষাৎকারকে অস্বীকার করেছিল এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সামগ্রী দিয়েছিলাম, তারা (একে অন্যকে) বলল, এই ব্যক্তি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ। তোমরা যা খাও সেও তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর সেও তাই পান করে।

وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝٣٤

৩৪. তোমরা যদি তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য করে বস, তবে তোমরা নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

---

১৭. 'তাদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠালাম'। ইনি কোন নবী কুরআন মাজীদ তা স্পষ্ট করে বলেনি। তবে ঘটনা বিশ্লেষণ করলে এটাই বেশি পরিষ্কার মনে হয় যে, ইনি ছিলেন হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম। তাকে ছামুদ জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। কেননা সামনে ৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তার সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছিল বিকট আওয়াজ দ্বারা। আর অন্যান্য সূরায় আছে হযরত সালিহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কেই বিকট আওয়াজ দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল। কোন কোন মুফাসসির এ সম্ভাবনাও ব্যক্ত করেছেন যে, সম্ভবত এখানে হযরত হুদ আলাইহিস সালামের কথা বলা হয়েছে, যাকে আদ জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। এ হিসেবে اَلصَّيْحَةُ -এর অর্থ হবে এমন প্রলয়ঙ্করী ঝড়, যার সাথে বিকট আওয়াজও ছিল। এ উভয় জাতির ঘটনা সূরা আরাফ (৭ : ৬৫, ৭৩) ও সূরা হুদ (১১ : ৫০, ৬১)-এ বর্ণিত হয়েছে।

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. সে কি তোমাদেরকে এই ভয় দেখায় যে, তোমরা যখন মারা যাবে এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হবে, তখন তোমাদেরকে পুনরায় মাটি থেকে বের করা হবে?

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. তোমাদেরকে যে বিষয়ের ভয় দেখান হচ্ছে, সেটা তো সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার।

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭. জীবন তো এই ইহজীবনই, আর কিছু নয়। (এখানেই) আমরা মরি ও বাঁচি। আমাদেরকে ফের জীবিত করা যাবে না।

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾

৩৮. (আর এই যে ব্যক্তি) এ তো এমনই এক লোক, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। আমরা এর প্রতি ঈমান আনার নই।

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾

৩৯. নবী বলল, হে আমার প্রতিপালক! তারা যে আমাকে মিথ্যুক ঠাওরিয়েছে, সে ব্যাপারে তুমিই আমাকে সাহায্য কর।

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾

৪০. আল্লাহ বললেন, অল্পকালের ভেতরই তারা নিশ্চিত অনুতপ্ত হবে।

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

৪১. সুতরাং এই সত্য প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদেরকে এক মহানাদ আক্রান্ত করে এবং আমি তাদেরকে আবর্জনায় পরিণত করি। সুতরাং এরূপ জালেম সম্প্রদায়ের প্রতি অভিশাপ।

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٢﴾

৪২. অতঃপর আমি তাদের পর অন্যান্য মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করি।

৪৩. কোন জাতিই তার নির্ধারিত কালের আগেও যেতে পারে না এবং তার পরেও থাকতে পারে না।[১৮]

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪. অতঃপর আমি আমার রাসূলগণকে পাঠাতে থাকি একের পর এক। যখনই কোন সম্প্রদায়ের কাছে তাদের রাসূল এসেছে, তারা অবশ্যই তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। সুতরাং আমিও তাদের একের পর এককে ধ্বংস করে দেই এবং তাদেরকে পরিণত করি কিস্‌সা-কাহিনীতে। অতএব অভিশাপ সেই সম্প্রদায়ের প্রতি, যারা ঈমান আনে না।

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ؕ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫-৪৬. অতঃপর আমি মূসা ও তার ভাই হারূনকে আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউন ও তার সরদারদের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারা অহংকার প্রদর্শন করল। বস্তুত তারা ছিল এক দাম্ভিক সম্প্রদায়।

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ۬ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٥﴾

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭. তারা বলল, আমরা কি আমাদেরই মত দু'জন মানুষের প্রতি ঈমান আনব, অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করছে?[১৯]

فَقَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮. এভাবে তারা তাদেরকে অস্বীকার করল এবং শেষ পর্যন্ত তারাও ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে মিলিত হল।

فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿٤٨﴾

---

১৮. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তির ধ্বংসের জন্য যে কাল নির্দিষ্ট করেছেন, তারা তাকে আগ-পাছ করতে পারে না।

১৯. হযরত মুসা ও হারূন আলাইহিমাস সালামের কওম ছিল বনী ইসরাঈল। ফেরাউন তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝٤٩

৪৯. আমি মুসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, যাতে তারা হেদায়াত লাভ করে।

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗۤ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَاۤ اِلٰى
رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ۝٥٠

৫০. আমি মারইয়ামের পুত্র ও তার মাকে (অর্থাৎ হযরত ঈসা ও মারইয়াম আলাইহিমাস সালামকে) বানিয়েছিলাম এক নিদর্শন এবং তাদেরকে এমন এক উচ্চভূমিতে আশ্রয় দিয়েছিলাম, যা ছিল শান্তিপূর্ণ এবং যেখানে প্রবাহিত ছিল স্বচ্ছ পানি।[২০]

[৩]

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا
صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝٥١

৫১. হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ হতে (যা ইচ্ছা) খাও ও সৎকর্ম কর। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আমি সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

وَاِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ
فَاتَّقُوْنِ ۝٥٢

৫২. বস্তুত এটাই তোমাদের দ্বীন, (সকলের জন্য) একই দ্বীন! আর আমি তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং অন্তরে (কেবল) আমারই ভয় জাগরূক রাখ।

فَتَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا
لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۝٥٣

৫৩. কিন্তু ঘটল এই যে, মানুষ নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে পরস্পরে বিভেদে লিপ্ত হয়ে বহু দল সৃষ্টি করল। প্রতিটি দল নিজেদের ভাবনা মতে যে পন্থা অবলম্বন করেছে তা নিয়েই উৎফুল্ল।

فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ۝٥٤

৫৪. সুতরাং (হে রাসূল!) তাদেরকে নির্দিষ্ট এক কাল পর্যন্ত নিজেদের অজ্ঞতার ভেতর নিমজ্জিত থাকতে দাও।

---

২০. হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কুদরতের এক নিদর্শন স্বরূপ বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জন্মস্থান ছিল বেথেলহাম। বেথেলহামের রাজা তাঁর ও তাঁর মায়ের শত্রু হয়ে গিয়েছিল। তাই তাদের আত্মগোপনের জন্য এমন একটা জায়গা দরকার ছিল, যা রাজার নজরদারির বাইরে। কুরআন মাজীদ বলছে, আমি তাদেরকে এমন এক উচ্চস্থানে আশ্রয় দিলাম, যা ছিল তাদের জন্য নিরাপদ এবং সেখানে তাঁদের প্রয়োজন সমাধার জন্য ছিল ঝরনার পানি।

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِينَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তারা কি মনে করে আমি তাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি–

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ ۚ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. তা দ্বারা তাদের কল্যাণ সাধনে ত্বরা দেখাচ্ছি?[২১] না, বরং প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তাদের কোন অনুভূতি নেই।

إِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. নিশ্চয়ই যারা নিজ প্রতিপালকের ভয়ে ভীত

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. এবং যারা নিজ প্রতিপালকের আয়াতসমূহে ঈমান রাখে

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. এবং যারা নিজ প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করে না

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. এবং যারা যে-কোন কাজই করে, তা করার সময় তাদের অন্তর এই ভয়ে ভীত থাকে যে, তাদেরকে নিজ প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে,[২২]

اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. তারাই কল্যাণার্জনে তৎপরতা প্রদর্শন করছে এবং তারাই সে দিকে অগ্রসর হচ্ছে দ্রুতগতিতে।

---

২১. কাফেরগণ দাবি করত তারাই সঠিক পথে আছে আর তার প্রমাণ হিসেবে বলত, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ধনে-জনে সম্পন্নতা দান করেছেন। এর দ্বারা বোঝা যায় তিনি আমাদের প্রতি খুশী। ফলে আগামীতেও তিনি আমাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবেন। তিনি নারাজ হলে এমন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমাদেরকে দিতেন না। এটা প্রমাণ করে আমরাই সত্যের উপর আছি। এ আয়াতে তাদের সে দাবির জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, দুনিয়ায় অর্থ-সম্পদের প্রাপ্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি প্রমাণ করে না। কেননা তিনি কাফের ও নাফরমানকেও রিযিক দান করেন। বস্তুত তিনি খুশী কেবল সেই সকল লোকের প্রতি, যারা ৫৭ থেকে ৬০ নং আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী। তিনি তাদেরকে উৎকৃষ্ট পরিণাম দান করবেন।

২২. অর্থাৎ, সৎকর্ম করছে বলে তাদের অন্তরে অহমিকা দেখা দেয় না; বরং তারা এই ভেবে ভীত-কম্পিত থাকে যে, তাদের কর্মে এমন কোন ত্রুটি রয়ে যায়নি তো, যা আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে!

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব দেই না। আমার কাছে আছে এক কিতাব, যা (সকলের অবস্থা) যথাযথভাবে বলে দেবে এবং তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।

بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِيْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. কিন্তু তাদের অন্তর এ বিষয়ে উদাসীনতায় নিমজ্জিত। এছাড়া তাদের আরও বহু দুষ্কর্ম আছে, যা তারা করে থাকে।[২৩]

حَتّٰۤى اِذَاۤ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْـَٔرُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. অবশেষে আমি যখন তাদের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করব, তখন তারা আর্তনাদ করে উঠবে।

لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. এখন আর্তনাদ করো না। আমার পক্ষ হতে তোমরা কোন সাহায্য পাবে না।

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পড়ে শোনানো হত। কিন্তু তোমরা পিছন ফিরে সরে পড়তে–

مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. অত্যন্ত অহমিকার সাথে এ সম্পর্কে (অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে) রাতের বেলা বেহুদা গল্প-গুজব করতে।

اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তবে কি তারা এ বাণীর ভেতর চিন্তা করেনি নাকি তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি?

---

২৩. অর্থাৎ, কুফর ও শিরক ছাড়াও তাদের বহু দুষ্কর্ম আছে, যা তারা করে থাকে।

اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. নাকি তারা তাদের রাসূলকে (আগে থেকে) চিনত না, ফলে তাকে অস্বীকার করছে?[২৪]

اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. নাকি তারা বলে, সে (অর্থাৎ রাসূল) উন্মাদগ্রস্ত? না, বরং (প্রকৃত ব্যাপার হল) সে তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে এবং তাদের অধিকাংশ সত্য পসন্দ করে না।[২৫]

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১. সত্য যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুগামী হত, তবে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতে বসবাসকারী সবকিছুই বিপর্যস্ত হয়ে যেত। প্রকৃতপক্ষে আমি তাদের কাছে তাদের উপদেশের ব্যবস্থা নিয়ে এসেছি, কিন্তু তারা এমন যে, নিজেদের উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ

৭২. নাকি (তাদের অস্বীকৃতির কারণ এই যে,) তুমি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাও? কিন্তু (এটাও তো গলত। কেননা)

---

২৪. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সততা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির যদি জানা না থাকত তবে তার অন্তরে তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেওয়ার কিংবা তার নবুওয়াতের বিষয়টি বুঝতে বিলম্ব হওয়ার অবকাশ ছিল। কিন্তু মক্কাবাসী তো চল্লিশ বছর যাবৎ তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে পরিচিত। তারা তাঁর উন্নত আখলাক-চরিত্র দেখে অভ্যস্ত। তারা নিশ্চিতভাবে জানে, তিনি জীবনে কখনও মিথ্যা বলেনি, কখনও কাউকে ধোকা দেননি। তা সত্ত্বেও তারা তাঁকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করছে, যেন তারা তাঁকে চেনেই না এবং তারা আখলাক-চরিত্র সম্পর্কে কিছু জানেই না।

২৫. মক্কার কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেন অস্বীকার করত? তিনি কি অভিনব কোন বিষয় নিয়ে এসেছিলেন, যা পূর্ববর্তী নবীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা? তাঁর মহান আখলাক-চরিত্র কি তাদের অজ্ঞাত ছিল? নাকি তারা সত্যি সত্যি মনে করত তিনি (নাউযুবিল্লাহ) একজন উন্মাদ? না, এর কোনওটিই তাদের অস্বীকৃতির কারণ নয়। বরং প্রকৃত কারণ ছিল অন্য। তিনি যে সত্যের বাণী নিয়ে এসেছিলেন তা তাদের ইচ্ছা-অভিরুচির বিপরীত ছিল। তা গ্রহণ করলে ইন্দ্রিয়পরবশ হয়ে চলা যেত না। তাই তাঁকে অস্বীকার করার জন্য একেকবার একেক বাহানা দেখাত।

وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٧٢﴾

তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রতিদানই (তোমার পক্ষে) উৎকৃষ্টতম। তিনি শ্রেষ্ঠতম রিযিকদাতা।

وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٣﴾

৭৩. বস্তুত তুমি তাদেরকে ডাকছ সরল পথের দিকে।

وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. যারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে না, তারা তো পথ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত।

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আমি যদি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তারা যে দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত আছে তা দূর করে দেই, তবুও তারা বিভ্রান্ত হয়ে নিজেদের অবাধ্যতায় গোঁ ধরে থাকে।[২৬]

وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. আমি তো তাদেরকে (একবার) শাস্তিতে ধৃত করেছিলাম। তখনও তারা নিজ প্রতিপালকের সামনে নত হয়নি এবং তারা তো কোন রকম অনুনয়-বিনয়ের ধারই ধারে না।

حَتّٰۤى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দেব, তখন সহসা তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়বে।

[৪]

وَهُوَ الَّذِيْۤ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. আল্লাহই তো সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তর সৃষ্টি করেছেন, (কিন্তু) তোমরা বড় কমই শুকর আদায় কর।[২৭]

---

২৬. মক্কার মুশরিকদেরকে ঝাকুনি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দু'-একবার দুর্ভিক্ষ ও অর্থসঙ্কটে ফেলেছিলেন। এ আয়াতের ইশারা সে দিকেই।

২৭. এখান থেকে আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শনের কথা বর্ণনা করছেন। এসব নিদর্শনকে মক্কার কাফেরগণও স্বীকার করত। এর দ্বারা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য যে, যেই মহিয়ান সত্তা এ রকম মহা বিস্ময়কর কাজ করতে সক্ষম, তিনি মানুষের মৃত্যু ঘটানোর পর তাদেরকে পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না?

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾

৭৯. তিনিই তো তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তারই কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে।

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾

৮০. তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। রাত ও দিনের পরিবর্তন তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। তবুও কি তোমরা বুদ্ধি কাজে লাগাবে না?

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾

৮১. তার পরিবর্তে তারাও সে রকম কথাই বলে, যেমন বলেছিল পূর্বেকার লোকে।

قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾

৮২. তারা বলে, আমরা যখন মারা যাব এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমাদেরকে পুনর্জীবিত করে তোলা হবে?

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾

৮৩. এই প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হচ্ছে আমাদেরকে এবং পূর্বে আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও দেওয়া হয়েছিল। বস্তুত এ ছাড়া এর কোন সারবত্তা নেই যে, এটা পূর্ববর্তীদের তৈরি করা এক উপকথা।

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾

৮৪. (হে রাসূল! তাদেরকে) বল, এই পৃথিবী এবং এতে যারা বাস করছে তারা কার মালিকানায়, যদি জান বল।

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾

৮৫. তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহর।[২৮] বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾

৮৬. বল, কে সাত আকাশের মালিক এবং মহা আরশের মালিক?

---

২৮. আরবের অবিশ্বাসীগণ এটা স্বীকার করত যে, আসমান, যমীন ও এর বাসিন্দাদের মালিক আল্লাহ তাআলাই। তা সত্ত্বেও তারা বিভিন্ন মাবুদে বিশ্বাসী ছিল।

৮৭. তারা অবশ্যই বলবে, এসব আল্লাহর। বল, তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না?

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৮. বল, কে তিনি, যার হাতে সবকিছুর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং যিনি আশ্রয় দান করেন এবং তার বিপরীতে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না? বল, যদি জান।

قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ
عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯. তারা অবশ্যই বলবে, সমস্ত কর্তৃত্ব আল্লাহর। বল, তবে কোথা হতে তোমরা যাদুগ্রস্ত হচ্ছ?

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٨٩﴾

৯০. না, (এটা উপকথা নয়); বরং আমি তাদের কাছে সত্য পৌঁছিয়েছি। কিন্তু তারা তো মিথ্যাবাদী।

بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾

৯১. আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তার সঙ্গে নেই অন্য কোন মাবুদ। সে রকম হলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ মাখলুক নিয়ে পৃথক হয়ে যেত, তারপর তারা একে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করত।[২৯] তারা যা বলে, তা হতে আল্লাহ পবিত্র,

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ
اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى
بَعْضٍ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩١﴾

৯২. সেই আল্লাহ, যিনি যাবতীয় গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত। সুতরাং তিনি তাদের শিরক থেকে বহু উর্ধ্বে।

عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٩٢﴾

[৫]

৯৩. (হে রাসূল!) দোয়া কর, হে আমার প্রতিপালক! তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) যে আযাবের ধমকি দেওয়া হচ্ছে, আপনি যদি আমার চোখের সামনেই তা নিয়ে আসেন–

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿٩٣﴾

---

২৯. তাওহীদের এ রকম দলীলই সূরা বনী ইসমাঈল (১৭ : ৪২) ও সূরা আম্বিয়ায় (২১ : ২২) গত হয়েছে। এর ব্যাখ্যার জন্য সেসব আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য।

رَّبِّ فَلَا تَجْعَلْنِىْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪. তবে হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে ওই জালেমদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।

وَاِنَّا عَلٰۤى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. নিশ্চিত জেন, আমি তাদেরকে যে বিষয়ে ধমক দিচ্ছি, তা তোমার চোখের সামনেই ঘটাতে আমি পূর্ণ সক্ষম।

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. (কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে সময় না আসছে) তুমি মন্দকে প্রতিহত করবে এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট।[৩০] তারা যেসব কথা বলছে, তা আমি ভালোভাবে জানি।

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٩٧﴾

৯৭. এবং দোয়া কর, হে আমার প্রতিপালক! আমি শয়তানদের প্ররোচনা হতে আপনার আশ্রয় চাই।

وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿٩٨﴾

৯৮. হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই যাতে তারা আমার কাছেও আসতে না পারে।

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾

৯৯. পরিশেষে যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন তারা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ওয়াপস পাঠিয়ে দিন–

لَعَلِّىْۤ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০. যাতে আমি যে দুনিয়া ছেড়ে এসেছি সেখানে গিয়ে সৎকাজ করতে পারি। কখনও নয়। এটা একটা কথার কথা, যা তারা মুখে বলছে মাত্র। তাদের (অর্থাৎ মৃতদের) সামনে 'বরযখ'-এর প্রতিবন্ধ রয়েছে,[৩১] যা তাদেরকে

---

৩০. অর্থাৎ তাদের অসার কথাবার্তা এবং তারা যে দুঃখ-কষ্ট দেয়া, যতদূর সম্ভব নম্রতা, সদাচরণ ও চারিত্রিক মাধুর্য দ্বারা তার জবাব দিন।

৩১. মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মৃত ব্যক্তি যে জগতে থাকে, তাকে 'বরযখ' বলে। আয়াতে বলা হচ্ছে, মৃতদেরকে তাদের কথার জবাবে বলা হবে, মৃত্যুর পর এখন আর তোমাদের

পুনর্জীবিত না করা পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

১০১. অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, তখন তাদের মধ্যকার কোন আত্মীয়তা বাকি থাকবে না এবং কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করবে না।[৩২]

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿١٠١﴾

১০২. তখন যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে।

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই এমন, যারা নিজেদের জন্য লোকসানের ব্যবসা করেছিল। তারা সদা-সর্বদা জাহান্নামে থাকবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৪. আগুন তাদের চেহারা ঝলসে দেবে এবং তাতে তাদের আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে।

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৫. (তাদেরকে বলা হবে) তোমাদেরকে কি আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হত না? কিন্তু তোমরা তা অস্বীকার করতে।

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৬. তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর আমাদের দুর্ভাগ্য ছেয়ে গিয়েছিল এবং আমরা ছিলাম বিপথগামী।

قَالُوا۟ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ ﴿١٠٦﴾

দুনিয়ায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কেননা তোমাদের সামনে রয়েছে বরযখের বাধা। এ বাধা কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

৩২. দুনিয়ায় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব একে অন্যের খোঁজ-খবর নেয়, কেমন আছে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কিয়ামতের অবস্থা এমনই বিভীষিকাময় হবে যে, প্রত্যেকে নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কারও খবর নেওয়ার মত অবকাশ কারও হবে না।

رَبَّنَآ اَخۡرِجۡنَا مِنۡهَا فَاِنۡ عُدۡنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوۡنَ ﴿۱۰۷﴾

১০৭. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করুন। অতঃপর পুনরায় যদি আমরা সেই কাজই করি, তবে অবশ্যই আমরা জালেম হব।

قَالَ اخۡسَـُٔوۡا فِیۡهَا وَ لَا تُکَلِّمُوۡنِ ﴿۱۰۸﴾

১০৮. আল্লাহ বলবেন, এরই মধ্যে তোমরা হীন অবস্থায় পড়ে থাক এবং আমার সাথে কথা বলো না।

اِنَّهٗ کَانَ فَرِیۡقٌ مِّنۡ عِبَادِیۡ یَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاغۡفِرۡ لَنَا وَ ارۡحَمۡنَا وَ اَنۡتَ خَیۡرُ الرّٰحِمِیۡنَ ﴿۱۰۹﴾

১০৯. আমার বান্দাদের একটি দল দোয়া করত, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

فَاتَّخَذۡتُمُوۡهُمۡ سِخۡرِیًّا حَتّٰۤی اَنۡسَوۡکُمۡ ذِکۡرِیۡ وَ کُنۡتُمۡ مِّنۡهُمۡ تَضۡحَکُوۡنَ ﴿۱۱۰﴾

১১০. তোমরা তখন তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিলে। এমনকি তা (অর্থাৎ তাদেরকে উত্ত্যক্তকরণ) তোমাদেরকে আমার স্মরণ পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর তোমরা তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টায় লিপ্ত থাকতে।[৩৩]

اِنِّیۡ جَزَیۡتُهُمُ الۡیَوۡمَ بِمَا صَبَرُوۡۤا ۙ اَنَّهُمۡ هُمُ الۡفَآئِزُوۡنَ ﴿۱۱۱﴾

১১১. তারা যে সবর করেছিল সে কারণে আজ আমি তাদেরকে এমন প্রতিদান দিলাম যে, তারা কৃতকার্য হয়ে গেল।

قٰلَ کَمۡ لَبِثۡتُمۡ فِی الۡاَرۡضِ عَدَدَ سِنِیۡنَ ﴿۱۱۲﴾

১১২. (তারপর) আল্লাহ (জাহান্নামীদেরকে) বলবেন, তোমরা পৃথিবীতে গণনায় কত বছর থেকেছ?

৩৩. অর্থাৎ, তোমাদের অপরাধ কেবল 'হক্কুল্লাহ'র অমর্যাদা করাই নয়; বরং নেক বান্দাদের প্রতি জুলুম করে হক্কুল ইবাদও পদদলিত করেছিলে। তোমাদেরকে তো এ দিনের ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে আগেই সতর্ক করা হয়েছিল, কিন্তু সে সতর্কবাণীকে উপহাস করেছিলে। সুতরাং আজ তোমাদের প্রতি কোন দয়া করা হবে না। তোমরা দয়ার উপযুক্ত থাকনি।

قَالُوۡا لَبِثۡنَا يَوۡمًا اَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٍ فَسۡـَٔلِ الۡعَآدِّيۡنَ ﴿۱۱۳﴾

১১৩. তারা বলবে, আমরা এক দিন বা এক দিনেরও কম থেকেছি।[৩৪] (আমাদের ভালো মনে নেই) কাজেই যারা (সময়) গুণেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন।

قٰلَ اِنۡ لَّبِثۡتُمۡ اِلَّا قَلِيۡلًا لَّوۡ اَنَّكُمۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۱۴﴾

১১৪. আল্লাহ বলবেন, তোমরা অল্পকালই থেকেছিলে। কতই না ভালো হত যদি এ বিষয়টা তোমরা (আগেই) বুঝতে![৩৫]

اَفَحَسِبۡتُمۡ اَنَّمَا خَلَقۡنٰكُمۡ عَبَثًا وَّاَنَّكُمۡ اِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۱۱۵﴾

১১৫. তবে কি তোমরা মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্যহীনভাবে এমনিই সৃষ্টি করেছি[৩৬] এবং তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الۡمَلِكُ الۡحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡكَرِيۡمِ ﴿۱۱۶﴾

১১৬. অতি মহিমময় আল্লাহ, যিনি প্রকৃত বাদশাহ। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক।

وَمَنۡ يَّدۡعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرۡهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ

১১৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদকে ডাকে, যে সম্পর্কে তার কাছে কোন রকম দলীল-প্রমাণ নেই, তার

---

৩৪. আখেরাতের শাস্তি অতি কঠিন হওয়ার কারণে জাহান্নামীদের কাছে দুনিয়ার সুখ-শান্তিকে সম্পূর্ণ নাস্তি মনে হবে এবং গোটা ইহকাল একদিন বা তারও কম অনুভূত হবে।

৩৫. অর্থাৎ, এখন তো তোমরা নিজেরাই দেখলে দুনিয়ার জীবন এক দিন না হোক, আখেরাতের তুলনায় অতি সামান্যই তো ছিল। এ কথাই তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় বলা হত, কিন্তু তোমরা তা মানতে প্রস্তুত ছিলে না। আহা! এ সত্য যদি তোমরা তখনই বুঝতে তবে আজ তোমাদের এ পরিণতি হত না।

৩৬. যারা আখেরাতের জীবন এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে স্বীকার করে না, তারা যেন বলতে চাচ্ছে, আল্লাহ তাআলা এ জগতকে অহেতুক ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করেছেন। কাজেই এখানে যা ইচ্ছা করতে পারবে। অন্য কোন জগতে এ জগতের কোন কাজের প্রতিফল ভোগ করতে হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বে ঈমান রাখে ও তাঁর হিকমতকে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে এরূপ ভ্রান্ত ও বালখিল্য ধারণা পোষণ তার পক্ষে সম্ভবই নয়। কাজেই আখেরাতের প্রতি ঈমান আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমানের এক যৌক্তিক ও অনিবার্য দাবি।

فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾

হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে। নিশ্চিত জেন, কাফেরগণ সফলকাম হতে পারে না।

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾

১১৮. (হে রাসূল!) বল, হে আমার প্রতিপালক, আমার ত্রুটিসমূহ ক্ষমা কর ও দয়া কর। তুমি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ২৬ সফর ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ১৬ মার্চ ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ সূরা মুমিনুন-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। সময় জুমুআর রাত, স্থান করাচি। সূরাটির কাজ শুরু হয়েছিল মদীনা মুনাওয়ারায়। (অনুবাদ শেষ হল আজ ৪ঠা রজব ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১৭ই জুন ২০১০ খ্রিস্টাব্দ বৃহস্পতিবার)। আল্লাহ তাআলা এ তুচ্ছ মেহনতকে কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ সন্তুষ্টি অনুযায়ী সমাপ্ত করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

২৪

সূরা নূর

সূরা নূর পরিচিতি

এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হল সমাজ থেকে অশ্লীল ও অশালীন কর্মকাণ্ডের বিলোপ সাধন এবং সচ্চরিত্রতা ও শালীনতার প্রসার দান সংক্রান্ত বিধানাবলী পেশ করা এবং সে সম্পর্কে জরুরী দিকনির্দেশনা দেওয়া। পূর্বের সূরার প্রথম দিকে মুমিনদের যে বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল চরিত্র রক্ষা। বলা হয়েছে, 'তারা নিজ লজ্জাস্থান হেফাজত করে'। অর্থাৎ, তারা পূত-পবিত্র জীবন যাপন করে। এবার এ সূরায় পূত-পবিত্র জীবনের জন্য করণীয় কী এবং এর দাবী ও শর্তই বা কী তা বর্ণনা করা হয়েছে। সে প্রসঙ্গেই প্রথমে ব্যভিচারের শরীয়তী শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সতর্ক করা হয়েছে, ব্যভিচার যেমন অতি গুরুতর পাপ, একটি কদর্য অপরাধ, তেমনি ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়াও অতি কঠিন গুনাহ। শরীয়তী প্রমাণ ব্যতিরেকে কারও সম্পর্কে এরূপ অভিযোগ তোলা মারাত্মক অপরাধ। তাই এ সূরা সে ব্যাপারেও কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেছে।

খুব সম্ভব এ সূরাটি হিজরতের পর ষষ্ঠ বছর নাযিল হয়েছে। এ বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পান বনুল মুস্তালিক গোত্র সৈন্য সংগ্রহ করছে। তারা মদীনা মুনাওয়ারায় হামলা চালাবে। সুতরাং তিনি কালবিলম্ব না করে নিজেই সেনাদল নিয়ে অগ্রসর হন এবং তাদের উপর আক্রমণ চালান। এভাবে তাদের দূরভিসন্ধি ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়। এ অভিযানে একদল মুনাফিকও তাঁর সঙ্গ নিয়েছিল। ফেরার পথে তারা এক চরম ন্যাক্কারজনক তৎপরতার সূচনা করে। তারা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার প্রতি এক ভিত্তিহীন অপবাদ ছুঁড়ে দেয় এবং মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে পূর্ণোদ্যমে তার রটনায় লিপ্ত হয়। কিছুসংখ্যক খাঁটি মুসলিমও তাদের বহুমাত্রিক প্রচারণার ফাঁদে পড়ে যায়। এ সূরার ১১-২০ আয়াতসমূহ সে প্রসঙ্গেই নাযিল হয়। এতে আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার চারিত্রিক নির্মলতা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে এবং যারা অপবাদ আরোপের ন্যাক্কারজনক অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল তাদেরকে এবং এমনিভাবে যারা সমাজে অশ্লীলতা বিস্তার করে বেড়ায় তাদেরকে কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী শোনানো হয়েছে। সেই সঙ্গে চরিত্র ও সতীত্ব রক্ষার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নারীদেরকে পর্দায় থাকার হুকুম এ সূরাতেই দেওয়া হয়েছে। এ সূরায় আরও আছে অন্যের ঘরে প্রবেশ করার জরুরী নিয়ম-কানুন।

২৪ – সূরা নূর – ১০২

মক্কী; আয়াত ৬৪; রুকূ ৯

سُوْرَةُ النُّوْرِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٦٤ رُكُوْعَاتُهَا ٩

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. এটি একটি সূরা, যা আমি নাযিল করেছি এবং যা (অর্থাৎ যার বিধানাবলী) আমি ফরয করেছি এবং এতে আমি নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ①

২. ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী– তাদের প্রত্যেককে একশত চাবুক মারবে।[১] তোমরা যদি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখ, তবে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি করুণাবোধ যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ②

৩. ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারীকেই বিবাহ করে। আর ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করে কেবল সেই পুরুষ যে

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ

---

১. 'একশত চাবুক' –এটা ব্যভিচারের শাস্তি। কুরআন মাজীদ ব্যভিচারকারী নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্য এ শাস্তি নির্ধারণ করেছে। পরিভাষায় এ শাস্তিকে ব্যভিচারের 'হদ্দ' বলে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিভিন্ন বাণী ও বাস্তব কর্ম দ্বারা ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে, ব্যভিচার কোন অবিবাহিত পুরুষ বা অবিবাহিতা নারী করলে তখনই এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে এ অপরাধ যদি কোন বিবাহিত পুরুষ বা বিবাহিতা নারী করে, তবে সেক্ষেত্রে এ শাস্তি প্রযোজ্য নয়। তাদের শাস্তি হল 'রজম' করা অর্থাৎ, পাথর মেরে হত্যা করা। এ মাসআলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে আমার রচিত 'আদালতী ফায়সালা' শীর্ষক বইখানি দেখা যেতে পারে।

عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ③

নিজে ব্যভিচারকারী বা মুশরিক।[২] মুমিনদের জন্য এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৩]

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ④

৪. যারা সতী-সাধ্বী নারীকে অপবাদ দেয়, তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না। তাদেরকে আশিটি চাবুক মারবে[৪] এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করবে না।[৫] তারা নিজেরাই তো ফাসেক।

---

২. অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ব্যভিচার করতে অভ্যস্ত এবং এ কারণে সে মোটেই লজ্জিত নয় আর না তাওবা করার কোন গুরুত্ব বোধ করে, তার অভিরুচি হয় কেবল ব্যভিচারিণী নারীতেই। কাজেই প্রথমত সে বিবাহ নয়, বরং ব্যভিচারেরই ধান্ধায় থাকে। অগত্যা যদি বিবাহ করতেই হয়, তবে এমন কোন নারীকেই খুঁজে নেয়, যে তার মতই একজন ব্যভিচারিণী, হোক না সে মুশরিক। এমনিভাবে যে নারী ব্যভিচারে অভ্যস্ত, তারও অভিরুচি হয় কেবল ব্যভিচারী পুরুষে। তাই তাকে বিবাহও করে এমন কোন ব্যক্তি যার নিজেরও ব্যভিচারের অভ্যাস আছে। তার স্ত্রী একজন দাসী ব্যভিচারিণী- এ কারণে সে কোন গ্লানি বোধ করে না। সে নারী নিজেও ওই রকম পুরুষই পসন্দ করে, হোক না সে পুরুষটি মুশরিক।

৩. অর্থাৎ, বিবাহের জন্য ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীকে পসন্দ করা মুমিনদের জন্য হারাম। জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের উচিত চারিত্রিক পবিত্রতাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখা। এটা ভিন্ন কথা যে, কেউ কোন ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করে ফেললে তার সে বিবাহকে বাতিল করা হবে না এবং বিবাহজনিত সমস্ত বিধান ও দায়-দায়িত্ব সেক্ষেত্রে কার্যকর হবে। কিন্তু সে কেন ভুল নির্বাচন করল, সেজন্য অবশ্যই গোনাহগার হবে। প্রকাশ থাকে যে, এ বিধান কেবল সেই ব্যভিচারীর জন্য, যে ব্যভিচারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং তা থেকে তাওবার গরজ বোধ করে না। কেউ যদি ব্যভিচারের পর আন্তরিকভাবে তাওবা করে ফেলে, তার সঙ্গে বিবাহে কোন দোষ নেই।

আয়াতটির উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য ব্যাখ্যাও করা হয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে এ ব্যাখ্যাই বেশি সহজ ও নিখুঁত। 'বয়ানুল কুরআন' গ্রন্থে হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)ও এ ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

৪. ব্যভিচার যেমন চরম ঘৃণ্য অপরাধ, যে কারণে তার জন্য শাস্তিও নির্ধারণ করা হয়েছে অতি কঠিন, তেমনি কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়াও অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। তাই তার জন্যও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যে ব্যক্তি এরূপ অপরাধ করবে তাকে আশিটি দোররা মারা হবে। পরিভাষায় একে 'হদ্দে কযফ' বলে।

৫. এটাও মিথ্যা অপবাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তির একটা অংশ যে, কোন মামলা-মোকদ্দমায় অপবাদদাতার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

৫. অবশ্য যারা তারপর তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে, তবে আল্লাহ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬]

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৬. যারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে অপবাদ দেয়,[৭] আর নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী না থাকে, এরূপ কোন ব্যক্তিকে যে সাক্ষ্য দিতে হবে তা এই যে, সে চারবার আল্লাহর কসম করে বলবে, সে (স্ত্রীকে দেওয়া অভিযোগের ব্যাপারে) অবশ্যই সত্যবাদী।

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝

৭. এবং পঞ্চমবার সে বলবে, আমি যদি (আমার দেওয়া অভিযোগে) মিথ্যুক হই, তবে আমার প্রতি আল্লাহর লানত হোক।

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

---

৬. তাওবা দ্বারা মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার গোনাহ মাফ হয়ে যাবে ঠিক, কিন্তু উপরে যে শাস্তি বর্ণিত হয়েছে তা অবশ্যই কার্যকর করা হবে।

৭. কোন স্বামী নিজ স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে উপরে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী তাকেও চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। কিন্তু সে যদি তা করতে সক্ষম না হয়, তবে নিয়ম অনুযায়ী যদিও আশি দোররার শাস্তি তার উপরও আরোপ হওয়ার কথা, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর বিশেষ সম্পর্কের কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এক বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছেন। পরিভাষায় তাকে 'লিআন' বলে।

এখান থেকে ৯নং আয়াত পর্যন্ত সেই বিশেষ ব্যবস্থারই বিবরণ। তার সারমর্ম এই যে, কাযী (বিচারক) স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেককে পাঁচবার করে কসম করতে বলবে। তাদেরকে কসম করতে হবে কুরআন মাজীদে বর্ণিত পদ্ধতিতে এবং সেই শব্দাবলীতে। তার আগে কাযী তাদেরকে নসীহত করবে। তাদেরকে বলবে, দেখ, আখেরাতের আযাব দুনিয়ার শাস্তি অপেক্ষা অনেক কঠিন। কাজেই তোমরা মিথ্যা কসম করো না। তার চেয়ে বরং প্রকৃত ঘটনা স্বীকার করে ফেল।

স্ত্রী কসম না করে নিজ অপরাধ স্বীকার করলে তার উপর ব্যভিচারের 'হদ্দ' আরোপ করা হবে। আর যদি স্বামী কসম করার পরিবর্তে স্বীকার করে নেয় যে, সে স্ত্রীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল, তবে তার উপর 'হদ্দে কযফ' আরোপিত হবে, যা ৪নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যদি উভয়েই কসম করে, তবে দুনিয়ায় তাদের কারও উপর কোন শাস্তি জারি করা হবে না। অবশ্য কাযী তাদের মধ্যকার বিবাহ রহিত করে দেবে। অতঃপর সে নারীর কোন সন্তান জন্ম নিলে এবং স্বামী তাকে নিজ সন্তান বলে স্বীকার না করলে তাকে মায়ের সাথেই সম্পৃক্ত করা হবে (অর্থাৎ তার পিতৃ পরিচয় থাকবে না, মায়ের পরিচয়ে সে পরিচিত হবে)।

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۙ﴿۸﴾

৮. আর নারীটি হতে (ব্যভিচারের) শাস্তি রদ করার উপায় এই যে, সে চারবার আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দেবে, (কথিত অভিযোগে) তার স্বামী মিথ্যাবাদী।

وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۹﴾

৯. আর পঞ্চমবার সে বলবে, সে সত্যবাদী হলে আমার প্রতি আল্লাহর গযব পড়ুক।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۰﴾

১০. তোমাদের প্রতি আল্লাহর ফযল ও তাঁর রহমত না হলে এবং আল্লাহ যে অত্যধিক তাওবা কবুলকারী ও হিকমতের মালিক– এটা না হলে (চিন্তা করে দেখ তোমাদের দশা কী হত)।[৮]

[১]

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ؕ لَا تَحْسَبُوْهُ

১১. নিশ্চিত জেনে রেখ, যারা এই মিথ্যা অপবাদ রচনা করে এনেছে তারা তোমাদেরই মধ্যকার একটি দল।[৯]

---

৮. অর্থাৎ, লিআনের যে ব্যবস্থা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ। অন্যথায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও সাধারণ নিয়ম কার্যকর হলে মহা মুশকিল দেখা দিত। কেননা সেক্ষেত্রে কোন স্বামী তার স্ত্রীকে অন্যের সাথে পাপকার্যে লিপ্ত দেখলেও যতক্ষণ পর্যন্ত চারজন সাক্ষী না পেত ততক্ষণ মুখ খুলত না। মুখ খুললে তার নিজেকেই আশি দোররা খেতে হত। লিআনের ব্যবস্থা দ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সেই সংকট থেকে উদ্ধার করেছেন।

৯. এখান থেকে ২৬ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে যে ঘটনার প্রতি ইশারা, তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ, মদীনা মুনাওয়ারায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের পর ইসলামের ক্রমবিস্তারে যে গতি সঞ্চার হয়, তা দেখে কুফরী শক্তি ক্ষোভে-আক্রোশে দাঁত কিড়মিড় করছিল। কাফেরদের মধ্যে একদল ছিল মুনাফেক, যারা মুখে মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তাদের অন্তর ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্বেষে ভরা। তাদের সার্বক্ষণিক চেষ্টা ছিল কিভাবে মুসলিমদের বদনাম করা যায় এবং কি উপায়ে তাদেরকে উত্যক্ত করা যায়। খোদ মদীনা মুনাওয়ারার ভেতরই তাদের একটি বড়সড় দল বাস করত।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনুল মুস্তালিকের বিরুদ্ধে অভিযান চালান তখন তাদের একটি দলও সে অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এ যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। অভিযান থেকে ফেরার পথে এক জায়গায় শিবির ফেলা হয়েছিল। সেখানে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার হার হারিয়ে যায়। তিনি তার খোঁজে শিবিরের বাইরে

شَرًّا لَّكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑪

তোমরা একে তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।[১০] তাদের প্রত্যেকের ভাগে রয়েছে নিজ কৃতকর্মের গুনাহ। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এর (অর্থাৎ এ অপবাদের) ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি।[১১]

চলে গিয়েছিলেন। বিষয়টি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানা ছিল না। তিনি সৈন্যদেরকে রওয়ানা হওয়ার হুকুম দিলেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ফিরে এসে দেখেন কাফেলা চলে গেছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ সংযম শক্তি দিয়েছিলেন। তিনি অস্থির হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি না করে সেখানেই বসে থাকলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন টের পাবেন তিনি কাফেলায় নেই, তখন হয় নিজেই তাঁর খোঁজে এখানে আসবেন অথবা অন্য কাউকে পাঠাবেন।

তাছাড়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল এক ব্যক্তিকে কাফেলার পিছনে রেখে আসা। কাফেলা চলে যাওয়ার পর কোন কিছু থেকে গেল কি না তা সেই ব্যক্তি দেখে আসত। এ কাফেলায় এ কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল হযরত সাফওয়ান ইবন মুআত্তাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। তিনি খোঁজ নিতে গিয়ে যখন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যেখানে ছিলেন, সেখানে পৌঁছলেন তখন কী দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তা বুঝে ফেললেন। কালবিলম্ব না করে নিজের উটটি হযরত উম্মুল মুমিনীনের সামনে পেশ করলেন। তাতে সওয়ার হয়ে তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছলেন।

মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাই যখন এ ঘটনা জানতে পারল সে তিলকে তাল করে প্রচার করতে লাগল এবং প্রাণের চেয়েও প্রিয় এ মায়ের প্রতি এমন ন্যাক্কারজনক অপবাদ দিল, যা কোন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মুসলিমের পক্ষে উচ্চারণ করাও কঠিন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ অপবাদকে এতটাই প্রসিদ্ধ করে তুলল যে, জনা কয়েক সরলমতি মুসলিমও তার প্রচারণার ফাঁদে পড়ে গেল। মুনাফিক শ্রেণী বেশ কিছুদিন এই মাথামুণ্ডহীন বিষয় নিয়ে মেতে রইল এবং মদীনা মুনাওয়ারার শান্তিময় পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলল। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা সূরা নুরের এ আয়াতসমূহ নাযিল করলেন। এর দ্বারা এক দিকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহার চারিত্রিক নির্মলতার পক্ষে ঐশী সনদ দিয়ে দেওয়া হল, অন্যদিকে যারা চক্রান্তটির রুই-কাতলা ছিল তাদেরকে জানানো হল কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারী বার্তা।

১০. অর্থাৎ, যদিও আপাতদৃষ্টিতে এ ঘটনাটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল, কিন্তু পরিণাম বিচারে এটি তোমাদের পক্ষে বড়ই কল্যাণকর। এক তো এ কারণে যে, যারা নবী-পরিবারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, এ ঘটনা দ্বারা তাদের মুখোশ খুলে গেল। দ্বিতীয়ত এর দ্বারা মানুষের কাছে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহার উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তৃতীয়ত এ ঘটনায় মুমিনগণ যে কষ্ট পেয়েছিল, তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রভূত সওয়াবের অধিকারী হল।

১১. এর দ্বারা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বোঝানো হয়েছে। সে ছিল মুনাফেকদের সর্দার এবং এ ষড়যন্ত্রে সেই অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল।

لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ
بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ⑫

১২. যখন তোমরা একথা শুনেছিলে, তখন কেন এমন হল না যে, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ নিজেদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করত এবং বলে দিত, এটা সুস্পষ্ট মিথ্যা?

لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا۟
بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ ⑬

১৩. তারা (অর্থাৎ অপবাদদাতাগণ) এ বিষয়ে কেন চারজন সাক্ষী উপস্থিত করল না? সুতরাং তারা যখন সাক্ষী উপস্থিত করল না, তখন আল্লাহর নিকট তারাই মিথ্যুক।

وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ
لَمَسَّكُمْ فِى مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑭

১৪. দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হলে তোমরা যে বিষয়ে জড়িয়ে পড়েছিলে তজ্জন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করত কঠিন শাস্তি।

إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ
لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُۥ هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ
عَظِيمٌ ⑮

১৫. তোমরা যখন নিজ রসনা দ্বারা এ বিষয়টা একে অন্যের থেকে প্রচার করছিলে[১২] এবং নিজ মুখে এমন কথা বলছিলে, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছু জানা নেই আর তোমরা এ ব্যাপারটাকে মামুলি মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর কাছে এটা ছিল গুরুতর।

وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ
بِهَٰذَا سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا بُهْتَٰنٌ عَظِيمٌ ⑯

১৬. তোমরা যখন একথা শুনেছিলে তখনই কেন বলে দিলে না 'একথা মুখে আনার কোন অধিকার আমাদের নেই; হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র। এটা তো মারাত্মক অপবাদ।'

---

১২. নিষ্ঠাবান ও খাঁটি মুমিনদের অধিকাংশেরই বিশ্বাস ছিল এ ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুরুতর অপবাদ। তা সত্ত্বেও মুনাফেকদের সোৎসাহ প্রচারণার ফলে মুমিনদের মজলিসেও এ নিয়ে কথা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ আয়াত সাবধান করছে যে, এরূপ ভিত্তিহীন বিষয়ে মুখ খোলাও কারও জন্য জায়েয নয়।

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, এ রকম আর কখনও যেন না কর- যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।

وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٨﴾

১৮. আল্লাহ তোমাদের সামনে হেদায়াতের বাণী সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করছেন। আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হেকমতেরও মালিক।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. স্মরণ রেখ, যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক এটা কামনা করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

২০. যদি না তোমাদের প্রতি আল্লাহর ফযল ও রহমত থাকত এবং না হতেন আল্লাহ অতি মমতাশীল, পরম দয়ালু (তবে রক্ষা পেতে না তোমরাও)।

[২]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

২১. হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের অনুগামী হয়ো না। কেউ শয়তানের অনুগামী হলে শয়তান তো সর্বদা অশ্লীল ও অন্যায় কাজেরই নির্দেশ দেবে। তোমাদের প্রতি আল্লাহর ফযল ও রহমত না হলে তোমাদের মধ্যে কেউ কখনও পাক-পবিত্র হতে পারত না। আল্লাহ যাকে চান পবিত্র করে দেন এবং আল্লাহ সকল কথা শোনেন ও সকল বিষয় জানেন।

وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْۤا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ

২২. তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদ ও স্বচ্ছলতার অধিকারী, তারা যেন এরূপ কসম না করে যে, আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও আল্লাহর পথে হিজরত-

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

কারীদেরকে কিছু দেবে না।[১৩] তারা যেন ক্ষমা করে ও ঔদার্য প্রদর্শন করে। তোমরা কি কামনা কর না আল্লাহ তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন? আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৩. স্মরণ রেখ, যারা চরিত্রবতী, সরলমতী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তাদের উপর দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশাপ পড়েছে আর তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি।

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. যে দিন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা সাক্ষ্য দেবে–

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ

২৫. সে দিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের উপযুক্ত প্রতিদান পুরোপুরি দান করবেন

১৩. যে দু'-তিনজন সরলপ্রাণ মুসলিম মুনাফেকদের অপপ্রচারের শিকার হয়েছিল, তাদের একজন মিসতাহ ইবনে আছাছা (রাযি.)। ইনি একজন মুহাজির সাহাবী ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। তিনি গরীব ছিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। তিনি যখন জানতে পারলেন মিসতাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে অনুচিত কথাবার্তা বলছে, তখন শপথ করলেন, আমি ভবিষ্যতে কখনও তাকে আর্থিক সাহায্য করব না।

হযরত মিসতাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভুল অবশ্যই হয়েছিল, কিন্তু তিনি সে ভুলের উপরই গোঁ ধরে বসে থাকেননি; বরং সেজন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন ও খাঁটিমনে তাওবা করেছিলেন। তাই আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দেন যে, তাকে আর্থিক সহযোগিতা না করার শপথ করা উচিত নয়। যখন তিনি তাওবা করে ফেলেছেন, তাকে ক্ষমা করা উচিত। [বিশেষত এ কারণেও যে, তোমাদেরও তো কত ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তাআলা সেগুলো ক্ষমা করে দিন? তা চাইলে তোমরা অন্যের প্রতি ক্ষমাপ্রবণ হও। তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে তোমরাও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে এ আয়াত নাযিল হলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর চিৎকার করে বলে ওঠেন, অবশ্যই হে আমাদের রব! আমরা চাই তুমি আমাদের ক্ষমা কর] অনন্তর তিনি পুনরায় তার অর্থ সাহায্য জারি করে দেন এবং কসমের কাফফারা আদায় করেন। সেই সাথে ঘোষণা করে দেন, আর কখনও এ সাহায্য বন্ধ করব না।

اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ۝٢٥

এবং তারা জানতে পারবে আল্লাহই সত্য, তিনিই যাবতীয় বিষয় সুস্পষ্টকারী।

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٢٦

২৬. অপবিত্র নারীগণ অপবিত্র পুরুষদের উপযুক্ত এবং অপবিত্র পুরুষগণ অপবিত্র নারীদের উপযুক্ত। পবিত্র নারীগণ পবিত্র পুরুষদের উপযুক্ত এবং পবিত্র পুরুষগণ পবিত্র নারীদের উপযুক্ত।[১৪] তারা (অর্থাৎ পবিত্র নারী-পুরুষ) লোকে যা রটনা করে তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাদের (অর্থাৎ পবিত্রদের) জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক জীবিকা।

[৩]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝٢٧

২৭. হে মুমিনগণ! নিজ গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না অনুমতি গ্রহণ কর ও তার বাসিন্দাদেরকে সালাম দাও।[১৫] এ পন্থাই তোমাদের জন্য শ্রেয়। আশা করা যায়, তোমরা লক্ষ রাখবে।

---

১৪. মূলনীতি বলে দেওয়া হল যে, পবিত্র ও চরিত্রবতী নারী পবিত্র ও চরিত্রবান পুরুষেরই উপযুক্ত। এর ভেতর দিয়ে এই ইশারাও করে দেওয়া হল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ পবিত্রতা ও আখলাক-চরিত্রের সর্বোচ্চ মার্গে অবস্থিত। কেননা বিশ্বজগতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা বেশি পূত চরিত্রের অধিকারী আর কে হতে পারে? কাজেই এটা কখনও সম্ভবই নয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর স্ত্রী হিসেবে এমন কাউকে মনোনীত করবেন যার চরিত্র পবিত্র ও নিষ্কলুষ নয় (নাউযুবিল্লাহ)। কেউ যদি এতটুকু বিষয় চিন্তা করত তবে তার কাছে মুনাফিকদের দেওয়া অপবাদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে যেত।

১৫. মৌলিকভাবে যেসব কারণে সমাজে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করে সেগুলো বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষে এবার কিছু বিধান দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে প্রথম বিধান দেওয়া হয়েছে এই যে, অন্য কারও ঘরে প্রবেশের আগে গৃহকর্তার অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। এর উপকারিতা বহুবিধ। যেমন, এর ফলে অন্যের ঘরে অনাবশ্যক প্রবেশ বা অসময় প্রবেশ বন্ধ হয়ে যাবে। এরূপ প্রবেশের ফলে গৃহবাসীদের কষ্ট হয়ে থাকে। তাছাড়া বিনা অনুমতিতে প্রবেশের ফলে অন্যায়-অশ্লীল কাজ সংঘটিত হওয়া বা তার বিস্তার ঘটার সম্ভাবনা থাকে। অনুমতি গ্রহণ দ্বারা তারও রোধ হবে। অনুমতি কিভাবে গ্রহণ করতে হবে আয়াতে তাও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। নিয়ম হল, বাহির থেকে 'আস-সালামু আলাইকুম' বলতে হবে। যদি মনে হয় গৃহবাসী সালাম শুনবে না, তবে করাঘাত করবে বা বেল টিপবে। তারপর গৃহবাসী যখন সামনে আসবে তখন সালাম দেবে।

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكٰى لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾

২৮. তোমরা যদি তাতে কাউকে না পাও, তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হয়, তাতে প্রবেশ করো না।[১৬] তোমাদেরকে যদি বলা হয়, 'ওয়াপস চলে যাও' তবে ওয়াপস চলে যেও। এটাই তোমাদের পক্ষে উৎকৃষ্ট পন্থা। তোমরা যা-কিছুই কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. যে ঘরে কেউ বাস করে না এবং তা দ্বারা তোমাদের উপকার গ্রহণের অধিকার আছে,[১৭] তাতে তোমাদের (অনুমতি ছাড়া) প্রবেশে কোন গোনাহ নেই। তোমরা যে কাজ প্রকাশ্যে কর এবং যা গোপনে কর আল্লাহ্ তা জানেন।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. মুমিন পুরুষদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা। তারা যা-কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত।

---

১৬. অর্থাৎ, অন্যের কোন ঘর যদি খালি মনে হয়, তবুও তাতে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা জায়েয নয়। কেননা এমনও তো হতে পারে ভিতরে কোন লোক আছে, যাকে বাহির থেকে দেখা যাচ্ছে না। আর যদি কেউ নাও থাকে, তবুও ঘরটি যেহেতু অন্যের তাই তার অনুমতি ছাড়া তাতে প্রবেশ করার অধিকার কারও থাকতে পারে না।

১৭. এর দ্বারা এমন পাবলিক নিবাস বোঝানো হয়েছে, যা ব্যক্তিবিশেষের মালিকানাধীন নয়; বরং সাধারণভাবে তা যে-কারও ব্যবহার করার অনুমতি আছে, যেমন গণ-মুসাফিরখানা, হোটেলের বহিরাংশ, হাসপাতাল, ডাকঘর, পার্ক, মাদরাসা ইত্যাদি। অনুমতি গ্রহণ-সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধি-বিধানের জন্য 'মাআরিফুল কুরআন' গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতসমূহের তাফসীর দেখুন। তাতে বিশদ আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে এ সংক্রান্ত জরুরী মাসাইল উল্লেখ করা হয়েছে।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ

৩১. এবং মুমিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং নিজেদের ভূষণ অন্যদের কাছে প্রকাশ না করে, যা আপনিই প্রকাশ পায় তা ছাড়া[১৮] এবং তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল নিজ বক্ষদেশে নামিয়ে দেয় এবং নিজেদের ভূষণ[১৯] যেন স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগিনেয়, আপন নারীগণ,[২০] যারা নিজ

---

১৮. এখানে ভূষণ দ্বারা শরীরের সেই অংশ বোঝানো হয়েছে, যাতে অলংকার বা আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান করা হয়। এভাবে এ আয়াতে নারীদেরকে হুকুম করা হয়েছে, তারা যেন গায়রে মাহরাম বা পরপুরুষের সামনে নিজেদের গোটা শরীর বড় চাদর বা বোরকা দ্বারা ঢেকে রাখে, যাতে তারা তার সাজসজ্জার অঙ্গসমূহ দেখতে না পায়। তবে শরীরের এ রকম অংশ যদি কাজকর্ম করার সময় আপনিই খুলে যায় বা বিশেষ প্রয়োজনবশত খোলার দরকার পড়ে, তাতে গোনাহ হবে না। সে সম্পর্কে বলা হয়েছে 'যা আপনিই প্রকাশ পায় তা ছাড়া'। ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নারী যে চাদর দ্বারা শরীর ঢাকে, এ ব্যতিক্রম দ্বারা সেটাই বোঝানো উদ্দেশ্য, যেহেতু তা আবৃত করা সম্ভব নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাখ্যা করেন, বিশেষ প্রয়োজনে যদি চেহারা বা হাত খুলতে হয়, তবে এ আয়াত তার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু চেহারাই যেহেতু রূপ ও সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল তাই সাধারণ অবস্থায় তা ঢেকে রাখতে হবে, যেমন সূরা আহযাবে হুকুম দেওয়া হয়েছে (৩৩ : ৫৯)। হ্যাঁ বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে সেটা ভিন্ন কথা। তখন চেহারাও খোলা যাবে, কিন্তু পুরুষের প্রতি নির্দেশ হল তখন যেন সে নিজ দৃষ্টি অবনমিত রাখে, যেমন এর আগের আয়াতে গেছে।

১৯. যে সকল পুরুষের সামনে নারীর পর্দা রক্ষা জরুরী নয়, এবার তাদের তালিকা দেওয়া হচ্ছে।

২০. 'আপন নারীগণ' কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থ মুসলিম নারীগণ। সুতরাং অমুসলিম নারীদের সামনে মুসলিম নারীর জন্য পর্দা রক্ষা জরুরী। কিন্তু বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের কাছে অমুসলিম নারীরা আসা-যাওয়া করত। এর দ্বারা উপরিউক্ত ব্যাখ্যা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। কাজেই অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন, 'আপন নারীগণ' বলতে এমন নারীদের বোঝানো হয়েছে, যাদের সঙ্গে মেলামেশা হয়ে থাকে। তা মুসলিম নারী হোক বা অমুসলিম নারী। নারীদের জন্য এরূপ নারীর সঙ্গে পর্দা করা জরুরী নয়। ইমাম রাযী (রহ.) ও আল্লামা আলুসী (রহ.) এ ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন (মাআরিফুল কুরআন)।

اَوۡ نِسَآئِہِنَّ اَوۡ مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُہُنَّ اَوِ التّٰبِعِیۡنَ غَیۡرِ اُولِی الۡاِرۡبَۃِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفۡلِ الَّذِیۡنَ لَمۡ یَظۡہَرُوۡا عَلٰی عَوۡرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَ لَا یَضۡرِبۡنَ بِاَرۡجُلِہِنَّ لِیُعۡلَمَ مَا یُخۡفِیۡنَ مِنۡ زِیۡنَتِہِنَّ ؕ وَ تُوۡبُوۡۤا اِلَی اللّٰہِ جَمِیۡعًا اَیُّہَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ لَعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ ﴿۳۱﴾

মালিকানাধীন,[২১] যৌনকামনা জাগে না এমন খেদমতগার[২২] এবং নারীদের গোপনীয় অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক[২৩] ছাড়া আর কারও সামনে প্রকাশ না করে। মুসলিম নারীদের উচিত ভূমিতে এভাবে পদক্ষেপ না করা, যাতে তাদের গুপ্ত সাজ জানা হয়ে যায়।[২৪] হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর।

وَ اَنۡکِحُوا الۡاَیَامٰی مِنۡکُمۡ وَ الصّٰلِحِیۡنَ مِنۡ عِبَادِکُمۡ وَ اِمَآئِکُمۡ ؕ اِنۡ یَّکُوۡنُوۡا فُقَرَآءَ یُغۡنِہِمُ اللّٰہُ مِنۡ فَضۡلِہٖ ؕ وَ اللّٰہُ وَاسِعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۳۲﴾

৩২. তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত (তারা পুরুষ হোক বা নারী) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের গোলাম ও বাঁদীদের মধ্যে যারা বিবাহের উপযুক্ত, তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে

---

২১. 'যারা নিজ মালিকানাধীন' –এর দ্বারা দাসীগণকে বোঝানো হয়েছে। দাসী (চাকরানী নয়) মুসলিম হোক বা অমুসলিম, তার সঙ্গে পর্দা করা আবশ্যিক নয়। কোন কোন ফকীহ গোলামকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, অর্থাৎ তার সঙ্গেও পর্দা নেই।

২২. 'যৌন কামনা জাগে না এমন খেদমতগার'। কুরআন মাজীদে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে اَلتَّابِعِيْنَ অর্থাৎ এমন লোক, যে অন্যের অধীন থাকে। অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, এক ধরনের হাবাগোবা লোক থাকে, যারা কোন পরিবারের সঙ্গে লেগে থাকে, তাদের ফাই ফরমাশ খাটে আর তারা কিছু দিলে খায় কিংবা কোন মেহমানের সাথে জুটে যায় এবং বিনা দাওয়াতে হাজির হয়ে যায়। পেটে কিছু খাবার দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোন লক্ষ্য নেই। যৌন চাহিদার কোন ব্যাপারও তাদের থাকে না। সেকালেও এ ধরনের লোক ছিল। আয়াতের ইশারা তাদের দিকেই। ইমাম শাবী (রহ.) বলেন, এর দ্বারা বয়স্ক চাকর-বাকরকে বোঝানো হয়েছে, বয়সজনিত জরায় যাদের অন্তর থেকে নারী-আসক্তি লোপ পেয়ে গেছে (তাফসীরে ইবনে জারীর)।

২৩. অর্থাৎ সেই নাবালেগ শিশু, নর-নারীর যৌন সম্পর্ক বিষয়ে যার কোন ধারণা সৃষ্টি হয়নি।

২৪. অর্থাৎ পায়ে যদি নুপুর পরা থাকে, তবে হাঁটার সময় এমনভাবে পা ফেলবে না, যাতে নুপুরের আওয়াজ কেউ শুনতে পায় বা অলংকারের পারস্পরিক ঘর্ষণজনিত আওয়াজ কোন গায়রে মাহরাম পুরুষের কানে পৌঁছে।

অভাবমুক্ত করে দিবেন।[২৫] আল্লাহ অতি প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

৩৩. যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, তারা সংযম অবলম্বন করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেন। তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে যারা 'মুকাতাবা' করতে চায়, তোমরা তাদের সঙ্গে মুকাতাবা করবে–[২৬] যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু দেখ এবং (হে মুসলিমগণ!) আল্লাহ তোমাদেরকে যে

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْۤ اٰتٰىكُمْ ؕ

---

২৫. এ সূরায় অশ্লীলতা ও ব্যভিচার রোধ করার লক্ষ্যে যেমন বিভিন্ন বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছে তেমনি মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে, সে যেন তার স্বভাবগত যৌনচাহিদা বৈধ পন্থায় পূরণ করে। সে হিসেবেই এ আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বালেগ নারী-পুরুষ যদি বিবাহের উপযুক্ত হয়, তবে সংশ্লিষ্ট সকলের উচিত তাদের বিবাহের জন্য চেষ্টা করা। এ ব্যাপারে বর্তমান সামর্থ্যই যথেষ্ট। বিবাহের পর স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে সে অভাবে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় বিবাহ বিলম্বিত করা সমীচীন নয়। চরিত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে বিবাহ দিলে অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আল্লাহ তাআলাই উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা করে দেবেন। বাকি যাদের বর্তমান অবস্থাও সচ্ছল নয় এবং বিবাহ করার মত অর্থ-সম্পদ হাতে নেই, তারা কী করবে? পরের আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে সামর্থ্য দান করেন, ততক্ষণ তারা সংযম অবলম্বন করবে এবং নিজ চরিত্র রক্ষায় যত্নবান থাকবে।

২৬. দাস-দাসীর প্রচলন থাকাকালে অনেক সময় দাস-দাসীগণ অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভের জন্য মনিবদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হত। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ধার্য করা হত। তারা যথাসময়ে মনিবকে সে অর্থ পরিশোধ করলে দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যেত। মুক্তি লাভের জন্য সম্পাদিত এ চুক্তিকেই 'মুকাতাবা' বা 'কিতাবা' বলা হয়। এ আয়াতে মনিবদেরকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, দাস-দাসীগণ এরূপ চুক্তি করতে চাইলে তারা যেন তাতে সম্মত হয়। আর অন্যান্য মুসলিমকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে তারা যেন এরূপ দাস-দাসীর মুক্তির লক্ষ্যে তাদেরকে অর্থসাহায্য করে।

[আয়াতে বলা হয়েছে, যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু দেখ। অর্থাৎ যদি মনে হয় এরূপ চুক্তি দাস-দাসীর পক্ষে বাস্তবিকই কল্যাণকর হবে। অর্থাৎ, মুক্তি লাভের পর তারা চুরি, ব্যভিচার, অন্যায়-অপকর্ম করে বেড়াবে না। এরূপ ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদেরকে মুক্তি লাভের সুযোগ দেওয়া উচিত, যাতে তারা মুক্তি লাভের পর আত্মসংশোধনের পথে উন্নতি লাভ করতে পারে এবং কোথাও বিবাহ করতে চাইলে স্বাধীনভাবে তা করতে সমর্থ হয়; দাসত্বের কারণে ক্ষেত্র সংকুচিত না থাকে– তাফসীরে উসমানী]

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۳﴾

সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে এরূপ দাস-দাসীদেরকেও দাও। নিজ দাসীদেরকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ অর্জনের জন্য ব্যভিচারে বাধ্য করো না-[২৭] যদি তারা পুতপবিত্র থাকতে চায়। যদি কেউ তাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাদেরকে বাধ্য করার পর (তাদের অর্থাৎ দাসীদের প্রতি) আল্লাহ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২৮]

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۴﴾

৩৪. আমি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্টকারক আয়াত, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য উপকারী উপদেশ।

[৪]

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ

৩৫. আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর।[২৯] তাঁর নুরের দৃষ্টান্ত যেন এক

---

২৭. জাহেলী যুগে রেওয়াজ ছিল, দাস-দাসী মালিকগণ তাদের দাসীদেরকে দিয়ে দেহ বিক্রি করাত এবং এভাবে তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করে অর্থোপার্জন করত। এ আয়াত তাদের সেই ঘৃণ্য প্রথাকে একটি গুরুতর গোনাহ সাব্যস্ত করত সমাজ থেকে তার মূলোৎপাটন করেছে।

২৮. অর্থাৎ, যেই দাসীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যভিচারে বাধ্য করা হয়েছে, সে যদি ব্যভিচার থেকে বাঁচার যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকে, তবে সে যেহেতু অপারগ হয়ে তা করেছে তাই তার কোন গোনাহ হবে না এবং ব্যভিচারের শরয়ী শাস্তিও তার উপর আরোপিত হবে না। হাঁ যে ব্যক্তি তার সাথে ব্যভিচার করেছে তাকে অবশ্যই শরয়ী শাস্তি দেওয়া হবে এবং যেই মনিব তাকে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য করেছে, বিচারক তাকেও উপযুক্ত শাস্তি (তাযীর) দেবে।

২৯. 'আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর' –এ বাক্যের সরল অর্থ তো এই যে, আসমান-যমীনের সমস্ত মাখলুক হেদায়েতের আলো পায় কেবল আল্লাহ তাআলারই নিকট থেকে। [তবে এর আরও গূঢ় অর্থ ও গভীর তাৎপর্য রয়েছে। এর ভেতর আছে পণ্ডিতমনস্ক ব্যক্তিবর্গের চিন্তার খোরাক। আছে তত্ত্বানুসন্ধানীদের জন্য কৌতুহলী অভিযাত্রার আহ্বান।] ইমাম গাযালী (রহ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম দার্শনিক ভঙ্গিতে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইমাম রাযী (রহ.) নিজ তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের অধীনে সম্পূর্ণ নিবন্ধটি উদ্ধৃত করেছেন। জ্ঞানপিপাসু পাঠকের তা একবার পড়া উচিত।

فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا
كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ
لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ
لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ
مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۙ ﴿٣٥﴾

তাক, যাতে আছে এক প্রদীপ।[৩০] প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের ভেতর। কাঁচও এমন, যেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, মুক্তার মত চমকাচ্ছে। প্রদীপটি বরকতপূর্ণ যয়তুন বৃক্ষের তেল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত, যা (কেবল) প্রাচ্যেরও নয়, (কেবল) পাশ্চাত্যেরও নয়।[৩১] মনে হয়, যেন আগুনের ছোঁয়া না লাগলেও তা এমনিই আলো দেবে।[৩২] নূরের উপর নূর। আল্লাহ যাকে চান তার নূরে উপনীত করেন। আল্লাহ মানুষের কল্যাণার্থে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ
يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۙ ﴿٣٦﴾

৩৬. আল্লাহ ঘরগুলিকে উচ্চমর্যাদা দিতে এবং তাতে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে আদেশ করেছেন, তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করে।

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ
وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا

৩৭. এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় থেকে গাফেল

---

৩০. ইমাম রাযী (রহ.) বলেন, সূর্যের আলো যদিও প্রদীপের আলো অপেক্ষা অনেক বেশি, তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাঁর হেদায়াতের আলোকে সূর্যের সাথে নয়; প্রদীপের সাথে তুলনা করেছেন। এর কারণ, এখানে উদ্দেশ্য হল এমন হেদায়েতের দৃষ্টান্ত দেখানো, যা গোমরাহীর অন্ধকারের মাঝখানে থেকে পথ প্রদর্শন করে। আর সে দৃষ্টান্ত প্রদীপের দ্বারাই হয়। কেননা প্রদীপই সর্বদা অন্ধকারের ভেতর থেকে আলো দান করে। সূর্যের ব্যাপারটা সে রকম নয়। সূর্যের বর্তমানে অন্ধকারের অস্তিত্বই থাকে না। ফলে অন্ধকারের সাথে তার তুলনা যুগপৎভাবে প্রকাশ পায় না (তাফসীরে কাবীর)।

৩১. অর্থাৎ, সে বৃক্ষ এমন অবারিত স্থানে অবস্থিত যে, সূর্য পূর্বে থাকুক বা পশ্চিম দিকে, তার আলো সর্বাবস্থায়ই তাতে পড়ে। এরূপ গাছের ফল খুব ভালো হয়, তা পাকেও ভালো এবং তার তেল খুব স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হয়।

৩২. পাকা যয়তুনের তেল খাঁটি হলে তা বড় স্বচ্ছ ও ঝলমলে হয়। দূর থেকে মনে হয় আলো ঠিকরাচ্ছে।

تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

করতে পারে না।[৩৩] তারা ভয় করে সেই দিনকে, যে দিন অন্তর ও দৃষ্টি ওলট-পালট হয়ে যাবে।

لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

৩৮. ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কাজের উত্তম বিনিময় দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে অতিরিক্ত আরও কিছু দিবেন।[৩৪] আল্লাহ যাকে চান, তাকে দান করেন অপরিমিত।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا

৩৯. এবং (অন্যদিকে) যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি, অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে, তখন বুঝতে

---

৩৩. পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল আল্লাহ তাআলা যাকে চান হিদায়াতের আলোতে উপনীত করেন। এবার যারা হেদায়েতের আলোপ্রাপ্ত হয়, তাদের বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণিত হচ্ছে। সুতরাং এ আয়াতে বলা হয়েছে, তারা মসজিদ ও ইবাদতখানায় আল্লাহর তাসবীহ ও যিকির করে। মসজিদ ও ইবাদতখানা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার হুকুম হল, এগুলোকে যেন উচ্চমর্যাদা দেওয়া হয় ও সম্মান করা হয়। যারা এসব ইবাদতখানায় ইবাদত করে, তারা যে দুনিয়ার কাজকর্ম বিলকুল ছেড়ে দেয় এমন নয়; বরং আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুসারে জীবিকা উপার্জনের কাজও করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনায়ও লিপ্ত হয়। তবে ব্যবসায়িক ধান্ধায় পড়ে তারা আল্লাহ তাআলার স্মরণ ও তাঁর হুকুম-আহকাম পালন থেকে গাফেল হয়ে যায় না। তারা ওয়াক্ত মত নামায পড়ে, যাকাত ফরয হলে তাও আদায় করে এবং কখনওই একথা ভুলে যায় না যে, এমন একদিন অবশ্যই আসবে, যে দিন জীবনের সব কাজ-কর্মের হিসাব দিতে হবে। সে দিনটি এমনই বিভীষিকাময়, তখন সমস্ত মানুষের বিশেষত নাফরমানদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাবে, চোখ উল্টে যাবে।

৩৪. 'নিজ অনুগ্রহে অতিরিক্ত আরও কিছু দিবেন'। আল্লাহ তাআলা সৎকর্মের যেসব পুরস্কার দান করবেন, তার কিছু কিছু তো কুরআন ও হাদীসে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার অনেক কিছু রাখা হয়েছে অব্যক্ত। এ আয়াতে কৌতুহলোদ্দীপক ভাষায় বলা হয়েছে, কুরআন ও হাদীসে যা প্রকাশ করা হয়েছে, পুণ্যবানদের প্রাপ্তব্য পুরস্কার তার মধ্যেই সীমিত নয়। বরং আল্লাহ তাআলা তার বাইরেও এমন অনেক নেয়ামত দান করবেন, যা কুরআন-হাদীসে তো বর্ণিত হয়ইনি, কারও অন্তর তা কল্পনা করতেও সক্ষম নয়।

وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۳۹﴾

পারে তা কিছুই নয়।[৩৫] সেখানে সে পায় আল্লাহকে। আল্লাহ তার হিসাব পরিপূর্ণরূপে চুকিয়ে দেন।[৩৬] আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব নিয়ে নেন।

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَاۤ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ﴿۴۰﴾

৪০. অথবা তাদের (কার্যাবলীর) দৃষ্টান্ত এ রকম, যেন গভীর সমুদ্রে বিস্তৃত অন্ধকার, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গ, যার উপর আরেক তরঙ্গ এবং তার উপর মেঘরাশি। এভাবে স্তরের উপর স্তরে বিন্যস্ত আধারপুঞ্জ। কেউ যখন নিজ হাত বের করে, তাও দেখতে পায় না।[৩৭] বস্তুত আল্লাহ যাকে আলো না দেন, তার নসীবে কোন আলো নেই।

---

৩৫. মরুভূমিতে যে বালুরাশি চিকচিক করে, দূর থেকে তাকে মনে হয় পানি। আসলে তো তা পানি নয়; মরীচিকা। আরবীতে বলে سَرَابٌ (সারাব)। সফরকালে মুসাফিরগণ ভ্রমবশত তাকে পানি মনে করে বসে। কিন্তু বাস্তবে তা কিছুই নয়। ঠিক এ রকমই কাফেরগণ যে ইবাদত ও সৎকর্ম করে আর ভাবে বেশ নেকী কামাচ্ছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তার কিছুই কামাই হয় না, তা মরীচিকার মতই ফাঁকি।

৩৬. যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাওহীদ ও রিসালাতকে স্বীকার করে না, এটা সেই সকল কাফেরের উপমা। বোঝানো হচ্ছে, কাফেরগণ তাদের সেসব কাজ সম্পর্কে মনে করে আখেরাতে তা তাদের উপকারে আসবে। প্রকৃতপক্ষে তখন তা কোনওই উপকারে আসবে না, মৃত্যুর পর তারা দেখতে পাবে, আল্লাহ তাআলা তাদের সকল কাজের হিসাব বুঝিয়ে দিবেন পুরোপুরি। তারপর দেখা যাবে তারা তাদের কৃতকর্মের কারণে জান্নাতের নয়; বরং সম্পূর্ণরূপে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে গেছে। এভাবে তারা দেখতে পাবে তাদের কর্ম তাদের কোন উপকারে আসেনি বরং ক্ষতিরই কারণ হয়েছে।

৩৭. যেসব কাফের আখেরাতকেও মানে না, এটা তাদের দৃষ্টান্ত। বিশ্বাসের দিক থেকে এরা অধিকতর নিঃস্ব হওয়ার কারণে এরা অতটুকু আলোও পাবে না, যতটুকু প্রথমোক্ত দল পেয়েছিল। তারা তো অন্তত এই আশা করতে পেরেছিল যে, তাদের কর্ম আখেরাতে তাদের উপকারে আসবে, কিন্তু এই দলের সে রকম আশারও লেশমাত্র থাকবে না।

কোন কোন মুফাসসির উপমা দু'টির পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, কাফেরদের কর্ম দু' রকম হয়ে থাকে। (এক) সেই সকল কাজ, যাকে তারা পুণ্য মনে করে এবং সেই বিশ্বাসেই তা করে। তাদের আশা তা করলে তাদের উপকার হবে। এ জাতীয় কাজের দৃষ্টান্ত হল মরীচিকা। (দুই) এমন সব কাজ যাকে তারা পুণ্য মনে করে না এবং তাতে তাদের উপকারের আশাও থাকে না। এর দৃষ্টান্ত হল পুঞ্জীভূত অন্ধকার, যাতে আলোর

[৫]

৪১. তোমরা কি দেখনি আসমান ও যমীনে যা-কিছু আছে, তারা আল্লাহরই তাসবীহ পাঠ করে এবং পাখিরাও, যারা পাখা বিস্তার করে উড়ছে। প্রত্যেকেরই নিজ-নিজ নামায ও তাসবীহের পদ্ধতি জানা আছে।[৩৮] আল্লাহ তাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝

৪২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই এবং আল্লাহরই দিকে (সকলের) ফিরে যেতে হবে।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝

৪৩. তোমরা কি দেখনি আল্লাহ মেঘমালা হাঁকিয়ে নেন, তারপর তাকে পরস্পর জুড়ে দেন, তারপর তাকে পুঞ্জীভূত ঘনঘটায় পরিণত করেন। তারপর তোমরা তার ভেতর থেকে বৃষ্টি নির্গত হতে দেখ। তিনি আকাশে (মেঘরূপে) যে পর্বতমালা আছে, তা থেকে শিলা বর্ষণ করেন। তারপর তাকে মুসিবত

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ

লেশমাত্র থাকে না। এখানে সমুদ্রগর্ভের অন্ধকার হল তাদের কুফরী আকীদা-বিশ্বাসের উপমা। তাতে এক তরঙ্গ তাদের অসৎকর্মের আর দ্বিতীয় তরঙ্গ জেদ ও হঠকারিতার উপমা। এভাবে উপর-নিচ স্তরবিশিষ্ট নিবিড় অন্ধকার পুঞ্জীভূত হয়ে গেল। এরূপ ঘন অন্ধকারের ভেতর মানুষ যেমন নিজের হাতও দেখতে পায় না, তেমনিভাবে কুফর ও নাফরমানীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার কারণে তারা নিজেদের স্বরূপও উপলব্ধি করতে পারছে না।

৩৮. সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করে। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার না (১৭ : ৪৪)। এখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের তাসবীহের পদ্ধতি আলাদা। বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু আপন-আপন পন্থায় আল্লাহ তাআলার তাসবীহ আদায়ে রত আছে। সূরা বনী ইসরাঈলের উল্লিখিত আয়াতের টীকায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, কুরআন মাজীদের বহু আয়াত দ্বারা জানা যায়, দুনিয়ায় আমরা যে সকল বস্তুকে অনুভূতিহীন মনে করি, তাদের মধ্যে কিছু না কিছু অনুভূতি অবশ্যই আছে। এখন তো আধুনিক বিজ্ঞানও একথা ক্রমশ স্বীকার করছে।

بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ۟

বানিয়ে দেন যার জন্য ইচ্ছা হয় এবং যার থেকে ইচ্ছা হয়, তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়ার উপক্রম করে।

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ۟

৪৪. আল্লাহ রাত ও দিনকে পরিবর্তিত করেন। নিশ্চয়ই এসব বিষয়ের মধ্যে চক্ষুষ্মানদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপাদান আছে।

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰۤى اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۟

৪৫. আল্লাহ ভূমিতে বিচরণকারী প্রতিটি জীব সৃষ্টি করেছেন পানি দ্বারা। তার মধ্যে কতক এমন, যারা পেটে ভর করে চলে, কতক এমন, যারা দু' পায়ে ভর করে চলে এবং কতক এমন, যারা চার পায়ে ভর করে চলে। আল্লাহ যা চান তাই সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۟

৪৬. নিশ্চয়ই আমি সুস্পষ্টরূপে সত্য বর্ণনাকারী আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। আল্লাহ যাকে চান সরল পথে পৌঁছে দেন।

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۟

৪৭. তারা (অর্থাৎ মুনাফিকগণ) বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা অনুগত হয়েছি। অতঃপর তাদের একটি দল এরপরও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (প্রকৃতপক্ষে) তারা মুমিন নয়।[৩৯]

---

৩৯. মুনাফিক শ্রেণী কেবল মুখেই ঈমানের দাবি করত, আন্তরিকভাবে তারা ঈমান আনত না। আর সে কারণেই তারা সর্বদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণে লিপ্ত থাকত। যেমন একবার এই ঘটনা ঘটেছিল, জনৈক ইয়াহুদীর সাথে বিশর নামক এক মুনাফিকের ঝগড়া লেগে যায়। ইয়াহুদী জানত

وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝٤٨

৪৮. তাদেরকে যখন আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, তখন সহসা তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ۝٤٩

৪৯. আর যদি তাদের হক উসুল করার থাকে, তবে অত্যন্ত বাধ্যগত হয়ে রাসূলের কাছে চলে আসে।

اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝٥٠

৫০. তবে কি তাদের অন্তরে কোন ব্যাধি আছে, না কি তারা সন্দেহে নিপতিত, না তারা আশঙ্কাবোধ করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি জুলুম করবেন? না, বরং তারা নিজেরাই জুলুমকারী।

[৬]

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥١

৫১. মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, তখন তাদের কথা কেবল এটাই হয় যে, তারা বলে, আমরা (হুকুম) শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আর তারাই সফলকাম।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝٥٢

৫২. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তার অবাধ্যতা পরিহার করে চলে, তারাই কৃতকার্য হয়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচার সর্বদা ইনসাফভিত্তিক হয়। তাই সে বিশরকে প্রস্তাব দিল, চলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাই, তিনি আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন। বিশর তো মুনাফিক। তার মনে ছিল ভয়। তাই সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক বানাতে রাজি হল না। সে প্রস্তাব দিল ইয়াহুদীদের নেতা কাব ইবনে আশরাফের কাছে যাওয়া যাক। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে (ইবনে জারীর তাবারী)।

৫৩. তারা (অর্থাৎ মুনাফিকগণ) অত্যন্ত জোরালোভাবে আল্লাহর নামে শপথ করে যে, (হে নবী!) তুমি নির্দেশ দিলে তারা অবশ্যই বের হবে। (তাদেরকে) বলে দাও, তোমরা শপথ করো না। (তোমাদের) আনুগত্য সকলের জানা আছে।[৪০] তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ নিশ্চয়ই তার পুরোপুরি খবর রাখেন।

وَ اَقۡسَمُوۡا بِاللّٰهِ جَهۡدَ اَیۡمَانِهِمۡ لَئِنۡ اَمَرۡتَهُمۡ لَیَخۡرُجُنَّ ؕ قُلۡ لَّا تُقۡسِمُوۡا ۚ طَاعَۃٌ مَّعۡرُوۡفَۃٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِیۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۵۳﴾

৫৪. (তাদেরকে) বলে দাও, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের। তথাপি যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখ, তবে রাসূলের দায় ততটুকুই, যতটুকুর দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করা হয়েছে। আর তোমাদের উপর যে ভার অর্পিত হয়েছে, তার দায় তোমাদেরই উপর। তোমরা তাঁর আনুগত্য করলে হেদায়াত পেয়ে যাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল পরিষ্কারভাবে পৌঁছে দেওয়া।

قُلۡ اَطِیۡعُوا اللّٰهَ وَ اَطِیۡعُوا الرَّسُوۡلَ ۚ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَاِنَّمَا عَلَیۡهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَیۡکُمۡ مَّا حُمِّلۡتُمۡ ؕ وَ اِنۡ تُطِیۡعُوۡهُ تَهۡتَدُوۡا ؕ وَ مَا عَلَی الرَّسُوۡلِ اِلَّا الۡبَلٰغُ الۡمُبِیۡنُ ﴿۵۴﴾

৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে নিজ খলীফা বানাবেন, যেমন খলীফা বানিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তাদের জন্য তিনি সেই দ্বীনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা দান

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡکُمۡ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِی الۡاَرۡضِ کَمَا اسۡتَخۡلَفَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ۪ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمۡ دِیۡنَهُمُ الَّذِی ارۡتَضٰی

---

৪০. যখন জিহাদ থাকত না, মুনাফিকরা তখন কসম করে বড় মুখে বলত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করলে তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে জিহাদে বের হয়ে পড়বে। কিন্তু জিহাদের ঘোষণা এসে গেলে তারা নানা ছলছুতা দেখিয়ে গা বাঁচাত। এজন্যই বলা হয়েছে, তোমাদের আনুগত্যের স্বরূপ সকলেরই জানা আছে। বহুবার পরীক্ষা হয়ে গেছে সময়কালে তোমরা কেমন আনুগত্য দেখাও। তখন আর কসমের কথা মনে থাকে না।

لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۵۵﴾

করবেন, যে দ্বীনকে তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তারা যে ভয়-ভীতির মধ্যে আছে, তার পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে। আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে, তারাই অবাধ্য সাব্যস্ত হবে।[৪১]

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۵۶﴾

৫৬. নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি রহমতের আচরণ করা হয়।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۵۷﴾

৫৭. যারা কুফরের পথ অবলম্বন করেছে তুমি কিছুতেই তাদেরকে মনে করো না পৃথিবীতে (কোথাও পালিয়ে গিয়ে) তারা আমাকে অক্ষম করে দেবে। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। নিশ্চয়ই তা অতি মন্দ ঠিকানা।

---

৪১. মক্কা মুকাররমায় সাহাবায়ে কেরামকে অশেষ জুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় আসার পরও তারা স্বস্তি পাননি। কাফেরদের পক্ষ থেকে সব সময়ই হামলার আশঙ্কা ছিল। সেই পরিস্থিতিতে জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করেছিলেন, এমন কোনও দিন কি আসবে, যখন আমরা অস্ত্র রেখে শান্তিতে সময় কাটাতে পারব? তার উত্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, হাঁ, অচিরেই সে দিন আসছে। এ আয়াত সেই প্রেক্ষাপটেই নাযিল হয়েছে।

এতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, আল্লাহর যমীনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের জন্য একদিন পরিবেশ সম্পূর্ণ অনুকূল হয়ে যাবে। তখন তাদের কোন ভয় থাকবে না। চারদিকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। পৃথিবীর ক্ষমতা তখন তাদেরই হাতে থাকবে। তারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির অধিকারী হয়ে যাবে। ফলে তারা নির্বিঘ্নে আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগী করতে থাকবে। আল্লাহ তাআলার এ ওয়াদা পূর্ণ হতে বেশি দিন লাগেনি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়ই সমগ্র জাযীরাতুল আরব ইসলামের ঝাণ্ডাতলে এসে গিয়েছিল। আর খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা অর্ধজাহানে বিস্তার লাভ করেছিল।

[৭]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ؕ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۵۸﴾

৫৮. হে মুমিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখনও সাবালকত্বে পৌছেনি সেই শিশুগণ যেন তিনটি সময়ে (তোমাদের কাছে আসার জন্য) অনুমতি গ্রহণ করে– ফজরের নামাযের আগে, দুপুর বেলা যখন তোমরা পোশাক খুলে রাখ এবং ইশার নামাযের পর।[৪২] এ তিনটি তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে তোমাদের ও তাদের প্রতি কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তো সার্বক্ষণিক যাতায়াত থাকেই। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের কাছে আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন। আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হেকমতেরও মালিক।

---

৪২. ২৭–২৯ আয়াতসমূহে হুকুম দেওয়া হয়েছিল, কেউ যেন অন্যের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ না করে। মুসলিমগণ সাধারণভাবে এ হুকুম মেনে চলছিল। কিন্তু ঘরের দাস-দাসী ও নাবালেগ ছেলে-মেয়েদের যেহেতু বারবার এ ঘর-ও ঘর করতে হয় বা এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যাতায়াত করতে হয়, তাই তাদের ব্যাপারে তারা এ নিয়ম রক্ষা করত না। এর ফলে অনেক সময় এমনও ঘটে যেত যে, কেউ হয়ত আরাম করছে বা একা খোলামেলা অবস্থায় আছে আর এ সময় হঠাৎ কোন দাস-দাসী বা ছেলে-মেয়ে সেখানে ঢুকে পড়ল। এতে যে কেবল বিশ্রামের ব্যাঘাত হত তাই নয়, অনেক সময় পর্দাও নষ্ট হত। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

এতে স্পষ্টভাবে বিধান জানিয়ে দেওয়া হল যে, অন্ততপক্ষে তিনটি সময়ে দাস-দাসী ও শিশুদেরকেও অনুমতি নিতে হবে। বিনা অনুমতিতে তারাও অন্য ঘরে বা অন্য কক্ষে প্রবেশ করবে না। বিশেষভাবে এ তিনটি সময় (অর্থাৎ ফজরের পূর্ব, দুপুর বেলা ও ইশার পর)-এর কথা বলা হয়েছে এ কারণে যে, এ সময়গুলোতে মানুষ সাধারণত একা থাকতে ভালোবাসে। একটু খোলামেলা থাকতে স্বচ্ছন্দবোধ করে। তাই একান্ত জরুরী পোশাক ছাড়া অন্য কাপড় খুলে রাখে। এ অবস্থায় হঠাৎ করে কেউ এসে পড়লে পর্দাহীনতার আশঙ্কা থাকে আর আরাম তো নষ্ট হয়ই। এছাড়া অন্যান্য সময়ে যেহেতু এসব ভয় থাকে না আবার এদের বেশি-বেশি আসা-যাওয়া করারও প্রয়োজন থাকে, তাই হুকুম শিথিল রাখা হয়েছে। তখন তারা অনুমতি ছাড়াও প্রবেশ করতে পারবে।

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

৫৯. এবং তোমাদের শিশুরা সাবালক হয়ে গেলে তারাও যেন অনুমতি গ্রহণ করে, যেমন তাদের আগে বয়ঃপ্রাপ্তগণ অনুমতি গ্রহণ করে আসছে। এভাবেই আল্লাহ নিজ আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন। আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হেকমতেরও মালিক।

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

৬০. যে বৃদ্ধা নারীদের বিবাহের কোন আশা নেই, তাদের জন্য এতে কোন গোনাহ নেই যে, তারা নিজেদের (বাড়তি) কাপড় (বহির্বাস, গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে) খুলে রাখবে, সৌন্দর্য প্রদর্শনের ইচ্ছা ব্যতিরেকে।[৪৩] আর যদি তারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তবে সেটাই তাদের পক্ষে শ্রেয়। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সকল বিষয় জানেন।

لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

৬১. কোন অন্ধের জন্য গুনাহ নেই, কোন পায়ে ওজর আছে এমন ব্যক্তির জন্য গুনাহ নেই, কোন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য গুনাহ নেই এবং নেই তোমাদের নিজেদের জন্যও, তোমাদের নিজেদের

---

৪৩. চরম বার্ধক্যে পৌঁছার কারণে যারা বিবাহের উপযুক্ত থাকে না, ফলে তাদের প্রতি কারও আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না, এ ধরনের বৃদ্ধা নারীদের জন্যই এ বিধান। তাদেরকে এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে যে, গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে অন্যান্য নারীদেরকে যেমন বড় কোন চাদর জড়িয়ে বা বোরকা পরে যেতে হয়, তাদের জন্য তা জরুরী নয়। এ রকম বৃদ্ধা নারীগণ তা ছাড়াই পরপুরুষের সামনে যেতে পারবে। তবে শর্ত হল, তারা তাদের সামনে সেজেগুঁজে যেতে পারবে না। এর সাথে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে বিধানের এ শিথিলতা কেবলই জায়েয পর্যায়ের। সুতরাং তারা যদি বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে এবং অন্যান্য নারীদের মত তারাও পরপুরুষের সামনে পুরোপুরি পর্দা রক্ষা করে চলে তবে সেটাই উত্তম।

أُمَّهَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا

ঘরে আহার করাতে[৪৪] বা তোমাদের বাপ-দাদার ঘরে, তোমাদের মায়েদের ঘরে, তোমাদের ভাইদের ঘরে,[৪৫] তোমাদের বোনদের ঘরে, তোমাদের চাচাদের ঘরে, তোমাদের ফুফুদের ঘরে, তোমাদের মামাদের ঘরে, তোমাদের খালাদের ঘরে বা এমন কোন ঘরে যার চাবি তোমাদের কর্তৃত্বাধীন[৪৬] কিংবা

---

৪৪. এ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট এই যে, অন্ধ ও বিকলাঙ্গ শ্রেণীর লোক অনেক সময় অন্যদের সাথে খাবার খেতে সঙ্কোচবোধ করত। তারা ভাবত অন্যরা তাদের সাথে বসে খেতে অস্বস্তি বোধ করে থাকবে। কখনও তাদের এ রকম চিন্তাও হত যে, প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে তারা পাছে অন্যদের তুলনায় বেশি জায়গা আটকে ফেলে কিংবা দেখতে না পাওয়ার ফলে অন্যদের চেয়ে বেশি খেয়ে ফেলে। অপর দিকে অনেক সময় সুস্থ ব্যক্তিরাও মনে করত, মাযূর হওয়ার কারণে তারা হয়ত সুস্থদের সাথে একযোগে চলতে পারবে না; হয়ত কম খাবে, নয়ত খাদ্যের পাত্র থেকে অন্যদের মত নিজ অভিরুচি বা নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার তুলে নিতে পারবে না।

তাদের এসব অনুভূতির উৎস হল শরীয়তের এমন কিছু বিধান, যাতে অন্যকে কষ্ট দেওয়াকে গোনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে, যাতে নিজের কোন আচার-আচরণ অন্যের পক্ষে অপ্রীতিকর না হয়। সেই সঙ্গে আছে যৌথ জিনিসপত্র ব্যবহারেও সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ। তো এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আপনজনদের হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে এতটা হিসাবী দৃষ্টির দরকার নেই।

৪৫. আরব জাতির মধ্যে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের পারস্পরিক চাল-চলনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বড় উদার। উপরে যে সকল আত্মীয়-স্বজনের কথা বলা হল, তারা যদি অনুমতি ছাড়া একে অন্যের ঘর থেকে কিছু খেয়ে ফেলত, সেটাকে দোষের তো মনে করা হতই না; বরং তাতে তারা অত্যন্ত খুশী হত। যখন বিধান দেওয়া হল কারও জন্য অন্যের কোনবস্তু তার আন্তরিক সম্মতি ছাড়া ব্যবহার করা জায়েয নয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে গেলেন। কোন কোন সাহাবী এত কঠোরতা অবলম্বন করলেন যে, যদি কারও বাড়িতে যেতেন আর গৃহকর্তা উপস্থিত না থাকত, তবে সেখানে খাদ্যগ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করতেন। গৃহকর্ত্রী ও তার ছেলেমেয়েরা আতিথেয়তা স্বরূপ কিছু পেশ করলে তারা চিন্তা করতেন, ঘরের আসল মালিক তো উপস্থিত নেই। তার অনুমতি ছাড়া এখানে খাওয়া আমাদের সমীচীন হবে কি? এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যেখানে এই নিশ্চয়তা থাকে যে, আতিথেয়তা গ্রহণ করলে গৃহকর্তা খুশী হবে, সেখানে তা গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যেখানে বিষয়টি সন্দেহযুক্ত সেখানে সাবধানতাই শ্রেয়, তাতে সে যত নিকটাত্মীয়ই হোক- (রূহুল মাআনী, মাআরিফুল কুরআন)।

৪৬. অনেকে জিহাদে যাওয়ার সময় ঘরের চাবি এমন কোন মাযূর ব্যক্তির কাছে দিয়ে যেত, যে জিহাদে যাওয়ার উপযুক্ত নয়। তাকে বলে যেত, ঘরের কোন জিনিস খেতে চাইলে আপনি

اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾

তোমাদের বন্ধুদের ঘরে। তোমরা একত্রে খাও বা পৃথক-পৃথক তাতেও তোমাদের কোন গুনাহ নেই। যখন তোমরা ঘরে ঢুকবে নিজেদের লোকদেরকে সালাম করবে– কারণ এটা সাক্ষাতের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত বরকতপূর্ণ ও পবিত্র দোয়া। এভাবেই আল্লাহ আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

[৮]

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰۤى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٢﴾

৬২. মুমিন তো কেবল তারাই, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে আন্তরিকভাবে মানে এবং যখন রাসূলের সাথে সমষ্টিগত কোন কাজে শরীক হয়, তখন তার অনুমতি ছাড়া কোথাও যায় না।[৪৭] (হে নবী!) যারা তোমার অনুমতি নেয়, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সত্যিকারভাবে মানে। সুতরাং তারা যখন তাদের কোন কাজের জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায়, তখন তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হয় অনুমতি দিও এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের দোয়া কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

নির্দ্বিধায় খাবেন। কিন্তু এরূপ অনুমতি থাকা সত্ত্বেও মাযূর ব্যক্তিগণ সাবধানতা অবলম্বন করতেন এবং খাওয়া হতে বিরত থাকতেন। এ আয়াত তাদেরকে বলছে, এতটা সাবধানতার দরকার নেই। মালিকের পক্ষ হতে যখন চাবি পর্যন্ত সমর্পণ করা হয়েছে এবং অনুমতিও দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন খাওয়াতে কোন দোষ থাকতে পারে না।

৪৭. এ আয়াত নাযিল হয়েছিল খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে। এ যুদ্ধে আরবের বেশ কয়েকটি গোত্র একাট্টা হয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় হামলা করতে এসেছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মদীনা মুনাওয়ারার পাশে পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি মুমিনদেরকে একত্র করে খননকার্য বণ্টন করে দিলেন। তারা সকলে কাজ করে যাচ্ছিলেন। কারও কোন প্রয়োজন দেখা দিলে মহানবী সাল্লাল্লাহু

لَا تَجۡعَلُوۡا دُعَآءَ الرَّسُوۡلِ بَیۡنَکُمۡ کَدُعَآءِ بَعۡضِکُمۡ بَعۡضًا ؕ قَدۡ یَعۡلَمُ اللّٰهُ الَّذِیۡنَ یَتَسَلَّلُوۡنَ مِنۡکُمۡ لِوَاذًا ۚ فَلۡیَحۡذَرِ الَّذِیۡنَ یُخَالِفُوۡنَ عَنۡ اَمۡرِهٖۤ اَنۡ تُصِیۡبَهُمۡ فِتۡنَۃٌ اَوۡ یُصِیۡبَهُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ ﴿۶۳﴾

৬৩. (হে মানুষ!) তোমরা নিজেদের মধ্যে রাসূলের ডাককে তোমাদের পারস্পরিক ডাকের মত (মামুলি) মনে করো না;[৪৮] তোমাদের মধ্যে যারা একে অন্যের আড়াল নিয়ে চুপিসারে সরে পড়ে আল্লাহ তাদেরকে ভালো করে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের ভয় করা উচিত না জানি তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় অথবা যন্ত্রণাদায়ক কোন শাস্তি তাদেরকে আক্রান্ত করে।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি নিয়ে যেতেন। কিন্তু মুনাফিকরা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। একে তো তারা এ কাজে অংশ নিতেই অলসতা করত। আর যদি কখনও এসেও পড়ত নানা বাহানায় চলে যেত। অনেক সময় অনুমতি ছাড়াই চুপি চুপি সরে পড়ত। এ আয়াতে তাদের নিন্দা জানানো হয়েছে এবং মুখলিস ও নিষ্ঠাবান মুমিনদের, যারা অনুমতি ছাড়া যেত না, প্রশংসা করা হয়েছে।

৪৮. সমপর্যায়ের লোক যখন একে অন্যকে ডাকে তখন তার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কাজেই তাতে সাড়া দিয়ে না গেলে যেমন দোষ মনে করা হয় না, তেমনি যাওয়ার পর যদি অনুমতি ছাড়া চলে আসে তাও বিশেষ দূষনীয় হয় না। কিন্তু বড়দের ডাকের ব্যাপারটা ভিন্ন। তাদের ডাককে বিশেষ গুরুত্বের সাথে নেওয়াই নিয়ম। আর সে ডাক যদি হয় রাসূলের, তার গুরুত্ব হয় অপরিসীম। আয়াতে বলা হচ্ছে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে কোন কাজের জন্য ডাকেন, তখন তাকে তোমাদের আপসের ডাকের মত মামুলি গণ্য করো না যে, চাইলে সাড়া দিলে আর চাইলে দিলে না। বরং তাঁর ডাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে সাড়া দিয়ে পত্রপাঠ ছুটে যাওয়া উচিত। আর যাওয়ার পরও যেন এমন না হয় যে, ইচ্ছা হল আর অনুমতি ছাড়া উঠে গেলে। যদি যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তবেই যাবে।

এ আয়াতের এ রকম তরজমা করাও সম্ভব যে, 'তোমরা রাসূলকে ডাকার বিষয়টিকে তোমাদের পরস্পরে একে অন্যকে ডাকার মত (মামুলি) গণ্য করো না'। এ হিসেবে ব্যাখ্যা হবে, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ করে যখন কোন কথা বলবে, তখন তোমরা নিজেরা একে অন্যকে যেমন ডাক দিয়ে থাক, যেমন হে অমুক! শোন, তাকেও সেভাবে ডাক দিও না। সুতরাং তাকে লক্ষ্য করে 'হে মুহাম্মাদ!' বলা কিছুতেই উচিত নয়। বরং তাঁকে সম্মানের সাথে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ!' বলে সম্বোধন করা চাই।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قَدْ يَعْلَمُ
مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ ؕ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ
بِمَا عَمِلُوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٤﴾

৬৪. স্মরণ রেখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব আল্লাহরই মালিকানাধীন। তোমরা যে অবস্থায়ই থাক, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন। যে দিন সকলকে তার কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, সে দিন তাদেরকে তারা যা-কিছু করত তা জানিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'নূর'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল আজ ২৬ রবিউল আউয়াল, ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ১৪ এপ্রিল ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ সোমবার রাতে করাচীতে (অনুবাদ শেষ হল আজ ৯ই রজব ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২২শে জুন ২০১০ খ্রিস্টাব্দ মঙ্গলবার)। আল্লাহ্ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন। বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

২৫
সূরা ফুরকান

সূরা ফুরকান পরিচিতি

এ সূরাটি মক্কা মুকাররামায় নাযিল হয়েছিল। এর মৌলিক উদ্দেশ্য ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা-বিশ্বাসকে সপ্রমাণ করা এবং এ সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে যে সকল প্রশ্ন ও আপত্তি তোলা হত তার উত্তর দেওয়া। সেই সঙ্গে আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগতে মানুষের জন্য যে অগণ্য নেয়ামত সৃষ্টি করেছেন এ সূরায় তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর আনুগত্য, তাঁর তাওহীদের স্বীকৃতি ও শিরক পরিহারের প্রতি দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। সূরার উপসংহারে রয়েছে আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাগণ যে সকল বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তার বিবরণ। সাথে সাথে তার প্রতিদান ও পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য আখেরাতে যে মহা নেয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন, আছে খানিকটা তারও উল্লেখ।

২৫ – সূরা ফুরকান – ৪২

মক্কী; আয়াত ৭৭; রুকূ ৬

سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٧٧ رُكُوْعَاتُهَا ٦

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. মহিমময় সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাদের প্রতি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসাকারী কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে তা বিশ্ববাসীর জন্য হয় সতর্ককারী।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ ①

২. সেই সত্তা, যিনি এক। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের মালিক। যিনি কোন পুত্র গ্রহণ করেননি এবং রাজত্বে নেই তাঁর কোন অংশীদার। আর যিনি প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করে তাকে দান করেছেন এক সুনির্দিষ্ট পরিমিতি।

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ②

৩. অথচ মানুষ তাকে ছেড়ে এমন সব মাবুদ গ্রহণ করে নিয়েছে, যারা কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না; বরং খোদ তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়। তাদের নেই খোদ নিজেদেরও কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা। আর না আছে কারও মৃত্যু ও জীবন দান কিংবা কাউকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা।

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ③

৪. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা বলে, এটা (অর্থাৎ কুরআন) তো এক মনগড়া জিনিস ছাড়া কিছুই নয়, যা সে নিজে রচনা করেছে এবং অপর এক গোষ্ঠী

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكُ ۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ

فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّ زُوْرًا ﴿٤﴾

তাকে এ কাজে সাহায্য করেছে।[১] এভাবে (এ মন্তব্য করে) তারা ঘোর জুলুম ও প্রকাশ্য মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছে।

وَ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ﴿٥﴾

৫. এবং তারা বলে, এটা তো পূর্ববর্তী লোকদের লেখা আখ্যান, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় সেটাই তার সামনে পড়ে শোনানো হয়।

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٦﴾

৬. বলে দাও, এটা (এই বাণী) তো নাযিল করেছেন সেই সত্তা, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্ত রহস্য জানেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَ قَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ﴿٧﴾

৭. এবং তারা বলে, এ কেমন রাসূল, যে খাবার খায় এবং হাটে-বাজারেও চলাফেরা করে? তার কাছে কোন ফিরিশতা অবতীর্ণ করা হল না কেন, যে তার সঙ্গে থেকে মানুষকে ভয় দেখাত?

اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ؕ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿٨﴾

৮. অথবা তাকে কোন ধনভাণ্ডারই দেওয়া হত কিংবা তার থাকত কোন বাগান, যা থেকে সে খেতে পারত? জালেমগণ (মুসলিমদেরকে) আরও বলে, তোমরা যার পিছনে চলছ সে একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি ছাড়া কিছুই নয়।

---

১. মক্কা মুকাররমার কতিপয় কাফের অপবাদ দিয়েছিল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীদের কাছ থেকে বিগত কালের নবী-রাসূলের ঘটনাবলী শিখে নিয়েছেন আর সেসব ঘটনা কারও দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়ে এই কুরআন বানিয়ে নিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ), অথচ তারা যে সকল ইয়াহুদীর কথা বলত, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তিনি যদি তাদের কাছ থেকে শিখে নেওয়া বিষয়কে আল্লাহর কালাম বলে চালানোর চেষ্টা করতেন, তবে সবার আগে সেই ইয়াহুদীদের কাছেই সে গোমর ফাঁস হয়ে যেত। আর এহেন অবস্থায় তারা তাকে সত্য নবী বলে স্বীকার করে তাঁর প্রতি ঈমান আনে কী করে?

أُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩﴾

৯. (হে নবী!) দেখ, তারা তোমার সম্পর্কে কত রকম কথা তৈরি করেছে! ফলে তারা এমনই বিভ্রান্ত হয়েছে যে, সঠিক পথে আসা তাদের পক্ষে সম্ভবই নয়।

[১]

تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ﴿١٠﴾

১০. মহিমময় সেই সত্তা, যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট জিনিস দিতে পারেন। (কেবল একটি নয়) দিতে পারেন এমন বহু বাগান, যার নিচে বহমান থাকবে নদ-নদী এবং তোমাকে বানাতে পারেন বহু অট্টালিকার মালিক।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿١١﴾

১১. প্রকৃত ব্যাপার হল, তারা কিয়ামতকে মিথ্যা সাব্যস্ত[২] করেছে, আর যে-কেউ কিয়ামতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে আমি তার জন্য প্রজ্বলিত আগুন তৈরি করে রেখেছি।

اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ زَفِيْرًا ﴿١٢﴾

১২. তা যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার ফোঁস-ফোঁসানি ও গর্জনধ্বনি।

وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴿١٣﴾

১৩. যখন তাদেরকে ভালোভাবে বেঁধে তার কোন এক সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা মৃত্যুকে ডাকবে।

---

২. অর্থাৎ, তারা যেসব কথা বানাচ্ছে তার প্রকৃত কারণ সত্যসন্ধানী মনোভাব নয় যে, সত্য তালাশ করতে গিয়ে তাদের মনে এসব খটকা জেগেছে এবং খটকাগুলো দূর হলেই তারা ঈমান আনবে। আসল কারণ তাদের অবহেলা, চিন্তাশক্তিকে কাজে না লাগানো। যেহেতু কিয়ামত ও আখেরাতের উপর তাদের ঈমান নেই, তাই এসব বেহুদা কথা তারা নির্ভয়ে বলতে পারছে। কেননা আখেরাতের উপর ঈমান না থাকার কারণে সেখানে যে এসব কথার কারণে শাস্তিভোগ করতে হতে পারে, সেই চিন্তাই তারা করে না।

لَا تَدۡعُوا الۡيَوۡمَ ثُبُوۡرًا وَّاحِدًا وَّ ادۡعُوۡا
ثُبُوۡرًا كَثِيۡرًا ﴿۱۴﴾

১৪. (তখন তাদেরকে বলা হবে,) আজ তোমরা মৃত্যুকে কেবল একবার ডেক না; বরং মৃত্যুকে ডাকতে থাক বারবার।[৩]

قُلۡ اَذٰلِكَ خَيۡرٌ اَمۡ جَنَّةُ الۡخُلۡدِ الَّتِيۡ وُعِدَ
الۡمُتَّقُوۡنَ ؕ كَانَتۡ لَهُمۡ جَزَآءً وَّ مَصِيۡرًا ﴿۱۵﴾

১৫. বল, এই পরিণাম শ্রেয়, না স্থায়ীভাবে থাকার জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি মুত্তাকীদেরকে দেওয়া হয়েছে? তা হবে তাদের পুরস্কার ও তাদের শেষ পরিণাম।

لَهُمۡ فِيۡهَا مَا يَشَآءُوۡنَ خٰلِدِيۡنَ ؕ كَانَ
عَلٰى رَبِّكَ وَعۡدًا مَّسۡـُٔوۡلًا ﴿۱۶﴾

১৬. তারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসরত থেকে যা চাবে তাই পাবে। এটা এমন এক দায়িত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, যা তোমার প্রতিপালক নিজের প্রতি অবধারিত করেছেন।

وَيَوۡمَ يَحۡشُرُهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ
اللّٰهِ فَيَقُوۡلُ ءَاَنۡتُمۡ اَضۡلَلۡتُمۡ عِبَادِيۡ هٰۤؤُلَاۤءِ
اَمۡ هُمۡ ضَلُّوا السَّبِيۡلَ ﴿۱۷﴾

১৭. এবং (তাদেরকে সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দাও) যে দিন আল্লাহ (হাশরের ময়দানে) একত্র করবেন তাদেরকেও এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদের (সেই মাবুদদের)কেও। আর তাদেরকে (অর্থাৎ মাবুদদেরকে) বলবেন, তোমরাই কি আমার ওই বান্দাদেরকে বিপথগামী করেছিলে, না তারা নিজেরাই বিপথগামী হয়েছিল?

---

৩. আয়াতের এ তরজমা করা হয়েছে প্রখ্যাত মুফাসসির আবুস সাউদ (রহ.)-এর তাফসীরের ভিত্তিতে যা আল্লামা আলুসী (রহ.)ও নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এ হিসেবে আয়াতের মর্ম হল, তোমরা কঠিন শাস্তির কারণে ঘাবড়ে গিয়ে যে মৃত্যুকে ডাকছ, তা তো আর কখনও আসার নয়। বরং তোমাদেরকে নিত্য নতুন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে এবং প্রত্যেকবারই যন্ত্রণার তীব্রতায় তোমাদের মৃত্যু কামনা করতে হবে।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ
مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ
وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًۢا
بُوْرًا ﴿١٨﴾

১৮. তারা বলবে, আপনার সত্তা সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র! আমাদের এ সাধ্য নেই যে, আপনাকে ছেড়ে আমরা অন্যান্য অভিভাবক গ্রহণ করব।[৪] কিন্তু ব্যাপার হল, আপনি তাদেরকে ও তাদের বাপ-দাদাদেরকে দুনিয়ার ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলেন, পরিণামে তারা যে কথা স্মরণ রাখা দরকার ছিল, তাই ভুলে বসেছিল। আর (এভাবে) তারা নিজেরা হয়ে গিয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি।

فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ
صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ
عَذَابًا كَبِيْرًا ﴿١٩﴾

১৯. দেখ, (হে কাফেরগণ!) তোমরা যা বলছ, সে ব্যাপারে তো তারা তোমাদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করল। সুতরাং (শাস্তি) টলানোর বা সাহায্য লাভের সাধ্য তোমাদের নেই। তোমাদের মধ্যে যে-কেউ জুলুমের কাজে জড়িত, তাকে আমি কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব।

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ
اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ؕ

২০. (হে নবী!) তোমার পূর্বে যত রাসূলই পাঠিয়েছি, তারা সকলে খাবার খেত ও বাজারে চলাফেরা করত। আমি

---

৪. তারা তাদের যে উপাস্যদেরকে প্রভুত্বের মর্যাদা দান করেছিল তারা ছিল বিভিন্ন প্রকার।

ক. কতক ফেরেশতা, যাদেরকে তারা আল্লাহ তাআলার কন্যা বলে বিশ্বাস করত;

খ. কোন কোন নবী ও বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ। অনেকে তাদেরকে প্রভুত্বের আসনে বসিয়েছিল এবং তাদের পূজা-অর্চনায় লিপ্ত থাকত। এ দুই শ্রেণীর পক্ষ হতে তো এ উত্তর বোধগম্য যে, 'আপনাকে ছেড়ে অন্য কাউকে অভিভাবক বানানোর সাধ্য আমাদের ছিল না,' অর্থাৎ আমরা কি প্রভু হব, আপনিই তো আমাদেরসহ সকল সৃষ্টির প্রভু।

গ. তাদের তৃতীয় প্রকারের উপাস্য হল প্রতিমা, যাদেরকে তারা নিজ হাতে মাটি বা পাথর দ্বারা তৈরি করত। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, পাথরের প্রতিমার কি বাকশক্তি আছে যে, তারা এ রকম জবাব দেবে? এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে– (ক) এখানে কেবল সেই সকল মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে, যারা বিশেষ মানুষ বা ফেরেশতাকে প্রভুত্বের আসনে বসিয়ে তাদের প্রতীকরূপে প্রতিমাদের পূজা করত। (খ) এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তখন মূর্তিদেরকে কথা বলার শক্তি দান করবেন। ফলে তাদের পক্ষে একথা বলা সম্ভব হবে।

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۗ أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

তোমাদের একজনকে অন্য জনের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। বল, তোমরা কি সবর করবে?[৫] তোমাদের প্রতিপালক সবকিছুই দেখছেন।

[২]

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾

২১. আমার সঙ্গে (কখনও) সাক্ষাত করতে হবে এই আশাই যারা করে না, তারা বলে, আমাদের প্রতি ফিরিশতা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? কিংবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাই না কেন? বস্তুত তারা মনে মনে নিজেদেরকে অনেক বড় মনে করে[৬] এবং তারা গুরুতর অবাধ্যতায় লিপ্ত রয়েছে।

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٢٢﴾

২২. যে দিন তারা ফিরিশতাদের দেখতে পাবে, সে দিন অপরাধীদের আনন্দ করার কোন সুযোগ থাকবে না। বরং তারা বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন কোন আশ্রয় দাও, যাতে এরা আমাদের থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়।[৭]

---

৫. কাফেরদের বিভিন্ন আপত্তির উত্তর দেওয়ার পর এবার মুমিনদেরকে লক্ষ করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, তোমাদের বিরুদ্ধবাদীরা নানা রকমের আপত্তি তুলে তোমাদেরকে যে উত্যক্ত করছে, এর কারণ আল্লাহ তাআলা তোমাদের মাধ্যমে তাদেরকে এবং তাদের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করছেন। তাদেরকে পরীক্ষা করছেন তো এভাবে যে, আল্লাহ তাআলা দেখছেন, সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তারা তা স্বীকার করে নিচ্ছে কি না। আর তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখছেন, তাদের দেওয়া কষ্ট-ক্লেশে তোমরা সবর করছ কি না। তোমাদের সবর দ্বারাই প্রমাণ হবে সত্য গ্রহণে তোমরা কতটুকু আন্তরিক।

৬. অর্থাৎ, তারা অহমিকার বশবর্তী হয়েই এসব কথা বলছে। তারা নিজেদেরকে এতটাই বড় মনে করে যে, নিজেদের হেদায়াতের জন্য কোন নবী-রাসূলের কথা মেনে চলাকে আত্মসম্মানের পরিপন্থী মনে করে। তাদের দাবি হল, আল্লাহ তাআলা নিজে এসে তাদেরকে তাঁর দ্বীন বুঝিয়ে দিন কিংবা এ কাজের জন্য অন্তত পক্ষে কোন ফিরিশতাকেই পাঠিয়ে দিন।

৭. অর্থাৎ, ফিরিশতাদের দেখতে পারার ক্ষমতাই তাদের নেই। কাফেরগণ ফিরিশতাদেরকে দেখতে পাবে এমন এক সময়, যখন তাদেরকে দেখাটা তাদের পক্ষে প্রীতিকর হবে না।

وَ قَدِمْنَاۤ اِلٰی مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ﴿۲۳﴾

২৩. তারা (দুনিয়ায়) যা-কিছু আমল করেছে, আমি তার ফায়সালা করতে আসব এবং সেগুলোকে শূন্যে বিক্ষিপ্ত ধুলোবালি (-এর মত মূল্যহীন) করে দেব।[৮]

اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ یَوْمَئِذٍ خَیْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّ اَحْسَنُ مَقِیْلًا ﴿۲۴﴾

২৪. সে দিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম।

وَ یَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَ نُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِیْلًا ﴿۲۵﴾

২৫. যে দিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে এক মেঘকে পথ করে দেবে❖ এবং ফিরিশতাদেরকে অবতীর্ণ করা হবে লাগাতার।

اَلْمُلْكُ یَوْمَئِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ؕ وَ كَانَ یَوْمًا عَلَی الْكٰفِرِیْنَ عَسِیْرًا ﴿۲۶﴾

২৬. সে দিন সত্যিকারের রাজত্ব হবে দয়াময় (আল্লাহ)-এর আর সে দিনটি কাফেরদের জন্য হবে অতি কঠিন।

وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰی یَدَیْهِ یَقُوْلُ یٰلَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِیْلًا ﴿۲۷﴾

২৭. এবং যে দিন জালেম ব্যক্তি (মনস্তাপে) নিজের হাত কামড়াবে এবং বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে একই পথ অবলম্বন করতাম!

ফিরিশতাগণ তখন তাদের সামনে আসবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য। তাদেরকে দেখামাত্র তারা এমন আশ্রয়স্থল কামনা করবে, যেখানে প্রবেশ করলে তারা ফিরিশতাদের দেখা থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হওয়ার নয়।

৮. অর্থাৎ, তারা যে সকল কাজকে পুণ্য মনে করত, আখেরাতে তা ধুলোবালির মত মিথ্যা মনে হবে। আর তাদের যেসব কাজ বাস্তবিকই ভালো ছিল তার ফল তো তাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আখেরাতে তার বিনিময়ে কিছু পাবে না। কেননা আখেরাতে কোন কাজ গৃহীত হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত। তা তো তাদের ছিল না। তাই সেখানে এসব কোন কাজে আসবে না।

[❖ কিয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার পর উপর থেকে মেঘের মত একটা জিনিস নামতে দেখা যাবে। তাতে আল্লাহ তাআলার বিশেষ তাজাল্লী থাকবে। আমরা তাকে রাজছত্র শব্দে ব্যক্ত করতে পারি। এর সাথে থাকবে অসংখ্য ফিরিশতা। তারা লাগাতার আসমান থেকে হাশরের মাঠে নামতে থাকবে- তাফসীরে উসমানী, সংক্ষেপিত- অনুবাদক]

يَوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾

২৮. হায় আমাদের দুর্ভোগ! আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَٰنُ لِلْإِنسَٰنِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾

২৯. আমার কাছে তো উপদেশ এসে গিয়েছিল, কিন্তু সে (ওই বন্ধু) আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। আর শয়তান তো এমনই চরিত্রের যে, সময়কালে সে মানুষকে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যায়।

وَقَالَ الرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾

৩০. আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় এ কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল।[৯]

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾

৩১. এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়েছিলাম অপরাধীদেরকে।[১০] তোমার প্রতিপালকই হেদায়াত দান ও সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট।

---

৯. আলোচনার ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ করলে যদিও বোঝা যায়, এখানে 'সম্প্রদায়' বলে কাফেরদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে বক্তব্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিমদের জন্যও তা ভয়ের কারণ। কেননা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যদি কুরআন মাজীদকে অবহেলা করা হয় এবং জীবনের পথ চলায় তার হেদায়াত ও নির্দেশনাকে আমলে নেওয়া না হয়, তবে এ কঠিন বাক্যটির আওতায় তাদেরও পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে এমনও হতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ না করে উল্টো তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়েই দাঁড়িয়ে যাবেন। (আল্লাহ তাআলা তা থেকে রক্ষা করুন)।

১০. মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, আপনার সঙ্গে মক্কার কাফেরগণ যে শত্রুতা করছে, এটা নতুন কোন বিষয় নয়। যত নবী-রাসূল আমি পাঠিয়েছি, প্রত্যেকের সাথেই এ রকম আচরণ করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যাদের ভাগ্যে হেদায়েত রেখেছেন, তাদেরকে হেদায়েত গ্রহণের তাওফীক দেন এবং নবীদের সাহায্য করেন।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ۝

৩২. কাফেরগণ বলে, তার প্রতি সম্পূর্ণ কুরআন একবারেই নাযিল করা হল না কেন? (হে নবী!) আমি এরূপ করেছি এর মাধ্যমে তোমার অন্তর মজবুত রাখার জন্য।[১১] আর আমি এটা পাঠ করিয়েছি থেমে থেমে।

وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ۝

৩৩. যখনই তারা তোমার কাছে কোন সমস্যা নিয়ে হাজির হয়, আমি (তার) যথাযথ সমাধান তোমাকে দান করি আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যার সাথে।[১২]

اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

৩৪. যাদেরকে একত্র করে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তাদের স্থান অতি নিকৃষ্ট এবং তাদের পথ সর্বাপেক্ষা ভ্রান্ত।

[৩]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ۝

৩৫. নিশ্চয়ই আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার সাথে তার ভাই হারূনকে সহযোগীরূপে নিযুক্ত করেছিলাম।

فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ۝

৩৬. আমি বলেছিলাম, যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে, তোমরা তাদের কাছে যাও। পরিশেষে আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেললাম।

---

১১. অর্থাৎ, সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদকে একসঙ্গে নাযিল না করে অল্প-অল্প নাযিল করার ফায়দা বহুবিধ। একটা উল্লেখযোগ্য ফায়দা হল, বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ হতে আপনাকে যে নিত্য-নতুন কষ্ট দেওয়া হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন-নতুন আয়াত নাযিল করে আপনাকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকি।

১২. এটা কুরআন মাজীদকে অল্প-অল্প করে নাযিল করার দ্বিতীয় উপকারিতা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও ইসলাম সম্পর্কে কাফেরগণ নিত্য-নতুন আপত্তি উত্থাপন করত। তো তারা যখন যে আপত্তি তুলত আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে আয়াত নাযিল করে তার সুস্পষ্ট সমাধান জানিয়ে দিতেন। ফলে একদিকে তাদের আপত্তির

৩৭. এবং নূহের সম্প্রদায় যখন রাসূলগণকে অস্বীকার করল, তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিলাম। আমি সে জালেমদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ۭ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝٣٧

৩৮. এভাবেই আমি আদ, ছামুদ ও আসহাবুর রাস্‌স্‌[১৩] এবং তাদের মাঝখানে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি।

وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا۟ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًۢا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ۝٣٨

৩৯. তাদের প্রত্যেককে বোঝানোর জন্য আমি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম। আর (তারা যখন মানেনি তখন) প্রত্যেককেই আমি পিষ্ট করে ফেলি।

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ۡ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ۝٣٩

৪০. তারা (অর্থাৎ মক্কার কাফেরগণ) সেই জনপদের উপর দিয়ে যাতায়াত করেছে, যার উপর মন্দভাবে (পাথরের) বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল।[১৪] তারা কি সে

وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۭ

অসারতা প্রমাণ হয়ে যেত, অন্য দিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সত্যতা হয়ে উঠত পরিস্ফুট।

১৩. সূরা আরাফে (৭ : ৬৫–৮৪) আদ ও ছামুদ জাতির বৃত্তান্ত চলে গেছে। 'আসহাবুর রাস্‌স'-এর শাব্দিক অর্থ 'কুয়াওয়ালাগণ'। অনুমান করা যায়, তারা কোন কুয়ার আশেপাশে বাস করত। কুরআন মাজীদে তাদের সম্পর্কে কেবল এতটুকুই বলা হয়েছে যে, নাফরমানীর কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। এর বেশি তাদের বিস্তারিত বৃত্তান্ত না কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে, না সহীহ হাদীসে। ইতিহাসের বর্ণনায় তাদের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তা এতটা নির্ভরযোগ্য নয়, যার উপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তবে এতটুকু বিষয় স্পষ্ট যে, তাদের কাছে কোন একজন নবীকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তারা সে নবীর কথায় কর্ণপাত করেনি; বরং উপর্যুপরি তাঁর অবাধ্যতা ও তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করেছে। পরিণামে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তারা তাদের নবীকে একটি কুয়ার ভেতর ঝুলিয়ে ফাঁসি দিয়েছিল আর সে কারণেই তাদের নাম পড়ে গেছে আসহাবুর রাস্‌স বা কুয়াওয়ালা।

১৪. ইশারা হযরত লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের প্রতি। সূরা হুদে (১১ : ৭৭–৮৩) তাদের ঘটনা চলে গেছে।

أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾

জনপদটিকে দেখতে পেত না? (তা সত্ত্বেও তাদের শিক্ষালাভ হয়নি); বরং পুনরুত্থিত হওয়ার আশঙ্কা পর্যন্ত তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়নি।

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾

৪১. (হে রাসূল!) তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তাদের কাজ হয় কেবল তোমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বানানো। তারা বলে, এই বুঝি সেই, যাকে আল্লাহ নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন?

إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

৪২. আমরা নিজ দেবতাদের প্রতি (ভক্তি-বিশ্বাসে) অবিচলিত না থাকলে সে তো আমাদেরকে প্রায় বিভ্রান্ত করে ফেলছিলই। (যারা এসব কথা বলে,) তারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা জানতে পারবে কে সঠিক পথ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত ছিল।

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ ۖ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

৪৩. আচ্ছা বল তো যে ব্যক্তি নিজের কুপ্রবৃত্তিকে আপন মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, (হে নবী!) তুমি কি তার দায়-দায়িত্ব নিতে পারবে।[১৫]

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

৪৪. নাকি তুমি মনে কর তাদের অধিকাংশে শোনে ও বোঝে? না, তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারা তার চেয়েও বেশি বিপথগামী।

---

১৫. নিজ উম্মতের প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মায়া-মমতা ছিল প্রচণ্ড। তার সতত কামনা ও চেষ্টা ছিল যারা কুফর ও শিরকের উপর জিদ ধরে বসে আছে, যেকোন প্রকারে তারাও ঈমান আনুক। তাদের কেউ ঈমান আনলে তিনি বড় খুশী হতেন। আর কেউ যদি ঈমান না আনত তবে তাঁর মনোবেদনার সীমা থাকত না। তাই কুরআন মাজীদ তাঁকে মাঝে মধ্যেই সান্ত্বনা দিয়েছে যে, আপনার দায়িত্ব তো সত্য কথা পৌঁছানো পর্যন্তই সীমিত। যারা নিজেদের মনের ইচ্ছাকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, যে কারণে আপনার কথা মানছে না, তাদের দায়-দায়িত্ব আপনার উপর অর্পিত হয়নি।

[৪]

৪৫. তুমি কি নিজ প্রতিপালকের (কুদরতের) প্রতি লক্ষ করনি যে, তিনি কিভাবে ছায়াকে সম্প্রসারিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে তা আপন স্থানে স্থির রাখতে পারতেন। অতঃপর আমি সূর্যকে তার পথনির্দেশক বানিয়ে দিয়েছি।

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ﴿۴۵﴾

৪৬. অতঃপর আমি অল্প-অল্প করে তাকে নিজের দিকে গুটিয়ে আনি।[১৬]

ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ﴿۴۶﴾

৪৭. তিনিই রাতকে তোমাদের জন্য করেছেন পোশাক-স্বরূপ এবং ঘুমকে শান্তিময়। আর দিনকে ফের উঠে দাঁড়ানোর মাধ্যম বানিয়েছেন।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ﴿۴۷﴾

৪৮. তিনিই নিজ রহমত (অর্থাৎ বৃষ্টি)-এর আগে বায়ু পাঠান (বৃষ্টির) সুসংবাদবাহীরূপে এবং আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি পবিত্র পানি–

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ﴿۴۸﴾

৪৯. তা দ্বারা মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করা এবং আমার সৃষ্ট বহু জীবজন্তু ও মানুষকে তা পান করানোর জন্য।

لِّنُحْيِۦَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ﴿۴۹﴾

---

১৬. এখান থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের কয়েকটি নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর প্রত্যেকটি নিদর্শনই আল্লাহ তাআলার তাওহীদের প্রমাণ বহন করে। চিন্তাশীল মাত্রই চিন্তা করলে বিষয়টি সহজেই বুঝতে পারবে। সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে রোদ ও ছায়ার পরিবর্তনের দিকে। এ পরিবর্তন মানব জীবনের জন্য অতীব জরুরী। পৃথিবীতে সর্বক্ষণ রোদ থাকলে যেমন মানব জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে, তেমনি সর্বদা ছায়া থাকলেও জীবনের সব ক্ষেত্রে দেখা দেবে মহা বিপর্যয়। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণার্থে উভয়টিকে এক চমৎকার নিয়ম-নিগড়ে বেঁধে দিয়েছেন। প্রতিদিন মানুষ ক্রমবৃদ্ধি ও ক্রমহ্রাস প্রক্রিয়ায় উভয়টিই পেয়ে থাকে। ভোরবেলা ছায়া থাকে সম্প্রসারিত। তারপর রোদের ক্রমবৃদ্ধির সাথে সাথে ছায়া ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকে। সূর্যকে ছায়ার পথনির্দেশক বানানোর অর্থ এটাই যে, সূর্য যত উপরে ওঠে ছায়া তত কমতে থাকে। এভাবে কমতে কমতে দুপুর সময়ে তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। যে বিষয়টাকে আল্লাহ পাক "নিজের দিকে গুটিয়ে আনি" বলে ব্যক্ত করেছেন। অতঃপর সূর্য যতই পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ে ছায়া ততই ধীরে ধীরে পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি সূর্যাস্তকালে তা পুরো দিগন্ত ঘিরে ফেলে। এভাবে ধীরে ধীরে রোদ ও ছায়ার এ পরিবর্তন মানুষ লাভ করে। ফলে অকস্মাৎ পরিবর্তনের ক্ষতি থেকে সে রক্ষা পায়।

وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۞

৫০. আমি মানুষের কল্যাণার্থে তাকে (অর্থাৎ পানিকে) আবর্তমান করে রেখেছি,[১৭] যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে, কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কোন কিছুতে সম্মত নয়।

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ۞

৫১. আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে এক স্বতন্ত্র সতর্ককারী (নবী) পাঠাতে পারতাম।

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ۞

৫২. সুতরাং (হে নবী!) তুমি কাফেরদের কথা শুনো না; বরং এ কুরআনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তিতে সংগ্রাম চালিয়ে যাও।

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ۞

৫৩. তিনিই দুই নদীকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, যার একটি মিষ্টি, তৃপ্তিকর এবং একটি লোনা, অত্যন্ত কটু। উভয়ের মাঝখানে রেখে দিয়েছেন এক আড়াল ও এমন প্রতিবন্ধক, যা (দুটির) কোনটি অতিক্রম করতে পারে না।[১৮]

---

১৭. 'পানিকে আবর্তমান করে রাখা' -এর এক অর্থ, আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে নিজ হেকমত অনুযায়ী এক বিশেষ অনুপাত ও সঙ্গতি রক্ষা করে পানি বণ্টন করে থাকেন। সেই সঙ্গে এ অর্থও হতে পারে যে, পানির মূল উৎস হল সাগর। সেখান থেকে আল্লাহ তাআলা মেঘের মাধ্যমে তা উপরে তুলে আনেন এবং বরফ আকারে পাহাড়-পর্বতে জমা করেন। তারপর সে পানি গলে গলে নদ-নদীতে পরিণত হয়। নদীর প্রবাহিত জলধারা দ্বারা মানুষ তাদের প্রয়োজন সমাধা করে। ফলে স্বচ্ছ ও পবিত্র পানি নষ্ট ও দূষিত হয়ে যায়। তারপর আবার তাদের ব্যবহৃত পানি নদী-নালা হয়ে সাগরে পতিত হয় এবং সাগরের পবিত্র জলরাশির সাথে মিশে তার সমস্ত ক্লেদ খতম হয়ে যায়। ফের সেই পানি মেঘের মাধ্যমে উপরে তুলে আনা হয়।

১৮. নদ-নদী ও সাগরের সঙ্গমস্থলে এ রকম দৃশ্য সকলেরই চোখে পড়ে। দুই রকম পানির স্রোতধারা পাশাপাশি ছুটে চলে, অথচ একটি আরেকটির সাথে মিশ্রিত হয় না। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাদের বৈশিষ্ট্য আলাদাভাবে চোখে পড়ে। এটাই সেই বিস্ময়কর প্রতিবন্ধ, যা উভয়ের কোনটিকে অন্যটির সীমানা ভেদ করতে দেয় না।

৫৪. তিনিই পানি দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে বংশগত ও বৈবাহিক আত্মীয়তা দান করেছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ؕ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ﴿۵۴﴾

৫৫. তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন সব বস্তুর ইবাদত করছে, যা তাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং অপকারও নয়। বস্তুত কাফের ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের বিরোধিতা করতেই বদ্ধপরিকর।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ؕ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ﴿۵۵﴾

৫৬. (হে নবী!) আমি তো তোমাকে অন্য কোন কাজের জন্য নয়, কেবল এজন্যই পাঠিয়েছি যে, তুমি মানুষকে সুসংবাদ দেবে ও সতর্ক করবে।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿۵۶﴾

৫৭. বলে দাও, আমি এ কাজের জন্য তোমাদের থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না। তবে যে ইচ্ছা করে, সে তার প্রতিপালকের কাছে পৌঁছার পথ অবলম্বন করুক (সেটাই হবে আমার প্রতিদান)।

قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿۵۷﴾

৫৮. তুমি নির্ভর কর সেই সত্তার উপর, যিনি চিরঞ্জীব এবং তাঁরই প্রশংসার সাথে তাসবীহ আদায় করতে থাক। নিজ বান্দাদের গোনাহের খবর রাখার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ؕ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۚۙ ﴿۵۸﴾

৫৯. যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তারপর তিনি আরশে 'ইসতিওয়া'[১৯] গ্রহণ করেছেন।

اَلَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ

---

১৯. 'ইসতিওয়া'-এর আভিধানিক অর্থ সোজা হওয়া, দৃঢ়ভাবে আসীন হওয়া। আরশে আল্লাহ তাআলার 'ইসতিওয়া গ্রহণ' –এর ব্যাখ্যা কি এবং তা কিভাবে হয়ে থাকে, আমাদের সীমিত

ٱلرَّحۡمَٰنُ فَسۡـَٔلۡ بِهِۦ خَبِيرٗا ﴿٥٩﴾

তিনি 'রহমান'। তাঁর মহিমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর এমন কাউকে, যে জানে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسۡجُدُواْ لِلرَّحۡمَٰنِ قَالُواْ وَمَا
ٱلرَّحۡمَٰنُ أَنَسۡجُدُ لِمَا تَأۡمُرُنَا وَزَادَهُمۡ نُفُورٗا۩ ﴿٦٠﴾

৬০. তাদেরকে যখন বলা হয়, 'রহমান'কে সিজদা কর, তারা বলে, রহমান কী? তুমি যে-কাউকে সিজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সিজদা করব?[২০] এতে তারা আরও বেশি বিমুখ হয়ে পড়ে।

[৫]

تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجٗا وَجَعَلَ
فِيهَا سِرَٰجٗا وَقَمَرٗا مُّنِيرٗا ﴿٦١﴾

৬১. মহিমময় সেই সত্তা, যিনি আকাশে 'বুরূজ'[২১] বানিয়েছেন এবং তাতে এক উজ্জ্বল প্রদীপ ও আলো বিস্তারকারী চাঁদ সৃষ্টি করেছেন।

وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ خِلۡفَةٗ لِّمَنۡ أَرَادَ
أَن يَذَّكَّرَ أَوۡ أَرَادَ شُكُورٗا ﴿٦٢﴾

৬২. এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি রাত ও দিনকে পরস্পরের অনুগামী করে সৃষ্টি করেছেন– (কিন্তু এসব বিষয় উপকারে আসে কেবল) সেই ব্যক্তির জন্য, যে উপদেশ গ্রহণের ইচ্ছা রাখে কিংবা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চায়।

وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا ﴿٦٣﴾

৬৩. রহমানের বান্দা তারা, যারা ভূমিতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞলোক যখন তাদেরকে লক্ষ করে (অজ্ঞতাসুলভ)

জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা তা বোঝা সম্ভব নয়। তা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত। সূরা আলে-ইমরানের শুরুতে যে 'মুতাশাবিহাত'-এর কথা বলা হয়েছে, এটা তার অন্যতম। সুতরাং আয়াতে যতটুকু বলা হয়েছে ততটুকুর প্রতি ঈমান রাখাই যথেষ্ট। এর স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা বৃথা। বৃথা চেষ্টায় রত না হওয়াই ভালো।

২০. মক্কার মুশরিকগণ আল্লাহ তাআলার সত্তায় বিশ্বাসী ছিল বটে, কিন্তু তারা তাঁর 'রহমান' নামকে স্বীকার করত না। তাই যখন এ নামে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা হত, তারা চরম ধৃষ্টতার সাথে এ পবিত্র নামকে প্রত্যাখ্যান করত।

২১. বুরূজ শব্দটি বুর্জ (بُرْجٌ) -এর বহুবচন। আয়াতে এর বিভিন্ন অর্থ করার অবকাশ আছে, যেমন (ক) তারকারাজি; (খ) মহাকাশের বিভিন্ন এলাকা, যাকে জ্যোতির্বিদগণ বুরূজ বা কক্ষপথ নামে অভিহিত করে থাকে; (গ) এটাও সম্ভব যে, বুরূজ বলতে নভোমণ্ডলীয় এমন কিছু সৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত যা মানুষের নজরে আসেনি।

কথা বলে, তখন তারা শান্তিপূর্ণ কথা[২২] বলে।

৬৪. এবং যারা রাত অতিবাহিত করে নিজ প্রতিপালকের সামনে (কখনও) সিজদারত অবস্থায় এবং (কখনও) দণ্ডায়মান অবস্থায়।

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾

৬৫. এবং যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! জাহান্নামের আযাব আমাদের থেকে দূরে রাখুন। নিশ্চয়ই তার আযাব এমনই ধ্বংস, যা থাকে সদা সংলগ্ন।

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

৬৬. নিশ্চয়ই তা কারও অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হওয়ার জন্য অতি নিকৃষ্ট জায়গা।

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٦٦﴾

৬৭. এবং যারা ব্যয় করার সময় না করে অপব্যয় এবং না করে কার্পণ্য; বরং তাদের পন্থা হল (বাড়াবাড়ি ও সংকীর্ণতার) মধ্যবর্তী ভারসাম্যমান পন্থা।

وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

৬৮. এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন মাবুদের ইবাদত করে না এবং আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন, তাকে অন্যায়ভাবে বধ করে না এবং তারা ব্যভিচার করে না। যে ব্যক্তিই এরূপ করবে তাকে তার গোনাহের শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

---

২২. অর্থাৎ, তারা অজ্ঞজনদের কটু কথা ও গালিগালাজের জবাব মন্দ কথা দ্বারা দেয় না; বরং ভদ্রোচিত ভাষায় দিয়ে থাকে।

يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

৬৯. কিয়ামতের দিন তার শাস্তি বৃদ্ধি করে দ্বিগুণ করা হবে এবং সে লাঞ্ছিত অবস্থায় তাতে সদা-সর্বদা থাকবে।[২৩]

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٠﴾

৭০. তবে কেউ তাওবা করলে, ঈমান আনলে এবং সৎকর্ম করলে, আল্লাহ এরূপ লোকদের পাপরাশিকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন।[২৪] আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

৭১. এবং যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে মূলত আল্লাহর দিকে যথাযথভাবে ফিরে আসে।

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

৭২. এবং (রহমানের বান্দা তারা) যারা অন্যায় কাজে শামিল হয় না[২৫] এবং যখন কোন বেহুদা কার্যকলাপের নিকট দিয়ে যায়, তখন আত্মসম্মান বাঁচিয়ে যায়।[২৬]

---

২৩. এর দ্বারা কাফের ও মুশরিকদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা মুমিনগণ জাহান্নামের স্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে না। তাদেরকে যদি তাদের গুনাহের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়, তবে সে শাস্তি ভোগের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে।

২৪. অর্থাৎ, কাফের অবস্থায় তারা যেসব পাপ কাজ করেছে তাদের আমলনামা থেকে তা মুছে ফেলা হবে এবং ইসলাম গ্রহণোত্তর নেক কাজসমূহ তদস্থলে ঠাঁই পাবে।

২৫. কুরআন মাজীদে এস্থলে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে زُوْر (যূর), যার আভিধানিক অর্থ মিথ্যা। তাছাড়া যে-কোন ভ্রান্ত ও অন্যায় কাজকেও 'যূর' বলে। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যেখানে কোন অন্যায় ও অবৈধ কাজ হয়, আল্লাহর নেক বান্দাগণ তাতে জড়িত হয় না। আবার এ অর্থও করা যেতে পারে যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।

২৬. অর্থাৎ, তারা যেমন বেহুদা ও অহেতুক কাজে শরীক হয় না, তেমনি যারা সে কাজে জড়িত, তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করে না; বরং তারা মন্দ কাজকে মন্দ জেনে নিজের মান রক্ষা করে সেখান থেকে চলে যায়।

وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾

৭৩. এবং যখন তাদের প্রতিপালকের আয়াত দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়, তখন তারা বধির ও অন্ধরূপে তার উপর পতিত হয় না।[২৭]

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿٧٤﴾

৭৪. এবং যারা (এই) বলে (দোয়া করে) যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের পক্ষ হতে দান কর নয়নপ্রীতি এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানাও।[২৮]

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ﴿٧٥﴾

৭৫. এরাই তারা, যাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদ দেওয়া হবে এবং সেখানে শুভেচ্ছা ও সালামের সাথে তাদের অভ্যর্থনা করা হবে।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٧٦﴾

৭৬. তারা তাতে স্থায়ী জীবন লাভ করবে। কারও অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা অতি উত্তম জায়গা।

---

২৭. এর দ্বারা মুনাফিকদেরকে কটাক্ষ করা হয়েছে। তারা আল্লাহ তাআলার আয়াত শুনে বাহ্যত তার প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করত এবং তার সামনে এমন বিনীত ভাব দেখাত, মনে হত যেন উপুড় হয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা শুনতে তারা মোটেই আগ্রহী ছিল না। সে দিক থেকে তারা চোখ-কান বন্ধ করে অন্ধ ও বধির সদৃশ হয়ে যেত। ফলে কুরআনের আয়াত দ্বারা তারা উপকৃত হতে পারত না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাগণ কুরআনের আয়াতসমূহকে আন্তরিক আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে নেয়। তার বিষয়বস্তু মন দিয়ে শোনে এবং তা যে সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চোখ-কান খোলা রেখে তা বোঝার ও হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে।

২৮. সাধারণত পিতা তার পরিবারবর্গের নেতা হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদ তাকে এ দোয়া শিক্ষা দিচ্ছে। এর সারমর্ম হল, হে আল্লাহ! পিতা ও স্বামী হিসেবে আমি যখন স্ত্রী ও সন্তানদের নেতা, তখন আপনি আমার স্ত্রী-সন্তানদেরকে মুত্তাকী বানিয়ে দিন, যাতে আমি নেতা হই মুত্তাকীদের এবং তারা হয় আমার জন্য নয়নপ্রীতিকর। এর বিপরীতে আমি না হই ফাসেক ও পাপীদের নেতা, যারা আমার জন্য আযাব না হয়ে দাঁড়ায়। যারা নিজ পরিবারবর্গের আচার-আচরণে অতিষ্ঠ, তাদের নিয়মিতভাবে এ দোয়াটি করা উচিত।

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝٧٧

৭৭. (হে রাসূল! মানুষকে) বলে দাও, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে না ডাকলে তার কিছুই আসে যায় না।[২৯] আর (হে কাফেরগণ!) তোমরা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করেছ। অচিরেই এ প্রত্যাখ্যান তোমাদের গললগ্ন হয়ে যাবে।

---

২৯. এটা বলা হচ্ছে যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগী করে তাদেরকে লক্ষ করে। বলা হচ্ছে যে, তোমরা যদি আল্লাহ তাআলার অভিমুখী না হতে এবং তাঁর ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে, তবে আল্লাহ তাআলারও তাতে কিছু আসত যেত না, তিনি এর কোন পরওয়া করতেন না। কিন্তু দয়াময় আল্লাহর প্রকৃত বান্দাগণ, যারা তাঁর ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকে এবং যারা উপরে বর্ণিত সৎকর্মসমূহ আঞ্জাম দেয়, তারা হবে উৎকৃষ্ট পরিণামের অধিকারী, যার যিম্মাদার আল্লাহ তাআলা নিজেই। তারপর কাফেরদেরকে লক্ষ করে বলা হয়েছে, তোমরা যখন এ মূলনীতি জানতে পারলে এবং তারপরও সত্য প্রত্যাখ্যানের নীতিতেই অটল থাকলে, তখন জেনে রেখ, আল্লাহ তাআলার অনুগত বান্দাদের মত পরিণাম তোমাদের হতে পারে না। তোমাদের এ কর্মকাণ্ড তোমাদের গলার কাঁটা হয়ে যাবে এবং পরিশেষে আখেরাতের আযাবরূপে তোমাদেরকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরবে যে, তার থেকে মুক্তিলাভ কখনও সম্ভব হবে না।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ১২ রবিউস সানী ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ৩০ এপ্রিল ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ সূরা ফুরকানের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। স্থান করাচি, রোজ সোমবার। (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৪ রজব ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৭ জুন ২০১০ খ্রিস্টাব্দ)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

সূরা শুআরা পরিচিতি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর একটি বর্ণনা অনুযায়ী এ সূরাটি সূরা ওয়াকিআর পর নাযিল হয়েছে। এটা ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবনের সেই পর্ব, যখন মক্কার কাফেরগণ তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রমের চরম বিরোধিতা করছিল এবং তাঁকে উত্যক্ত করার মানসে নিজেদের পসন্দমত মুজিযা দেখানোর দাবি জানাচ্ছিল। এহেন পরিস্থিতিকে এক দিকে যেমন সান্ত্বনাবাণীর মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোবলকে জাগ্রত করার দরকার ছিল, তেমনি দরকার ছিল কাফেরদের হঠকারিতাপূর্ণ দাবি-দাওয়ার জবাব দেওয়া। আল্লাহ তাআলা এ সূরার মাধ্যমে উভয়বিধ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনাও দিয়েছেন, সেই সঙ্গে কাফেরদের দাবি-দাওয়ারও জবাব দিয়েছেন।

তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে যে, বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার কুদরতের অগণ্য নিদর্শন বিরাজ করছে। অন্তরে যদি ন্যায়নিষ্ঠতা থাকে এবং থাকে সত্য জানার আগ্রহ, তবে এসব নিদর্শনের প্রতিই লক্ষ কর না! আল্লাহ তাআলার তাওহীদকে প্রমাণ করার জন্য এর যে-কোনও একটিই যথেষ্ট। এর বাইরে আর কোন নিদর্শন খোঁজার দরকার পড়ে না। প্রসঙ্গক্রমে পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও তার উম্মতসমূহের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে দেখানো হয়েছে যে, সেসব জাতিও পসন্দমত মুজিযা দাবি করেছিল এবং তাদেরকে তা দেখানোও হয়েছিল, কিন্তু তারপরও তারা ঈমান আনেনি। পরিণামে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল। এটাই আল্লাহ তাআলার নিয়ম, নিজেদের চেয়ে নেওয়া মুজিযা দেখানোর পরও যদি কোন সম্প্রদায় ঈমান না আনে, তবে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। সে কারণেই মক্কার কাফেরদেরকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, তারা নিত্য-নতুন মুজিযা চাওয়ার পরিবর্তে তাওহীদ ও রিসালাতের এমনিতেই যেসব নিদর্শন আছে, তাতে নজর বুলাক এবং তার দাবি অনুযায়ী ঈমান আনুক, তাহলে ধ্বংস থেকে বেঁচে যাবে।

মক্কার কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনও অতীন্দ্রিয়বাদী বলত, কখনও যাদুকর এবং কখনও কবি নামে অভিহিত করত। সূরার শেষ দিকে এসব অভিযোগ চূড়ান্তভাবে রদ করা হয়েছে এবং অতীন্দ্রিয়বাদী, যাদুকর ও কবিদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এসব বৈশিষ্ট্যের কোনওটিই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও তাঁকে এসব নামে অভিহিত করার কী কারণ থাকতে পারে? সূরাটির ২২৭ নং আয়াতে শুআরা অর্থাৎ কবিশ্রেণীর বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হওয়ায় এ সূরার নামই রেখে দেওয়া হয়েছে 'শুআরা'।

২৬ – সূরা শুআরা – ৪৭

سُوْرَةُ الشُّعَرَآءِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ২২৭; রুকূ ১১

اٰيَاتُهَا ٢٢٧ رُكُوْعَاتُهَا ١١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. তোয়া-সীম-মীম।[১]

طٰسٓمّٓ ①

২. এগুলি সত্যকে সুস্পষ্টকারী কিতাবের আয়াত।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ②

৩. (হে রাসূল!) তারা ঈমান (কেন) আনছে না, এই দুঃখে হয়ত তুমি আত্মবিনাশী হয়ে যাবে!

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ③

৪. আমি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করতাম, ফলে তার সামনে তাদের ঘাড় নুয়ে যেত।[২]

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ④

৫. (তাদের অবস্থা তো এই যে,) তাদের সামনে দয়াময় আল্লাহর পক্ষ হতে যখনই নতুন কোন উপদেশ আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ⑤

৬. এভাবে তারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, অচিরেই তার প্রকৃত সংবাদ তাদের কাছে এসে যাবে।

فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑥

---

১. সূরা বাকারায় শুরুতে বলা হয়েছিল যে, বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে যে বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে, তাকে 'আল-হুরূফুল মুকাত্তাআত' বলে। এর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না।

২. অর্থাৎ, তাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করাটা আল্লাহ তাআলার পক্ষে কিছু কঠিন ছিল না। কিন্তু এ দুনিয়ায় মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্য তো এ নয় যে, তাদেরকে জবরদস্তিমূলকভাবে মুমিন বানানো হবে। বরং মানুষের কাছে দাবি হল, কোন রকম জোর-জবরদস্তি ছাড়াই তারা নিজ বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে এবং নিদর্শনাবলীর মধ্যে চিন্তা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঈমান আনুক। তারা এরূপ করে কিনা সে পরীক্ষার জন্যই আল্লাহ তাআলা মানুষকে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

৭. তারা কি ভূমির প্রতি লক্ষ্য করেনি, আমি তাতে সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট বস্তু হতে কত কিছু উৎপন্ন করেছি?

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧

৮. নিশ্চয়ই এসবের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণের উপকরণ আছে। তথাপি তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝٨

৯. নিশ্চিত জেন তোমার প্রতিপালক– তিনিই ক্ষমতারও মালিক, পরম দয়ালুও।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝٩

[১]

১০. সেই সময়ের বৃত্তান্ত শোন, যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডেকে বলেছিলেন, তুমি ওই জালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাও–

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝١٠

১১. ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে। তাদের অন্তরে কি আল্লাহর ভয় নেই?

قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ۝١١

১২. মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার আশঙ্কা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝١٢

১৩. আমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে এবং আমার জিহ্বাও স্বচ্ছন্দে চলে না। সুতরাং হারূনের কাছেও (নবুওয়াতের) বার্তা পাঠান।

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ۝١٣

১৪. আর আমার বিরুদ্ধে তো তাদের একটা অভিযোগও আছে।[৩] তাই আমার ভয়, তারা আমাকে হত্যা করে না বসে।

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝١٤

কাজেই তারা যদি ঈমান না আনে, তবে ক্ষতি তাদেরই। সেজন্য আপনার এতটা দুঃখ কাতর হওয়া উচিত নয় যে, আপনি একেবারে আত্মনাশী হয়ে পড়বেন।

৩. একবার এক কিবতী এক ইসরাঈলীর উপর জুলুম করছিল। ঘটনাটি হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সামনে পড়ে যায়। তিনি মজলুমকে বাঁচানোর জন্য জালেমকে একটি ঘুষি মারেন।

قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ﴿۱۵﴾

১৫. আল্লাহ বললেন, কখনও নয়। তোমরা আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে যাও। নিশ্চিত থাক, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সবকিছু শুনতে থাকব।

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۶﴾

১৬. সুতরাং তোমরা ফেরাউনের কাছে যাও এবং বল, আমরা দু'জন রাব্বুল আলামীনের রাসূল।

اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿۱۷﴾

১৭. (আমরা এই বার্তা নিয়ে এসেছি যে,) তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে যেতে দাও।[৪]

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّ لَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ﴿۱۸﴾

১৮. ফেরাউন (একথার উত্তরে হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে) বলল, তুমি যখন একেবারেই শিশু ছিলে তখন কি আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে রেখে লালন-পালন করিনি?[৫] তুমি তো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মাঝে থেকেই কাটিয়েছ।

সেই এক ঘুষিতে লোকটির মৃত্যু হয়ে যায়। ফলে তার উপর স্থানীয় কিবতীকে হত্যা করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। আয়াতের ইশারা সে দিকেই। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সামনে সূরা কাসাস (সূরা নং ২৮)-এ আসছে।

৪. বনী ইসরাঈল অর্থ ইসরাঈলের বংশধর। ইসরাঈল হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আরেক নাম। তাঁর বংশধরগণকেই বনী ইসরাঈল বলা হয়। তারা ফিলিস্তিনের কানআন এলাকায় বাস করত। কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন মিসরের শাসনক্ষমতা লাভ করেন, তখন তিনি তাঁর খান্দান তথা বনী ইসরাঈলের সকলকে মিসরে নিয়ে যান। সেখানে তারা দীর্ঘকাল বসবাস করে। সূরা ইউসুফে এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম দিকে তো তারা সম্মান ও শান্তির সাথেই বসবাস করছিল। কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পর পরিস্থিতির ক্রম অবনতি ঘটে। এক পর্যায়ে মিসরের রাজাগণ, যাদেরকে ফেরাউন বলা হত, তাদেরকে দাসরূপে ব্যবহার করতে শুরু করে এবং তাদের প্রতি নানা রকম জুলুম-নির্যাতন চালাতে থাকে।

৫. সূরা তোয়াহায় (২০ : ৩৯) এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِىْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯. আর যে কাণ্ড তুমি করেছিলে সে তো করেছই।[৬] বস্তুত তুমি একজন অকৃতজ্ঞ লোক।

قَالَ فَعَلْتُهَاۤ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. মুসা বলল, আমি সে কাজটি এমন অবস্থায় করেছিলাম যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ।[৭]

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِىْ رَبِّىْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢١﴾

২১. অতঃপর আমি যখন তোমাদেরকে ভয় করলাম, তখন তোমাদের থেকে পালিয়ে গেলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাকে হেকমত দান করলেন এবং আমাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।[৮]

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٢﴾

২২. আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের খোঁটা দিচ্ছ, তার স্বরূপ তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাস বানিয়ে রেখেছ।

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. ফেরাউন বলল, রাব্বুল আলামীন আবার কী?

قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. মুসা বলল, তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক– যদি তোমাদের বাস্তবিকই বিশ্বাস করার থাকে।

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. ফেরাউন তার আশপাশের লোকদেরকে বলল, তোমরা শুনছ কি না?

---

৬. পূর্বে ৩নং টীকায় যে ঘটনার কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে এ ইঙ্গিত তারই প্রতি।

৭. অর্থাৎ, একটা মাত্র ঘুষিতেই লোকটা মারা যাবে সে কথা আমার জানা ছিল না।

৮. কিবতী হত্যার কারণে হুলিয়া জারি হলে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম পালিয়ে মাদইয়ান চলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে তাকে নবুওয়াত দান করা হয়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সামনে সূরা কাসাস (সূরা নং ২৮)-এ আসছে।

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. মুসা বলল, তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।

قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٢٧﴾

২৭. ফেরাউন বলল, তোমাদের এই রাসূল, যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, একেবারেই উন্মাদ![৯]

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. মুসা বলল, তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রতিপালক এবং এ দুয়ের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুরও- যদি তোমরা বুদ্ধির সদ্ব্যবহার কর।

قَالَ لَىِٕنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. সে বলল, মনে রেখ, তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বলে স্বীকার কর, তবে আমি তোমাকে অবশ্যই যারা জেলে পড়ে আছে, তাদের অন্তর্ভুক্ত করব।

قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾

৩০. মুসা বলল, আমি যদি এমন কোন জিনিস তোমার নিকট উপস্থিত করি, যা সত্যকে পরিস্ফুট করে দেয়, তবে?

قَالَ فَاْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. ফেরাউন বলল, তাই হোক, তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে সেই জিনিস উপস্থিত কর।

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٢﴾

৩২. সুতরাং মুসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল, তৎক্ষণাৎ তা সাক্ষাৎ অজগর হয়ে গেল।

---

৯. ফেরাউন যে প্রশ্ন করেছিল তার সারমর্ম ছিল, 'রাব্বুল আলামীন' এর স্বরূপ কী, তা ব্যাখ্যা কর। আর হযরত মুসা আলাইহিস সালামের দেওয়া উত্তরের সারমর্ম হল, আল্লাহ তাআলার সত্তা কেমন, তাঁর স্বরূপ কী, তা জানা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। হাঁ, তাঁকে চেনা যায় তাঁর সিফাত বা গুণাবলীর দ্বারা। তাই হযরত মুসা আলাইহিস সালাম উত্তরে আল্লাহ তাআলার সিফাতই উল্লেখ করেছেন। তা শুনে ফেরাউন মন্তব্য করল, এ লোকটা বদ্ধ পাগল। প্রশ্ন করেছি কী, আর উত্তর দেয় কী! প্রশ্ন ছিল স্বরূপ সম্পর্কে, কিন্তু উত্তরে তাঁর গুণ বর্ণনা করছে।

৩৩. এবং সে তার হাত (বগলের ভেতর থেকে) টেনে বের করল, অমনি তা দর্শকদের সামনে সাদা হয়ে গেল।[১০]

وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۝٣٣

[২]

৩৪. ফেরাউন তার আশপাশের নেতৃবর্গকে বলল, নিশ্চয়ই সে একজন সুদক্ষ যাদুকর।

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ۝٣٤

৩৫. সে তার যাদুবলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে উৎখাত করতে চায়। এবার বল, তোমাদের অভিমত কী?

يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ۝٣٥

৩৬. তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিছুটা সময় দিন এবং নগরে-নগরে সংবাদবাহক পাঠিয়ে দিন–

قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۝٣٦

৩৭. যারা যত সুদক্ষ যাদুকর আছে, তাদেরকে আপনার কাছে নিয়ে আসবে (তারপর মুসা ও তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হোক)।

يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ۝٣٧

৩৮. সুতরাং এক দিন সুনির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদের একত্র করা হল।

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝٣٨

৩৯. এবং মানুষকে বলা হল, তোমরা সমবেত হচ্ছ তো?

وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ۝٣٩

৪০. হয়ত আমরা যাদুকরদের অনুগামী হতে পারব– যদি তারাই জয়ী হয়।

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۝٤٠

৪১. তারপর যখন যাদুকরগণ আসল, তখন তারা ফেরাউনকে বলল, এটা তো নিশ্চিত যে, আমরা বিজয়ী হলে আমাদের জন্য কোন পুরস্কার থাকবে?

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ۝٤١

---

১০. 'সাদা হয়ে গেল' মানে উজ্জ্বল হয়ে গেল।

২৬

সূরা শুআরা

قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. ফেরাউন বলল, হাঁ এবং তখন তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্টজনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰۤى اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. মুসা যাদুকরদেরকে বলল, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর।

فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. তখন তারা তাদের রশি ও লাঠি মাটিতে ফেলে দিল[১১] এবং বলল, ফেরাউনের ইজ্জতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হব।

فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. অতঃপর মুসা নিজ লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করল। অমনি তা (অজগর হয়ে) তারা মিছামিছি যা তৈরি করেছিল তা গ্রাস করতে লাগল।

فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. অনন্তর যাদুকরদেরকে সিজদায় পাতিত করা হল।[১২]

قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. তারা বলতে লাগল, আমরা ঈমান আনলাম রাব্বুল আলামীনের প্রতি-

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. যিনি মুসা ও হারূনের প্রতিপালক।

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

৪৯. ফেরাউন বলল; আমি অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা মুসার প্রতি ঈমান আনলে? বোঝা গেল, সে তোমাদের সকলের গুরু, যে তোমাদেরকে যাদু

---

১১. সূরা তোয়াহায় (২০ : ৬৬) বর্ণিত হয়েছে, যাদুকরগণ যে রশি ও লাঠিগুলো নিক্ষেপ করেছিল, তাদের যাদুর কারসাজিতে হঠাৎ মনে হচ্ছিল, যেন তা দৌড়াদৌড়ি করছে।

১২. লক্ষ্য করার বিষয় হল, কুরআন মাজীদ এস্থলে 'তারা সিজদায় পতিত হল' না বলে, ভাষা ব্যবহার করেছে 'তাদেরকে সিজদায় পাতিত করা হল'। এটা করা হয়েছে এজন্য যে, এর দ্বারা তাদের সিজদার প্রকৃতির দিকে ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা এমনিতেই সিজদা করেনি। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের মুজিযাই তাদেরকে সিজদা করিয়েছে। সে মুজিযা এতই শক্তিশালী ছিল যে, তার প্রভাবে তারা সিজদা করতে বাধ্য হয়ে যায়।

فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٩﴾

শিক্ষা দিয়েছে। ঠিক আছে, তোমরা এখনই জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের এক দিকের হাত ও অন্য দিকের পা কেটে ফেলব এবং তোমাদের সকলকে শূলে চড়িয়ে ছাড়ব।

قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۡ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. যাদুকরগণ বলল, আমাদের কোন ক্ষতি নেই। আমরা বিশ্বাস করি, আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাব।

اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَاۤ اَنْ كُنَّاۤ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥١﴾

৫১. আমরা আশা করি, আমাদের প্রতিপালক এ কারণে আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন যে, আমরা সকলের আগে ঈমান এনেছি।

[৩]

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْۤ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. আমি মুসার কাছে ওহী পাঠালাম, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে তুমি রাতারাতি রওয়ানা হয়ে যাও। তোমাদের কিন্তু অবশ্যই পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।

فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. অতঃপর ফেরাউন শহরে শহরে সংবাদবাহক পাঠিয়ে দিল–

اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. (এই বলে যে,) তারা (অর্থাৎ বনী ইসরাঈল) ছোট্ট একটা দলের অল্পকিছু লোক।

وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. নিশ্চয়ই তারা আমাদের অন্তর জ্বালিয়ে দিয়েছে!

وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. আর আমরা সকলে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে রেখেছি (সুতরাং সকলে সম্মিলিতভাবে তাদের পশ্চাদ্ধাবন কর)।

৫৭. এভাবে আমি তাদেরকে বের করে আনলাম উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ হতে–

فَاَخۡرَجۡنٰهُمۡ مِّنۡ جَنّٰتٍ وَّ عُیُوۡنٍ ﴿۵۷﴾

৫৮. এবং ধনভাণ্ডার ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহ থেকে।

وَّ کُنُوۡزٍ وَّ مَقَامٍ کَرِیۡمٍ ﴿۵۸﴾

৫৯. এ রকমই হয়েছিল তাদের ব্যাপার। আর (অন্য দিকে) আমি বনী ইসরাঈলকে বানিয়ে দিলাম এসব জিনিসের উত্তরাধিকারী।[১৩]

کَذٰلِکَ ؕ وَ اَوۡرَثۡنٰهَا بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ ﴿۵۹﴾

৬০. সারকথা সূর্যোদয় মাত্রই তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ল।

فَاَتۡبَعُوۡهُمۡ مُّشۡرِقِیۡنَ ﴿۶۰﴾

৬১. তারপর যখন উভয় দল একে অন্যকে দেখতে পেল, তখন মুসার সঙ্গীগণ বলল, এখন আমরা নির্ঘাত ধরা পড়ব।[১৪]

فَلَمَّا تَرَآءَ الۡجَمۡعٰنِ قَالَ اَصۡحٰبُ مُوۡسٰۤی اِنَّا لَمُدۡرَکُوۡنَ ﴿۶۱﴾

---

১৩. এর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ১৩৭)-এর টীকা। [এর দুই অর্থ হতে পারে (ক) ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় উদ্যানরাজি, প্রস্রবণ ইত্যাদি পার্থিব যে নেয়ামতরাজী ভোগ করছিল এবং শেষ পর্যন্ত যা পেছনে ফেলে গিয়ে সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল, অনুরূপ নেয়ামত পরবর্তীকালে আমি বনী ইসরাঈলকে দান করেছিলাম। তারা শামের বরকতপূর্ণ ভূমিতে এসব নেয়ামতের অধিকারী হল। (খ) কোন কোন মুফাসসিরের মতে বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনী সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সম্পদেরই উত্তরাধিকারী করা হয়েছিল। অর্থাৎ তাদের নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী ইসরাঈল মিসরে প্রত্যাবর্তন করে সেখানে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। আর ঐতিহাসিকভাবে এটা প্রমাণিত না হলেও আরও পরে মিসর যখন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়, তখন প্রকারান্তরে তা বনী ইসরাঈলেরই অধিকারে আসে। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তো বনী ইসরাঈলেরই নবী ও বাদশাহ ছিলেন। –অনুবাদক, তাফসীরে উসমানীর বরাতে, দেখুন সূরা আরাফ ৭ : ১৩৭; সূরা শুআরা (২৬ : ৫৯) ও সূরা দুখান (৪৪ : ২৮)-এর টীকাসমূহ]।

১৪. হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে চলতে থাকলেন। এক পর্যায়ে তাদের সামনে সাগর বাধা হয়ে দাঁড়াল। অপর দিকে ফেরাউনও তার বাহিনী নিয়ে তাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গীগণ উপলব্ধি করল এখন আর বাঁচার কোন পথ নেই। হতাশ হয়ে তারা বলে উঠল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।

قَالَ كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾

৬২. মুসা বলল, কখনও নয়। আমার সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই আমার প্রতিপালক আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾

৬৩. সুতরাং আমি মুসার কাছে ওহী পাঠালাম, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত কর। ফলে সাগর বিদীর্ণ হল এবং প্রত্যেক ভাগ বড় পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে গেল।[১৫]

وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾

৬৪. অন্য দলটিকেও আমি সেথায় উপনীত করলাম।[১৬]

وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾

৬৫. এবং মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে রক্ষা করলাম।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٦٦﴾

৬৬. তারপর অন্যদেরকে করলাম নিমজ্জিত।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾

৬৭. নিশ্চয় এসব ঘটনার ভেতর শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ রয়েছে। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

৬৮. নিশ্চিত জেন, তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾

৬৯. (হে নবী!) তাদেরকে শোনাও ইবরাহীমের বৃত্তান্ত।

---

১৫. আল্লাহ তাআলা পানিকে কয়েক ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগকে পাহাড়ের মত উঁচু করে দিলেন। ফলে তার ফাঁকে ফাঁকে শুকনো পথ তৈরি হয়ে গেল।

১৬. ফেরাউনের বাহিনী সাগরের বুকে রাস্তা দেখতে পেয়ে মনে করল তারাও তা দিয়ে পার হয়ে যাবে। যেই না তারা মধ্য সাগরে পৌছল, আল্লাহ তাআলা সাগরকে তার আসল অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। ফলে ফেরাউন গোটা বাহিনীসহ তাতে ডুবে মরল। এ ঘটনা সূরা ইউনুসে (১০ : ৯১, ৯২) বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

[৪]

৭০. যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কিসের ইবাদত কর।

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. তারা বলল, আমরা প্রতিমাদের ইবাদত করি এবং তাদেরই সামনে ধর্ণা দিয়ে থাকি।

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴿٧١﴾

৭২. ইবরাহীম বলল, তোমরা যখন তাদেরকে ডাক, তখন তারা কি তোমাদের কথা শোনে?

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩. কিংবা তারা কি তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে?

أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾

৭৪. তারা বলল, আসল কথা হল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এমনই করতে দেখেছি।

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫. ইবরাহীম বলল, তোমরা কি কখনও গভীরভাবে লক্ষ করে দেখছ তোমরা কিসের ইবাদত করছ?

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদাগণ?

أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭. এরা সব আমার শত্রু– এক রাব্বুল আলামীন ছাড়া।

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾

৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনিই আমার পথপ্রদর্শন করেন।

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾

৭৯. এবং আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾

৮০. এবং আমি যখন পীড়িত হই, আমাকে শেফা দান করেন।[১৭]

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

১৭. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আদব-কায়দা লক্ষ্য করুন। অসুস্থতাকে তো নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলছেন 'আমি পীড়িত' হই। কিন্তু আরোগ্য দানকে আল্লাহ তাআলার কাজরূপে উল্লেখ করে বলেন, 'তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন'। এর দ্বারা এদিকেও ইশারা হতে পারে যে, রোগ-ব্যাধি মানুষের কোন ত্রুটির কারণে হয়ে থাকে আর শেফা সরাসরি আল্লাহ তাআলার দান।

وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ﴿٨١﴾

৮১. এবং যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, ফের আমাকে জীবিত করবেন।

وَالَّذِيْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٨٢﴾

৮২. এবং যার কাছে আমি আশা রাখি, হিসাব-নিকাশের দিন তিনি আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন।

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে হেকমত দান করুন এবং আমাকে নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. এবং পরবর্তীকালীন লোকদের মধ্যে আমার পক্ষে এমন রসনা সৃষ্টি করুন, যা আমার সততার সাক্ষ্য দেবে।

وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿٨٥﴾

৮৫. এবং আমাকে সেই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা হবে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের অধিকারী।

وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই তিনি পথভ্রষ্টদের একজন।[১৮]

وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. এবং আমাকে সেই দিন লাঞ্ছিত করবেন না, যে দিন মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. যে দিন কোন অর্থ-সম্পদ কাজে আসবে না এবং সন্তান-সন্ততিও না।

اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾

৮৯. তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে সুস্থ মন নিয়ে (সে মুক্তি পাবে)।

---

১৮. সূরা মারইয়ামে (১৯ : ৪৭) গেছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পিতার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন, তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবেন। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা আসল এবং তিনি জানতে পারলেন, পিতা কখনও ঈমান আনবে না, তখন তিনি ক্ষান্ত হয়ে গেলেন এবং তার সঙ্গে নিজের সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করলেন। যেমন সূরা তাওবায় বলা হয়েছে (৯ : ১১৪)।

وَاُزۡلِفَتِ الۡجَنَّۃُ لِلۡمُتَّقِیۡنَ ۙ﴿۹۰﴾

৯০. জান্নাতকে মুত্তাকীদের কাছে নিয়ে আসা হবে।

وَبُرِّزَتِ الۡجَحِیۡمُ لِلۡغٰوِیۡنَ ﴿۹۱﴾

৯১. এবং জাহান্নামকে পথভ্রষ্টদের সামনে উন্মুক্ত করা হবে।

وَقِیۡلَ لَهُمۡ اَیۡنَمَا کُنۡتُمۡ تَعۡبُدُوۡنَ ﴿۹۲﴾

مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ ؕ هَلۡ یَنۡصُرُوۡنَکُمۡ اَوۡ یَنۡتَصِرُوۡنَ ﴿۹۳﴾

৯২–৯৩. এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করতে তারা কোথায়? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারবে কিংবা পারবে কি তারা আত্মরক্ষা করতে?

فَکُبۡکِبُوۡا فِیۡهَا هُمۡ وَالۡغَاوٗنَ ﴿۹۴﴾

৯৪. অতঃপর তাদেরকে ও পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে[১৯]

وَجُنُوۡدُ اِبۡلِیۡسَ اَجۡمَعُوۡنَ ﴿۹۵﴾

৯৫. এবং ইবলীসের সমস্ত বাহিনীকেও।

قَالُوۡا وَهُمۡ فِیۡهَا یَخۡتَصِمُوۡنَ ﴿۹۶﴾

৯৬. সেখানে তারা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ে (তাদের উপাস্যদেরকে) বলবে–

تَاللّٰهِ اِنۡ کُنَّا لَفِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ ﴿۹۷﴾

৯৭. আল্লাহর কসম! আমরা তো সেই সময় স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম–

اِذۡ نُسَوِّیۡکُمۡ بِرَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۹۸﴾

৯৮. যখন আমরা তোমাদেরকে 'রাব্বুল আলামীনের' সমকক্ষ গণ্য করতাম।

وَمَاۤ اَضَلَّنَاۤ اِلَّا الۡمُجۡرِمُوۡنَ ﴿۹۹﴾

৯৯. আমাদেরকে তো বড় বড় অপরাধীরাই বিভ্রান্ত করেছিল।[২০]

---

১৯. অর্থাৎ বিপথগামীদের সাথে তাদের মিথ্যা উপাস্যদেরকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের মধ্যে কতক তো এমন যারা নিজেরাও নিজেদেরকে উপাস্য বলে দাবি করেছিল, যে কারণে তারা জাহান্নামে যাওয়ারই উপযুক্ত। আর কতক হল পাথরের মূর্তি। সেগুলোকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে পূজারীদেরকে দেখানোর জন্য যে, তোমরা যাদেরকে মাবুদ মনে করতে, দেখে নাও তাদের দশা কী হয়েছে।

২০. অপরাধী বলে কাফেরদের বড় বড় নেতাদের বোঝানো হয়েছে, যারা নিজেরাও কুফর ধরে রেখেছে, অন্যদেরকেও তাতে উৎসাহিত করেছে এবং তাদের দেখাদেখি আরও অনেকে কুফরের পথ বেছে নিয়েছে।

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০. পরিণামে আমাদের না আছে কোন রকম সুপারিশকারী।

وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ﴿١٠١﴾

১০১. আর না এমন কোন বন্ধু, যে সহানুভূতি দেখাতে পারবে।

فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২. হায়! আমাদের যদি একবার দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ লাভ হত, তবে আমরা অবশ্যই মুমিন হয়ে যেতাম।[২১]

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. নিশ্চয়ই এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশে ঈমান আনে না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾

১০৪. নিশ্চিত জেন তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালীও, পরম দয়ালুও।

[৫]

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. নুহের সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল–

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. যখন তাদের ভাই নুহ তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না?

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٠٧﴾

১০৭. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٠٨﴾

১০৮. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. আমি এ কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান তো সেই সত্তা নিজেরই

---

২১. এটা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সেই ভাষণ যা তিনি নিজ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে দিয়েছিলেন। ঘটনার অবশিষ্টাংশ এস্থলে উল্লেখ করা হয়নি। পূর্বে সূরা আম্বিয়ায় (২১ : ৫১) তা বিস্তারিত চলে গেছে। কিছুটা সামনে সূরা সাফফাতে (৩৭ : ৮৩) আসছে।

দায়িত্বে রেখেছেন, যিনি বিশ্বজগতকে প্রতিপালন করেন।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝١١٠

১১০. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান।

قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ۝١١١

১১১. তারা বলল, আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনব, অথচ তোমার অনুসরণ করছে কেবল নিম্নস্তরের লোকজন?

قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝١١٢

১১২. নুহ বলল, তারা কী কাজ করে তা আমি জানব কী করে?[২২]

اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۝١١٣

১১৩. তাদের হিসাব নেওয়া অন্য কারও নয়, কেবল আমার প্রতিপালকেরই কাজ।[২৩] হায়! তোমরা যদি বুঝতে!

وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١١٤

১১৪. আমি মুমিনদেরকে আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি না।

اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝١١٥

১১৫. আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী, যে (তোমাদের সামনে) সত্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

---

২২. কাফেরগণ সর্বদা হযরত নুহ আলাইহিস সালামকে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে খোঁচাত। বলত, তাঁর অনুসারীরা সব নিম্নস্তরের লোক। ক্ষুদ্র পেশায় নিয়োজিত থাকার কারণে তাদের কোন সামাজিক মান নেই। হযরত নুহ আলাইহিস সালাম জবাবে বলতেন, তাদের পেশা কী ও কী কাজ করে তার সাথে আমার কী সম্পর্ক। তারা ঈমান এনেছে এটাই বড় কথা।

২৩. কাফেরদের উপরিউক্ত আপত্তির ভেতর এই ইঙ্গিতও ছিল যে, নিম্নস্তরের লোক হওয়ায় ওদের বুদ্ধিশুদ্ধিও কম। কাজেই কিছু চিন্তা-ভাবনা করে যে ঈমান এনেছে এমন নয়; বরং উপস্থিত কোন সুবিধা দেখেছে আর আপনার সাথে জুটে গেছে। এ বাক্যে তাদের সে মন্তব্যের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, যদি ধরেও নেওয়া যায় তারা খাঁটি মনে ঈমান আনেনি, তাদের অন্তরে অন্য কোন ভাবনা আছে, তবুও আমি তাদের তাড়াতে পারি না; বরং মুমিন হিসেবে তাদের মূল্যায়ন করা আমার কর্তব্য। কেননা মনে কি আছে না আছে তা যাচাই করার দায়িত্ব আমার নয়। তার হিসাব আল্লাহ তাআলাই নিবেন।

১১৬. তারা বলল, হে নুহ! তুমি যদি ক্ষান্ত না হও, তবে তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে।

قَالُوْا لَىِٕنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿۱۱۶﴾

১১৭. নুহ বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় আমাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরিয়েছে।

قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ ﴿۱۱۷﴾

১১৮. সুতরাং আপনি আমার ও তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ফায়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার মুমিন সঙ্গীদেরকে রক্ষা করুন।

فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۸﴾

১১৯. অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে বোঝাই নৌকায় রক্ষা করলাম।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿۱۱۹﴾

১২০. তারপর অবশিষ্ট সকলকে নিমজ্জিত করলাম।[২৪]

ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ﴿۱۲۰﴾

১২১. নিশ্চয়ই এসব ঘটনায় শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ আছে। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۲۱﴾

১২২. নিশ্চিত জেন, তোমার প্রতিপালক যেমন পরাক্রমশালী, তেমনি পরম দয়ালু।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۲۲﴾

[৬]

১২৩. আদ জাতি রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।

كَذَّبَتْ عَادُ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۲۳﴾

১২৪. তাদের ভাই হুদ যখন তাদেরকে বলল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না?

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۲۴﴾

---

২৪. হযরত নুহ আলাইহিস সালামকে নিমজ্জিত করার ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদে চলে গেছে। ১১ : ২৫-৪৮ টীকাসহ দ্রষ্টব্য।

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾

১২৫. নিশ্চিত জেন, আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾

১২৬. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে মান।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. আমি এ কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল সেই সত্তা নিজ দায়িত্বে রেখেছেন, যিনি বিশ্বজগতকে প্রতিপালন করেন।

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করার অহেতুক কাজ করছ।[২৫]

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾

১২৯. আর তোমরা এমন শৈল্পিক দক্ষতায় ইমারত নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরজীবী হয়ে থাকবে।[২৬]

---

২৫. 'অহেতুক কাজ করছ'–এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) প্রতিটি উঁচু স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কাজটা একটা নিরর্থক কাজ। কেননা এর পেছনে মহৎ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কেবল মানুষকে দেখানো ও বড়ত্ব ফলানোর উদ্দেশ্যেই এসব নির্মাণ করা হত। (খ) হযরত দাহহাক (রহ.) সহ কতিপয় মুফাসসির থেকে এর ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে যে, তারা উঁচু ইমারতের উপর থেকে নিচের যাতায়াতকারীদের সাথে অশোভন আচরণ করত। সেটাকেই আয়াতে 'অহেতুক কাজ' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। (রূহুল মাআনী)

২৬. আয়াতে ব্যবহৃত مَصَانِعَ শব্দটির মূল অর্থ এমন সব জিনিস, যা শৈল্পিক দক্ষতার প্রদর্শনীস্বরূপ নির্মাণ করা হয়। কাজেই শান-শওকত ও জাকজমকপূর্ণ ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা, দূর্গ, দিঘী, রাস্তাঘাট ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত; যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে দর্প দেখানো ও বাহাদুরি ফলানো। আদ জাতি এসব করত বলে হযরত হুদ আলাইহিস সালাম আপত্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি বোঝাচ্ছিলেন যে, এটা কেমন কথা তোমরা নাম-ডাক কামানো ও বড়ত্ব ফলানোকেই জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছ এবং যত দৌড়-ঝাঁপ, তা একে কেন্দ্র করেই করছ। ভাবখানা এই, যেন তোমরা চিরকাল এই দুনিয়ায় থাকবে। কখনও তোমাদের মৃত্যু হবে না এবং আল্লাহ তাআলার সামনে তোমাদের কখনও দাঁড়াতে হবে না।

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ۝١٣٠

১৩০. আর যখন কাউকে ধৃত কর, তখন তাকে ধৃত কর কঠোর অত্যাচারীরূপে।[২৭]

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝١٣١

১৩১. এখন তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَاتَّقُوا الَّذِيْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ۝١٣٢

১৩২. এবং ভয় কর তাঁকে, যিনি এমন সব জিনিস দ্বারা তোমাদের শক্তিবৃদ্ধি করেছেন যা তোমরা জান।

اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ۝١٣٣

১৩৩. তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন গবাদী পশু ও সন্তান-সন্ততি।

وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝١٣٤

১৩৪. এবং উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ।

اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝١٣٥

১৩৫. প্রকৃতপক্ষে আমি তোমাদের ব্যাপারে ভয় করি এক মহা দিবসের শাস্তির।

قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ۝١٣٦

১৩৬. তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও বা না দাও আমাদের জন্য উভয়ই সমান।

اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣٧

১৩৭. এটা তো সেই বিষয়ই, যাতে পূর্ববর্তীগণ অভ্যস্ত ছিল।[২৮]

---

২৭. অর্থাৎ, একদিকে তো তোমরা খ্যাতি কুড়ানোর উদ্দেশ্যে ওইসব ইমারত তৈরি করছ ও তার পেছনে পানির মত অর্থ ঢালছ, অন্যদিকে গরীবদেরকে শোষণ করছ ও তাদের প্রতি চরম দলন-নিপীড়ন চালাচ্ছ। নানা ছল-ছুতায় তাদের ধর-পাকড় কর এবং কাউকে ধরলে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত করে ফেল। কুরআন মাজীদ হযরত হুদ আলাইহিস সালামের এ উক্তি উদ্ধৃত করে আমাদেরকে সাবধান করছে, আমাদের কার্যকলাপ যেন তাদের মত না হয়। আমরাও যেন দুনিয়ার ডাঁটফাটকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে আখেরাত থেকে গাফেল না হই এবং অর্থ-সম্পদের নেশায় পড়ে গরীবদেরকে নির্যাতনের যাতাকলে পিষ্ট না করি।

২৮. 'যাতে পূর্ববর্তীগণ অভ্যস্ত ছিল' –এর দুই ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) তুমি দুনিয়ার জাঁকজমকের প্রতি বীতস্পৃহ করে আমাদেরকে আখেরাতমুখী হতে বলছ এটা নতুন কোন বিষয় নয়। পূর্বেও যুগে-যুগে বহু লোক এভাবে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করেছে এবং তোমার মত এ জাতীয় কথাবার্তা বলেছে। সুতরাং তোমার এসব কথা একটা গতানুগতিক বিষয়, যা কর্ণপাতযোগ্য নয়।

وَمَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِیۡنَ ﴿۱۳۸﴾

১৩৮. আমরা আদৌ শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার নই।

فَکَذَّبُوۡهُ فَاَهۡلَکۡنٰهُمۡ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیَۃً ؕ وَمَا کَانَ اَکۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ ﴿۱۳۹﴾

১৩৯. মোটকথা তারা হূদকে অস্বীকার করে। ফলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দেই।[২৯] নিশ্চয়ই এসব ঘটনার ভেতর আছে শিক্ষাগ্রহণের উপকরণ। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না।

وَاِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ الۡعَزِیۡزُ الرَّحِیۡمُ ﴿۱۴۰﴾

১৪০. নিশ্চিত জেন, তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালীও, পরম দয়ালুও।

[৭]

کَذَّبَتۡ ثَمُوۡدُ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ﴿۱۴۱﴾

১৪১. ছামুদ জাতি রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।[৩০]

اِذۡ قَالَ لَهُمۡ اَخُوۡهُمۡ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَ ﴿۱۴۲﴾

১৪২. যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না?

اِنِّیۡ لَکُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِیۡنٌ ﴿۱۴۳﴾

১৪৩. নিশ্চিত জেন, আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیۡعُوۡنِ ﴿۱۴۴﴾

১৪৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَمَاۤ اَسۡـَٔلُکُمۡ عَلَیۡهِ مِنۡ اَجۡرٍ ۚ اِنۡ اَجۡرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۴۵﴾

১৪৫. আমি এ কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল সেই সত্তা নিজ দায়িত্বে রেখেছেন, যিনি বিশ্বজগতকে প্রতিপালন করেন।

(দুই) অথবা এর এ ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, আমরা যা কিছু করছি, তা নতুন কোন ব্যাপার নয়। প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ এ রকম করে আসছে। অর্থাৎ, এটাই মানুষের স্বাভাবিক নিয়ম। কাজেই এটা দূষনীয় নয় এবং এর উপর আপত্তি তোলা সঙ্গত নয়।

২৯. আদ জাতি ও হযরত হূদ আলাইহিস সালামের বৃত্তান্ত পূর্বে বিস্তারিতভাবে চলে গেছে। দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৬৫) ও সূরা হূদ (১১ : ৫০–৫৯), টীকাসহ।

৩০. ছামুদ জাতি ও তাদের নবী হযরত সালেহ (আ.)-এর বৃত্তান্ত পূর্বে বিস্তারিত গত হয়েছে। দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৭৩) ও সূরা হূদ (১১ : ৬১–৬৮) এবং সংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ।

১৪৬. এখানে যেসব নেয়ামত আছে, তোমাদেরকে কি তার ভেতর সর্বদা নিরাপদে রেখে দেওয়া হবে?

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هٰهُنَآ اٰمِنِيْنَ ۙ﴿١٤٦﴾

১৪৭. উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণসমূহের ভেতর?

فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ﴿١٤٧﴾

১৪৮. এবং ক্ষেত-খামার ও এমন খেজুর বাগানের ভেতর, যার গুচ্ছ পরস্পর সন্নিবিষ্ট?

وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ۚ﴿١٤٨﴾

১৪৯. তোমরা কি (সর্বদা) জাঁকজমকের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করতে থাকবে?

وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ۚ﴿١٤٩﴾

১৫০. এবার আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে মেনে চল।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ﴿١٥٠﴾

১৫১. সীমালঙ্ঘনকারীদের কথা মত চলো না–

وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ۙ﴿١٥١﴾

১৫২. যারা যমীনে অশান্তি বিস্তার করে এবং সংশোধনমূলক কাজ করে না।

الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩. তারা বলল, তোমার উপর তো কেউ কঠিন যাদু করেছে।

قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۚ﴿١٥٣﴾

১৫৪. তোমার স্বরূপ তো এ ছাড়া কিছুই নয় যে, তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ। সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে কোন নিদর্শন হাজির কর।[৩১]

مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚۖ فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٥٤﴾

---

৩১. 'কোন নিদর্শন হাজির কর'– অর্থাৎ মুজিযা দেখাও। তারা নিজেরাই ফরমায়েশ করেছিল যে, পাহাড়ের ভেতর থেকে একটি উটনী বের করে দাও। সুতরাং তাদের কথামত আল্লাহ তাআলার নির্দেশে পাহাড় থেকে একটি উট বের হয়ে আসল।

১৫৫. সালেহ বলল, (নাও) এই যে এক উটনী। এর জন্য থাকবে পানি পানের পালা আর তোমাদের জন্য থাকবে পানি পানের পালা– এক নির্ধারিত দিনে।[৩২]

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۚ ﴿١٥٥﴾

১৫৬. আর কোন অসদুদ্দেশ্যে একে স্পর্শ করো না। অন্যথায় এক মহাদিবসের শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করবে।

وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥٦﴾

১৫৭. অতঃপর এই ঘটল যে, তারা উটনীটির পায়ের রগ কেটে ফেলল। পরিশেষে তারা অনুতপ্ত হল।

فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ۙ ﴿١٥٧﴾

১৫৮. অতঃপর শাস্তি তাদেরকে পাকড়াও করল।[৩৩] নিশ্চয়ই এসব ঘটনার মধ্যে শিক্ষাগ্রহণের উপদেশ আছে। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না।

فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৯. জেনে রেখ, তোমাদের প্রতিপালক ক্ষমতারও মালিক, পরম দয়ালুও বটে।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٥٩﴾ ع

[৮]

১৬০. লুতের সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِۨ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ ﴿١٦٠﴾

---

৩২. উটনী বের করে আনার মুজিযাটি যেহেতু তারাই চেয়ে আনিয়েছিল, তাই তাদেরকে বলা হল, এ উটনীটির কিন্তু কিছু অধিকার থাকবে। তার মধ্যে একটা অধিকার হল, তোমাদের কুয়া থেকে একদিন কেবল সে পানি পান করবে এবং একদিন তোমরা পান করবে। এভাবে তার ও তোমাদের মধ্যে পালা বণ্টন থাকবে। তবে তোমাদের পালার দিন তোমরা যত ইচ্ছা পানি পাত্রাদিতে পানি ভরে রাখতে পারবে।

৩৩. সূরা হুদ (১১ : ৬৮)-এ বলা হয়েছে, ছামুদ জাতিকে যে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল, তা ছিল এক ভয়াল-বিকট আওয়াজ, যার ধাক্কায় তাদের কলিজা ফেটে গিয়েছিল। আর সূরা আরাফে আছে, তাদেরকে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আক্রান্ত করা হয়েছিল। বস্তুত তাদের উপর উভয় করম শাস্তিই আপতিত হয়েছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আরাফে (৭ : ৭৩–৭৯) চলে গেছে। সে সূরার ৩৯ নং টীকা দেখুন।

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾

১৬১. যখন তাদের ভাই লুত তাদেরকে বলল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না?

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾

১৬২. নিশ্চিত জেন, আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. আমি এ কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান তো সেই সত্তা নিজ দায়িত্বে রেখেছেন, যেনি বিশ্বজগতকে প্রতিপালন করেন।

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. বিশ্বজগতের সমস্ত মানুষের মধ্যে তোমরাই কি এমন, যারা পুরুষে উপগমন কর।[৩৪]

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

১৬৬. আর বর্জন করে থাক তোমাদের স্ত্রীগণকে, যাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন? প্রকৃতপক্ষে তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾

১৬৭. তারা বলল, হে লুত! তুমি যদি ক্ষান্ত না হও, তবে জনপদ থেকে যাদেরকে বহিস্কার করা হয়, তুমিও তাদের একজন হয়ে যাবে।

---

৩৪. হযরত লুত আলাইহিস সালামকে যে জাতির কাছে নবী করে পাঠানো হয়েছিল, তাদের পুরুষগণ বিকৃত যৌনাচারে লিপ্ত ছিল। তারা স্বভাবসম্মত নিয়মের বিপরীতে পুরুষ-পুরুষে মিলিত হয়ে যৌন চাহিদা মেটাত। তাদের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদ (১১ : ৭৭–৮৩) ও সূরা হিজর (১৫ : ৫৮–৭৬)-এ চলে গেছে। আমরা সূরা আরাফে এ সম্প্রদায় ও হযরত লুত আলাইহিস সালামের পরিচিতি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। (দ্রষ্টব্য ৭ : ৮০)

১৬৮. লুত বলল, জেনে রেখ; যারা তোমাদের এ কাজকে ঘৃণা করে, আমি তাদেরই একজন।

قَالَ اِنِّیْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِیْنَ ﴿۱۶۸﴾

১৬৯. হে আমার প্রতিপালক! তারা যে কার্যকলাপ করছে আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে তা থেকে রক্ষা করুন।[৩৫]

رَبِّ نَجِّنِیْ وَاَهْلِیْ مِمَّا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶۹﴾

১৭০. সুতরাং আমি তাকে ও তার পরিবারের সকলকে রক্ষা করলাম–

فَنَجَّیْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِیْنَ ﴿۱۷۰﴾

১৭১. এক বৃদ্ধাকে ছাড়া, যে পেছনে অবস্থানকারীদের মধ্যে থেকে গেল।[৩৬]

اِلَّا عَجُوْزًا فِی الْغٰبِرِیْنَ ﴿۱۷۱﴾

১৭২. তারপর অবশিষ্ট সকলকে আমি ধ্বংস করে দিলাম।

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِیْنَ ﴿۱۷۲﴾

১৭৩. তাদের উপর বর্ষণ করলাম এক মারাত্মক বৃষ্টি।[৩৭] যাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল তাদের জন্য তা ছিল অতি মন্দ বৃষ্টি।

وَ اَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِیْنَ ﴿۱۷۳﴾

১৭৪. নিশ্চয়ই এসব ঘটনার মধ্যে আছে শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না।

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿۱۷۴﴾

---

৩৫. অর্থাৎ এ জাতীয় ঘৃণ্য কার্যকলাপে কাউকে লিপ্ত হতে দেখলে যে দুঃখ-বেদনা সৃষ্টি হয় তা থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিন এবং এ অপকর্মের কারণে সে জাতির উপর যে শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার ছিল তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

৩৬. 'এক বৃদ্ধা' বলতে হযরত লুত আলাইহিস সালামের স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। সে নবী-পত্নী হয়েও নবীর প্রতি ঈমান তো আনেইনি, উল্টো তাঁর সম্প্রদায়ের কদর্য কাজে সে তাদের সহযোগিতা করছিল। আযাব আসার আগে যখন হযরত লুত আলাইহিস সালামকে শহর ত্যাগ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল, তখন সে পিছনে রয়ে গিয়েছিল। কাজেই আযাব আপতিত হলে জনপদবাসীদের সাথে সেও তার শিকার হয়ে যায়।

৩৭. অর্থাৎ পাথরের বৃষ্টি। সূরা হিজরে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, তাদেরকে পাথরের বৃষ্টি দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. জেনে রেখ, তোমার প্রতিপালক ক্ষমতারও মালিক, পরম দয়ালুও বটে।

[৯]

كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. আয়কাবাসীগণ রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।[৩৮]

اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

১৭৭. যখন শুআইব তাদেরকে বলল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না?

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৮. নিশ্চিত জেন, আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٧٩﴾

১৭৯. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান।

وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٠﴾

১৮০. আমি এ কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান তো সেই সত্তা নিজ দায়িত্বে রেখেছেন, যিনি বিশ্বজগতকে প্রতিপালন করেন।

اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿١٨١﴾

১৮১. তোমরা মাপে পুরোপুরি দিও। যারা মাপে ঘাটতি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[৩৯]

وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿١٨٢﴾

১৮২. ওজন করো সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।

---

৩৮. 'আয়কা' অর্থ নিবিড় বন। হযরত শুআইব (আ.)কে যে সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছিল, তারা এ রকম বনের পাশেই বাস করত। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ জনপদেরই নাম ছিল 'মাদইয়ান'। কারও মতে 'আয়কা' ও 'মাদইয়ান' এক নয়; বরং স্বতন্ত্র দু'টি জনপদ। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম উভয়ের প্রতিই প্রেরিত হয়েছিলেন। এ সম্প্রদায়ের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আরাফে চলে গেছে (৭ : ৮৫–৯৩)। টীকাসহ দ্রষ্টব্য।

৩৯. আয়কাবাসীগণ কুফর ও শিরকে তো লিপ্ত ছিলই। সেই সঙ্গে তাদের আরেকটি দোষ ছিল, তারা বেচাকেনায় মানুষকে ঠকাত, মাপে হেরফের করত।

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۚ﴿۱۸۳﴾

১৮৩. মানুষকে তাদের মালামাল কমিয়ে দিও না এবং যমীনে অশান্তি বিস্তার করে বেড়িও না।[৪০]

وَاتَّقُوا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ؕ﴿۱۸۴﴾

১৮৪. এবং সেই সত্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মকেও।

قَالُوْۤا اِنَّمَاۤ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۙ﴿۱۸۵﴾

১৮৫. তারা বলল, কেউ তোমার উপর কঠিন যাদু করেছে।

وَمَاۤ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۚ﴿۱۸۶﴾

১৮৬. তোমার স্বরূপ তো এছাড়া কিছুই নয় যে, তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ। তোমার সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস এটাই যে, তুমি একজন মিথ্যাবাদী।

فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ؕ﴿۱۸۷﴾

১৮৭. তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের উপর আকাশের একটি খণ্ড ফেলে দাও।

قَالَ رَبِّيْۤ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸۸﴾

১৮৮. শুআইব বলল, আমার প্রতিপালক ভালোভাবে জানেন তোমরা যা করছ।[৪১]

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۸۹﴾

১৮৯. মোটকথা তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল। পরিণামে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি তাদেরকে আক্রান্ত করল।[৪২] নিশ্চয়ই তা ছিল এক ভয়ানক দিনের শাস্তি।

---

৪০. তাদের আরও একটি অপরাধ ছিল, তারা দস্যুবৃত্তি করত। রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে পথিকদের মালামাল লুট করত।

৪১. অর্থাৎ, তোমরা যে আকাশের একটি খণ্ড ফেলে তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমাকে বলছ, এটা আমার এখতিয়ারে নয়। শাস্তি দান আল্লাহ তাআলার কাজ। কাকে কখন কী শাস্তি দেওয়া হবে সে ফায়সালা তাঁরই হাতে। তিনি যখন যে রকম শাস্তি দিতে চান, তা ঠিকই দেবেন। কেননা তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ তাঁর ভালোভাবে জানা আছে।

৪২. একটানা কয়েক দিন প্রচণ্ড গরমের পর তাদের জনপদের কাছে একখণ্ড মেঘ এসে পৌঁছল। প্রথম দিকে তার নিচে শীতল হাওয়া বইছিল। সে হাওয়ায় দেহ জুড়ানোর আশায়

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾

১৯০. নিশ্চয়ই এসব ঘটনার ভেতর আছে শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾

১৯১. জেনে রেখ, তোমাদের প্রতিপালক ক্ষমতারও মালিক, পরম দয়ালুও বটে।

[১০]

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾

১৯২. নিশ্চয়ই এ কুরআন রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে অবতীর্ণ।

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾

১৯৩. বিশ্বস্ত ফিরিশতা তা নিয়ে অবতরণ করেছে।

عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾

১৯৪. (হে নবী!) তোমার অন্তরে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের (অর্থাৎ নবীদের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾

১৯৫. নাযিল হয়েছে এমন আরবী ভাষায়, যা বাণীকে সুস্পষ্ট করে দেয়।

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾

১৯৬. পূর্ববর্তী (আসমানী) কিতাবসমূহেও এর (অর্থাৎ এই কুরআনের) উল্লেখ রয়েছে।[৪৩]

জনপদের সমস্ত লোক মেঘখণ্ডটির নিচে জড়ো হল। অনন্তর হঠাৎ করে সেই মেঘ তাদের উপর অগ্নিবর্ষণ শুরু করল। এভাবে তাদের সকলকে ধ্বংস করে দেওয়া হল।

৪৩. অর্থাৎ, তাওরাত, যাবুর ও ইনজীলসহ আরও যে সমস্ত কিতাব পূর্ববর্তী রাসূলগণের প্রতি নাযিল হয়েছিল, তাতে আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ও তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। সেসব কিতাবের অনেক বিষয় রদবদল করে ফেলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী এখনও পর্যন্ত তাতে দেখতে পাওয়া যায়। হযরত মাওলানা রহমাতুল্লাহ কীরানবী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত 'ইজহারুল হক' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে সেসব ভবিষ্যদ্বাণী বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় এই লেখক (আল্লামা তাকী উসমানী)-এর হাতে গ্রন্থখানি উর্দূ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাতে প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনীও সংযোজন করা হয়েছে। অনেক দিন হল তা 'বাইবেল সে কুরআন তাক' নামে পাঠকের হাতে পৌঁছে গেছে।

أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَٰٓؤُا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٩٧﴾

১৯৭. বনী ইসরাঈলের উলামা এ সম্পর্কে অবগত আছে- এটা কি তাদের জন্য একটা প্রমাণ নয়?[৪৪]

وَلَوْ نَزَّلْنَٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾

১৯৮. আমি যদি এ কিতাব কোন আযমী ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ করতাম

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾

১৯৯. আর সে তাদের সামনে তা পড়ে দিত, তবুও তারা তাতে ঈমান আনত না।[৪৫]

كَذَٰلِكَ سَلَكْنَٰهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾

২০০. এভাবেই আমি অবিশ্বাসীদের অন্তরে তা ঢুকিয়ে দিয়েছি।[৪৬]

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾

২০১. তারা তাতে ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাময় শাস্তি দেখতে পাবে।

---

৪৪. বনী ইসরাঈলের যে ভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা তো স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করতই যে, ইয়াহুদী ও নাসারাদের কিতাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কে সুসংবাদ জানানো হয়েছে এবং তাঁর আলামতসমূহও উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি বনী ইসরাঈলের যে সকল আলেম ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারাও মাঝে-মধ্যে একান্ত আলাপচারিতার সময় এ সত্য স্বীকার করত, যদিও প্রকাশ্যে তার নানা রকম অপব্যাখ্যা করত এবং এখনও করে যাচ্ছে।

৪৫. অর্থাৎ, কুরআন মাজীদ যে একটি মুজিযা ও মনুষ্যশক্তির ঊর্ধ্বের বিষয় তা আরও বেশি পরিষ্কার এভাবে করা যেত যে, আরবী ভাষায় এই কিতাবকে অন্য কোন ভাষাভাষী ব্যক্তির প্রতি নাযিল করা হত আর অনারবী সেই লোক আরবী ভাষা না জানা সত্ত্বেও আরবী কুরআন পড়ে শুনিয়ে দিত। কিন্তু সেটা করলেই কি এসব লোক ঈমান আনত? কখনও আনত না। কেননা বিষয়টা তো এমন নয় যে, কুরআন মাজীদের সত্যতা সম্পর্কিত দলীল-প্রমাণে কোনরূপ দুর্বলতা আছে আর সে কারণেই তারা ঈমান আনছে না। বরং তাদের ঈমান না আনার কারণ কেবল তাদের জেদী মানসিকতা। তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে যত শক্তিশালী দলীলই সামনে আসুক না কেন তারা কিছুতেই ঈমান আনবে না।

৪৬. অর্থাৎ, যদিও কুরআন মাজীদ হেদায়াতের কিতাব এবং সত্যসন্ধানীদের অন্তরে এর প্রভাবও অপরিসীম, যে কারণে এ কিতাব তাদের হেদায়াত লাভের মাধ্যম হয়ে যায়, কিন্তু কাফেরগণ তো সত্যের সন্ধানী নয়; বরং তারা সত্য কবুল করবে না বলে জিদ ধরে আছে, তাই আমিও তাদের অন্তরে কুরআন এভাবেই প্রবেশ করাই যে, তার কোন আছর তাতে পড়ে না।

فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾

২০২. এবং তা তাদের সামনে এমন আকস্মিকভাবে এসে পড়বে যে, তারা বুঝতেই পারবে না।

فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

২০৩. তখন তারা বলে উঠবে, আমাদেরকে কিছুটা অবকাশ দেওয়া হবে কি?

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٢٠٤﴾

২০৪. তারা কি আমার শাস্তির জন্য তড়িঘড়ি করছে?[৪৭]

اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ﴿٢٠٥﴾

২০৫. তা বল তো, আমি যদি একটানা কয়েক বছর তাদেরকে ভোগ-বিলাসের উপকরণ দিতে থাকি।

ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٢٠٦﴾

২০৬. তারপর তাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখানো হচ্ছে তা তাদের নিকট এসে পড়ে

مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ﴿٢٠٧﴾

২০৭. তবে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ তাদেরকে দেওয়া হচ্ছিল, তখন (অর্থাৎ শাস্তির সময়) তা তাদের কোন উপকারে আসবে কি?[৪৮]

---

৪৭. উপরে যে আযাবের কথা বলা হয়েছে কাফেরগণ তাতে মোটেই বিশ্বাস করত না। তারা ঠাট্টাচ্ছলে বলত, আমাদেরকে যদি শাস্তি দেওয়া হয়, তবে এখনই দেওয়া হোক না! এ আয়াতে তারই জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, কাউকে যে তড়িঘড়ি করে শাস্তি দেওয়া হয় না এটা কেবল আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তিনি অবাধ্যদেরকে প্রথমে সতর্ক করেন। সে উদ্দেশ্যে তাদের কাছে পথপ্রদর্শক পাঠান। তাদেরকে সুযোগ দেন, যাতে পথপ্রদর্শকের দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে ও সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হতে পারে।

৪৮. শীঘ্র শাস্তি না আসার কারণে কাফেরগণ বলত, আল্লাহ তাআলা তো আমাদেরকে বেশ সুখ-শান্তিতে রেখেছেন। আমরা ভ্রান্ত পথে থাকলে তিনি আমাদেরকে সুখে রাখবেন কেন? এ আয়াতে জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা দ্রুত শাস্তি দেন না তোমাদেরকে শুধরে যাওয়ার সুযোগ দানের লক্ষ্যে। তিনি একটা কাল পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রাখেন। এর ভেতর কিছু লোক শুধরে গেলে তো ভাল। অন্যথায় যখন সময় শেষ হয়ে যাবে তখন তারা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কি কাজের তা বুঝতে পারবে। দুনিয়ায় সর্বোচ্চ অবকাশ দেওয়া হয় মৃত্যু পর্যন্ত। মৃত্যুর পর যখন শাস্তি সামনে এসে যাবে, তখন জাগতিক প্রাচুর্য কোন কাজেই

وَمَآ اَهۡلَكۡنَا مِنۡ قَرۡيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنۡذِرُوۡنَ ﴿۲۰۸﴾

২০৮. আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করিনি, এ ব্যতিরেকে যে, (পূর্বে) তাদের জন্য ছিল সতর্ককারী।

ذِكۡرٰی ۚ۟ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيۡنَ ﴿۲۰۹﴾

২০৯. যাতে তারা তাদেরকে উপদেশ দান করে। আমি তো এমন নই যে, জুলুম করব।

وَمَا تَنَزَّلَتۡ بِهِ الشَّيٰطِيۡنُ ﴿۲۱۰﴾

২১০. আর এ কুরআন নিয়ে শয়তানগণ অবতরণ করেনি।[৪৯]

وَمَا يَنۡۢبَغِيۡ لَهُمۡ وَمَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ ﴿۲۱۱﴾

২১১. না এ কুরআন তাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় আর না তারা এরূপ করার ক্ষমতা রাখে।

اِنَّهُمۡ عَنِ السَّمۡعِ لَمَعۡزُوۡلُوۡنَ ﴿۲۱۲﴾

২১২. তাদেরকে তো (ওহী) শোনা থেকেও দূরে রাখা হয়েছে।

فَلَا تَدۡعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوۡنَ مِنَ الۡمُعَذَّبِيۡنَ ﴿۲۱۳﴾

২১৩. সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে মাবুদ মানবে না, পাছে তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হও, যারা হবে শাস্তিপ্রাপ্ত।

আসবে না। আখেরাতের বিপরীতে দুনিয়ার জীবন তো নিতান্তই মূল্যহীন তখন এটা ভালো করেই বুঝে আসবে। কিন্তু সেই সময়ের বুঝ কী উপকার দেবে?

৪৯. কুরআন মাজীদ সম্পর্কে কাফেরগণ যেসব কথা বলত এবার তা রদ করা হচ্ছে। মৌলিকভাবে তাদের দাবি ছিল দু'টি। (এক) কেউ কেউ বলত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন কাহেন বা অতীন্দ্রিয়বাদী। (দুই) কারও দাবি ছিল তিনি একজন কবি এবং কুরআন মাজীদ একখানি কাব্যগ্রন্থ (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ তাআলা এখান থেকে তাদের দু'টো দাবিই খণ্ডন করছেন।

কাহেন (অতীন্দ্রিয়বাদী) বলা হত সেইসব লোককে যাদের দাবি ছিল, তাদের হাতে জিন্ন আছে, যারা তাদের বশ্যতা স্বীকার করে এবং গায়েবী সংবাদ তাদেরকে এনে দেয়। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাহেনদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন যে, তাদের কাছে যে সকল জিন্ন আসে, তারা মূলত শয়তান। কুরআন মাজীদে যেসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তা শয়তানদের জন্য আদৌ প্রীতিকর নয়, তারা তা কখনও কামনা করতে পারে না। তাছাড়া এতে যেসব পুণ্যের কথা আছে, তা বলার মত ক্ষমতাও তাদের নেই। কবি সংক্রান্ত দাবির রদ সামনে ২২৪ নং আয়াতে আসছে।

وَاَنۡذِرۡ عَشِیۡرَتَکَ الۡاَقۡرَبِیۡنَ ﴿۲۱۴﴾

২১৪. এবং (হে নবী!) তুমি তোমার নিকটতম খান্দানকে সতর্ক করে দাও।[৫০]

وَاخۡفِضۡ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۲۱۵﴾

২১৫. আর যে মুমিনগণ তোমার অনুসরণ করে, তাদের জন্য বিনয়ের সাথে মমতার ডানা নুইয়ে দাও।

فَاِنۡ عَصَوۡکَ فَقُلۡ اِنِّیۡ بَرِیۡٓءٌ مِّمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۲۱۶﴾

২১৬. আর তারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে তবে বলে দাও, তোমরা যা-কিছু করছ তার সাথে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

وَتَوَکَّلۡ عَلَی الۡعَزِیۡزِ الرَّحِیۡمِ ﴿۲۱۷﴾

২১৭. আর ভরসা রাখ মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (আল্লাহ)-এর প্রতি-

الَّذِیۡ یَرٰىکَ حِیۡنَ تَقُوۡمُ ﴿۲۱۸﴾

২১৮. যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি (ইবাদতের জন্য) দাঁড়াও।

وَتَقَلُّبَکَ فِی السّٰجِدِیۡنَ ﴿۲۱۹﴾

২১৯. এবং দেখেন সিজদাকারীদের মধ্যে তোমার যাতায়াতকেও।

اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ ﴿۲۲۰﴾

২২০. নিশ্চিত জেন, তিনিই সব কথা শোনেন, সকল বিষয় জানেন।

ہَلۡ اُنَبِّئُکُمۡ عَلٰی مَنۡ تَنَزَّلُ الشَّیٰطِیۡنُ ﴿۲۲۱﴾

২২১. আমি কি তোমাকে বলে দেব শয়তানেরা কার কাছে অবতরণ করে?

---

৫০. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দ্বীনের তাবলীগ ও প্রকাশ্যে প্রচারকার্য চালানোর নির্দেশ সর্বপ্রথম যে আয়াত দ্বারা দেওয়া হয়, এটাই সেই আয়াত, এতে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী খান্দান থেকে তাবলীগের সূচনা করতে বলা হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ে উঠে নিজ খান্দানের নিকটবর্তী লোকদেরকে ডাক দিলেন এবং তারা সেখানে সমবেত হলে, সত্য দ্বীনের প্রতি তাদেরকে দাওয়াত দিলেন। এ আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যারা ইসলামী দাওয়াতের কাজ করবে, তাদের কর্তব্য প্রথমে নিজ পরিবার ও খান্দান থেকেই তা শুরু করা।

تَنَزَّلُ عَلٰی کُلِّ اَفَّاکٍ اَثِیۡمٍ ﴿۲۲۲﴾

২২২. অবতরণ করে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির কাছে, যে চরম মিথ্যুক, ঘোর পাপিষ্ঠ।

یُّلۡقُوۡنَ السَّمۡعَ وَ اَکۡثَرُهُمۡ کٰذِبُوۡنَ ﴿۲۲۳﴾

২২৩. তারা শোনাকথা তাদের দিকে ছুঁড়ে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।[৫১]

وَ الشُّعَرَآءُ یَتَّبِعُهُمُ الۡغَاوٗنَ ﴿۲۲۴﴾

২২৪. আর কবিগণ– তাদের অনুগামী হয় তো যতসব বিপথগামী লোক।

اَلَمۡ تَرَ اَنَّهُمۡ فِیۡ کُلِّ وَادٍ یَّهِیۡمُوۡنَ ﴿۲۲۵﴾

২২৫. তুমি দেখনি তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়?[৫২]

وَ اَنَّهُمۡ یَقُوۡلُوۡنَ مَا لَا یَفۡعَلُوۡنَ ﴿۲۲۶﴾

২২৬. আর তারা এমন সব কথা বলে যা নিজেরা করে না।[৫৩]

---

৫১. অর্থাৎ, শয়তানদেরকে কথায় ভরসা কোন ভালো মানুষ করে না। মিথ্যুক ও পাপিষ্ঠ কিসিমের লোকই তাদেরকে বিশ্বাস করে। আর 'তারা গায়েবী বিষয় জানে', শয়তানদের এ দাবি বিলকুল মিথ্যা। তাদের জন্য তো আসমানে যাওয়ার পথই বন্ধ। কাজেই তারা গায়েব জানবে কোত্থেকে? যা ঘটে তা এই যে, তারা ফেরেশতাদের কথা চুরি করে শুনতে চেষ্টা করে। কদাচিত কোন কথা তাদের কানে পড়ে যায় আর অমনি সেটা লুফে নেয় এবং তার সাথে আরও শতটা মিথ্যা মিশ্রিত করে। তারপর সেগুলো তাদের ভক্তদেরকে এসে শোনায়। এই হল তাদের গায়েব জানার রহস্য, মিথ্যাই যার সারাৎসার।

৫২. এটা কাফেরদের দ্বিতীয় মন্তব্যের রদ। তারা বলত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন কবি এবং কুরআন মাজীদ একখানি কাব্যগ্রন্থ (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ তাআলা বলছেন, কবিত্ব তো এক কাল্পনিক জিনিস। অনেক সময় বাস্তবের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না বরং তারা কল্পনার জগতে ঘোরাঘুরি করে। সে ঘোরাঘুরির কোন দিক-জ্ঞান থাকে না। থাকে না ষত্ব-ণত্ব বোধ। নানা রকম অতিশয়োক্তি করে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও প্রতীক-রূপকের প্রয়োগে তাদের বাড়াবাড়ির কোন সীমা থাকে না। কাজেই যারা কবিত্বকেই নিজেদের পরম আরাধ্য বানিয়ে নেয়, তাদেরকে কেউ নিজের দ্বীনী অভিভাবক বানায় না। আর বানালেও বানায় এমন শ্রেণীর লোক যারা বিপথগামিতাই পসন্দ করে এবং বাস্তব জগত ছেড়ে কল্পনার জগত নিয়েই মেতে থাকতে চায়।

৫৩. অর্থাৎ, বড়ত্ব জাহির ও মুরুব্বীগিরি ফলানোর জন্য এমন দাবি করে, এমন সব কথাবার্তা বলে, যার কোন প্রতিফলন তাদের নিজেদের জীবনে থাকে না।

إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿٢٢٧﴾

২২৭. তবে সেই সকল লোক ব্যতিক্রম, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ করেছে এবং নিজেরা নির্যাতিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।[৫৪] যারা জুলুম করেছে তারা অচিরেই জানতে পারবে কোন পরিণামের দিকে ফিরে যাচ্ছে।

---

৫৪. এই ব্যতিক্রমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কাব্য চর্চা যদি উপরে বর্ণিত দোষ থেকে মুক্ত থাকে, তাতে থাকে ঈমানের ঝলক ও 'আমলে সালেহ' -এর ব্যঞ্জনা আর কবি তার কাব্য প্রতিভাকে দ্বীন ও ঈমানের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করে, তার কবি-কল্পনা বেদ্বীনী কার্যকলাপে ইন্ধন না যোগায়, তবে এমন কাব্যচর্চায় দোষ নেই।

জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়টাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, সেকালে প্রচারণার সর্বাপেক্ষা কার্যকর মাধ্যম ছিল কবিতা। কোন কবি কারও বিরুদ্ধে একটা ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে দিত আর অমনি তা মানুষের মুখে মুখে রটে যেত। এমনটাই করেছিল কোন কোন দুর্মুখ কাফের কবি। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে এ জাতীয় কিছু কবিতা চালিয়ে দিয়েছিল। হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযি.) প্রমূখ সাহাবী কবি তার জবাব দেওয়াকে নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব মনে করলেন। সুতরাং তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কাসীদা রচনায় লেগে পড়লেন। তাঁরা তার মাধ্যমে যেমন কাফেরদের ব্যঙ্গ ও আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলেন, তেমনি কাফেরগণ আসলে কী বস্তু সেটাও উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন। তাদের সে কবিতাগুলো শত্রুর বিরুদ্ধে তীরের চেয়েও বেশি কার্যকর হয়েছিল। এ আয়াতে তাঁদের সে কবিত্বের সমর্থন করা হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ২৬ রবিউস সানী ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ১৪ মে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ দুবাই থেকে ফ্রাঙ্কফোর্ট যাওয়ার পথে সূরা শুআরার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। ১৬০ নং আয়াতের টীকা থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত সবটা কাজ এই সফরের ভেতর জাহাজেই করা হয়েছে (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৮ই রজব ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১লা জুলাই ২০১০ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ ফযল ও করমে শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى نَبِيِّنَا الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

২৭
সূরা নামল

সূরা নামল পরিচিতি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর এক বর্ণনা অনুযায়ী এ সূরাটি পূর্বের সূরা অর্থাৎ সূরা শুআরার পরপরই নাযিল হয়েছিল। অন্যান্য মক্কী সূরার মত এ সূরারও মৌল আলোচ্য বিষয় ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা-বিশ্বাসকে সপ্রমাণ করা এবং শিরক ও কুফরের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা। প্রসঙ্গত হযরত মুসা ও হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করত তাদের কওমের ঈমান না আনার প্রকৃত রহস্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য ও সামাজিক মান-মর্যাদার কারণে তারা অহমিকায় ভুগছিল। সে অহমিকাই ছিল তাদের ঈমান আনা ও নবীদের অনুসরণ করার পথে প্রধান বাধা। মক্কার কাফেরদের অবস্থাও তাদেরই মত। তারাও আত্মাভিমানের কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত স্বীকার করতে পারছে না।

অপর দিকে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামও তো বিপুল ঐশ্বর্য ও বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে ক্ষমতা দিয়েছিলেন তার কোন নজীর পাওয়া যাবে না। অথচ সেই অনন্যসাধারণ ঐশ্বর্য ও সাম্রাজ্য তার অন্তরে অহমিকা সৃষ্টি করেনি এবং তার জন্য তা হয়নি আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনের পথে কিছুমাত্র প্রতিবন্ধ। একই দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন বিলকীস। তিনি ছিলেন সাবার রাণী। তারও ঐশ্বর্য ছিল বিপুল। কিন্তু এ কারণে তার মনে অহংকার জন্মায়নি। কাজেই যখন তাঁর কাছে সত্য পরিষ্কার হয়ে গেল পত্রপাঠ তা গ্রহণ করে নিলেন। এ ধারাতেই হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ও সাবার রাণীর ঘটনা এ সূরায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার কুদরতের যে নিদর্শনাবলী সর্বত্র বিরাজ করছে, সেসব অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী শৈলীতে তুলে ধরা হয়েছে। তার মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দেওয়া। কেননা এসব নিদর্শনের প্রতিটি তাঁর একত্ববাদকে সপ্রমাণ করে ও মানুষকে তা মেনে নেওয়ার আহ্বান জানায়।

সূরাটির নাম রাখা হয়েছে নামল। আরবীতে নাম্ল অর্থ পিঁপড়া। সূরার ১৮ ও ১৯ নং আয়াতে পিঁপড়ার উপত্যকা দিয়ে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সসৈন্য গমন, তখন পিঁপড়াদের উদ্দেশ্যে এক পিঁপড়ের ভাষণ ও হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম কর্তৃক তা শ্রবণের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। সে কারণেই সূরাটির এ নামকরণ।

২৭ – সূরা নামল – ৪৮

سُوْرَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ৯৩; রুকূ ৭

اٰيَاتُهَا ٩٣ رُكُوْعَاتُهَا ٧

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. তোয়া-সীন। এগুলো কুরআন ও এমন এক কিতাবের আয়াত, যা সত্যকে সুস্পষ্ট করে।

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ①

২. এটা হেদায়াত ও সুসংবাদরূপে এসেছে মুমিনদের জন্য–

هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ②

৩. যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় আর তারাই আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ③

৪. বস্তুত যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না, আমি তাদের কার্যকলাপকে তাদের দৃষ্টিতে মনোরম বানিয়ে দিয়েছি।[১] ফলে তারা উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ④

৫. তারাই এমন লোক, যাদের জন্য আছে নিকৃষ্ট শাস্তি এবং তারাই আখেরাতে সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ⑤

৬. এবং (হে নবী!) নিশ্চয়ই এ কুরআন তোমাকে দেওয়া হয়েছে সেই সত্তার পক্ষ হতে যিনি হেকমতেরও মালিক, জ্ঞানেরও মালিক।

وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ⑥

---

১. অর্থাৎ, অবিশ্বাসীরা যেহেতু এই জিদ ধরে বসে আছে যে, তারা কোন অবস্থাতেই ঈমান আনবে না ও কুফর ত্যাগ করবে না, তাই আমি তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছি। যার ফলশ্রুতিতে তারা তাদের যাবতীয় কাজকর্ম, তা বাস্তবে যতই নিকৃষ্ট হোক না কেন, উত্তম মনে করে। আর এ কারণেই তারা হেদায়াতের পথে আসছে না।

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِۦٓ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًا سَـَٔاتِيكُم
مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ
تَصْطَلُونَ ۝٧

৭. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন মুসা তার পরিবারবর্গকে বলেছিল, আমি এক আগুন দেখতে পেয়েছি। আমি শীঘ্রই সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসছি কিংবা তোমাদের কাছে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।[২]

فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِىَ أَنۢ بُورِكَ مَن فِى ٱلنَّارِ
وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ۝٨

৮. সুতরাং যখন সে সেই আগুনের কাছে পৌঁছল, তাকে ডাক দিয়ে বলা হল, বরকত হোক যে আগুনের ভেতর আছে তার প্রতি এবং যে তার আশপাশে আছে তার প্রতিও।[৩] আল্লাহ পবিত্র, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّهُۥٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۝٩

৯. হে মূসা! কথা হচ্ছে, আমিই আল্লাহ, অতি পরাক্রমশালী, অতি হেকমতওয়ালা।

وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ
وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَـٰمُوسَىٰ لَا تَخَفْ
إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ۝١٠

১০. তোমার লাঠি নিচে ফেলে দাও। অনন্তর সে যখন দেখল সেটি এমনভাবে নড়াচড়া করছে, যেন সেটি একটি সাপ, অমনি সে পেছন দিকে পালাতে লাগল, আর ফিরে তাকাল না। (বলা হল) হে মুসা! ভয় পেও না। যাকে নবী বানানো হয়, আমার নিকটে তার কোন ভয় থাকে না।

---

২. ঘটনাটি এখানে কেবল ইশারা হিসেবে এসেছে। বিস্তারিত এর পরবর্তী সূরা অর্থাৎ সূরা কাসাসে আসছে।

৩. প্রকৃতপক্ষে এটা আগুন ছিল না; বরং নূর ছিল এবং তার ভেতর ছিল ফিরিশতা। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বরকতের শুভেচ্ছা জানানো হল সেই ফিরিশতাকেও এবং হযরত মুসা আলাইহিস সালামকেও, যিনি তার আশপাশেই ছিলেন।

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾

১১. তবে কেউ কোন সীমালঙ্ঘন করলে,[৪] তারপর মন্দ কাজের পর তার বদলে ভালো কাজ করলে, আমি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ فِي تِسْعِ اٰيٰتٍ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فٰسِقِينَ ﴿١٢﴾

১২. এবং তোমার হাত নিজ জায়ব (জামার সামনের ফোকর)-এর ভেতর ঢোকাও। তা শুভ্র হয়ে বের হবে কোন রোগ ছাড়া। এ দু'টি সেই নব-নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত, যা (তোমার মাধ্যমে) ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হচ্ছে।[৫] বস্তুত তারা অবাধ্য সম্প্রদায়।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾

১৩. তারপর এই ঘটল যে, যখন তাদের নিকট আমার নিদর্শনসমূহ পৌঁছল, যা ছিল দৃষ্টি উন্মোচনকারী, তখন তারা বলল, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু।

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

১৪. তারা সীমালঙ্ঘন ও অহমিকা বশত তা সব অস্বীকার করল, যদিও তাদের অন্তর সেগুলো (সত্য বলে) বিশ্বাস করে নিয়েছিল। সুতরাং দেখে নাও ফ্যাসাদ-কারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল![৬]

---

৪. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সমীপে কোন নবীর কোন রকম ক্ষতি হতে পারে, এমন আশঙ্কা থাকে না। অবশ্য কারও দ্বারা যদি কোন ত্রুটি ঘটে যায়, তবে তার জন্য ভয় রয়েছে হয়ত আল্লাহ তাআলা নারাজ হয়ে যাবেন। কিন্তু সেই ব্যক্তিও যদি অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে, ক্ষমা চায় ও নিজের ইসলাহ করে নেয়, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন।

৫. 'নব-নিদর্শন' দ্বারা যে সকল নিদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, সূরা আরাফে (৭ : ১৩০–১৩৩) তার বিবরণ চলে গেছে।

৬. তাদের সে পরিণামের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা ইউনুস (১০ : ৯০–৯২) ও সূরা শুআরা (২৬ : ৬০–৬৬)।

[১]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ فَضَّلَنَا عَلٰی كَثِیْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۵﴾

১৫. আমি দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দিয়েছিলাম। তারা বলেছিল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে তার বহু মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَیْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۶﴾

১৬. সুলাইমান দাউদের উত্তরাধিকার লাভ করল[৭] এবং সে বলল, হে মানুষ! আমাদেরকে পাখিদের বুলি শেখানো হয়েছে[৮] এবং আমাদেরকে সমস্ত (প্রয়োজনীয়) জিনিস দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা (আল্লাহ তাআলার) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿۱۷﴾

১৭. সুলাইমানের জন্য তার সমস্ত সৈন্য সমবেত করা হয়েছিল যা ছিল জিন্ন, মানুষ ও পাখি-সম্বলিত। তাদেরকে রাখা হত নিয়ন্ত্রণে।[৯]

---

৭. প্রকাশ থাকে যে, নবী-রাসূলগণের রেখে যাওয়া সম্পত্তি তার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন হয় না। একটি সহীহ হাদীসে সুস্পষ্টভাবেই তা বলা আছে। কাজেই এ আয়াতে যে উত্তরাধিকার প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, তার মানে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নয়; বরং এর অর্থ হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম নবুওয়াত ও রাজত্বে তাঁর মহান পিতা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের স্থলাভিষিক্ত হন।

৮. আল্লাহ তাআলা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে পাখির ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন। ফলে কোন পাখি কী বলছে তা বুঝে ফেলতেন; বরং সামনে পিঁপড়েদের যে ঘটনা আসছে তা দ্বারা বোঝা যায় তিনি অন্যান্য জীব-জন্তুর ভাষাও বুঝতেন। নবীগণের মধ্যে এটা তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বলাবাহুল্য, তাঁর পাখির ভাষা বুঝতে পারাটা প্রতীকী অর্থে নয়; বরং প্রকৃত অর্থেই বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতা দৃষ্টে এটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। আধুনিক কোন কোন মুফাসসিরের কী জানি কেন এ বিষয়টা মেনে নিতে বড় কষ্ট হয়েছে, যে কারণে তারা এর দূর-দূরান্তের ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন আর এভাবে তারা কুরআনী আয়াতের অবান্তর ব্যাখ্যাদানের দুয়ার খুলেছেন। অথচ এটা স্পষ্ট বিষয় যে, পশু-পাখিরও একটা বুলি আছে, যা দ্বারা তারা পরস্পরে ভাব বিনিময় করে থাকে। আমাদের পক্ষে যতই অবোধগম্য হোক না কেন, যেই মহান স্রষ্টা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মুখে বুলিও দিয়েছেন, তিনি তো তাদের বুলি জানেন ও বোঝেন! সুতরাং তিনি যদি সে বুলি তাঁর কোন নবীকেও শিখিয়ে দেন, তাতে বিহ্বল হওয়ার কী আছে?

৯. বোঝানো উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলা সুলাইমান আলাইহিস সালামকে যে রাজত্ব দিয়েছিলেন, তা কেবল মানুষের মধ্যেই সীমিত ছিল না; বরং জিন্ন ও পশু-পাখির উপরও তা ব্যাপ্ত ছিল।

حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ⑱

১৮. একদিন যখন তারা পিঁপড়ের উপত্যকায় পৌঁছল, তখন এক পিঁপড়ে বলল, ওহে পিঁপড়েরা! নিজ ঘরে ঢুকে পড়, পাছে সুলাইমান ও তার সৈন্যরা তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষে ফেলে।

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِیْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلٰى وَالِدَیَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِیْ بِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِیْنَ ⑲

১৯. তার কথায় সুলাইমান স্মিত হেসে দিল এবং বলে উঠল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাওফীক দাও, যেন শুকর আদায় করতে পারি সেই সকল নেয়ামতের, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং করতে পারি এমন সৎকাজ, যা তুমি পসন্দ কর আর নিজ রহমতে তুমি আমাকে নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।

وَتَفَقَّدَ الطَّیْرَ فَقَالَ مَا لِیَ لَاۤ اَرَى الْهُدْهُدَ ۫ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآىِٕبِیْنَ ⑳

২০. এবং সে (একবার) পাখিদের হাজিরা নিল। বলল, কী ব্যাপার! হুদহুদকে দেখছি না যে? সে কি কোথাও গায়েব হয়ে গেল?

لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِیْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗۤ اَوْ لَیَاْتِیَنِّیْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ ㉑

২১. আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা তাকে যবেহ করে ফেলব– যদি না সে আমার কাছে স্পষ্ট কোন কারণ দর্শায়।

فَمَكَثَ غَیْرَ بَعِیْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۭ بِنَبَاٍ یَّقِیْنٍ ㉒

২২. তারপর হুদহুদ বেশি দেরি করল না এবং (এসে) বলল, আমি এমন বিষয় জেনেছি, যা আপনার জানা নেই। আমি

তিনি যখন কোন দিকে বের হতেন, তখন তার সেনাদলে যেমন থাকত মানুষ, তেমনি থাকত জিন্ন ও পাখির দল। এভাবে তার বাহিনীর সদস্য সংখ্যা এত বিপুল হয়ে যেত যে, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হত। তাই বলে যে তাদের মধ্যে কখনও বিশৃঙ্খলা দেখা দিত এমন নয়; বরং তাদের মধ্যে সর্বদা শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকত।

আপনার কাছে সাবা দেশ থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।[১০]

২৩. আমি সেখানে এক নারীকে সেখানকার লোকদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সর্বপ্রকার আসবাব-উপকরণ দেওয়া হয়েছে। আর তার একটি জমকালো সিংহাসনও আছে।

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৪. আমি সেই নারী ও তার সম্প্রদায়কে দেখেছি আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের সিজদা করছে। শয়তান তাদেরকে বুঝিয়েছে যে, তাদের কার্যকলাপ খুব ভালো। এভাবে সে তাদেরকে সঠিক পথ থেকে নিবৃত্ত রেখেছে। ফলে তারা হেদায়াত থেকে এত দূরে

وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. যে, আল্লাহকে সিজদা করে না, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গুপ্ত বিষয়াবলী প্রকাশ করেন এবং তোমরা যা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর সবই জানেন।

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. আল্লাহ তিনি, যিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়, যিনি মহা আরশের অধিপতি।

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۩ ﴿٢٦﴾

২৭. সুলাইমান বলল, আমি এখনই দেখছি তুমি সত্য বলেছ, নাকি তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন হয়ে গেছ।

قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾

---

১০. সাবা একটি জাতির নাম। ইয়েমেনের একটি অঞ্চলে তারা বসবাস করত। সেই জাতির নাম অনুসারে অঞ্চলটিকেও সাবা বলা হত। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্বকালে এক রাণী সে দেশ শাসন করত। ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে তার নাম বলা হয়েছে, 'বিলকীস'।

اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿۲۸﴾

২৮. আমার এ চিঠি নিয়ে যাও। এটি তাদের সামনে ফেলে দেবে তারপর তাদের থেকে সরে যাবে এবং লক্ষ করবে তারা এর জবাবে কী করে।

قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿۲۹﴾

২৯. (সুতরাং হুদহুদ তাই করল। তারপর) রাণী (তার দরবারের লোকদেরকে) বলল, হে জাতির নেতৃবর্গ! আমার সামনে একটি মর্যাদাসম্পন্ন চিঠি ফেলা হয়েছে।

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۳۰﴾

৩০. তা এসেছে সুলাইমানের পক্ষ থেকে। তা শুরু করা হয়েছে আল্লাহর নামে, যিনি রহমান ও রাহীম।

اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿۳۱﴾

৩১. (তাতে সে লিখেছে) আমাদের উপর অহমিকা দেখিও না। বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে চলে এসো।[১১]

[২]

قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْۤ اَمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ﴿۳۲﴾

৩২. রাণী বলল, ওহে জাতির নেতৃবৃন্দ! যে সমস্যাটি আমার সামনে দেখা দিয়েছে, এ বিষয়ে তোমরা আমাকে সিদ্ধান্তমূলক পরামর্শ দাও। আমি কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না, যতক্ষণ না তোমরা আমার কাছে উপস্থিত থাক।

---

১১. অনুমান করা যায়, ইয়েমেনের এ অঞ্চলটিও হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু কোনও এক সময়ে এ নারী সেখানে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য গোপন চেষ্টা চালান এবং তাতে সফলতাও লাভ করেন। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম হুদহুদের মাধ্যমে এ খবর জানতে পেরে, যেমনটা কুরআন মাজীদ বলছে, এই সংক্ষিপ্ত অথচ দ্ব্যর্থহীন ও দৃঢ়ভাষ পত্রখানি লেখেন। বিস্তারিত কোন বক্তব্য নয়; বরং এতে তিনি বিলকীস ও তাঁর সম্প্রদায়কে অবাধ্যতা পরিহার করে আনুগত্য স্বীকার করার হুকুম দিয়েছেন।

قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. তারা বলল, আমরা শক্তিশালী লোক এবং প্রচণ্ড লড়াকু। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার আপনার। সুতরাং ভেবে দেখুন কী হুকুম দেবেন।

قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. রাণী বলল, প্রকৃত ব্যাপার হল, রাজা-বাদশাহগণ যখন কোন জনপদে ঢুকে পড়ে, তখন তাকে যেরবার করে ফেলে এবং তার মর্যাদাবান বাসিন্দাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়ে। এরাও তো তাই করবে।

وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. বরং আমি তাদের কাছে উপঢৌকন পাঠাব। তারপর দেখব দূত কী উত্তর নিয়ে ফেরে।

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ۫ فَمَآ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. তারপর দূত যখন সুলাইমানের কাছে উপস্থিত হল, সে বলল, তোমরা কি অর্থ দ্বারা আমার সাহায্য করতে চাও? তার উত্তর এই যে, আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে উৎকৃষ্ট, অথচ তোমরা তোমাদের উপহার-সামগ্রী নিয়ে উৎফুল্ল।

اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. ফিরে যাও তাদের কাছে। আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন এক সেনাদল নিয়ে আসব, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই এবং আমি তাদেরকে সেখান থেকে লাঞ্ছিতভাবে বের করে দেব আর তারা হয়ে যাবে বশীভূত।

قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. সুলাইমান বলল, ওহে দরবারীগণ! কে আছে তোমাদের মধ্যে, যে ওই নারী বশ্যতা স্বীকার করে আসার আগেই

আমার কাছে তার সিংহাসন নিয়ে আসবে?[১২]

৩৯. এক বলিষ্ঠদেহী জীন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার আগেই আমি সেটি আপনার কাছে নিয়ে আসব। বিশ্বাস রাখুন, আমি এ কাজের পূর্ণ ক্ষমতা রাখি, (এবং আমি) বিশ্বস্তও বটে।[১৩]

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ۝

৪০. যার কাছে ছিল কিতাবের ইলম, সে বলল, আমি আপনার চোখের পলক ফেলার আগেই তা আপনার সামনে এনে দেব।[১৪] অনন্তর সুলাইমান যখন

قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا

---

১২. হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম রাণীর সামনে একটা মুজিযা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি রাণীর সিংহাসনটিকেই বেছে নেন। রাণী এসে পৌঁছার আগেই যদি তাঁর বিশাল ভারী সিংহাসনটি হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের দরবারে হাজির হয়ে যায়, তবে এক অলৌকিক কাণ্ড হিসেবে তা রাণীকে অবশ্যই প্রভাবিত করবে এবং তাঁর নবুওয়াতের শক্তি ও সত্যতা তাঁর সামনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠবে।

১৩. যে ব্যক্তি বলেছিল হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের দরবার শেষ হওয়ার আগেই সিংহাসনটি তাঁর কাছে এনে দেবে, সে ছিল জিন্ন। সে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিল যে, সিংহাসনটি এনে দেওয়ার মত ক্ষমতা তো তার আছেই। সেই সঙ্গে সে আমানতদারও বটে। কাজেই তাতে যে সোনা-রূপা, হীরা-জহরত আছে তার কোনরূপ এদিক-সেদিক হবে না।

১৪. 'যার কাছে ছিল কিতাবের ইলম', কে ছিল এই ব্যক্তি? কুরআন মাজীদ এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলেনি। এটাই বেশি প্রকাশ যে, কিতাবের ইলম দ্বারা তাওরাতের ইলম বোঝানো হয়েছে। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, ইনি ছিলেন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের মন্ত্রী আসাফ ইবনে বারখিয়া। তাঁর 'ইসমে আযম' জানা ছিল আর সেই শক্তিতেই দাবি করেছিলেন, চোখের পলকের ভেতর তিনি সিংহাসনটি এনে দিতে পারবেন। অপর দিকে ইমাম রাযী (রহ.) সহ অনেকে এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, ইনি ছিলেন খোদ হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম। কেননা কিতাবের ইলম তাঁর যেমনটা ছিল সে পরিমাণ তখন আর কারওই ছিল না। প্রথমে তিনি দরবারী লোকজন বিশেষত জিন্নদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, এমন কে আছে, যে বিলকীস এসে পৌঁছার আগেই তাঁর সিংহাসনটি আমার কাছে এনে দিতে পারবে? বস্তুত এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জিন্নদের দর্প চূর্ণ করা। সুতরাং যখন একজন জিন্ন দর্পভরে বলে উঠল, আমি আপনার দরবার শেষ

عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّیْ ۖ لِیَبْلُوَنِیْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّیْ غَنِیٌّ كَرِیْمٌ ﴿۴۰﴾

সিংহাসনটি নিজের সামনে রাখা অবস্থায় দেখল, তখন বলে উঠল, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে চান যে, আমি কৃতজ্ঞতা আদায় করি, না অকৃতজ্ঞতা করি? যে-কেউ কৃতজ্ঞতা আদায় করে, সে তো কৃতজ্ঞতা আদায় করে নিজেরই উপকারার্থে। আর কেউ অকৃতজ্ঞতা করলে আমার প্রতিপালক তো ঐশ্বর্যশালী, মহানুভব।

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِیْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِیْنَ لَا یَهْتَدُوْنَ ﴿۴۱﴾

৪১. সুলাইমান (তাঁর অনুচরদেরকে) বলল, তোমরা রাণীর সিংহাসনটিকে তার পক্ষে অচেনা বানিয়ে দাও,[১৫] দেখি সে এর দিশা পায়, না কি সে যারা সত্যে উপনীত হতে পারে না তাদের অন্তর্ভুক্ত?

فَلَمَّا جَآءَتْ قِیْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَ اُوْتِیْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِیْنَ ﴿۴۲﴾

৪২. পরিশেষে সে যখন আসল, জিজ্ঞেস করা হল, তোমার সিংহাসনটি কি এ রকম? সে বলল, মনে হচ্ছে যেন এটি সেটিই।[১৬] আমাদেরকে তো এর আগেই (আপনার সত্যতা সম্পর্কে)

হওয়ার আগেই সেটি এনে দেব, তখন তার কথার পিঠে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম নিজেই বললেন, তুমি তো দরবার শেষ হওয়ার কথা বলছ। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় আমি মুজিযাস্বরূপ সেটি তোমার চোখের পলকের ভেতর এখানে নিয়ে আসব। খুব সম্ভব এই বলে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করলেন এবং আল্লাহ তাআলা সেই মুহূর্তে বিলকীসের সিংহাসনটি সেখানে আনিয়ে দিলেন।

১৫. 'এটিকে অচেনা বানিয়ে দাও', অর্থাৎ, এর আকৃতিতে এমন কোন পরিবর্তন আন, যাতে এটি চিনতে তার কষ্ট হয় এবং এর দ্বারা তার বুদ্ধিমত্তা যাচাই করা যায়।

১৬. বিলকীস বুঝে ফেললেন সিংহাসনটির আকৃতিতে কিছুটা রদবদল করা হয়েছে। তাই এক দিকে তো তিনি নিশ্চিত করে বলেননি যে, 'এটি সেটিই'; বরং 'মনে হয়' শব্দ ব্যবহার করে এক মাত্রার সন্দেহ রেখে দিয়েছেন। অপর দিকে বাকভঙ্গি অবলম্বন করেছেন এমন, যা দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি সিংহাসনটি ঠিকই চিনতে পেরেছেন।

জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল এবং আপনার আনুগত্যও স্বীকার করেছিলাম।[১৭]

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝

৪৩. আর তাকে (এর আগে ঈমান আনা হতে) নিবৃত্ত রেখেছিল এ বিষয়টা যে, সে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের পূজা করত এবং সে ছিল এক কাফের সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত।[১৮]

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ

৪৪. তাকে বলা হল, এই মহলে প্রবেশ কর।[১৯] যখন সে তা দেখল, মনে করল তা পানি। তাই সে (কাপড় উঁচিয়ে) নিজ গোছা খুলে ফেলল। সুলাইমান

---

১৭. অর্থাৎ, আপনি যে সত্য নবী তা বুঝবার জন্য এ মুজিযা দেখার কোন প্রয়োজন আমার ছিল না; বরং আপনার দূতদের মারফত আপনার যে খবরাখবর পেয়েছিলাম, তা দ্বারাই আমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম আপনি একজন সত্য নবী এবং তখনই আমি ইচ্ছা করেছিলাম আপনার আনুগত্য স্বীকার করে নেব।

১৮. বিলকীস যে বলেছিলেন, 'আমাদেরকে তো এর আগেই আপনার সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল', এটা ছিল তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক। তাই আল্লাহ তাআলাও তাঁর প্রশংসা করছেন যে, বস্তুত সে এক বুদ্ধিমতি নারীই ছিল। তা সত্ত্বেও যে এ পর্যন্ত ঈমান আনেনি, সেটা ছিল পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাব। তার সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষ ছিল কাফের। এ রকম পরিবেশে থাকলে মানুষ কোন রকম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সকলের দেখাদেখি কাজ করে। সকলে সূর্যের পূজা করত, ব্যস সেও তাই করত। কিন্তু বুঝ-সমঝ যেহেতু ভালো ছিল, তাই যখন সত্যের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল, তখন আর দেরি করল না। পত্রপাঠ সত্য মেনে নিল।

১৯. হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম দুনিয়া-প্রেমী লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করার লক্ষ্যে এক জমকালো শিশমহল নির্মাণ করেছিলেন। তার সামনের চত্বরে ছিল একটি জলাশয়। যার উপরে স্বচ্ছ শিশার ছাদ ঢালাই করে দিয়েছিলেন। গভীরভাবে লক্ষ্য না করলে শিশার ছাদটি চোখে পড়ত না। সরাসরি পানির উপরই নজর পড়ত এবং মনে হত সেটি একটি উন্মুক্ত জলাশয়। মহলে প্রবেশ করতে হত সেই জলাশয়ের উপর দিয়েই। সুতরাং বিলকীস যখন তাতে প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে চললেন, সামনে সেই জলাশয়টি পড়ল। সেটি যেহেতু গভীর ছিল না, তাই তিনি এগিয়ে যেতেই থাকলেন আর যাতে পরিধানের কাপড় ভিজে না যায়, তাই তা একটু উঁচিয়ে ধরলেন। তাতে তার পায়ের নলা ক্ষাণিকটা খুলে গেল। তখন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাঁকে বললেন, কাপড় উঁচানোর দরকার নেই। জলাশয়ের উপরে শিশাঢালা ছাদ রয়েছে। উপর দিয়ে গেলে ভেজার কোন আশঙ্কা নেই।

مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۬ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۴﴾

বলল, এটা তো মহল, শিসার কারণে স্বচ্ছ দেখা যাচ্ছে। রাণী বলল, হে আমার প্রতিপালক! বস্তুত (এ পর্যন্ত) আমি আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি। এক্ষণে আমি সুলাইমানের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য স্বীকার করে নিলাম।[২০]

[৩]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰی ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. আমি ছামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে বার্তা দিয়ে পাঠালাম যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর।[২১] অমনি তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে বিতর্কে লিপ্ত হল।

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۴۶﴾

৪৬. সালেহ বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভালোর আগে মন্দকে কেন তাড়াতাড়ি চাচ্ছ?[২২] তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না কেন, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়?

---

২০. রাণী বিলকীস তো আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম সত্য নবী। তারপর যখন এই জমকালো শিশমহল দেখলেন তখন এই ভেবে অভিভূত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ তাআলা নবুওয়াতের সাথে সাথে দুনিয়ার দিক থেকেও তাঁকে কতটা শান-শওকত দান করেছেন। এতে তাঁর অন্তরে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। কাজেই কালক্ষেপণ না করে তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করলেন।

আল্লাহ তাআলা এ ঘটনা উল্লেখ করে বান্দাকে বোঝাতে চাচ্ছেন, তাঁর প্রকৃত বান্দাগণ দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ এবং রাজত্ব ও ক্ষমতা লাভ করার পর অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় না; বরং তারা অধিকতর কৃতজ্ঞ ও অনুগত হয়ে ওঠে। দুনিয়ার ভোজবাজি তাদেরকে আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগী থেকে গাফেল করে দেয় না; বরং তারা যত পায় তত বেশি ইবাদতমগ্ন হয়ে ওঠে। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

২১. ছামুদ জাতি ও হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের বৃত্তান্ত পূর্বে সূরা আরাফ (৭ : ৭২) ও সূরা হুদ (১১ : ৬১–৬৮)-এ চলে গেছে।

২২. 'ভালো' দ্বারা ঈমান ও 'মন্দ' দ্বারা আযাব বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, উচিত তো ছিল প্রথমে ঈমান এনে কল্যাণ হাসিল করা। কিন্তু তোমরা ঈমান আনার পরিবর্তে তোমাদেরকে শীঘ্র শাস্তি দেওয়ার দাবি জানাচ্ছ।

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۚ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. তারা বলল, আমরা তো তোমাকে এবং তোমার সঙ্গীদেরকে অশুভ মনে করি।[২৩] সালেহ বলল, তোমাদের অশুভতা আল্লাহর হাতে। বস্তুত তোমরা এমনই এক সম্প্রদায়, যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।[২৪]

وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এবং নগরে নয়জন লোক ছিল এমন, যারা যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়াত, ইসলাহের কাজ করত না।[২৫]

قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. তারা (একত্র হয়ে একে অন্যকে) বলল, সকলে শপথ কর, আমরা রাতের বেলা সালেহ ও তার পরিবারবর্গের উপর হামলা চালাব, তারপর তার ওয়ারিশকে বলব, আমরা তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ডের সময় উপস্থিতই ছিলাম না। বিশ্বাস কর আমরা সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

---

২৩. অর্থাৎ, তুমি নবুওয়াতের দাবি যখন করনি তখন আমরা সংঘবদ্ধ ছিলাম, আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল। কিন্তু তোমার নবুওয়াত দাবির পর আমাদের মধ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে। আমাদের জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আমরা মনে করি এটা তোমার অশুভত্ব। কোন কোন বর্ণনায় প্রকাশ, তারা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল এবং এটাকেও তারা হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের অপয়ত্ব সাব্যস্ত করেছিল।

২৪. অর্থাৎ, এটা তোমাদের কর্মেরই অশুভ পরিণতি, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে। এসেছে এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান, বিপদ-আপদে তোমরা আল্লাহর শরণাপন্ন হও, নাকি নিজেদের দুষ্কর্মেই অবিচলিত থাক।

২৫. এ নয়জন ছিল হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের জাতির নেতা। এদের প্রত্যেকের ছিল স্বতন্ত্র একেকটি দল। মুজিযা হিসেবে পাহাড় থেকে যে উটনী জন্ম নিয়েছিল, সেটিকে হত্যা করেছিল তারাই। এ হত্যার পরিণামে যখন তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ফায়সালা হল এবং হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলেন, তখন তারা ফন্দী আঁটল খোদ হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকেই হত্যা করে ফেলবে; সঙ্গে তার পরিবারবর্গকেও। তারা শপথ করল রাতের বেলা একযোগে তাদের উপর হামলা চালাবে।

৫০. তারা তো এই চাল চালল আর আমিও এক চাল এভাবে চাললাম যে, তারা টেরও পেল না।[২৬]

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝٥٠

৫১. সুতরাং লক্ষ কর তাদের চালাকির পরিণাম কেমন হল। আমি তাদেরকে ও তাদের গোটা জাতিকে ধ্বংস করে ফেললাম।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝٥١

৫২. ওই তো তাদের ঘর-বাড়ি, যা তাদের জুলুমের কারণে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।[২৭] নিশ্চয়ই যারা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়, তাদের জন্য এতে আছে শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝٥٢

৫৩. আর যারা ঈমান এনেছিল ও তাকওয়া অবলম্বন করেছিল, তাদেরকে আমি রক্ষা করি।

وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝٥٣

---

২৬. অর্থাৎ তাদের চক্রান্ত এমনভাবে নস্যাৎ করা হল যে, তারা কিছু বুঝে উঠতে পারল না। তা কিভাবে তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করা হয়েছিল? কুরআন মাজীদ সে বিবরণ পেশ করেনি। কোন কোন বর্ণনায় প্রকাশ, তারা যখন চক্রান্ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল, পথিমধ্যে পাথরের এক বিশালাকার চাঁই তাদের উপর গড়িয়ে পড়ল এবং তার নিচে চাপা পড়ে সকলেই ধ্বংস হয়ে গেল। তারপর সম্প্রদায়ের সকলের উপর আযাব আসল। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তারা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে যখন হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের বাড়িতে পৌঁছল, তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে ফেলল। এ অবস্থায় ফেরেশতাদের হাতেই তারা বিনাশ হয়। আবার কোন কোন মুফাসসির বলেন, তারা তাদের চক্রান্তমত কাজ করার সুযোগই পায়নি। তার আগেই গোটা সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি এসে যায় এবং অন্যদের সাথে তারাও ধ্বংস হয়ে যায়।

২৭. হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের বসতি আরব এলাকার অন্তর্ভুক্ত এবং মদীনা মুনাওয়ারা হতে কিছুটা দূরে অবস্থিত। আরববাসী শামের সফরকালে এ বসতির উপর দিয়েই যাতায়াত করত। তাই কুরআন মাজীদ সেদিকে এমনভাবে ইশারা করেছে, যেন তা চোখের সামনে। তাদের সেই বিরাণ জনপদ ও তার ধ্বংসাবশেষ এখনও 'মাদাইন সালেহ' নামে প্রসিদ্ধ এবং এখনও তা জ্ঞানীজনের জন্য উপদেশের রসদ জোগায়।

وَلُوۡطًا اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهٖۤ اَتَاۡتُوۡنَ الۡفَاحِشَةَ وَاَنۡتُمۡ تُبۡصِرُوۡنَ ﴿۵۴﴾

৫৪. এবং আমি লুতকে নবী বানিয়ে পাঠালাম। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি চাক্ষুষ দেখেও অশ্লীল কাজ করছ?

اَئِنَّكُمۡ لَتَاۡتُوۡنَ الرِّجَالَ شَهۡوَةً مِّنۡ دُوۡنِ النِّسَآءِ ؕ بَلۡ اَنۡتُمۡ قَوۡمٌ تَجۡهَلُوۡنَ ﴿۵۵﴾

৫৫. এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, তোমরা কামচাহিদা পূরণের জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষদের কাছে যাও? বস্তুত তোমরা অতি মূর্খতাসুলভ কাজ করছ।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ قَالُوۡۤا اَخۡرِجُوۡۤا اٰلَ لُوۡطٍ مِّنۡ قَرۡیَتِكُمۡ ۚ اِنَّهُمۡ اُنَاسٌ یَّتَطَهَّرُوۡنَ ﴿۵۶﴾

৫৬. এর বিপরীতে তার সম্প্রদায়ের উত্তর এছাড়া কিছুই ছিল না যে, লুতের পরিবারবর্গকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। তারা বড় পবিত্রতা জাহির করছে।

فَاَنۡجَیۡنٰهُ وَاَهۡلَهٗۤ اِلَّا امۡرَاَتَهٗ ۫ قَدَّرۡنٰهَا مِنَ الۡغٰبِرِیۡنَ ﴿۵۷﴾

৫৭. তারপর এই ঘটল যে, আমি লুত ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম, তবে তার স্ত্রীকে নয়, যার সম্পর্কে আমি স্থির করেছিলাম, সে যারা পিছনে থেকে যাবে তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

وَاَمۡطَرۡنَا عَلَیۡهِمۡ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الۡمُنۡذَرِیۡنَ ﴿۵۸﴾

৫৮. আর আমি তাদের উপর বর্ষণ করলাম এক মারাত্মক বৃষ্টি। যাদেরকে আগে থেকেই সতর্ক করা হয়েছিল তাদের প্রতি বর্ষিত সে বৃষ্টি ছিল কতই না মন্দ![২৮]

২৮. হযরত লুত আলাইহিস সালামের ঘটনা পূর্বে বিস্তারিতভাবে সূরা হুদ (১১ : ৭৭–৮৩) ও সূরা হিজর (১৫ : ৫৮–৭৬)-এ গত হয়েছে। কিছুটা সূরা শুআরায়ও (২৬ : ১৬০–১৭৫) বর্ণিত হয়েছে। আমরা সূরা আরাফে (৭ : ৮০) তাদের পরিচিতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

[৪]

৫৯. (হে নবী!) বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই এবং সালাম তাঁর সেই বান্দাদের প্রতি যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন।[২৯] বল তো, আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, নাকি যাদেরকে তারা আল্লাহর প্রভুত্বে অংশীদার বানিয়েছে তারা?

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۵۹﴾

৬০. তবে কে তিনি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তারপর আমি সে পানি দ্বারা উদগত করেছি মনোরম উদ্যানরাজি। তার বৃক্ষরাজি উদগত করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। (তবুও কি তোমরা বলছ,) আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন প্রভু আছে?[৩০] না; বরং তারা সত্যপথ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿۶۰﴾

---

২৯. বিভিন্ন নবী-রাসূলের ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা এবার তাঁর তাওহীদের দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করছেন। এটা এমনই এক আকীদা, সমস্ত নবী-রাসূল যা প্রচার করে গেছেন। এটা সকল দ্বীনের এক সাধারণ বিষয় এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রধানতম ধারা। বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার অপার কুদরতের যে নিদর্শনাবলী সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে, যেই মহিমময় সত্তা এই মহাজগত সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বিস্ময়কর নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন করে দিয়েছেন, তাঁর কি নিজ প্রভুত্বে কোন অংশীদারের প্রয়োজন থাকতে পারে? জগত পরিচালনায় তাঁর কি কোন সাহায্যকারীর দরকার আছে?

তাওহীদ সম্পর্কে এটা অত্যধিক বলিষ্ঠ ও তাৎপর্যপূর্ণ এক ভাষণ। তরজমার মাধ্যমে এর ওজস্বিতা অন্য কোন ভাষায় প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়। তথাপি এর মর্মবাণী যাতে তরজমার ভেতর এসে যায় সে চেষ্টা করা হয়েছে। যেহেতু এ ভাষণটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমেই মানুষের কাছে পৌঁছেছে, তাই এর শুরুতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তিনি এর সূচনা করেন আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম পাঠের মাধ্যমে। এভাবে মানুষকে বক্তৃতা করার এই আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কেউ বক্তৃতা করলে তা শুরু করবে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও নবী-রাসূলগণের প্রতি সালাম পাঠ দ্বারা।

৩০. প্রকাশ থাকে যে, মক্কার কাফেরগণ আল্লাহ তাআলাকেই বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস করত। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা একথাও বলত যে, তিনি জগতের একেকটি বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব একেক দেবতার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তাই দেবতাদেরও পূজা-অর্চনা করা জরুরি।

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۶۱﴾

৬১. তবে কে তিনি, যিনি পৃথিবীকে বানিয়েছেন অবস্থানের জায়গা, তার মাঝে-মাঝে সৃষ্টি করেছেন নদ-নদী, তার (স্থিতির) জন্য (পর্বতমালার) কীলক গেড়ে দিয়েছেন এবং তিনি দুই সাগরের মাঝখানে স্থাপন করেছেন এক অন্তরায়?[৩১] (তবুও কি তোমরা বলছ) আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন প্রভু আছে? না, বরং তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য অবগত নয়।

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۶۲﴾

৬২. তবে কে তিনি, যিনি কোন আর্ত যখন তাকে ডাকে, তার দোয়া কবুল করেন ও তার কষ্ট দূর করে দেন এবং যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর খলীফা বানান? (তবুও কি তোমরা বলছ) আল্লাহর সঙ্গে অন্য প্রভু আছেন? না, বরং তোমরা অতি অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۶۳﴾

৬৩. তবে কে তিনি, যিনি স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমাদেরকে পথ দেখান এবং যিনি নিজ রহমতের (বৃষ্টির) আগে পাঠান বাতাস, যা তোমাদেরকে (বৃষ্টির) সুসংবাদ দেয়? (তবুও কি তোমরা বলছ) আল্লাহর সঙ্গে অন্য প্রভু আছে? (না, বরং) তারা যে শিরকে লিপ্ত আছে আল্লাহ তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে।

---

৩১. দুটি নদী বা দুটি সাগরের সঙ্গমস্থলে আল্লাহ তাআলার কুদরতের এক অপূর্ব মহিমা লক্ষ করা যায়। উভয়ের জলধারা পাশাপাশি বয়ে যায়, কিন্তু একটির সাথে আরেকটি মিশ্রিত হয় না। কী এক অলক্ষ্য অন্তরায় উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান যে, দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে, অথচ এক ধারার পানি অন্য ধারায় ঢুকতে পারে না!

৬৪. তবে কে তিনি, যিনি সমস্ত মাখলুককে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং যিনি আসমান ও যমীন থেকে তোমাদের রিযিক সরবরাহ করেন? (তবুও কি তোমরা বলছ,) আল্লাহর সাথে অন্য কোন প্রভু আছেন? বল, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর– যদি সত্যবাদী হও।

اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ
السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قُلْ هَاتُوْا
بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٦٤

৬৫. বলে দাও, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না।[৩২] মানুষ এটাও জানে না যে, তাদেরকে কখন পুনর্জীবিত করা হবে।

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ
اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۝٦٥

৬৬. বরং আখেরাত সম্পর্কে তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) জ্ঞান সম্পূর্ণ অপারগ হয়ে গেছে; বরং তারা সে সম্বন্ধে সন্দেহে নিপতিত; বরং তারা সে সম্পর্কে অন্ধ।

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۫ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ
مِّنْهَا ۫ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ۝٦٦ ع

[৫]

৬৭. যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা বলে, যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদাগণ মাটি হয়ে যাব, তখনও কি আমাদেরকে সত্যি সত্যিই (কবর থেকে) বের করা হবে?

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّ اٰبَآؤُنَآ
اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ۝٦٧

---

৩২. আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে নবীদেরকে বিভিন্ন গায়েবী বিষয় সম্পর্কে অবহিত করতেন। গায়েবী খবরাখবর সর্বাপেক্ষা বেশি জানানো হয়েছিল আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গায়েবের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত ছিলেন না। পরিপূর্ণ গায়েবী জ্ঞান কেবল আল্লাহ তাআলারই আছে। সুতরাং তাকে ছাড়া অন্য কাউকে 'আলেমুল গায়েব' বলা যায় না।

لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٦٨

৬৮. আমাদেরকে ও আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এ রকমের প্রতিশ্রুতি আগেও শোনানো হয়েছিল, (কিন্তু) প্রকৃতপক্ষে এসব পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত হয়ে আসা কিস্‌সা-কাহিনী ছাড়া কিছুই নয়।

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝٦٩

৬৯. বলে দাও, পৃথিবীতে একটু ভ্রমণ করে দেখ, অপরাধীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল?

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۝٧٠

৭০. (হে নবী!) তুমি তাদের প্রতি দুঃখ করো না। আর তারা যে চক্রান্ত করছে, তার জন্য কুণ্ঠাবোধ করো না।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٧١

৭১. তারা (তোমাকে) বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে (বল,) এ ওয়াদা পূরণ হবে কখন?

قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝٧٢

৭২. বলে দাও, কিছু অসম্ভব নয় তোমরা যে আযাব তাড়াতাড়ি চাচ্ছ, তা তোমাদের একদম কাছেই।[৩৩]

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝٧٣

৭৩. বস্তুত তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল কিন্তু তাদের অধিকাংশেই শুকর আদায় করে না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝٧٤

৭৪. বিশ্বাস রাখ, তোমার প্রতিপালক তাদের অন্তর যা-কিছু গোপন করে রাখে তাও জানেন এবং তারা যা-কিছু প্রকাশ্যে করে তাও।

---

৩৩. অর্থাৎ, কুফরের আসল শাস্তি তো আখেরাতেই হবে, তবে তার অংশবিশেষ তোমাদেরকে ইহকালেও ভোগ করতে হতে পারে। তা করতে হয়েছিল বৈকি! বদরের যুদ্ধে কুরাইশের বড়-বড় সর্দার মারা পড়েছিল আর বাকিদেরকে বরণ করতে হয়েছিল গ্লানিকর পরাজয়।

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٥﴾

৭৫. আসমান ও যমীনে এমন কোন গুপ্ত বিষয় নেই, যা এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নয়।[৩৪]

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. বস্তুত এ কুরআন বনী ইসরাঈলের সামনে স্বরূপ উন্মোচন করে দেয় তারা যেসব বিষয়ে মতভেদ করে তার অধিকাংশের।[৩৫]

وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. নিশ্চয়ই এটা ঈমানদারদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٨﴾

৭৮. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক তাদের মধ্যে নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফায়সালা করবেন। তিনি অতি ক্ষমতাবান, সর্বজ্ঞ।

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ﴿٧٩﴾

৭৯. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। নিশ্চয়ই তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. স্মরণ রেখ, তুমি মৃতদেরকে তোমার কথা শোনাতে পারবে না এবং বধিরকেও তুমি নিজ ডাক শোনাতে সক্ষম নও, যখন তারা পেছন ফিরে চলে যায়।

وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ

৮১. আর তুমি অন্ধদেরকেও তাদের পথভ্রষ্টতা হতে মুক্ত করে সঠিক পথে আনতে পারবে না। তুমি তো কথা

---

৩৪. 'সুস্পষ্ট কিতাব' দ্বারা 'লাওহে মাহফুজ' বোঝানো হয়েছে।

৩৫. কুরআন মাজীদ যে আল্লাহ্ তাআলার সত্য কিতাব, তার অন্যতম এক প্রমাণ হল বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসা দান, বিশেষত বনী ইসরাঈলের বিতর্কিত বিষয়। তাদের বড়-বড় পণ্ডিতগণ যুগ-যুগ ধরে যেসব বিষয়ে বিতর্ক করে আসছে এবং কোন মীমাংসায় পৌঁছাতে পারছিল না, কুরআন মাজীদ সেসব বিষয়ের স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছে। স্পষ্ট করে দিয়েছে কোনটা সত্য, কোনটা ভ্রান্ত।

إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾

শোনাতে পারবে কেবল তাদেরকেই যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে অতঃপর তারাই হবে আনুগত্য স্বীকারকারী।

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. যখন তাদের সামনে আমার কথা পূর্ণ হওয়ার সময় এসে পড়বে, তখন তাদের জন্য ভূমি থেকে এক জন্তু বের করব, যা তাদের সাথে কথা বলবে, যেহেতু মানুষ আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনছিল না।[৩৬]

[৬]

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. এবং সেই দিনকে ভুলো না, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একেকটি দলকে সমবেত করব, যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত। তারপর তাদেরকে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে।

حَتّٰٓى إِذَا جَآءُوْ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِىْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. পরিশেষে যখন সকলেই এসে পৌঁছবে, তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি ভালোভাবে না বুঝেই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলে কিংবা তোমরা আসলে কী করছিলে?

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. তারা যে জুলুম করেছিল, সে কারণে তাদের প্রতি শাস্তিবাণী কার্যকর হয়ে যাবে। ফলে তারা কিছুই বলতে পারবে না।

---

৩৬. এটা কিয়ামতের বিলকুল শেষ দিকের একটি আলামত। কিয়ামত যখন একেবারে কাছে এসে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা ভূমি থেকে অদ্ভুত রকমের একটি জীব সৃষ্টি করবেন। সেটি মানুষের সাথে কথা বলবে। কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় সে জীবটির আবির্ভাবের পর তাওবার দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে এবং অবিলম্বেই কিয়ামত হয়ে যাবে।

اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝٨٦

৮৬. তারা কি দেখেনি আমি রাত সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা তখন বিশ্রাম নিতে পারে আর দিন সৃষ্টি করেছি এমনভাবে, যাতে তখন সবকিছু দৃষ্টিগোচর হয়। নিশ্চয়ই যে সকল লোক ঈমান আনে তাদের জন্য এর ভেতর বহু নিদর্শন আছে।

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ۝٨٧

৮৭. যে দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, সে দিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই ঘাবড়ে যাবে, আল্লাহ যাদের ব্যাপারে ইচ্ছা করবেন তারা ছাড়া[৩৭] এবং সকলেই আনত হয়ে তার সামনে উপস্থিত হবে।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ؕ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ۝٨٨

৮৮. তোমরা (আজ) পাহাড়কে দেখে মনে কর তা আপন স্থানে অচল, অথচ (সে দিন) তা সঞ্চরণ করবে, যেমন সঞ্চরণ করে মেঘমালা। এসবই আল্লাহর কর্ম-কুশলতা, যিনি সকল বস্তু সুদৃঢ়ভাবে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তোমরা যা-কিছু কর তিনি তা সম্যক অবহিত।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ۝٨٩

৮৯. যে-কেউ সৎকর্মসহ আসবে, সে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রতিফল পাবে।[৩৮] এরূপ লোক সে দিন সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি হতে নিরাপদ থাকবে।

---

৩৭. 'আল্লাহ যাদের ব্যাপারে ইচ্ছা করবেন তারা ছাড়া' –এর ব্যাখ্যা সামনে ৮৯ নং আয়াতে আসছে। অর্থাৎ এরা সেইসব লোক, যারা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে সৎকর্ম নিয়ে। কোন কোন বর্ণনায় প্রকাশ, এরা হল আল্লাহর পথে যারা প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে, সেই শহীদগণ।

৩৮. আল্লাহ তাআলার ওয়াদা হল তিনি প্রতিটি সৎকর্মের সওয়াব দিবেন তার দশগুণ।

وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ۖ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

৯০. আর যে-কেউ মন্দকর্ম নিয়ে আসবে, তাদেরকে উল্টো-মুখো করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তোমাদেরকে তো কেবল তোমরা যা করতে তারই শাস্তি দেওয়া হবে।

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾

৯১. (হে রাসূল! তাদেরকে বলে দাও) আমাকে তো কেবল এ হুকুমই দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন এই নগরের প্রতিপালকের ইবাদত করি, যিনি এ নগরকে মর্যাদা দান করেছেন। তিনিই সবকিছুর মালিক এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যেন আমি আনুগত্য-কারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকি।

وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿٩٢﴾

৯২. এবং আমি যেন কুরআন তিলাওয়াত করি। যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথে আসবে, সে হেদায়াতের পথে আসবে নিজেরই কল্যাণার্থে। আর কেউ পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করলে বলে দাও, আমি তো তাদেরই একজন, যারা (মানুষকে) সতর্ক করে।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

৯৩. এবং বলে দাও, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তিনি তোমাদেরকে নিজ নিদর্শনসমূহ দেখাবেন। অতঃপর তোমরা তা চিনতেও পারবে।[৩৯] তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে অনবহিত নন।

---

৩৯. আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা ও আপন কুদরতের বহু নিদর্শন মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন এবং মানুষ তা প্রত্যক্ষও করেছে, যেমন মহানবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যা মানুষ বাস্তবায়িত হতে দেখেছেন। সামনে সূরা 'রূম'-এর শুরুতে এর একটা উদাহরণ আসছে। আয়াতে নিদর্শনাবলী বলতে এ জাতীয় নিদর্শনও বোঝানো হতে পারে আবার এটাও সম্ভব যে, এর দ্বারা কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কিয়ামত তো একদিন সংঘটিত হবেই আর যখন তা সংঘটিত হবে, তখন অবিশ্বাসীরাও চিনতে ও বুঝতে পারবে যে, তা কিয়ামত। কিন্তু তখন বুঝে তো কোন লাভ হবে না, যেহেতু ঈমান আনার সময় পার হয়ে গেছে।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ রোববার দুবাই থেকে করাচি যাওয়ার পথে সূরা নামলের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। তারিখ ২রা জুমাদাল উলা ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ২০ শে মে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ। এ সূরাটির সম্পূর্ণ কাজই শেষ করা হয়েছে ইউরোপের সফরে। (অনুবাদ শেষ হল আজ মঙ্গলবার ১৩ই জুলাই ২০১০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৩০ শে রজব ১৪৩১ হিজরী)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে বান্দার গোনাহসমূহ মাফ করে এই খেদমতটুকু কবুল করে নিন। বাকি সূরাসমূহের কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

সূরা কাসাস পরিচিতি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর এক বর্ণনায় আছে, এ সূরাটি সূরা নামল (সূরা নম্বর ২৭)-এর পরে নাযিল হয়েছিল। বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় প্রাক-হিজরতকালে মক্কা মুকাররমায় যে সকল সূরা নাযিল হয়েছে, এটিই তার মধ্যে সর্বশেষ। এর ৮৫ নং আয়াতটি তো নাযিল হয়েছে হিজরতের সফর অবস্থায়, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমা থেকে রওয়ানা হয়ে জুহফা নামক স্থানে পৌঁছান।

এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত ও তাঁর দাওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করা। এর প্রথম ৪৩টি আয়াতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জীবনের প্রথম ভাগের এমন কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যা অন্য কোন সূরায় বর্ণিত হয়নি। অতঃপর ৪৪ থেকে ৪৭ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন, এসব ঘটনা জানার কোন সূত্র তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিল না। তা সত্ত্বেও এতটা বিস্তারিত বিবরণ তিনি দিচ্ছেন কিভাবে? এর দ্বারা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, তার কাছে ওহী আসে এবং ওহীর মাধ্যমেই তিনি এসব ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে মানুষের কাছে বর্ণনা করেন। এভাবে এর দ্বারা তাঁর রিসালাতের সত্যতা প্রমাণিত হয়। তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাত সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের পক্ষ হতে যে সকল প্রশ্ন তোলা হত এ সূরায় তার সন্তোষজনক উত্তরও দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে, যারা ঈমান না এনে জিদ ধরে বসে আছে, তাদের কাজের কোন দায় আপনার উপর বর্তাবে না। তারপর মক্কার কাফেরগণ যেই মিথ্যা দেবতাদের উপর বিশ্বাস রাখত তাদেরকে রদ করা হয়েছে।

কুরাইশের বড়-বড় সর্দার তাদের অর্থ-সম্পদের অহিমকায় নিমজ্জিত ছিল। সে অহমিকাও তাদের ঈমান না আনার ও তাঁর ডাকে সাড়া না দেওয়ার একটা বড় কারণ ছিল। তাদের শিক্ষার জন্য ৭৬ থেকে ৮২ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে কারূনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কারূন ছিল হযরত মুসা আলাইহিস সালামের আমলে সর্বাপেক্ষা ধনবান ব্যক্তি। ধন-সম্পদের কারণে সে বড়ই গর্বিত ছিল, যে কারণে তার ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়নি। শেষ পর্যন্ত ধনগর্ব ও তজ্জনিত হঠকারিতা তার ধ্বংস ডেকে আনে। ধনাঢ্যতা তাকে সে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে পারেনি। সূরার শেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, যদিও এখন আপনি নিঃসম্বল অবস্থায় মক্কা মুকাররমা ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা একদিন আপনাকে পুনরায় বিজয়ীরূপে এ পবিত্র ভূমিতে ফিরিয়ে আনবেন। দশ বছর পর মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সে প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়েছিল।

২৮ – সূরা কাসাস – ৪৯

মক্কী; আয়াত ৮৮; রুকূ ৯

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

سُوْرَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٨٨ رُكُوْعَاتُهَا ٩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمّٓ ①

১. তোয়া-সীন-মীম।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ②

২. এগুলো এমন এক কিতাবের আয়াত, যা সত্যকে পরিস্ফুট করে।

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ③

৩. আমি মুমিনদের কল্যাণার্থে মুসা ও ফির'আওনের কিছু বৃত্তান্ত তোমাকে যথাযথভাবে পড়ে শোনাচ্ছি।

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ④

৪. বস্তুত ফির'আওন ভূমিতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল এবং সে তার অধিবাসীদেরকে পৃথক-পৃথক দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের একটি শ্রেণীকে সে অত্যন্ত দুর্বল করে রেখেছিল, যাদের পুত্রদেরকে সে যবাহ[১] করত ও তাদের নারীদেরকে জীবিত ছেড়ে দিত। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল ফ্যাসাদ বিস্তারকারীদের একজন।

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ⑤

৫. আর আমি চাচ্ছিলাম সেদেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতা বানাতে এবং তাদেরকেই (সে দেশের ভূমি ও সম্পদের) উত্তরাধিকারী বানাতে।

---

১. পূর্বে সূরা তোয়াহা (২০ : ৩৬)-এর টীকায় বলা হয়েছে, কোন এক জ্যোতিষী ফির'আওনকে বলেছিল, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির হাতে আপনার রাজত্বের অবসান হবে। তাই সে ফরমান জারি করেছিল, এখন থেকে বনী ইসরাঈলে যত শিশু জন্ম নেবে তাদেরকে যেন হত্যা করা হয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন জন্মগ্রহণ করলেন তাঁর মা এই ভেবে ভীষণ

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ
وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ⑥

৬. এবং সে দেশে তাদেরকে ক্ষমতাসীন করতে আর ফির'আওন, হামান ও তাদের সৈন্যদেরকে সেই জিনিস দেখিয়ে দিতে, যা থেকে বাঁচার জন্য তারা কলাকৌশল করছিল।[২]

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۚ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ
فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَادُّوهُ
إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ⑦

৭. আমি মূসার মায়ের প্রতি ইলহাম করলাম, তুমি তাকে দুধ পান করাতে থাক। যখন তার ব্যাপারে কোন আশঙ্কা বোধ করবে তখন তাকে নদীতে ফেলে দিও। আর ভয় পেও না ও দুঃখ করো না। বিশ্বাস রেখ, আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসূলগণের মধ্য হতে একজন রাসূল বানিয়ে দেব।

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ
إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ⑧

৮. অতঃপর ফির'আওনের লোকজন তাকে (অর্থাৎ শিশু মূসা আলাইহিস সালামকে) তুলে নিল। এর পরিণাম তো ছিল এই যে, সে হবে তাদের শত্রু ও তাদের দুঃখের কারণ। নিশ্চয়ই ফির'আওন,

---

দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন যে, ফির'আওনের গুপ্তচরেরা তো তাকেও হত্যা করে ফেলবে, তাদের হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করার উপায় কী? এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে ইলহাম করলেন যে, শিশুটিকে একটি বাক্সের ভেতর রেখে নীল নদীতে ফেলে দাও। তিনি তাই করলেন। বাক্সটি ভাসতে ভাসতে ফির'আওনের রাজপ্রাসাদের কাছে পৌঁছে গেল। রাজকর্মচারীগণ কৌতুহলবশে সেটি তুলে আনল। খুলে দেখল তার ভেতর একটি মানবশিশু। তারা শীঘ্র তাকে ফির'আওনের কাছে নিয়ে গেল। তার পত্নী হযরত আছিয়া (আ.) শিশুটির মায়ায় পড়ে গেলেন। তিনি তাকে পুত্র হিসেবে লালন-পালন করার জন্য ফির'আওনকে উদ্বুদ্ধ করলেন। সামনে ৬–৯ নং আয়াতে এ ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে।

২. বনী ইসরাঈলের কোন এক শিশু বড় হয়ে তার পতন ঘটাবে– এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ফির'আওন ভীষণভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। সে তা থেকে বাঁচার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি তাকে দেখাতে চাচ্ছিলাম কিভাবে তার সকল ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং যার জন্য সে শঙ্কিত ছিল তা সত্য হয়ে সামনে দেখা দেয়।

হামান ও তাদের সৈন্যরা বড়ই ভুলের উপর ছিল।[৩]

وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ ؕ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩

৯. ফেরাউনের স্ত্রী (ফির'আওনকে) বলল, এ শিশু আমার ও তোমার পক্ষে নয়নপ্রীতিকর। একে হত্যা করো না হয়ত সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুত্রও বানাতে পারি। আর (এ সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে) তারা পরিণাম সম্পর্কে অবহিত ছিল না।

وَ اَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ؕ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٠

১০. এদিকে মূসার মায়ের মন ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। সে তো রহস্য ফাঁস করেই দিচ্ছিল– যদি না সে (আমার ওয়াদার প্রতি) দৃঢ় বিশ্বাসী থাকবে এজন্য আমি তার অন্তরকে সামাল দিতাম।

وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ۫ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝١١

১১. সে মূসার বোনকে বলল, শিশুটির একটু খোঁজ নাও। সে তাকে দূর থেকে এমনভাবে দেখছিল যে, তারা টের পাচ্ছিল না।

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰۤى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ۝١٢

১২. আমি পূর্ব থেকেই মূসার প্রতি নিরোধ আরোপ করে দিয়েছিলাম, যাতে ধাত্রীগণ তাকে দুধ পান করাতে না পারে। মূসার বোন বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব, যারা তোমাদের পক্ষ হতে

৩. 'তারা ভুলের উপর ছিল' –এর দুই ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) তারা ভুল পথের অনুসারী ছিল। তারা ছিল কাফের ও গোনাহগার। (খ) অথবা এর অর্থ– তারা শিশুটিকে তুলে ভুল করেছিল। কেননা ঈমান না আনার ফলে সেই শিশুই শেষ পর্যন্ত তাদের পতন ও ধ্বংসের কারণ হয়েছিল।

এ শিশুর লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার কল্যাণকামী?[8]

১৩. এভাবে আমি মূসাকে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে চিন্তিত না থাকে এবং যাতে সে ভালোভাবে জানতে পারে আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَیْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳﴾

[১]

১৪. যখন মূসা পরিপূর্ণ বলবত্তায় উপনীত হল ও হয়ে গেল পূর্ণ যুবা, তখন আমি তাকে দান করলাম হিকমত ও ইলম। আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰٓى اٰتَیْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۱۴﴾

১৫. এবং (একদা) সে নগরে এমন এক সময় প্রবেশ করল, যখন তার বাসিন্দাগণ ছিল অসতর্ক।[৫] সে দেখল সেখানে দু'জন লোক মারামারি করছে। একজন তো তার নিজ দলের এবং আরেকজন তার শত্রুপক্ষের। যে ব্যক্তি

وَدَخَلَ الْمَدِیْنَةَ عَلٰى حِیْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِیْهَا رَجُلَیْنِ یَقْتَتِلٰنِ ٝ هٰذَا مِنْ شِیْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِیْ مِنْ شِیْعَتِهٖ عَلَى

8. ফির'আওনের স্ত্রী শিশুটিকে লালন-পালন করার সিদ্ধান্ত নিলে তাকে দুধ পান করানোর জন্য একজন ধাত্রীর দরকার হল, সুতরাং ধাত্রী খোঁজা শুরু হল। কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কোন ধাত্রীর দুধই মুখে নিচ্ছিলেন না। হযরত আছিয়া (আ.) একজন উপযুক্ত ধাত্রী খুঁজে আনার জন্য তাঁর দাসীদেরকে চারদিকে পাঠিয়ে দিলেন। ওদিকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে নদীতে ফেলে দেওয়ার পর তাঁর মা অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত কী হয় তা দেখার জন্য হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বোনকে পাঠিয়ে দিলেন। বোন খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় এসে দেখে রাণীর দাসীগণ বড় পেরেশান। তারা উপযুক্ত ধাত্রী খুঁজে পাচ্ছে না। সে এটাকে এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ মনে করল। প্রস্তাব দিল এ দায়িত্ব তার মাকে দেওয়া যেতে পারে। তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে নিয়েও আসল, তিনি যখন শিশুটিকে বুকে নিয়ে দুধ খাওয়াতে শুরু করলেন, শিশু মহানন্দে খেতে থাকল। এভাবে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা মত শিশু তার মায়ের কোলে ফিরে আসল।

৫. অর্থাৎ, সময়টা ছিল দুপুর। অধিকাংশ লোক বেখবর হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল।

الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۖ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ۖ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

ছিল তার নিজ দলের, সে তার শত্রুপক্ষের লোকটির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্যের জন্য ডাকল। তখন মূসা তাকে একটি ঘুষি মারল আর তা তার কর্ম সাবাড় করে দিল।[৬] (তারপর) সে (আক্ষেপ করে) বলল, এটা শয়তানের কাণ্ড। মূলত সে এক প্রকাশ্য শত্রু, যার কাজই ভুল পথে নিয়ে যাওয়া।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦﴾

১৬. বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক! আমি নিজ সত্তার প্রতি জুলুম করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।[৭] সুতরাং আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাই ভবিষ্যতে আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।[৮]

---

৬. হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল কেবল লোকটির অত্যাচার থেকে ইসরাঈলী ব্যক্তিকে রক্ষা করা, হত্যা করার কোন অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। কিন্তু নিয়তি বলে কথা! এক ঘুষিতেই তার জীবন সাঙ্গ হয়ে গেল।

৭. বাস্তবে তো হযরত মুসা আলাইহিস সালামের কোন দোষ ছিল না। কেননা তিনি বুঝে শুনে তাকে হত্যা করেননি। হত্যা করার কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিল না, কিন্তু তারপরও নরহত্যা যেহেতু একটি গুরুতর ব্যাপার এবং তিনি মনে করেছিলেন অনিচ্ছাকৃত হলেও আপাতদৃষ্টিতে তাতে তাঁর কিছুটা ভূমিকাও রয়েছে, যা আগামী দিনের একজন নবীর পক্ষে শোভনীয় নয়, তাই তিনি খুবই অনুতপ্ত হলেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এ আয়াত দ্বারা জানা গেল, যেখানে মুসলিম ও অমুসলিম শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে সেখানে অমুসলিমদের শাসন হলেও মুসলিমদের জন্য শান্তি বজায় রেখে চলা জরুরি। কোন অমুসলিমকে হত্যা করা বা তার জান-মালের কোন রকম ক্ষতিসাধন করা তার জন্য জায়েয নয়।

৮. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এতদিন ফির'আওনের সাথেই থাকছিলেন এবং তার সাথেই আসা-যাওয়া করছিলেন। কিন্তু এই যে ঘটনাটি ঘটল, এটি তার অন্তর্জগতে প্রচণ্ড আলোড়ন

فَاَصْبَحَ فِی الْمَدِیْنَةِ خَآئِفًا یَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِی اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ یَسْتَصْرِخُهٗ ؕ قَالَ لَهٗ مُوْسٰۤی اِنَّكَ لَغَوِیٌّ مُّبِیْنٌ ﴿۱۸﴾

১৮. অতঃপর সে সকাল বেলা ভীতাবস্থায় নগরে বের হয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। হঠাৎ সে দেখতে পেল গতকাল যে ব্যক্তি তার কাছে সাহায্য চেয়েছিল, সেই ব্যক্তিই তাকে ফের সাহায্যের জন্য ডাকছে। মুসা তাকে বলল, বোঝা গেল তুমি এক প্রকাশ্য দুষ্ট লোক।[৯]

فَلَمَّاۤ اَنْ اَرَادَ اَنْ یَّبْطِشَ بِالَّذِیْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ یٰمُوْسٰۤی اَتُرِیْدُ اَنْ تَقْتُلَنِیْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِالْاَمْسِ ٭ۖ اِنْ تُرِیْدُ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِی الْاَرْضِ وَ مَا تُرِیْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِیْنَ ﴿۱۹﴾

১৯. অতঃপর যে (ফেরাউনী) ব্যক্তি তাদের উভয়ের শত্রু মূসা যখন তাকে ধরতে উদ্যত হল, তখন সে (অর্থাৎ ইসরাঈলী ব্যক্তি) বলল, হে মূসা! গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, আমাকেও কি তুমি সেভাবে হত্যা করতে চাও?[১০] তোমার উদ্দেশ্য তো এছাড়া কিছুই নয় যে, তুমি ভূমিতে নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চাও আর তুমি শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হতে চাও না।

সৃষ্টি করল। তিনি উপলব্ধি করলেন এসব কলহ-বিবাদ মূলত ফির'আওনের দুঃশাসনেরই প্রতিফল। তার স্বৈরাচারই মিসরবাসীকে ইসরাঈলীদের উপর জুলুম-নির্যাতন করতে উৎসাহ যুগিয়েছে। সুতরাং এ ঘটনার পর তিনি মনস্থির করে ফেললেন ফির'আওন ও তার আমলাদের সঙ্গে তিনি আর কোন রকম সংশ্রব রাখবেন না। তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরত্ব বজায় রেখে চলবেন, যাতে তাদের অন্যায়-অনাচারে তার কোন রকম পরোক্ষ ভূমিকাও না থাকে।

৯. অর্থাৎ, ঝগড়া-বিবাদ করাটা মনে হচ্ছে তোমার প্রাত্যহিক কাজ। গতকাল একজনের সাথে মারামারি করছিলে আবার আজ করছ অন্য একজনের সাথে।

১০. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম মূলত মিসরীয় কিবতী লোকটিকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত করার জন্য তার দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু ইসরাঈলী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে যেহেতু তিনি বলেছিলেন, 'তুমি এক প্রকাশ্য দুষ্ট লোক', তাই সে মনে করল তাকে মারার জন্যই তিনি হাত বাড়িয়েছেন আর সে কারণেই সে ভয় পেয়ে বলে উঠেছিল, গতকালের লোকটির মত কি তুমি আমাকেও হত্যা করতে চাও?

وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ۫ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّيْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ۝٢٠

২০. (তারপরের বৃত্তান্ত এই যে,) নগরের বিলকুল দূর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে আসল ও বলল, হে মূসা! নেতৃবর্গ তোমাকে হত্যা করার জন্য পরামর্শ করছে। সুতরাং তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। বিশ্বাস কর, আমি তোমার কল্যাণকামীদের একজন।

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ۫ قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝٢١

২১. সুতরাং মূসা ভীতাবস্থায় পরিস্থিতির প্রতি নজর রেখে নগর থেকে বের হয়ে পড়ল। বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের থেকে রক্ষা কর।

[২]

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝٢٢

২২. যখন সে মাদয়ান অভিমুখে যাত্রা করল, তখন বলল, আমার পূর্ণ আশা আছে, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথে পৌঁছাবেন।[১১]

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۫ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۭ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ٚ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ۝٢٣

২৩. যখন সে মাদইয়ানের কুয়ার কাছে পৌঁছল, সেখানে একদল মানুষকে দেখল, যারা তাদের পশুদেরকে পানি পান করাচ্ছে। আরও দেখল তাদের পেছনে দু'জন নারী, যারা তাদের পশুগুলোকে আগলিয়ে রাখছে। মূসা তাদেরকে বলল, তোমরা কী চাও? তারা বলল, আমরা আমাদের পশুগুলোকে ততক্ষণ পর্যন্ত পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না সমস্ত রাখাল তাদের

১১. মাদইয়ান ছিল হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের জনপদ, যা ফির'আওনের শাসন ক্ষমতার বাইরে ছিল। তাই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সেখানে যেতে মনস্থ করলেন। কিন্তু তাঁর সম্ভবত পথ চেনা ছিল না। কেবল অনুমানের ভিত্তিতেই চলছিলেন। তাই আশাবাদ ব্যক্ত করলেন যে, আমার প্রতিপালক আমাকে সঠিক পথে পৌঁছাবেন।

২৮

সূরা কাসাস

পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে চলে যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।[১২]

২৪. তখন মূসা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিল।[১৩] তারপর একটি ছায়াস্থলে ফিরে আসল। তারপর বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণ বর্ষণ করবে আমি তার ভিখারী।[১৪]

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰۤى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَاۤ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿۲۴﴾

---

১২. অর্থাৎ, আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে নিজে পশুকে পানি পান করাতে আসতে পারেন না। আবার আমরা যেহেতু নারী, তাই পুরুষদের ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পানি পান করাতে পারি না। তাই অপেক্ষা করছি কখন পুরুষ রাখালগণ চলে যাবে ও কুয়ার পাড় খালি হয়ে যাবে। তখন আমরা আমাদের পশুগুলোকে ওখানে নিয়ে পানি পান করাব। প্রকাশ থাকে যে, এই নারীদ্বয়ের পিতা ছিলেন বিখ্যাত নবী হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম। মাদইয়ানবাসীদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবী করে পাঠিয়েছিলেন। সূরা আরাফ, সূরা হুদ প্রভৃতি সূরায় তাঁর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে।

এ ঘটনা দ্বারা জানা যায়, প্রয়োজনে নারীদের বাইরে গমন জায়েয। তবে পুরুষ যদি সে কাজ করে দিতে পারে তবে ভিন্ন কথা। তখন পুরুষদেরই সেটা করা উচিত। এ কারণেই হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের কন্যাদ্বয় তাদের বাইরে আসার কারণ বলেছেন যে, আমাদের পিতা অত্যন্ত বুড়ো মানুষ। তাছাড়া ঘরে অন্য কোন পুরুষও নেই। এজন্যই এ কাজে আমাদের আসতে হয়েছে। এর দ্বারা আরও জানা গেল, নারীদের সাথে কথা বলা জায়েয, বিশেষত তাদেরকে কোন সঙ্কটের সম্মুখীন দেখলে তখন তাদের সাহায্যার্থে অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া এবং যথাসম্ভব তাদের সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য। তবে কোন ফেতনা তথা চরিত্রগত কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে সতর্কতা অবলম্বনও জরুরি।

১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নারীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এখানে কি আর কোনও কুয়া আছে? তারা বললেন, আরেকটি কুয়া আছে বটে, কিন্তু একটি বিশাল পাথর পড়ে সেটির মুখ আটকে আছে। আর সে পাথরটি সরানোও খুব সহজ নয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সেখানে গেলেন এবং পাথরটি সরিয়ে তাদের মেষগুলোকে পানি পান করিয়ে দিলেন- (রূহুল মাআনী, আবদ ইবনে হুমায়দ-এর বরাতে ২০ খণ্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)।

১৪. 'তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণ বর্ষণ করবে আমি তার ভিখারী' – হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সংক্ষিপ্ত দোয়া আল্লাহ তাআলার প্রতি তাঁর আবদিয়াত ও দাসত্ববোধের এক চমৎকার অভিব্যক্তি। একদিকে তো আল্লাহ তাআলার সমীপে নিজের অভাব ও অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরেছেন, জানাচ্ছেন যে, এই বিদেশ বিভূঁইয়ে নিজের পরিচিত কোন লোক নেই, জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কোন কিছুরই ব্যবস্থা নেই। অপর দিকে নিজের পক্ষ থেকে

فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ۫ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ٚ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۵﴾

২৫. কিছুক্ষণ পর সেই দুই নারীর একজন লাজুক ভঙ্গিমায় হেঁটে হেঁটে তার কাছে আসল।[১৫] সে বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনি যে আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিয়েছেন, তার পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য।[১৬] সুতরাং যখন সে নারীদ্বয়ের পিতার কাছে এসে পৌঁছল এবং তাকে তার সমস্ত বৃত্তান্ত শোনাল, তখন সে বলল, কোন ভয় করো না। তুমি জালেম সম্প্রদায় হতে মুক্তি পেয়ে গিয়েছ।

ঠিক কি-কি বস্তু চাই তা ঠিক করে দিচ্ছেন না; বরং বিষয়টা আল্লাহ তাআলার উপর ছেড়ে দিচ্ছেন যে, আপনি আমার জন্য কল্যাণকর যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করবেন এবং উপর থেকে আমার প্রতি যে অনুগ্রহই বর্ষণ করবেন, আমি তারই কাঙ্গাল এবং আমি তাই আপনার কাছে চাচ্ছি। নিজের পক্ষ হতে সুনির্দিষ্টভাবে কোন কিছু চাব, সেই অবস্থায় আমি নেই।

১৫. বোঝা গেল, কুরআন মাজীদ পর্দা সংক্রান্ত যে বিধানাবলী দিয়েছে, সে কালে যথারীতি এসব বিধান না থাকলেও নারীগণ তখনও তাদের পোশাক-আশাক ও চাল-চলনে শালীনতাবোধের পরিচয় দিত এবং পুরুষদের সাথে কথাবার্তা ও আচার-আচরণের সময় লজ্জা-শরমের প্রতি পুরোপুরি খেয়াল রাখত। ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) ইবনে আবু হাতিম (রহ.) ও সাঈদ ইবনে মানসুর (রহ.) হযরত উমর (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আসার সময় হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের কন্যা জামার হাতা দ্বারা চেহারা ঢেকে রেখেছিলেন।

১৬. যদিও উপকার করার পর তার প্রতিদান আনতে যাওয়াটা ভদ্রতা ও আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী, বিশেষত হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মত একজন মহান রাসূলের পক্ষে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গেলন এজন্য যে, তিনি এটাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে একটি অনুগ্রহ মনে করেছিলেন, তিনি তো একটু আগেই আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেছিলেন, হে প্রতিপালক! তোমার পক্ষ হতে আমার প্রতি যে অনুগ্রহই বর্ষিত হবে আমি তার কাঙ্গাল। এ নারীর নিমন্ত্রণ তো সে অনুগ্রহ বর্ষণেরই পূর্বাভাষ। তিনি ভেবেছিলেন, এ নিমন্ত্রণ দ্বারা এ জনপদের একজন সম্মানিত লোকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে গেল। বোঝাই যাচ্ছে তিনি একজন শরীফ ও বুযুর্গ লোক। কেননা উপকারী বিদেশীকে ডেকে আনার জন্য তিনি কন্যাকেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাজেই এ নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না। করলে তা নাশুকরী এবং সেই আবদিয়াত ও দাসত্ববোধের পরিপন্থী হবে, যাতে উজ্জীবিত হয়ে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেছিলেন। এমনও তো হতে পারে, এই মহান ব্যক্তির কাছে উপযুক্ত কোন পরামর্শ পাওয়া যাবে, যা এই বিদেশ বিভূঁইয়ে বড় কাজে আসবে। সুতরাং তিনি দাওয়াত গ্রহণ করে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলেন।

২৬. নারীদ্বয়ের একজন বলল, আব্বাজী! আপনি একে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন কাজ দিন। আপনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কারও থেকে কাজ নিতে চাইলে সেজন্য এমন ব্যক্তিই উত্তম, যে শক্তিশালী হবে এবং আমানতদারও।[১৭]

قَالَتْ إِحْدٰىهُمَا يٰٓأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ ﴿٢٦﴾

ইবনে আসাকিরের এক বর্ণনায় আছে আবু হাযিম (রহ.) বলেন, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন সেখানে পৌঁছলেন, হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম তাঁর সামনে খাবার পেশ করলেন, কিন্তু তিনি বললেন, আমি এর থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাই। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, কেন? আপনার কি ক্ষুধা নেই? হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, ক্ষুধা আছে বটে, কিন্তু আমার সন্দেহ আমি যে মেষপালকে পানি পান করিয়ে দিয়েছিলাম, এটা হয়ত তারই প্রতিদান। আমি সে প্রতিদান নিতে রাজি নই। কেননা আমি সে কাজ করেছিলাম আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আর আমি এভাবে যে কাজ করি তার কোন বিনিময় গ্রহণ করি না, হোক না তা দুনিয়া ভর্তি সোনা। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহ তাআলার কসম! বিষয়টা সে রকম নয়। বরং এটা অতিথিসেবা। এটা আমাদের বংশীয় রেওয়াজ যে, মেহমান আসলে আমরা তার সেবা-যত্ন করে থাকি। এ চরিত্র আমরা পুরুষানুক্রমে পেয়েছি। এ কথায় হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আশ্বস্ত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে খেতে বসে গেলেন (রূহুল মাআনী, পূর্বোক্ত বরাতে)।

এ বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের কন্যা যে বলেছিলেন, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনি আমাদের যে কাজ করে দিয়েছেন, তার বিনিময় দেওয়ার জন্য, এটা ছিল তার নিজ ধারণাপ্রসূত। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম নিজে এরূপ কথা বলেননি।

১৭. ইনি হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের সেই কন্যা, যিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে ডাকতে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল সাফুরা। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে তাঁরই বিবাহ হয়েছিল। বাইরের কাজকর্ম দেখাশুনার জন্য হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের পরিবারে একজন পুরুষের দরকার ছিল, যাতে মেষ চরানো ও তাদেরকে পানি পান করানোর জন্য ঘরের মেয়েদের বাইরে যেতে না হয়। এজন্যই হযরত সাফুরা (রাযি.) তার পিতার কাছে প্রস্তাব দিলেন, যেন তিনি এই যুবককে কাজে নিযুক্ত করেন এবং যথারীতি তার পারিশ্রমিকও ধার্য করে দেন।

তিনি যে বললেন, আপনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কারও থেকে কাজ নিতে চাইলে সেজন্য এমন ব্যক্তিই উত্তম, যে শক্তিশালী হবে এবং বিশ্বস্তও' –এটা তার গভীর বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আল্লাহ তাআলা তার এ বাক্যটি বিবৃত করে 'কর্মচারী নিয়োগদান' সংক্রান্ত চমৎকার মাপকাঠি দিয়ে দিয়েছেন। আমরা এর দ্বারা জানতে পারি, যে-কোন কাজে যাকে নিয়োগ দান করা হবে, মৌলিকভাবে তার মধ্যে দু'টি গুণ থাকতে হবে। (ক) যে দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করা হবে, তা আঞ্জাম দেওয়ার মত দৈহিক ও মানসিক শক্তি এবং (খ) আমানতদারী। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যে এ উভয় গুণের অধিকারী সে অভিজ্ঞতা শুআইব-তনয়া লাভ করেছিলেন। পানি পান করানোর জন্য তিনি যে কাজ করেছিলেন তা

২৭. তার পিতা বলল, আমি আমার এই দুই মেয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই, এই শর্তে যে তুমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আট বছর আমার এখানে কাজ করবে[১৮] আর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সেটা তোমার নিজ এখতিয়ার। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে সচাদারীদের একজন পাবে।

قَالَ اِنِّیْۤ اُرِیْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَیَّ هٰتَیْنِ عَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَنِیْ ثَمٰنِیَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَاۤ اُرِیْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَیْكَ ؕ سَتَجِدُنِیْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿۲۷﴾

তার দৈহিক ও মানসিক কর্মক্ষমতার পরিচায়ক ছিল। রাখালেরা কখন পানি খাওয়ানো শেষ করবে সেই প্রতীক্ষাজনিত পীড়া হতে নারীদ্বয়কে মুক্তিদানের জন্য তিনি পৃথক একটি কুয়ায় চলে যান এবং তার মুখে পড়ে থাকা বিশাল পাথর খণ্ডটিকে কারও সাহায্য ছাড়া একাই সরিয়ে ফেলেন। তার এ বুদ্ধি ও শক্তি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল।

আর তিনি যে একজন বিশ্বস্ত লোক তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এভাবে যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন শুআইব-তনয়ার সাথে তাদের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাকে বলেছিলেন, আপনি আমার পেছনে থাকুন এবং কোন দিকে যেতে হবে তা বলে দিন। এভাবে তিনি সে মহিয়সীর লজ্জাশীলতা, পবিত্রতা ও চরিত্রবত্তার প্রতি সম্মান দেখালেন। এ জাতীয় আমানতদারী যেহেতু কদাচ নজরে পড়ে, তাই তিনি উপলব্ধি করলেন, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা এই ব্যক্তির একটি বিশেষ গুণ।

১৮. একথা বলার সময় হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম যদিও নির্দিষ্ট করেননি কোন মেয়েকে তাঁর সাথে বিবাহ দেবেন, কিন্তু যখন বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, তখন যথারীতি নির্দিষ্টই করে দিয়েছিলেন। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করার দ্বারা বকরী চরানোর কাজ বোঝানো হয়েছে। অনেক ফকীহ ও মুফাসসিরের মতে হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম ছাগল চরানোকে কন্যার মোহরানা স্থির করেছিলেন। কিন্তু এর উপর প্রশ্ন আসে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর কোন কাজ করে দেওয়াটা কি তার মোহরানা হিসেবে গ্রাহ্য হতে পারে? এ মাসআলায় ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ আছে। তদুপরি এ ঘটনায় চুক্তি তো স্ত্রীর কাজ নয়; বরং স্ত্রীর পিতার কাজ করা সম্পর্কে হয়েছিল। যারা এটাকে মোহরানা সাব্যস্ত করতে চান, তারা এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু লক্ষ্য করলে ধরা পড়ে সে চেষ্টায় জবরদস্তির ছাপ স্পষ্ট।

এর বিপরীতে কোন কোন মুফাসসির ও ফকীহের অভিমত হল, আসলে এখানে বিষয় ছিল দুটো। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে সে দুটো বিষয়েই সিদ্ধান্ত স্থির করতে চেয়েছিলেন। একটি তো এই যে, তিনি চাচ্ছিলেন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তার মেষপাল চরাবেন এবং সেজন্য আলাদাভাবে মজুরি ধার্য করা হবে আর দ্বিতীয়টি হল, মুসা আলাইহিস সালাম তার কন্যাকে বিবাহও করুন, যার জন্য নিয়ম মাফিক মোহরানা স্থির করা হবে। উভয়টির ব্যাপারে তিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মর্জি জানতে চাচ্ছিলেন এবং সে উদ্দেশ্যে উভয়টিই আলোচনায় এনেছিলেন, যদি

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿۲۸﴾

২৮. মূসা বলল, আমার ও আপনার মধ্যে এ বিষয়টা স্থির হয়ে গেল। আমি দুই মেয়াদের যেটিই পূর্ণ করি তাতে আমার প্রতি কোন বাড়াবাড়ি চলবে না। আর আমরা যে কথা বলছি, আল্লাহই তার রক্ষাকর্তা।

[৩]

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿۲۹﴾

২৯. মূসা যখন মেয়াদ পূর্ণ করল এবং নিজ স্ত্রীকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল,[১৯] তখন তিনি তূর পাহাড়ের দিকে এক আগুন দেখতে পেলেন। তিনি নিজ পরিবারবর্গকে বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর। আমি এক আগুন দেখেছি, হয়ত আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে আনতে পারব কোন সংবাদ অথবা আগুনের একটা জ্বলন্ত কাঠ, যাতে তোমরা উত্তাপ গ্রহণ করতে পার।

فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰۤى

৩০. সুতরাং সে যখন আগুনের কাছে পৌঁছল, তখন ডান উপত্যকার কিনারায় অবস্থিত বরকতপূর্ণ ভূমির একটি বৃক্ষ

উভয়টিতে তিনি সম্মত থাকেন, তবে প্রত্যেকটি তার আপন-আপন রীতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে। বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যা কোনটি তা স্থির করা হবে, সাক্ষী রাখা হবে এবং মোহরানাও ধার্য করা হবে। আর চাকুরির ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করা হবে এবং তার জন্য স্বতন্ত্র মজুরী ধার্য করা হবে। উভয় চুক্তি অনুষ্ঠিত হবে তো পরে, তবে এই মুহূর্তে তার জন্য উভয় পক্ষ হতে ওয়াদা হয়ে যাক। এই শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি খুবই যুক্তিযুক্ত। এ অবস্থায় একটি চুক্তিকে আরেকটি চুক্তির সাথে শর্তযুক্ত করার প্রশ্নও আসে না। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন (দ্রষ্টব্য উক্ত গ্রন্থ কিতাবুল ইজারাত, ১২ খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা)।

১৯. কোন কোন বর্ণনায় প্রকাশ, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের বাড়িতে পূর্ণ দশ বছর কাজ করেছিলেন। খুব সম্ভব তারপর তিনি নিজ মা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য মিসরে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি মনে করে থাকবেন, কিবতী হত্যার ঘটনা এখন সকলে ভুলে গেছে। কাজেই মিসরে ফিরে গেলে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই।

إِنِّيْٓ أَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾

থেকে ডেকে বলা হল, হে মূসা! আমিই আল্লাহ জগতসমূহের প্রতিপালক।

وَ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۖ يٰمُوْسٰٓى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. আরও বলা হল, তোমার লাঠিটি নিচে ফেলে দাও। অতঃপর সে যখন লাঠিটিকে দেখল সাপের মত ছোটাছুটি করছে, তখন সে পিছন দিকে ঘুরে পালাতে লাগল এবং সে ফিরেও তাকাল না।[২০] (তাকে বলা হল,) হে মূসা! সামনে এসো। ভয় করো না। তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

أُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ وَّاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۠ئِهٖ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. তুমি তোমার হাত জামার সামনের ফোকড়ের ভেতর ঢোকাও। তা কোন রোগ ব্যতিরেকে সমুজ্জ্বলরূপে বের হয়ে আসবে। ভয় দূর করার জন্য তোমার বাহু নিজ শরীরে চেপে ধর।[২১] এ দু'টি অতি বলিষ্ঠ প্রমাণ, যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে পাঠানো হচ্ছে। তারা ঘোর অবাধ্য সম্প্রদায়।

قَالَ رَبِّ إِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿٣٣﴾

৩৩. মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাদের একজন লোককে হত্যা করেছিলাম। তাই আমার ভয়, পাছে তারা আমাকে হত্যা করে ফেলে।

---

২০. এটা মানুষের স্বভাবগত ভয়, যা নবুওয়াতের পরিপন্থী নয়।

২১. লাঠিটির সাপে পরিণত হওয়া ও হাত থেকে অকস্মাৎ আলো ঠিকরানোর কারণে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের অন্তরে যে ভীতি দেখা দিয়েছিল, তা ছিল একটি স্বভাবগত ব্যাপার। সে ভীতি দূর করার জন্য আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থাও এই দিলেন যে, বগলের ভেতর থেকে বের করার কারণে যে হাত চমকাতে শুরু করেছিল, তাকে পুনরায় নিজ দেহের সাথে জড়াও। দেখবে সে ভীতি সহসাই দূর হয়ে গেছে।

وَاَخِیۡ هٰرُوۡنُ هُوَ اَفۡصَحُ مِنِّیۡ لِسَانًا فَاَرۡسِلۡهُ مَعِیَ رِدۡاً یُّصَدِّقُنِیۡۤ ۫ اِنِّیۡۤ اَخَافُ اَنۡ یُّكَذِّبُوۡنِ ﴿۳۴﴾

৩৪. আমার ভাই হারূনের যবান আমা অপেক্ষা বেশি স্পষ্ট।[২২] তাকেও আমার সঙ্গে আমার সাহায্যকারীরূপে পাঠিয়ে দিন, যাতে সে আমার সমর্থন করে। আমার আশঙ্কা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِیۡكَ وَنَجۡعَلُ لَكُمَا سُلۡطٰنًا فَلَا یَصِلُوۡنَ اِلَیۡكُمَا ۚۛ بِاٰیٰتِنَاۤ ۚۛ اَنۡتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الۡغٰلِبُوۡنَ ﴿۳۵﴾

৩৫. আল্লাহ বললেন, আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করে দিচ্ছি এবং তোমাদের উভয়কে এমন প্রভাব দান করছি যে, আমার নিদর্শনাবলীর বরকতে তারা তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না। তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরাই জয়ী হয়ে থাকবে।

فَلَمَّا جَآءَهُمۡ مُّوۡسٰی بِاٰیٰتِنَا بَیِّنٰتٍ قَالُوۡا مَا هٰذَاۤ اِلَّا سِحۡرٌ مُّفۡتَرًی وَّمَا سَمِعۡنَا بِهٰذَا فِیۡۤ اٰبَآئِنَا الۡاَوَّلِیۡنَ ﴿۳۶﴾

৩৬. যখন মূসা আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হল, তখন তারা বলল, এটা আর কিছুই নয়, কেবল বানোয়াট যাদু। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে এরূপ কথা শুনিনি।

وَقَالَ مُوۡسٰی رَبِّیۡۤ اَعۡلَمُ بِمَنۡ جَآءَ بِالۡهُدٰی مِنۡ عِنۡدِهٖ وَمَنۡ تَكُوۡنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا یُفۡلِحُ الظّٰلِمُوۡنَ ﴿۳۷﴾

৩৭. মূসা বলল, আমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন কে তার নিকট থেকে হেদায়াত নিয়ে এসেছে এবং শেষ পরিণামে কে লাভ করবে উৎকৃষ্ট ঠিকানা।[২৩] এটা নিশ্চিত যে, জালেমগণ সফলকাম হবে না।

---

২২. পূর্বে সূরা তোয়াহায় (২০ : ২৫) গত হয়েছে যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তার শৈশবকালে জ্বলন্ত আগুন মুখে দিয়েছিলেন। যদ্দরুণ তার মুখে কিছুটা তোত্‌লামি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই তিনি প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যেন তাঁর ভাই হযরত হারূন আলাইহিস সালামকেও তাঁর সাথে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়। কেননা তার যবান বেশি স্পষ্ট।

২৩. 'ঠিকানা' দ্বারা দুনিয়াও বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন দুনিয়ায় ভালো পরিণাম কার হবে, কে ঈমান নিয়ে মারা যাবে। আবার আখেরাতও

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى فَأَوْقِدْ لِى يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣٨﴾

৩৮. ফেরাউন বলল, হে পারিষদবর্গ! আমি তো আমার নিজেকে ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মাবুদ আছে বলে জানি না। আর হে হামান! তুমি আমার জন্য আগুন দিয়ে মাটি জ্বালাও (অর্থাৎ ইট তৈরি কর) এবং আমার জন্য একটি উঁচু ইমারত তৈরি কর, যাতে আমি তার উপর উঠে মূসার প্রভুকে উঁকি মেরে দেখতে পারি।[২৪] আমার পূর্ণ বিশ্বাস সে একজন মিথ্যাবাদী।

وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯. বস্তুত ফেরাউন ও তার বাহিনী ভূমিতে অন্যায় অহমিকা প্রদর্শন করেছিল। তারা মনে করেছিল তাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না।

فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾

৪০. সুতরাং আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে ধৃত করে সাগরে নিক্ষেপ করলাম। এবার দেখ জালেমদের পরিণতি কী হয়েছে।

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾

৪১. আমি তাদেরকে বানিয়েছিলাম নেতা, যারা মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডাকত। কিয়ামতের দিন তারা কারও সাহায্য পাবে না।

وَأَتْبَعْنَٰهُمْ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾

৪২. দুনিয়ায় আমি তাদের পেছনে অভিসম্পাত লাগিয়ে দিয়েছি আর কিয়ামতে তারা হবে সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত, যাদের অবস্থা হবে অতি মন্দ।

বোঝানো হতে পারে। অর্থাৎ, আখেরাতে কে উৎকৃষ্ট পরিণামের অধিকারী তথা জান্নাতবাসী হবে তাও তিনিই জানেন।

২৪. এসব কথা বলে সে মূলত ঠাট্টা করছিল।

[৪]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۴۳﴾

৪৩. আমি পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ধ্বংস করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম এমন এক কিতাব, যা ছিল মানুষের জন্য তত্ত্বজ্ঞানসমৃদ্ধ, হেদায়াত ও রহমত, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[২৫]

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۴۴﴾

৪৪. (হে রাসূল!) আমি যখন মূসার উপর বিধানাবলী অর্পণ করেছিলাম, তখন তুমি (তূর পাহাড়ের) পশ্চিম পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না এবং যারা তা প্রত্যক্ষ করছিল, তুমি তাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলে না।[২৬]

وَلٰكِنَّاۤ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْۤ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. বস্তুত আমি তাদের পর বহু মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি, যাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। তুমি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলে না যে, তাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে; বরং আমিই (তোমাকে) রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি।

---

২৫. এর দ্বারা তাওরাত গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে।

২৬. এখান থেকে ৬১ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরআন মাজীদের সত্যতা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য। প্রথম দলীল দেওয়া হয়েছে এই যে, কুরআন মাজীদে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যেমন তূর পাহাড়ের পশ্চিম পার্শ্বে তাঁকে তাওরাত দান করা, সিনাই মরুভূমিতে তাঁকে ডেকে নবুওয়াত দান করা, দীর্ঘকাল মাদইয়ানে অবস্থান, সেখানে তাঁর বিবাহ ও তারপর মিসরে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি। এসব ঘটনা যখন ঘটে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না এবং তিনি এসবের প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না, তাছাড়া এগুলো জানার মত কোন মাধ্যমও তাঁর কাছে ছিল না। তা সত্ত্বেও এমন বিস্তারিত ও যথাযথভাবে তিনি এগুলো বর্ণনা করেছেন কি করে? এর জবাব এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে, তাঁর কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হয়েছে এবং সেই সূত্রে অবগত হয়েই তিনি এসব মানুষকে জানিয়েছেন। সুতরাং তিনি একজন সত্য নবী এবং কুরআন মাজীদও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এক সত্য কিতাব।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. এবং আমি যখন (মূসাকে) ডাক দিয়েছিলাম তখন তুমি তূর পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুত এটা তোমার প্রতিপালকের রহমত (যে, তোমাকে ওহীর মাধ্যমে এসব বিষয় অবহিত করা হচ্ছে) যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের কাছে তোমার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি। হয়ত তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. এবং যাতে তাদের কৃতকার্যের কারণে তাদের উপর কোন মুসিবত আসলে তারা বলতে না পারে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের কাছে কোন রাসূল পাঠালেন না কেন? তাহলে আমরা আপনার আয়াতসমূহ অনুসরণ করতাম এবং আমরাও ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ؕ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظَاهَرَا ۫ وَقَالُوْٓا اِنَّا

৪৮. অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ হতে সত্য এসে গেল, তখন তারা বলতে লাগল, মূসা (আলাইহিস সালাম)কে যেমনটা দেওয়া হয়েছিল, সে রকম জিনিস একে (অর্থাৎ এই রাসূলকে) কেন দেওয়া হল না?[২৭] পূর্বে মূসাকে যা দেওয়া হয়েছিল, তারা কি পূর্বেই তা প্রত্যাখ্যান করেনি? তারা

২৭. অর্থাৎ, হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে সম্পূর্ণ তাওরাত যেমন একবারেই দেওয়া হয়েছিল, তেমনিভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্পূর্ণ কুরআন কেন একবারেই নাযিল করা হল না? সামনে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে, তোমরা তাওরাতের প্রতি কতটুকু ঈমান এনেছিলে যে, কুরআন সম্পর্কে এরূপ দাবি করছ?

بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

বলেছিল, এ দুটোই যাদু, যার একটি অন্যটিকে সমর্থন করে। আমরা এর প্রত্যেকটিই অস্বীকার করি।

قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَاۤ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. (তাদেরকে) বল, আচ্ছা, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোন কিতাব আনয়ন কর, যা এ দু'টি অপেক্ষা বেশি হেদায়াত সম্বলিত। তাহলে আমি তার অনুসরণ করব।

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. তারা যদি তোমার ফরমায়েশ মত কাজ না করে, তবে বুঝবে, তারা মূলত তাদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ হতে আগত হেদায়াত ছাড়া কেবল নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তার চেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।

[৫]

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. এটা এক বাস্তবতা যে, আমি তাদের কল্যাণার্থে একের পর এক (উপদেশ) বাণী পাঠাতে থাকি,[২৮] যাতে তারা সতর্ক হয়ে যায়।

---

২৮. 'সম্পূর্ণ কুরআন কেন একবারেই নাযিল করা হল না?' – এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে যে, কুরআন মাজীদকে অল্প-অল্প করে নাযিল করা হয়েছে তোমাদেরই কল্যাণার্থে। কেননা এর ফলে তোমাদের প্রতিটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত দিক-নির্দেশনা করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া একের পর এক উপদেশ-বাণী নাযিলের ফলে তোমরা সত্য সম্পর্কে তাজা-তাজা চিন্তা করার ফুরসত পেয়েছ এবং এভাবে তোমাদেরকে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে, কোনও একটা কথা তো কবুল করে নাও!

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۝

৫২. আমি কুরআনের আগে যাদেরকে আসমানী কিতাব দিয়েছি, তারা এর (অর্থাৎ কুরআনের) প্রতি ঈমান আনে।[২৯]

وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ۝

৫৩. তাদেরকে যখন তা পড়ে শোনানো হয়, তখন বলে আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম। নিশ্চয়ই এটা সত্য বাণী, যা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে। আমরা তো এর আগেও অনুগত ছিলাম।

اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

৫৪. এরূপ ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে দ্বিগুণ। কেননা তারা সবর অবলম্বন করেছে,[৩০] তারা মন্দকে প্রতিহত করে ভালোর দ্বারা[৩১] এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।

---

২৯. এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কুরআন মাজীদের সত্যতার আরেকটি দলীল। বলা হয়েছে, পূর্বে যাদেরকে আসমানী কিতাব দেওয়া হয়েছিল, সেই ইয়াহুদী খ্রিস্টানদের মধ্যকার সত্যের সন্ধানীগণ এর প্রতি ঈমান এনেছে। তারা স্বীকার করেছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ও কুরআন মাজীদের অবতরণ অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়। পূর্বের কিতাবসমূহে এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের আগে থেকেই তারা তাঁকে ও কুরআন মাজীদকে স্বীকার করত।

৩০. পূর্বে থেকে যে ব্যক্তি কোন একটি দ্বীন অনুসরণ করে এবং এক আসমানী কিতাবের অনুসারী হওয়ার কারণে সে গর্বিতও বটে, তার পক্ষে নতুন কোন দ্বীন গ্রহণ করা নিশ্চয়ই কঠিন কাজ। এক তো এ কারণে যে, মানুষের পক্ষে তার পুরানো অভ্যাস ছাড়া কঠিন হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত স্বধর্মীয়গণ বিরোধিতা করে ও জুলুম-নির্যাতন চালায়। সে জুলুম-নির্যাতনকে অগ্রাহ্য করে সত্য দ্বীনকে মেনে নেওয়ার সৎ সাহস সকলে দেখাতে পারে না, কিন্তু যে সকল সত্যসন্ধানী ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সে সৎ সাহস দেখাতে পেরেছে, সকল জুলুম-নির্যাতনের মুখে সবরের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে ও সত্যের উপর অবিচলিত থেকেছে, তারা দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে।

৩১. অর্থাৎ, তাদের সাথে কেউ মন্দ আচরণ করলে তার বিপরীতে তারা ভালো আচরণ করে।

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؗ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ؗ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তারা যখন কোন বেহুদা কথা শোনে, তা এড়িয়ে যায় এবং বলে, আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদেরকে সালাম।[৩২] আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না।

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. (হে রাসূল!) সত্যি কথা হল, তুমি নিজে যাকে ইচ্ছা করবে হেদায়াতপ্রাপ্ত করতে পারবে না; বরং আল্লাহ যাকে চান হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন। কারা হেদায়াত কবুল করবে তা তিনিই ভালো জানেন।

وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ؕ اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. তারা বলে, আমরা যদি তোমার হেদায়াতের অনুসরণ করি, তবে আমাদেরকে নিজ ভূমি থেকে কেউ উৎখাত করবে।[৩৩] আমি কি তাদেরকে এমন এক নিরাপদ হরমে প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী করা হয়, যা বিশেষভাবে আমার পক্ষ হতে প্রদত্ত রিযিক? কিন্তু তাদের অধিকাংশেই জানে না।

---

৩২. অর্থাৎ, আমরা তোমাদের সাথে তর্ক-বিতর্কে জড়াতে চাই না। দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা যেন তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দেন এবং সেই সুবাদে তোমরা নিরাপত্তা লাভ কর।

৩৩. কোন কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ না করার পক্ষে এই অজুহাত দেখাত যে, ইসলাম গ্রহণ করলে সারা আরববাসী আমাদের বিরোধী হয়ে যাবে। তারা এ যাবৎকাল আমাদেরকে যে ইজ্জত-সম্মান করে আসছে, তা তো ছেড়ে দেবেই, উল্টো তারা লুটতরাজ চালিয়ে আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে আমাদের বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করেও ছাড়বে। কুরআন মাজীদ তাদের এ কথার তিনটি উত্তর দিয়েছে। প্রথম উত্তর তো এ আয়াতেই দেওয়া হয়েছে যে, তারা কাফের হওয়া সত্ত্বেও আমি

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আমি এমন কত জনপদ ধ্বংস করেছি, যার বাসিন্দাগণ তাদের অর্থ-সম্পদের বড়াই করত। ওই তো তাদের বাস্তুভিটা, যা তোমাদের সামনে রয়েছে, তাদের পর সামান্য কিছুকাল ছাড়া তা আর আবাদ হতে পারেনি। আমিই হয়েছি তার উত্তরাধিকারী।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি জনপদসমূহকে ধ্বংস করে দিবেন তার কেন্দ্রভূমিতে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানোর জন্য কোন রাসূল প্রেরণ না করেই। আমি জনপদসমূহ কেবল তখনই ধ্বংস করি যখন তার বাসিন্দাগণ জালেম হয়ে যায়।[৩৪]

তাদেরকে পবিত্র হরমের ভেতর নিরাপদ রেখেছি। সারা আরবের সর্বত্র অরাজক পরিস্থিতি চলছে, সব জায়গায় মারামারি-হানাহানি, কিন্তু হরমের ভেতর যারা বাস করছে তাদেরকে কেউ কিছু বলে না। পরন্তু চারদিক থেকে তাদের কাছে সব রকমের ফলমূল অবাধে আমদানী হচ্ছে এবং তারা তা নির্বিঘ্নে খাচ্ছে-দাচ্ছে। হরমের দিকে যারা মালামাল নিয়ে আসে, তারাও কোন রকম লুণ্ঠনের শিকার হয় না। কুফর সত্ত্বেও যখন আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এতটা নিরাপত্তা দান করেছেন, তখন ঈমান আনার পর বুঝি তোমাদের এ নিরাপত্তা তিনি তুলে নিবেন এবং তখন তিনি তোমাদের হেফাজত করবেন না?

৫৮ নং আয়াতে দ্বিতীয় উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, ধ্বংস ও বিপর্যয় তো আসে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করার ফলে। তোমাদের পূর্বে যে সকল জাতি নাফরমানী করেছে শেষ পর্যন্ত তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। যারা ঈমান এনেছিল তাদের কিছুই হয়নি। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই তারা সফলতা লাভ করেছে।

সবশেষে ৬০ নং আয়াতে তৃতীয় উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণের কারণে ইহকালে যদি তোমাদের কিছুটা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়ও, তাতে এত ভয় কেন? আখেরাতের দুর্ভোগের তুলনায় এ কষ্ট কোন হিসেবেই আসে না।

৩৪. ইসলাম গ্রহণ না করার পক্ষে কাফেরদের প্রদর্শিত অজুহাতের যে তিনটি উত্তর দেওয়া হয়েছে, তার মাঝখানে এ আয়াতে তাদের একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। তারা বলত, আল্লাহ তাআলা যদি আমাদের ধর্ম ও কর্মপন্থা অপসন্দ করে থাকেন, তবে যেসব জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে বলে পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মত

وَمَآ اُوۡتِيۡتُمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ فَمَتَاعُ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَزِيۡنَتُهَا ۚ وَمَا عِنۡدَ اللّٰهِ خَيۡرٌ وَّاَبۡقٰى ؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ ۞

৬০. তোমাদেরকে যা-কিছুই দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের পুঁজি ও তার শোভা। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তথাপি কি তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে না?

[৬]

اَفَمَنۡ وَّعَدۡنٰهُ وَعۡدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيۡهِ كَمَنۡ مَّتَّعۡنٰهُ مَتَاعَ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ثُمَّ هُوَ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ مِنَ الۡمُحۡضَرِيۡنَ ۞

৬১. আচ্ছা বল তো আমি যাকে উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে অবশ্যই লাভ করবে, সে কি সেই ব্যক্তির সমান হতে পারে, যাকে আমি পার্থিব জীবনের কিছুটা ভোগ-উপকরণ দিয়েছি, অতঃপর কিয়ামতের দিন সে হবে সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে ধৃত করে আনা হবে?

وَيَوۡمَ يُنَادِيۡهِمۡ فَيَقُوۡلُ اَيۡنَ شُرَكَآءِیَ الَّذِيۡنَ كُنۡتُمۡ تَزۡعُمُوۡنَ ۞

৬২. এবং সেই দিন (-কে কখনও ভুলো না), যখন আল্লাহ তাদেরকে ডাক দিয়ে বলবেন, কোথায় আমার (প্রভুত্বের)

আমাদেরকেও কেন ধ্বংস করছেন না? এর জবাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, বিষয়টা এমন নয় যে, মানুষকে ধ্বংস করে আল্লাহ তাআলা খুব মজা পান (নাউযুবিল্লাহ)। তিনি মানুষকে ধ্বংস করেন কেবল তখনই, যখন তারা জুলুমের শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। তার আগে তিনি তাদেরকে শুধরে যাওয়ার সব রকম ব্যবস্থা করেন। সর্বপ্রথম তিনি তাদের কেন্দ্রস্থলে কোন রাসূল পাঠান। রাসূল তাদেরকে সরল-সঠিক পথের দাওয়াত দেন। তিনি বারবার তাদেরকে ডাকতে ও সমঝাতে থাকেন, যাতে তারা কোনও ক্রমে সরল পথে এসে যায় এবং তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কোন প্রয়োজন না থাকে। যদি তারা রাসূলের ডাকে সাড়া দেয় ও গোমরাহী কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়, তবে তাদেরকে ধ্বংস করা হয় না। পক্ষান্তরে তারা যদি জিদ ধরে বসে থাকে এবং রাসূলের ডাকে সাড়া না দিয়ে নিজেদের স্বৈরাচারী কার্যকলাপ অব্যাহত রাখে, তবে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার এ নীতিই কার্যকর ছিল এবং তোমাদের ক্ষেত্রেও তাই বলবৎ আছে। আমার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সত্যের পথে ডেকে যাচ্ছেন এবং তোমাদেরকে তাতে সাড়া দেওয়ার সুযোগও দেওয়া হচ্ছে। এখন সেই সুযোগকে কাজে না লাগিয়ে তোমরা যদি উল্টো বুঝ বোঝ এবং মনে কর তিনি তোমাদের উপর খুশী এবং তিনি কখনওই তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন না, তবে সেটা হবে তোমাদের চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

অংশীদারগণ, যাদের (অংশীদার হওয়ার) দাবি তোমরা করতে?[৩৫]

৬৩. যাদের বিরুদ্ধে (আল্লাহর) বাণী চূড়ান্ত হয়ে গেছে,[৩৬] তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যাদেরকে বিপথগামী করেছিলাম, তাদেরকে বিপথগামী করেছিলাম সেভাবেই, যেমন আমরা নিজেরা বিপথগামী হয়েছিলাম।[৩৭] আমরা আপনার সামনে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করছি। বস্তুত তারা আমাদের ইবাদত করত না।[৩৮]

قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ۫ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪. এবং তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) বলা হবে, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছিলে তাদেরকে ডাক। সুতরাং তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না। তারা তখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। আহা! যদি তারা হেদায়াত কবুল করত।

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾

---

৩৫. এর দ্বারা সেই সকল শয়তানকে বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে কাফেরগণ নিজেদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল।

৩৬. এর দ্বারাও কাফেরদের সেই সকল শয়তান উপাস্যদের বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে তারা উপকার ও অপকার করার এখতিয়ারসম্পন্ন মনে করত, 'আল্লাহর বাণী চূড়ান্ত হয়ে যাওয়া' –এর অর্থ তাঁর এই ইরশাদ যে, যে সকল শয়তান অন্যদেরকে বিপথগামী করবে তাদেরকে পরিণামে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলার সেই ফরমান মোতাবেক যখন শয়তানদের জাহান্নামে যাওয়ার সময় এসে যাবে তখন তারা একথা বলবে, যা পরবর্তী বাক্যে বিবৃত হয়েছে।

৩৭. অর্থাৎ, আমরা যেমন নিজ ইচ্ছাক্রমে বিপথগামিতা অবলম্বন করেছিলাম, তেমনি তারাও বিপথগামিতা বেছে নিয়েছিল নিজেদের ইচ্ছাতেই। নচেৎ তাদের উপর আমাদের এমন কোন কর্তৃত্ব ছিল না যে, তারা আমাদের কথা মানতে বাধ্য থাকবে।

৩৮. অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে তারা আমাদের ইবাদত করত না; বরং তারা নিজ খেয়াল-খুশীরই দাসত্ব করত।

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾

৬৫. এবং সেই দিন (-কে কিছুইতে ভুলো না) যখন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা নবীগণকে কী উত্তর দিয়েছিলে?

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿٦٦﴾

৬৬. সে দিন যাবতীয় সংবাদ (যা তারা নিজেদের পক্ষ হতে তৈরি করত) বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ফলে তারা একে অন্যকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না।

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَعَسَىٰٓ
أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

৬৭. তবে যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, পূর্ণ আশা রাখা যায় তারা সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَٰنَ اللَّهِ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তোমার প্রতিপালক যা চান সৃষ্টি করেন এবং (যা চান) বেছে নেন। তাদের কোন এখতিয়ার নেই।[৩৯] আল্লাহ তাদের শিরক হতে পবিত্র ও সমুচ্চ।

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তোমার প্রতিপালক তাদের অন্তরে যে সব কথা গুপ্ত আছে তাও জানেন এবং তারা যা প্রকাশ করে তাও।

وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ
وَالْءَاخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. তিনিই আল্লাহ। তিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। প্রশংসা তাঁরই, দুনিয়ায়ও এবং আখেরাতেও। বিধান কেবল তাঁরই এবং তাঁরই দিকে

৩৯. কাফেরদের প্রশ্ন ছিল, আমাদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ও বিত্তবান, তাদের মধ্য হতে কাউকে কেন নবী বানানো হল না? এ আয়াতে তারই উত্তর দেওয়া হয়েছে। উত্তরের সারমর্ম এই যে, এ বিশ্বজগত আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যে বাছাইকরণের এখতিয়ারও তাঁরই। কাকে তিনি নবী-রাসূল বানাবেন তা তিনিই ভালো জানেন। এ বিষয়ে ওই সকল প্রশ্নকর্তার কোন এখতিয়ার নেই।

তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

৭১. (হে রাসূল! তাদেরকে) বল, আচ্ছা তোমরা কী মনে কর? আল্লাহ যদি তোমাদের উপর রাতকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন মাবুদ আছে কি, যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারে? তবে কি তোমরা শুনতে পাও না?

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ۝٧١

৭২. বল, তোমরা কী মনে কর? আল্লাহ যদি তোমাদের উপর দিনকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন মাবুদ আছে কি, যে তোমাদেরকে এমন রাত এনে দেবে, যাতে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ করতে পার? তবে কি তোমরা কিছুই বোঝ না?

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝٧٢

৭৩. তিনিই নিজ রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন বানিয়েছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম নিতে পার ও আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার[৪০] এবং যাতে তোমরা শুকর আদায় কর।

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٧٣

---

৪০. এখানে আল্লাহ তাআলার এক মহা নেয়ামতের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি রাত্রিকালকে আরাম ও বিশ্রাম গ্রহণের সময় বানিয়ে দিয়েছেন। এ সময় তিনি বিস্তৃত অন্ধকারে আদিগন্ত আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। ফলে শয্যাগ্রহণ সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে। তা না হলে বিশ্রামের জন্য সকলের ঐকমত্যে কোন একটা সময় নির্ধারণ করা সম্ভব হত না। ফলে এ নিয়ে মহা জটিলতা দেখা দিত। একজন বিশ্রাম নিতে চাইলে অন্য একজন তখন কোন কাজ করতে চাইত আর সে কাজে লিপ্ত হলে প্রথম ব্যক্তির বিশ্রামে ব্যাঘাত সৃষ্টি হত। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা দিনকে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান অর্থাৎ কামাই-রোজগারের সময় বানিয়েছেন, যাতে তখন সকল কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকে। যদি সবটা সময় দিন থাকত, তবে বিশ্রাম গ্রহণ কঠিন হয়ে যেত আবার সবটা সময় রাত হলে কাজ-কর্ম করা অসম্ভব হয়ে পড়ত এবং মানুষ মহা সঙ্কটের সম্মুখীন হত।

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝

৭৪. এবং সেই দিন (-কে ভুলো না) যখন তিনি তাদেরকে (অর্থাৎ মুশরিকদেরকে) ডেকে বলবেন, কোথায় আমার (প্রভুত্বের) শরীকগণ, যাদের (শরীক হওয়ার) দাবি তোমরা করতে?

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

৭৫. আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী বের করে আনব তারপর বলব, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। তখন তাদের উপলব্ধি হবে যে, সত্য কথা ছিল আল্লাহরই। আর তারা মিথ্যা যা-কিছু উদ্ভাবন করেছিল, তাদের থেকে তা অন্তর্হিত হয়ে যাবে।

[৭]

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ۪ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ ۗ اِذْ قَالَ لَهٗ

৭৬. কারূন ছিল মুসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি।[৪১] কিন্তু সে তাদেরই প্রতি জুলুম করল।[৪২] আমি তাকে এমন ধনভাণ্ডার দিয়েছিলাম, যার চাবিগুলি বহন করা একদল শক্তিমান লোকের পক্ষেও

---

৪১. এতটুকু বিষয় তো খোদ কুরআন মাজীদই জানিয়ে দিয়েছে যে, কারূন হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের লোক ছিল। কোন কোন বর্ণনায় প্রকাশ, সে ছিল হযরত মূসা আলাইহিস সালামের চাচাত ভাই এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত লাভের আগে ফেরাউন তাকে বনী ইসরাঈলের নেতা বানিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নবুওয়াত লাভ করলেন আর হযরত হারূন আলাইহিস সালামকে তাঁর নায়েব বানানো হল, তখন কারূনের মনে ঈর্ষা দেখা দিল। কোন কোন বর্ণনায় আছে, সে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে দাবি জানিয়েছিল, তাকে যেন কোন পদ দেওয়া হয়। কিন্তু তাকে কোন পদ দেওয়া হোক এটা আল্লাহ তাআলার পসন্দ ছিল না। তাই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম অপারগতা প্রকাশ করলেন, এতে তার হিংসার আগুন আরও তীব্র হয়ে উঠল এবং তা চরিতার্থ করার জন্য মুনাফেকীর পন্থা অবলম্বন করল।

৪২. কুরআন মাজীদ এখানে যে শব্দ ব্যবহার করেছে তার দুই অর্থ হতে পারে। (ক) জুলুম ও সীমালঙ্ঘন করা এবং (খ) দম্ভ ও বড়াই করা। বর্ণিত আছে যে, ফেরাউনের পক্ষ থেকে তার উপর যখন বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব-ভার অর্পণ করা হয়, তখন সে তাদের উপর জুলুম করেছিল।

قَوۡمُهٗ لَا تَفۡرَحۡ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الۡفَرِحِیۡنَ ﴿۷۶﴾

কষ্টকর ছিল। একটা সময় ছিল যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, বড়াই করো না। যারা বড়াই করে আল্লাহ তাদের পসন্দ করেন না।

وَابۡتَغِ فِیۡمَاۤ اٰتٰىکَ اللّٰهُ الدَّارَ الۡاٰخِرَۃَ وَلَا تَنۡسَ نَصِیۡبَکَ مِنَ الدُّنۡیَا وَاَحۡسِنۡ کَمَاۤ اَحۡسَنَ اللّٰهُ اِلَیۡکَ وَلَا تَبۡغِ الۡفَسَادَ فِی الۡاَرۡضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الۡمُفۡسِدِیۡنَ ﴿۷۷﴾

৭৭. আল্লাহ তোমাকে যা-কিছু দিয়েছেন তার মাধ্যমে আখেরাতের নিবাস লাভের চেষ্টা কর[৪৩] এবং দুনিয়া হতেও নিজ হিস্যা অগ্রাহ্য করো না।[৪৪] আল্লাহ যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তুমিও (অন্যদের) প্রতি অনুগ্রহ কর।[৪৫] আর পৃথিবীতে ফ্যাসাদ বিস্তারের চেষ্টা করো না। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ ফ্যাসাদ বিস্তারকারীদের পসন্দ করেন না।

قَالَ اِنَّمَاۤ اُوۡتِیۡتُهٗ عَلٰی عِلۡمٍ عِنۡدِیۡ ؕ اَوَلَمۡ یَعۡلَمۡ اَنَّ اللّٰهَ قَدۡ اَهۡلَکَ مِنۡ قَبۡلِهٖ مِنَ الۡقُرُوۡنِ مَنۡ هُوَ اَشَدُّ مِنۡهُ قُوَّۃً وَّاَکۡثَرُ جَمۡعًا ؕ

৭৮. সে বলল, এসব তো আমি আমার জ্ঞানবলে লাভ করেছি। সে কি এতটুকুও জানত না যে, আল্লাহ তার আগে এমন বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছিলেন, যারা শক্তিতেও তার অপেক্ষা প্রবল

---

৪৩. অর্থাৎ, অর্থ-সম্পদকে আল্লাহ তাআলার বিধান মোতাবেক ব্যবহার কর। পরিণামে তুমি আখেরাতে পরম শান্তির জান্নাতী নিবাসে পৌঁছুতে পারবে।

৪৪. অর্থাৎ, আখেরাতের নিবাস সন্ধানের মানে এ নয় যে, দুনিয়ার প্রয়োজনসমূহ বিলকুল অগ্রাহ্য করা হবে। দুনিয়ার প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ ও তা রাখাতে দোষের কিছু নেই। হাঁ দুনিয়ার কামাই-রোজগারে এভাবে নিমজ্জিত হয়ো না, যদ্দরুণ আখেরাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪৫. ইশারা করা হয়েছে যে, দুনিয়ায় তুমি যে অর্থ-সম্পদ লাভ করেছ, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলাই তার মালিক। তিনি অনুগ্রহ করে তোমাকে তা দান করেছেন। তিনি যখন এভাবে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তখন তুমিও মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর এবং তাঁর প্রদত্ত অর্থ-সম্পদে তাদেরকে শরীক কর।

وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۝

ছিল[৪৬] এবং জনসংখ্যায়ও বেশি ছিল? অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেসও করা হয় না।[৪৭]

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝

৭৯. অতঃপর (একদিন) সে তার সম্প্রদায়ের সামনে নিজ জাঁকজমকের সাথে বের হয়ে আসল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা (তা দেখে) বলতে লাগল, আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে, অনুরূপ যদি আমাদেরও থাকত! বস্তুত সে মহা ভাগ্যবান।

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ۝

৮০. আর যারা (আল্লাহর পক্ষ হতে) জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে! (তোমরা এরূপ কথা বলছ, অথচ) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সওয়াব কতই না শ্রেয়। আর তা লাভ করে কেবল ধৈর্যশীলগণই।[৪৮]

---

৪৬. একদিকে তো কারূন দাবি করছিল, আমি এ ধন-সম্পদের মালিক হয়েছি নিজ বিদ্যা-বুদ্ধির বলে, অন্য দিকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, তার উচ্চস্তরের জ্ঞান তো দূরের কথা, এই মামুলি জ্ঞানটুকুও ছিল না যে, সে যদি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারাই অর্থোপার্জন করে থাকে, তবে সেই জ্ঞান-বুদ্ধি সে কোথায় পেল? কে তাকে তা দান করেছিল? সেই সঙ্গে সে এ বিষয়টাও অনুধাবন করছে না যে, তার আগেও তো তার মত, বরং তার চেয়েও ধন-জনে শক্তিমান কত লোক ছিল, আজ তারা কোথায়? তারাও তার মত দর্প দেখাত এবং তার মত দাবি করে বেড়াত। পরিণামে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

৪৭. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা অপরাধীদের অবস্থা ভালো করেই জানেন। কাজেই তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য তাদেরকে তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন নেই। হাঁ, আখেরাতে যে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, সেটা তাদের সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে নয়; বরং তাদের অপরাধ তাদের দৃষ্টিতে সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই করা হবে।

৪৮. 'সবর' শব্দটি কুরআন মাজীদের একটি পরিভাষা। নিজের ইন্দ্রিয় চাহিদাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রেখে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অবিচলিত থাকাকে সবর বলা হয়।

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ قف فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾

৮১. পরিণামে আমি তাকে ও তার বাড়িটি ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম। অতঃপর সে এমন একটি দলও পেল না, যারা আল্লাহর বিপরীতে তার কোন সাহায্য করতে পারত এবং নিজেও পারল না আত্মরক্ষা করতে।

وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ط وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. আর গতকালই যারা তার মত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছিল, তারা বলতে লাগল, দেখলে তো! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকীর্ণ করে দেন। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে তিনি আমাদের ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিতেন। দেখলে তো কাফেরগণ সফলতা লাভ করে না।

[৮]

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. ওই পরকালীন নিবাস তো আমি সেই সকল লোকের জন্যই নির্ধারণ করব, যারা পৃথিবীতে বড়ত্ব দেখাতে ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না। শেষ পরিণাম তো মুত্তাকীদেরই অনুকূলে থাকবে।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. যে ব্যক্তি কোন পুণ্য নিয়ে আসবে সে তদপেক্ষা উত্তম জিনিস পাবে আর কেউ কোন মন্দকর্ম নিয়ে আসলে, যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে কেবল তাদের কৃতকর্ম অনুপাতেই শাস্তি দেওয়া হবে।

اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ط قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى

৮৫. (হে নবী!) যেই সত্তা তোমার প্রতি এই কুরআনের দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন, তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন (তোমার)

وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

প্রিয়ভূমিতে।[৪৭] বল, আমার প্রতিপালক ভালো জানেন কে হেদায়াত নিয়ে এসেছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত।

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ

৮৬. (হে রাসূল!) পূর্ব থেকে তোমার এ আশা ছিল না যে, তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করা হবে। কিন্তু এটা তোমার প্রতিপালকের রহমত। সুতরাং তুমি কখনও কাফেরদের সাহায্যকারী হয়ো না।

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

৮৭. তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পর তারা যেন কিছুতেই তোমাকে এর (অনুসরণ) থেকে ফিরিয়ে রাখতে না পারে। তুমি নিজ প্রতিপালকের দিকে মানুষকে ডাকতে থাক এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

---

৪৭. কুরআন মাজীদে এ স্থলে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে مَعَادٌ যা কোন কোন মুফাসসিরের মতে عَادَةٌ থেকে নির্গত। عَادَةٌ অর্থ অভ্যাস। সে হিসেবে مَعَادٌ -এর অর্থ হবে এমন ভূমি, মানুষ যেখানে বসবাস করে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ফলে তা তার প্রিয়ভূমিতে পরিণত হয়েছে। আবার অনেকের মতে এর অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। উভয় অবস্থায়ই এর দ্বারা মক্কা-মুকাররমাকে বোঝানো উদ্দেশ্য।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান এবং জুহফার কাছাকাছি যেখান থেকে মক্কা মুকাররমার পথ আলাদা হয়ে গেছে সেই মোড়ে গিয়ে পৌছান, তখন দেশ ছেড়ে যাওয়ার বেদনা তাঁর অনুভূতিতে বড় বাজছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে সান্ত্বনা দানের জন্য এ আয়াত নাযিল করেন এবং এতে ওয়াদা করেন যে, এ ভূমিতে আপনাকে একদিন বিজয়ী হিসেবে ফিরিয়ে আনা হবে। পরিশেষে আট বছরের মাথায় এ ওয়াদা পূরণ করা হয়েছিল। ঠিকই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিতে বিজেতারূপে ফিরে এসেছিলেন।

কোন কোন মুফাসসির مَعَادٌ (প্রিয়ভূমি বা প্রত্যাবর্তনস্থল) -এর ব্যাখ্যা করেছেন জান্নাত। অর্থাৎ, এ দুনিয়ায় যদিও আপনাকে নানা রকম দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, কিন্তু আপনার শেষ ঠিকানা তো জান্নাত। এক সময় ক্ষণস্থায়ী এ কষ্টের অবসান হবে এবং চির সুখের সেই ঠিকানায় আপনি পৌছে যাবেন।

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۟ كُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ۟

৮৮. এবং আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন মাবুদকে ডেক না। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সবকিছুই ধ্বংসশীল, কেবল আল্লাহর সত্তাই ব্যতিক্রম। শাসন কেবল তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ রোববার ১৬ জুমাদাল উলা ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ৩ জুন ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ সূরা কাসাস-এর তরজমা ও টীকায় কাজ শেষ হল। স্থান ডারবিন, দক্ষিণ আফ্রিকা। (অনুবাদ শেষ হল আজ বুধবার ৮ শাবান ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২১ জুলাই ২০১০ খ্রিস্টাব্দ)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন।

২৯
সূরা আনকাবুত

সূরা আনকাবুত পরিচিতি

মক্কা মুকাররমায় মুসলিমদেরকে তাদের শত্রুদের হাতে নানা রকম জুলুম-নির্যাতন ভোগ করতে হচ্ছিল। উত্তরোত্তর সে নির্যাতনের মাত্রা এতটাই কঠিন হয়ে উঠছিল যে, তা বরদাশত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। অনেক সময় এমন পেরেশানী দেখা দিত, মনে হত আর বুঝি হিম্মত ধরে রাখা যাবে না। এহেন পরিস্থিতিতেই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে অতি মূল্যবান নির্দেশনা দান করেছেন। সূরার একদম শুরুতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য যে জান্নাত তৈরি করেছেন তা এমন সস্তা নয় যে, বিনা কষ্টেই হাসিল হয়ে যাবে। ঈমান আনার পর মানুষকে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। তাতে যারা উত্তীর্ণ হতে পারবে জান্নাতের অধিকারী হবে তারাই। এ সূরায় মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, যে কষ্টের ভেতর দিয়ে তোমাদের দিন গুজরান হচ্ছে, তা একটা সাময়িক ব্যাপার। অচিরেই এমন একটা সময় আসবে যখন জালেমদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে। জুলুম করার মত শক্তি তখন তাদের থাকবে না। তখন চারদিকে থাকবে ইসলাম ও মুসলিমদের জয়-জয়কার। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা পূর্ব যুগের কয়েকজন নবী-রাসূলের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

প্রতিটি ঘটনায় এমনই ঘটেছিল যে, প্রথম দিকে মুমিনদেরকে উপর্যুপরি যন্ত্রণা পোহাতে হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা জালেমদেরকে ধ্বংস করেছেন আর মজলুম মুসলিমদেরকে সাফল্য ও বিজয় দান করেছেন। মক্কী জীবনের এ কালেই কিছু সংখ্যক মুসলিমকে এক স্বতন্ত্র জটিলতার মোকাবেলা করতে হচ্ছিল। তারা নিজেরা তো মুসলিম হয়েছিলেন, কিন্তু তাদের পিতা-মাতা কুফরকেই আকড়ে ধরে রেখেছিল; বরং তারা তাদের সন্তানদেরকে কুফর ও শিরকের পথে ফিরে যাওয়ার জন্য জবরদস্তি করছিল। তাদের কথা ছিল, তারা যেহেতু পিতা-মাতা, তাই দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারেও সন্তানদের কর্তব্য তাদের অনুগত হয়ে থাকা। এ সূরার ৮নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, ভারসাম্যমান ও ন্যায়ানুগ দিকনির্দেশনা দান করেছেন। মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেকের উপর ফরয এবং তাদের আনুগত্য করাও জরুরী। কিন্তু তারা যদি কুফর করার বা আল্লাহ তাআলার নাফরমানীতে লিপ্ত হওয়ার হুকুম দেয়, তবে তা কিছুতেই মানা যাবে না, তা মানা জায়েয নয়। মক্কা মুকাররমায় কাফেরদের উৎপীড়ন যে সকল মুসলিমের পক্ষে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল, তাদেরকে এ সূরায় কেবল অনুমতিই নয়; বরং উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করে এমন কোন স্থানে চলে যায়, যেখানে তারা শান্তি ও স্বস্তিতে দ্বীন অনুসারে জীবন যাপন করতে পারবে।

কোন কোন কাফের মুমিনদেরকে দ্বীন ত্যাগের প্ররোচনা দিত এবং জোর দিয়ে বলত, এর পরিণামে যদি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তোমাদের উপর কোন আযাব আসে, তবে তোমাদের পক্ষ হতে আমরা নিজেরা তা মাথা পেতে নেব। এ সূরার ১২ ও ১৩ নং আয়াতে তাদের এই অবান্তর ও অবাস্তব প্রস্তাবের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া

হয়েছে, আখেরাতে কেউ অন্যের পাপ-ভার বহন করতে পারবে না। তাছাড়া এ সূরায় তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সংক্রান্ত দলীল-প্রমাণও পেশ করা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে কাফেরদের পক্ষ থেকে যেসব প্রশ্ন উথাপিত হত তার জবাবও দেওয়া হয়েছে।

'আনকাবুত' অর্থ মাকড়সা। এ সূরার ৪১ নং আয়াতে যারা শিরকী কার্যকলাপে লিপ্ত তাদেরকে মাকড়সার জালের উপর নির্ভরকারীদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সে হিসেবেই এ সূরার নাম সূরা আনকাবুত।

২৯ – সূরা আনকাবুত – ৮৫

سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; আয়াত ৬৯; রুকূ ৭

اٰيَاتُهَا ٦٩ رُكُوْعَاتُهَا ٧

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ①

১. আলিফ-লাম-মীম।

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ②

২. মানুষ কি মনে করে 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে?

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ③

৩. অথচ তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকেও আমি পরীক্ষা করেছি। সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে এবং তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন কারা মিথ্যাবাদী।[১]

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ④

৪. যারা মন্দ কার্যাবলীতে লিপ্ত তারা কি মনে করে তারা আমার উপর জিতে যাবে? তারা যা অনুমান করছে তা কতই না মন্দ!

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑤

৫. যারা আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশা রাখে, তাদের নিশ্চিত থাকা উচিত আল্লাহর নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে এবং তিনিই সব কথা শোনেন, সবকিছু জানেন।

---

১. কে অনুগত হবে আর কে অবাধ্য তা তো আল্লাহ তাআলা আগে থেকেই জানেন, কিন্তু শাস্তি ও পুরস্কার দানের বিষয়টাকে তিনি তাঁর সেই অনাদি জ্ঞানের ভিত্তিতে সম্পন্ন করেন না; বরং তিনি প্রমাণ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে মানুষকে অবকাশ দান করেন, যাতে তারা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে হেদায়াত বা গোমরাহীর পথ বেছে নেয়। তো কে কোন পথ গ্রহণ করে নেয়, প্রকৃতপক্ষে সেটাই দেখা উদ্দেশ্য।

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ⑥

৬. আর আমার পথে যে ব্যক্তিই শ্রম-সাধনা করে, সে তো শ্রম-সাধনা করে নিজেরই কল্যাণার্থে।[২] নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্ব-জগতের সকল থেকে অনপেক্ষ।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑦

৭. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দসমূহ তাদের থেকে মিটিয়ে দেব এবং তারা যা করছে তার উৎকৃষ্টতম প্রতিদান তাদেরকে অবশ্যই দেব।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۭ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۭ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ⑧

৮. আমি মানুষকে আদেশ করেছি তারা যেন পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে। তারা যদি আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করার জন্য তোমার উপর বলপ্রয়োগ করে, যার সম্পর্কে তোমার কাছে কোন প্রমাণ নেই, তবে সে ব্যাপারে তাদের কথা মানবে না।[৩] আমারই কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে অবহিত করব তোমরা কী করতে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ⑨

৯. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত করব।

---

২. দ্বীনের পথে করা হয়– এমন যে-কোনও মেহনতই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন নফসকে দমন করার সাধনা, শয়তানকে মোকাবেলা করার প্রচেষ্টা, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত, আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদ ইত্যাদি।

৩. এ আয়াতে মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও সন্তানের কর্তব্য তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা। তাদেরকে অসম্মান করা বা তাদের মনে কষ্ট দেওয়া কোন মুসলিমের কাজ হতে পারে না। তবে তারা যদি কুফর ও শিরকে লিপ্ত হতে বাধ্য করতে চায়, তা কিছুতেই মানা যাবে না।

১০. মানুষের মধ্যে কতক লোক এমন আছে, যারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর যখন আল্লাহর পথে তাদের কোন কষ্ট-ক্লেশ দেখা দেয়, তখন তারা মানুষের দেওয়া কষ্টকে আল্লাহর আযাব তুল্য গণ্য করে।[৪] আবার যদি কখনও তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (মুসলিমদের জন্য) কোন সাহায্য আসে, তখন তারা বলবেই, আমরা তো তোমাদের সাথে ছিলাম।[৫] বিশ্ব-জগতের সমস্ত মানুষের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ কি তা ভালোভাবে জানেন না?

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰﴾

১১. আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা ঈমান এনেছে এবং তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন কারা মুনাফেক।[৬]

وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ﴿۱۱﴾

১২. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা মুমিনদেরকে বলে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর, তাহলে আমরা তোমাদের গোনাহের বোঝা বহন করব, অথচ তারা তাদের গোনাহের বোঝা আদৌ বহন করতে পারবে না। নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۲﴾

---

৪. অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার আযাব যেমন কঠিন, তারা মানুষ-প্রদত্ত কষ্ট-ক্লেশকেও তেমনি কঠিন মনে করে। আর এ কারণেই কাফেরদের কথা শুনে পুনরায় কুফরের পথে ফিরে যায়, কিন্তু সে কথা মুসলিমদের কাছে প্রকাশ করে না। এভাবে তারা দ্বীন ও ঈমানের ব্যাপারে মুনাফেক হয়ে যায়।

৫. অর্থাৎ, যখন মুসলিমগণ বিজয় লাভ করবে এবং সেই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণের বিভিন্ন সুফল তারা পেতে শুরু করবে, তখন মুনাফেকরা তাদেরকে বলবে, আমরা আন্তরিকভাবে তো তোমাদেরই সাথে ছিলাম। কাজেই আমাদের প্রতি কাফেরদের মত আচরণ না করে বিজয়ের সুফলে তোমরা আমাদেরকেও শরীক রাখ।

৬. পূর্বের ১নং টীকা দেখুন।

১৩. তারা অবশ্যই তাদের নিজেদের গোনাহের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও কিছু বোঝা।[৭] তারা যা-কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে সে সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ز وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣﴾

[১]

১৪. আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিল পঞ্চাশ কম হাজার বছর। অতঃপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করল, যেহেতু তারা ছিল জালেম।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ط فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫. অতঃপর আমি নূহকে ও নৌকা-রোহীদেরকে রক্ষা করলাম এবং এটাকে জগদ্বাসীদের জন্য একটি নিদর্শন বানিয়ে দিলাম।[৮]

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٥﴾

১৬. এবং আমি ইবরাহীমকে পাঠালাম, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের পক্ষে শ্রেয়, যদি তোমরা সমঝদারির পরিচয় দাও।

وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭. তোমরা যা কর তা তো কেবল এই যে, মূর্তিপূজা কর ও মিথ্যা রচনা কর। নিশ্চিত জেন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া

اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ط اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

---

৭. অর্থাৎ, তারা যাদেরকে বিপথগামী করেছে তাদের পাপের বোঝাও তাদেরকে বইতে হবে। এর মানে এ নয় যে, সেই বিপথগামীরা গোনাহের শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। বরং এর অর্থ, তাদের গোনাহ তো তাদের থাকবেই, সেই সঙ্গে তাদের সমপরিমাণ গোনাহ, যারা তাদেরকে বিপথগামী করেছিল তাদের উপরও বর্তাবে।

৮. হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা পূর্বে সূরা হুদ (১১ : ২৫)-এ বিস্তারিত গত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ
وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾

যাদের ইবাদত কর, তারা তোমাদেরকে রিযিক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং আল্লাহর কাছে রিযিক সন্ধান কর, তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় কর। তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾

১৮. তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল, তবে তোমাদের পূর্বেও বহু জাতি মিথ্যাবাদী বলার পন্থা অবলম্বন করেছিল। সুস্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছানো ছাড়া রাসূলের আর কোন দায়িত্ব থাকে না।

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ
إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾

১৯. তবে কি তারা লক্ষ্য করেনি, আল্লাহ কিভাবে মাখলুককে প্রথমবার সৃষ্টি করেন? অতঃপর তিনিই তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আল্লাহর পক্ষে এ কাজ অতি সহজ।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ
ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

২০. বল, পৃথিবীতে একটু ভ্রমণ করে দেখ, আল্লাহ কিভাবে মাখলুককে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। তারপর আল্লাহই আখেরাতকালীন মাখলুককে উত্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ۖ
وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾

২১. তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন, যার প্রতি ইচ্ছা দয়া করবেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۖ
وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾

২২. তোমরা ভূমিতেও তাঁকে (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না এবং আকাশেও না। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন

অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।

[২]

২৩. যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তাঁর সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে, তারাই আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖۤ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۳﴾

২৪. কিন্তু ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের উত্তর এ ছাড়া কিছুই ছিল না যে, তারা বলেছিল, তোমরা তাকে হত্যা করে ফেল অথবা তাকে জ্বালিয়ে দাও। অনন্তর আল্লাহ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে, তাদের জন্য এ ঘটনার ভেতর বহু শিক্ষা আছে।[৯]

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৫. ইবরাহীম আরও বলেছিল, তোমরা তো আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিগুলোকেই (প্রভু) মেনেছ, যাদের মাধ্যমে পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে।[১০] পরিশেষে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অন্যকে অস্বীকার করবে এবং একে অন্যকে লানত করবে। তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۫ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۲۵﴾

---

৯. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা জানার জন্য দেখুন সূরা আম্বিয়া (২১ : ৫১)।

১০. এর দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে- (এক) যারা মূর্তিপূজা করে, তারা সে মূর্তিপূজার ভিত্তিতেই নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষা করছে। (দুই) দ্বিতীয় এই ব্যাখ্যা হতে পারে যে, তোমরা যে মূর্তিপূজা অবলম্বন করেছ, তা আসলে বুঝেশুনে করনি; বরং অন্যের দেখাদেখি করেছ। নিজ ভাই বা বন্ধুদের দেখেছ মূর্তিপূজা করছে, ব্যস তোমরা তা গ্রহণ করে নিয়েছ। এর উদ্দেশ্য কেবল তাদের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখা। এর দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, যেখানে হক ও বাতিলের প্রশ্ন, সেখানে কেবল আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের খাতিরে কোন পথ অবলম্বন করা উচিত নয়; বরং এসব পিছুটান থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা করে, বুঝে-শুনে সত্য-সঠিক পথকেই বেছে নেওয়া উচিত।

তোমাদের কোন রকম সাহায্যকারী লাভ হবে না।

২৬. অতঃপর লুত তার প্রতি ঈমান আনল।[১১] ইবরাহীম বলল, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে হিজরত করছি।[১২] তিনিই এমন, যার ক্ষমতা পরিপূর্ণ এবং হেকমতও পরিপূর্ণ।

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّیْ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۶﴾

২৭. আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব (-এর মত সন্তান) দান করলাম এবং তার বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাবের ধারা চালু রাখলাম। নিশ্চয়ই আখেরাতে সে সালেহীনের মধ্যে গণ্য হবে।

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِیْ ذُرِّیَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَیْنٰهُ اَجْرَهٗ فِی الدُّنْیَا ۚ وَاِنَّهٗ فِی الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿۲۷﴾

২৮. এবং আমি লূতকে পাঠালাম, যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, বস্তুত তোমরা এমনই অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বজগতের আর কেউ করেনি।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۫ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۲۸﴾

২৯. তোমরা কি পুরুষদের কাছে উপগমন কর[১৩] এবং পথে-ঘাটে ডাকাতি কর আর তোমাদের ভরা মজলিসে অন্যায় কাজে লিপ্ত হও? অতঃপর তার সম্প্রদায়ের লোকদের উত্তর এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা বলল, তুমি

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِیْلَ ۙ۬ وَتَاْتُوْنَ فِیْ نَادِیْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۲۹﴾

---

১১. হযরত লূত আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভাতিজা। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি তাঁর মাতৃভূমি ইরাকে এক লূত আলাইহিস সালাম ছাড়া আর কেউ ঈমান আনেনি। শেষ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে তিনিও দেশ থেকে হিজরত করেন। অবশ্য পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তাঁকেও নবী বানান এবং সাদুমবাসীদের হেদায়াতের জন্য তাঁকে প্রেরণ করেন।

১২. অর্থাৎ, আমার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

১৩. অর্থাৎ, তোমরা কি নারীদের পরিবর্তে পুরুষদের মাধ্যমে যৌন চাহিদা পূরণ কর?

যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের উপর আল্লাহর আযাব নিয়ে এসো।

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِیْ عَلَی الْقَوْمِ الْمُفْسِدِیْنَ ﴿۳۰﴾

৩০. লূত বলল, হে আমার প্রতিপালক! ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।

[৩]

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِیْمَ بِالْبُشْرٰی ۙ قَالُوْۤا اِنَّا مُهْلِكُوْۤا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْیَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِیْنَ ﴿ۚۖ۳۱﴾

৩১. যখন আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ ইবরাহীমের কাছে (তার পুত্র জন্ম নেওয়ার) সুসংবাদ নিয়ে পৌঁছল,[১৪] তখন তারা বলেছিল, আমরা এই জনপদবাসীদেরকে ধ্বংস করব। কেননা এর অধিবাসীগণ বড় জালেম।

قَالَ اِنَّ فِیْهَا لُوْطًا ؕ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِیْهَا ٙ لَنُنَجِّیَنَّهٗ وَ اَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ٙ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِیْنَ ﴿۳۲﴾

৩২. ইবরাহীম বলল, সে জনপদে তো লূত রয়েছে। ফিরিশতাগণ বলল, আমাদের ভালোভাবেই জানা আছে, সেখানে কারা আছে। আমরা তাকে ও তার সঙ্গে সম্পৃক্তদেরকে অবশ্যই রক্ষা করব, তবে তার স্ত্রীকে ছাড়া। সে যারা পেছনে থেকে যাবে তাদের মধ্যে থাকবে।

وَ لَمَّاۤ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِیْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۟ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِیْنَ ﴿۳۳﴾

৩৩. যখন আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ লূতের কাছে আসল, তখন তাদেব জন্য তার অন্তর কুণ্ঠিত হল। ফিরিশতাগণ বলল, আপনি ভয় করবেন না এবং দুশ্চিন্তা করবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার সাথে সম্পৃক্তদেরকে রক্ষা করব, তবে আপনার স্ত্রীকে ছাড়া, যে

১৪. 'হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পুত্র সন্তান জন্ম নেবে' –এ সুসংবাদ নিয়ে যে ফিরিশতাগণ তাঁর কাছে এসেছিল তাদেরকেই হযরত লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে শাস্তি দানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। বিস্তারিত জ্ঞাতার্থে দ্রষ্টব্য সূরা হূদ (১১ : ৬৯) ও সূরা হিজর (১৫ : ৫১)।

থেকে যাবে যারা পেছনে থাকবে তাদের মধ্যে।

إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾

৩৪. এ জনপদের বাসিন্দাগণ যে কুকর্ম করে যাচ্ছে, তার পরিণামে আমরা তাদের উপর আসমান থেকে আযাব নাযিল করব।

وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আমি বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রেখে দিয়েছি এ জনপদের কিছু স্পষ্ট নিদর্শন।[১৫]

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا۟ ٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬. মাদইয়ানে পাঠালাম তাদের ভাই শুআইবকে। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং শেষ দিবসকে ভয় কর আর ভূমিতে অরাজকতা বিস্তার করে বেড়িও না।

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭. অতঃপর এই ঘটল যে, তারা শুআইবকে মিথ্যাবাদী ঠাওরাল, পরিণামে ভূমিকম্প তাদেরকে আঘাত হানল এবং তারা নিজ-নিজ গৃহে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল।[১৬]

وَعَادًا وَثَمُودَا۟ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَٰكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا۟ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আমি আদ ও ছামূদকেও ধ্বংস করলাম। তাদের ঘরবাড়ি দ্বারাই তাদের ধ্বংসপ্রাপ্তি স্পষ্ট হয়ে আছে।[১৭] শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে মনোরম বানিয়ে দিয়ে তাদেরকে সরল

---

১৫. অর্থাৎ, সে জনপদটির ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান আছে, যা দেখে মানুষ শিক্ষা নিতে পারে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করলে তার পরিণাম কী হয়।

১৬. দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৮৪) ও সূরা হুদ (১১ : ৮৩)।

১৭. দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৬৪, ৭২) ও সূরা হুদ (১১ : ৪৯, ৬০)।

পথ থেকে নিবৃত্ত রেখেছিল, অথচ তারা ছিল বিচক্ষণ।[১৮]

৩৯. আমি কারূন, ফির'আওন ও হামানকে ধ্বংস করেছিলাম।[১৯] মূসা তাদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা দেশে বড়ত্ব প্রদর্শন করেছিল, তারা তো (আমার উপর) জিততে পারেনি।

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ۣ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ۚ﴿۳۹﴾

৪০. আমি তাদের প্রত্যেককে তার অপরাধের কারণে ধৃত করি। তাদের কেউ তো এমন, যার বিরুদ্ধে পাঠাই পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো-ঝঞ্ঝা,[২০] কেউ ছিল এমন যাকে আক্রান্ত করে মহানাদ,[২১] কেউ ছিল এমন, যাকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেই[২২] এবং কেউ ছিল এমন, যাকে করি নিমজ্জিত।[২৩] বস্তুত আল্লাহ এমন নন যে, তাদের প্রতি জুলুম করবেন; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল।

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۴۰﴾

৪১. যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য অভিভাবক গ্রহণ করেছে, তাদের দৃষ্টান্ত হল মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর বানায়

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ؕ وَاِنَّ اَوْهَنَ

১৮. অর্থাৎ, পার্থিব বিষয়ে বড় সমঝদার ও বিচক্ষণ ছিল, কিন্তু আখেরাত সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও গাফেল।

১৯. দেখুন সূরা কাসাস (২৮ : ৩৭, ৭৫)।

২০. এভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল আদ জাতিকে। দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৬৪)।

২১. ছামূদ জাতি এভাবে ধ্বংস হয়েছিল। দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৭২)।

২২. ইশারা কারূনের প্রতি, যাকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দেখুন সূরা কাসাস (২৮ : ৭৫)।

২৩. হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কওম মহাপ্লাবনে পানিতে ডুবে ধ্বংস হয়েছিল। ফির'আওন ও তার সম্প্রদায়কেও সাগরে ডুবিয়ে নিপাত করা হয়েছিল।

الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ۘ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

আর এটা তো স্পষ্ট কথা যে, ঘরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল মাকড়সার ঘরই হয়ে থাকে। আহা! তারা যদি জানত।[২৪]

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾

৪২. আল্লাহ ভালো করেই জানেন তারা আল্লাহকে ছেড়ে কাকে কাকে ডাকে। তিনি ক্ষমতার মালিক, হেকমতেরও মালিক।

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আমি মানুষের কল্যাণার্থে এসব দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি, কিন্তু তা বোঝে কেবল তারাই, যারা জ্ঞানবান।

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

৪৪. আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথার্থ (উদ্দেশ্যে) সৃষ্টি করেছেন।[২৫] বস্তুত ঈমানদারদের জন্য এর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন আছে।

[৪]

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ

৪৫. (হে নবী!) ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত কর ও নামায কায়েম কর। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।[২৬] আর আল্লাহর

---

২৪. অর্থাৎ, তারা যদি জানত তারা যে উপাস্যদের উপর ভরসা করে তা কত দুর্বল। তারা তো মাকড়সার জালের চেয়েও বেশি দুর্বল। তারা তাদের কোন রকম উপকার করার ক্ষমতাই রাখে না।

২৫. অর্থাৎ, এ দুনিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল মানুষকে এর দ্বারা পরীক্ষা করা অতঃপর তার কর্ম অনুসারে তাকে পুরস্কৃত করা বা শাস্তি দেওয়া। যদি আখেরাত না থাকে এবং মানুষকে সে জীবনের সম্মুখীন হতে না হয়, তবে তো জগত সৃজনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য ব্যর্থ যেতে পারে না। আর তা যখন ব্যর্থ যেতে পারে না, তখন না মেনে উপায় নেই যে, আখেরাত অবশ্যম্ভাবী।

২৬. অর্থাৎ, মানুষ যদি যথাযথভাবে নামায আদায় করে এবং তার উদ্দেশ্যের প্রতি মনোযোগী থাকে, তবে তা অবশ্যই তাকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। কেননা মানুষ নামাযে সর্বপ্রথম তাকবীর বলে আল্লাহ তাআলার মহত্ব ও বড়ত্ব ঘোষণা করে। তার মানে

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ۝

যিকিরই তো সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস। তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ তা জানেন।

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ
اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ
اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ
وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝

৪৬. (হে মুসলিমগণ!) কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না উত্তম পন্থা ছাড়া। তবে তাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করে, তাদের কথা স্বতন্ত্র[২৭] এবং (তাদেরকে) বল, আমরা ঈমান এনেছি সেই কিতাবের প্রতি যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে এবং যে কিতাব তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে তার প্রতিও। আমাদের মাবুদ ও তোমাদের মাবুদ একই। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।

সে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে সবকিছুর উপরে বলে বিশ্বাস করে। এর বিপরীতে কারও কোন কথাকে সে ভ্রুক্ষেপযোগ্য মনে করে না। তারপর সে প্রতি রাকাতে আল্লাহ তাআলার সামনে স্বীকার করে যে, হে আল্লাহ! আমি আপনারই বন্দেগী করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য চাই, এভাবে সে জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার অনুগত হয়ে চলার জন্য ওয়াদাবদ্ধ হয়। কাজেই যে ব্যক্তি পূর্ণ ধ্যানের সাথে নামায পড়ে তার অন্তরে কোন গোনাহের প্রতি ঝোঁক দেখা দিলে তখন অবশ্যই তার সেই ওয়াদার কথা মনে পড়বে, ফলে সে সচকিত হয়ে যাবে এবং সে আর গোনাহের দিকে অগ্রসর হবে না। তাছাড়া রুকু, সিজদা, ওঠা-বসা ও নামাযের অন্যান্য কার্যাবলী দ্বারা ইবাদত করে নামাযী ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ তাআলার সামনে একজন বাধ্য ও অনুগত বান্দারূপে পেশ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি অনুধ্যানের সাথে নামায পড়বে এবং নামাযের হাকীকতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে যথাযথভাবে তা আদায় করবে তার নামায তাকে অবশ্যই অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে।

২৭. এমনিতে তো ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সর্বত্রই তা মার্জিত ও ভদ্রোচিতভাবে পেশ করা চাই। কিন্তু এ আয়াতে বিশেষভাবে আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে দাওয়াত দেওয়ার সময় এদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য তাকীদ করা হয়েছে। কেননা তারা যেহেতু আসমানী কিতাবে বিশ্বাস রাখে, তাই পৌত্তলিকদের তুলনায় তারা মুসলিমদের বেশি নিকটবর্তী। অবশ্য তাদের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি করা হলে তখন তুরুক জবাব দেওয়ারও অনুমতি রয়েছে।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. (হে রাসূল!) এভাবেই আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি। সুতরাং যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা এতে ঈমান আনে এবং তাদের (অর্থাৎ মূর্তিপূজকদের) মধ্যেও কেউ কেউ এতে ঈমান আনছে। বস্তুত আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে কেবল কাফেররাই।

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. তুমি তো এর আগে কোন কিতাব পড়নি এবং নিজ হাতে কোন কিতাব লেখওনি। সে রকম কিছু হলে ভ্রান্তপথ অবলম্বনকারীরা সন্দেহ করতে পারত।[২৮]

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. প্রকৃতপক্ষে এ কুরআন এমন নিদর্শনাবলীর সমষ্টি, যা জ্ঞানপ্রাপ্তদের অন্তরে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। আমার আয়াত-সমূহ অস্বীকার করে কেবল জালেমগণই।

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا

৫০. তারা বলে, তার প্রতি (অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি) তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কেন নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করা হল না?[২৯]

---

২৮. আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উম্মী বানিয়েছেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন না। এ আয়াতে তার রহস্য বলে দেওয়া হয়েছে যে, উম্মী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মুখে কুরআন শরীফের মত কিতাব উচ্চারিত হওয়াটা এক বিরাট মুজিযা। যে ব্যক্তি লেখাপড়া বলতে কিছু জানে না তিনি মানুষের সামনে পেশ করছেন এমন এক সাহিত্যালঙ্কারপূর্ণ কিতাব, সমগ্র আরব জাতি যার তুলনা উপস্থিত করতে অক্ষম, এটা কি প্রমাণ করে না, এ কিতাব কোন মানুষের রচনা নয় এবং এর বাহক আল্লাহ তাআলার একজন সত্য রাসূল? কুরআন মাজীদ বলছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যদি লেখাপড়া জানা থাকত, তবে বিরুদ্ধবাদীগণ কিছু না কিছু বলার সুযোগ পেয়ে যেত। তারা বলে বসত, তিনি কোথাও থেকে পড়াশুনা করে এ কিতাব সংকলন করে নিয়েছেন। যদিও তখনও এটা ফজুল কথাই হত, কিন্তু এখন তো তাও বলার সুযোগ থাকল না।

২৯. অর্থাৎ, আমরা যেসব মুজিযা দাবি করছি তাকে তা কেন দেওয়া হল না? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বহু মুজিযা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মক্কার কাফেরগণ

الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٥٠

(হে রাসূল! তাদেরকে) বল, নিদর্শনাবলী তো আল্লাহরই কাছে। আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝٥١

৫১. তবে কি তাদের জন্য এটা (অর্থাৎ এই নিদর্শন) যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদেরকে পড়ে শোনানো হচ্ছে? নিশ্চয়ই যে সমস্ত লোক বিশ্বাস করে তাদের জন্য এতে রয়েছে রহমত ও উপদেশ।

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝٥٢

৫২. বল, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্য দানের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই জানেন। যারা ভ্রান্ত বিষয়ে ঈমান এনেছে ও আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

[৫]

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَلَوْلَاۤ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝٥٣

৫৩. তারা তোমাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি এনে দিতে বলে। যদি (শাস্তির জন্য) এক নির্দিষ্ট সময় না থাকত, তবে তাদের উপর অবশ্যই শাস্তি এসে যেত। আর তা অবশ্যই তাদের উপর এমন অতর্কিতভাবে আসবে যে, তারা টেরও পাবে না।

يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۙ ۝٥٤

৫৪. তারা তোমাকে শাস্তি তাড়াতাড়ি এনে দিতে বলে। নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে,

---

নিত্য-নতুন মুজিযা দাবি করে যাচ্ছিল। সূরা বনী ইসরাঈলে (১৭ : ৯৩) এটা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। জবাব দেওয়া হয়েছে যে, মুজিযা দেখানোর বিষয়টা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার এখতিয়ারে। আমি তোমাদেরকে কেবল সতর্ক করার জন্যই এসেছি। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদ নিজেই একটি বড় মুজিযা। একজন সত্য সন্ধানীর জন্য এর পর অন্য কোন মুজিযার প্রয়োজন থাকে না।

৫৫. সেই দিন, যে দিন আযাব তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে উপর দিক থেকেও এবং তাদের পায়ের নিচ থেকেও। আর তিনি বলবেন, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ কর।

يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬. হে আমার মুমিন বান্দাগণ! নিশ্চয়ই আমার ভূমি অতি প্রশস্ত। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।[৩০]

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾

৫৭. জীব মাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তারপর তোমাদের সকলকে আমারই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।[৩১]

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি তাদেরকে অবশ্যই জান্নাতের এমন বালাখানায় বসবাস করতে দেব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। তাতে তারা সদা-সর্বদা থাকবে। অতি উৎকৃষ্ট প্রতিদান সেই কর্মশীলদের জন্য–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٥٨﴾

---

৩০. সূরাটির পরিচিতিতে বলা হয়েছে যে, এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল মক্কী জীবনে মুসলিমদের এক চরম সঙ্কটকালে। মক্কার কাফেরগণ তাদের উপর চরম নির্যাতন চালাচ্ছিল। পরিস্থিতি এমনই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, মুমিনদের জীবন সেখানে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় তারা কী করবে সে নিয়ে তারা বড় পেরেশান ছিল। সূরাটির শুরুতে তো তাদেরকে সবর ও অবিচলতার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। এবার এ আয়াতে বলা হচ্ছে, মক্কা মুকাররমায় দ্বীন রক্ষা করা কঠিন হলে আল্লাহর ভূমি তো সংকীর্ণ নয়। তোমরা হিজরত করে এমন কোন স্থানে চলে যাও, যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে পারবে।

৩১. অর্থাৎ, 'আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে ছাড়তে হবে' –এই অনুভূতিই যদি তোমাদের হিজরতের পক্ষে বাধা হয়, তবে চিন্তা কর না কেন একদিন তাদেরকে ছেড়ে যেতেই হবে। কেননা একদিন না একদিন প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তারপর যখন তোমরা সকলে আমার কাছে ফিরে আসবে, তখন তোমাদের মধ্যে স্থায়ী মিলন ঘটবে। তারপর আর কখনও বিচ্ছেদ-বেদনা তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না।

৫৯. যারা সবর অবলম্বন করেছে এবং নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে।

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০. এমন কত জীবজন্তু আছে, যারা নিজেদের খাদ্য সঙ্গে বয়ে বেড়ায় না। আল্লাহই তাদেরকে রিযিক দান করেন এবং তোমাদেরকেও।[৩২] তিনিই সব কথা শোনেন, সকল কিছু জানেন।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٠﴾

৬১. তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! তাহলে তারা দিকভ্রান্ত হয়ে কোন দিকে ফিরে যাচ্ছে?[৩৩]

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২. আল্লাহ নিজ বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٢﴾

---

৩২. হিজরতের পক্ষে এই চিন্তা অন্তরায় হতে পারত যে, এখানে তো আমাদের আয়-রোজগারের একটা না একটা ব্যবস্থা আছে। অন্য কোথাও যাওয়ার পর উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা পাওয়া যাবে কি না কে জানে! এখানে তারই জবাব দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়ায় কত প্রাণী আছে, যারা নিজেদের খাদ্য সাথে বয়ে বেড়ায় না; বরং তারা যেখানেই যায় আল্লাহ তাআলা সেখানেই তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেন। সুতরাং এটা কি করে সম্ভব যে, আল্লাহ তাআলার হুকুমের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে যারা দেশ ছাড়বে, আল্লাহ তাআলা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন না? অবশ্যই করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। হাঁ, এটা ভিন্ন কথা যে, তিনি কাউকে রিযিক বেশি দেন এবং কাউকে কম দেন। এই কম-বেশি করাটা সম্পূর্ণই তাঁর হেকমতের উপর নির্ভরশীল। কাকে কতটুকু দিবেন তা তিনিই নিজ হেকমত অনুযায়ী স্থির করেন।

৩৩. অর্থাৎ, তারা যখন স্বীকার করছে আল্লাহ তাআলাই এসব করছেন, তখন এর স্বাভাবিক দাবি ছিল, তারা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁরই অনুগত থাকবে, অন্য কারও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কি হল যে, এই যুক্তিসঙ্গত দাবি অগ্রাহ্য করে তারা শিরকী কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে?

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন অতঃপর তা দ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেছেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! বল, 'আলহামদুলিল্লাহ'।[৩৪] কিন্তু তাদের অধিকাংশেই বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

[৬]

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْأٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪. এই পার্থিব জীবন খেলাধুলা ছাড়া কিছুই নয়।[৩৫] বস্তুত আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত!

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫. তারা যখন নৌকায় চড়ে, তখন তারা আল্লাহকে এভাবে ডাকে যে, তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস একনিষ্ঠভাবে তাঁরই উপর থাকে।[৩৬] তারপর তাদেরকে উদ্ধার করে যখন স্থলে নিয়ে আসেন, অমনি তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

---

৩৪. আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তারা নিজেদের মুখেই স্বীকার করে নিয়েছে, এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা কেবল আল্লাহ তাআলা, অন্য কেউ নয়। এ স্বীকারোক্তির অনিবার্য ফল হল, তাদের অংশীবাদী সুলভ আকীদা-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বিলকুল বাতিল।

৩৫. অর্থাৎ, খেলাধুলা কোন স্থায়ী জিনিস নয়, তার আনন্দ ক্ষণিকের। কিছুক্ষণ খেলাধুলা চলার পর এক সময় সব ফূর্তি শেষ হয়ে যায়। দুনিয়ার জীবনটাও এ রকমই। এর কোন সুখ ও কোন আনন্দই স্থায়ী নয়। সবই অতি ক্ষণস্থায়ী। কিছুকাল পর সব খতম হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আখেরাতের জীবন স্থায়ী ও অনিঃশেষ। তাই তার আনন্দ ও নেয়ামত চিরস্থায়ী। তার বসন্ত সদা অম্লান। সুতরাং প্রকৃত জীবন কেবল আখেরাতেরই জীবন।

৩৬. আরব মুশরিকদের রীতি ছিল বড় আজব। যখন সাগরে তরঙ্গ-বেষ্টিত হয়ে পড়ত এবং সাক্ষাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন হত, তখন তাদের কোনও মূর্তির কথা স্মরণ হত না, দেব-দেবীর কথাও না; তখন সাহায্যের জন্য কেবল আল্লাহ তাআলাকেই ডাকত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার রহমতে যখন প্রাণ নিয়ে তীরে পৌঁছতে সক্ষম হত, তখন তাঁকে ছেড়ে আবার সেই প্রতিমাদের পূজায়ই লিপ্ত হত।

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۥ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. আমি তাদেরকে যে নেয়ামত দিয়েছি, তারা তার অকৃতজ্ঞতা করতে থাকুক এবং লুটে নিক কিছু মজা! সেই সময় দূরে নয়, যখন তারা সবই জানতে পারবে।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۭ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. তারা কি লক্ষ্য করেনি, আমি (তাদের নগরকে) এক নিরাপদ হরম বানিয়ে দিয়েছি, অথচ তাদের আশপাশের লোকদের উপর হয় অতর্কিত হামলা।[৩৭] তারপরও কি তারা অলীক বস্তুর প্রতি বিশ্বাস রাখছে ও আল্লাহর নেয়ামতের নাশোকরী করছে?

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ۭ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে কিংবা যখন তার কাছে সত্য বাণী পৌঁছে, তখন তা প্রত্যাখ্যান করে? (এরূপ) কাফেরদের ঠিকানা কি জাহান্নাম নয়?

---

৩৭. পূর্বের সূরা অর্থাৎ সূরা কাসাস (২৮ : ৫৭)-এ গত হয়েছে, মুশরিকগণ তাদের ঈমান না আনার পক্ষে অজুহাত খাড়া করত, যেই আরববাসী এখন আমাদেরকে ইজ্জত-সম্মান করে, ঈমান আনলে তারা আমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমি থেকে বের করে দেবে। এ আয়াতে তাদের সে অজুহাতের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলাই তো মক্কা মুকাররমাকে নিরাপদ হরম বানিয়েছেন। ফলে এখানে কেউ লুটতরাজ ও খুন-খারাবি করার সাহস পায় না, অথচ এর আশেপাশেই দিনে-দুপুরে ডাকাতি, দস্যুবৃত্তি চলে। সেখানে মানুষের জান-মালের কোন নিরাপত্তা নেই, যে নিরাপত্তা হরমের বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে তোমরা পাচ্ছ। তো আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করা সত্ত্বেও যখন তিনি এরূপ স্বস্তির জীবন দান করেছেন, তখন তাঁর আনুগত্য স্বীকারের পর কি তিনি তোমাদেরকে এ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করবেন?

দ্বিতীয়ত এ আয়াতে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, মক্কা মুকাররমাকে নিরাপদ হরম কি কোন প্রতিমা বা দেব-দেবী বানিয়েছেন যে, তোমরা তাদের পূজা-অর্চনায় লিপ্ত রয়েছ? এ ভূখণ্ডকে এরূপ মর্যাদা তো আল্লাহ তাআলাই দান করেছেন, যা তোমরাও স্বীকার কর। সুতরাং চিন্তা করে দেখ, ইবাদত-বন্দেগীর উপযুক্ত আসলে কে?

৬৯. যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে উপনীত করব।[৩৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন।

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾

---

৩৮. যারা নিজেরা দ্বীনের উপর চলে ও অন্যকে চালানোর চেষ্টা করে, তাদের জন্য এটা এক মহা সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা হল, যারা দ্বীনের পথে চেষ্টারত থাকবে এবং কখনও হতাশ হয়ে পিছিয়ে যাবে না, তিনি অবশ্যই তাদেরকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাবেন। সুতরাং পথের কষ্ট-ক্লেশের কাছে হার না মেনে প্রতিটি বাঁক থেকে নতুন উদ্যম ও প্রত্যেক সঙ্কট থেকে নতুন হিম্মতের রসদ নিয়ে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা চাই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এর তাওফীক দান করুন। আমীন।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ২৬ জুমাদাল উলা ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ১২ জুন ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ ইশার আযানের সময় সূরা আনকাবুতের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। স্থান করাচি। (অনুবাদ শেষ হল ১১ শাবান ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৪ জুলাই ২০১০ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকুকে কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।



মাকতাবাতুল আশরাফ

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫ ৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net
ওয়েব সাইট: www.maktabatulashraf.net